Volume 12 Issue 1 & 2 2022-2023 ISBN 2311-3626

Jagannath University Journal of Social Sciences

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

Articles

Issue 1

Historical Background of the British Colonial Rule in Indian Subcontinent: An Analysis Abdul Momen, Md. Kamal Hossair

Chinese BRI and Bangladesh: An Analysis of Geo-political Context Moonmoon Mashrafy

Effects of Demographic Structural Changes on Economic Growth in Bangladesh Md. Mahmud Hasan Shah, and Shamima Sultana

"The Kora" - A Salvage Ethnography and Beyond Shaolee Mahboob, and Santosh Hemrom

Prevalence and Factors of Transforming Intimate Relationships in Bangladesh: A Case

Mohammed Moniruzzaman Khan, Mowsumi Rani Dey and Nurunnahar Mazumder

Perceived Discrimination among Racialized Immigrants to Canada: Examining Some **Community Level Indicators**

Md. Aminul Islam

Sports betting in Bangladesh and its impact on youths: A study in Gazipur district Ayesha Siddequa Daize and Md. Ershadul Islam

বাংলাদেশের ছানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যের ভূমিকা মো: নঈম আকতার সিদ্দিক

গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ মোহাম্মদ সেলিম, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রানীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমি মোঃ ইসমাইল হোসাইন

Issue 2

Drivers of Long Run Economic Growth in Bangladesh: An Econometric Scrutiny Tabassum Zaman and Soma Bhattacharjee

How Do the Rural Bangladeshi Women Experience the Social, Economic and Health System Related Barriers in Receiving Menstrual Regulation Service? Md. Imran Khan, Md. Abul Hossen

Factors Associated with Knowledge of Elder Law among Older Adults in Dhaka City Mohammad Shariful Islam, Miftahul Bari and Mohammad Sajjad Hossain

The State of Women Beggars in Dhaka City and the Strategies Adopted by them Md. Abu Nayeem and Mostafa Hasan

Estimation of Economic, Social, and Environmental Impact on Determining Health Production Function: Empirical Evidence from Bangladesh

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিশ্লেষণ নিবেদিতা রায়

প্রবীণ ব্যক্তির 'এজেন্সি' বিশ্লেষণ ঃ পরিপ্রেক্ষিত 'প্রবীণনিবাস'

মালবেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা ঃ মুন্সিগঞ্জের গোপালপুর গ্রামের প্রেক্ষিতে একটি নুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

কাজী মিজানুর রহমান





Jagannath University Journal of Social Sciences

Volume 12, Number 1 & 2 Faculty of Social Science Room # 717, New Academic Building (6th Floor) Jagannath University, Dhaka 1100, Bangladesh

Published in December 2023

Editorial Board

Chief Editor:

Professor Dr. Md. Abul Hossen Dean, Faculty of Social Science, JnU

Associate Editor:

Professor Dr. Md. Mahmud Hasan Shah Dept. of Economics, JnU

Dr. Ashek Mahmud

Associate Professor, Dept. of Sociology, JnU

Members:

Professor Dr. Sharif Mosharraf Hossain Chairman, Dept. of Economics, JnU

Md. Mezbah-Ul-Azam Sowdagar

Associate Professor & Chairman, Dept. of Political Science, JnU

Professor Dr. Sabina Sharmin Chairman, Dept. of Sociology, JnU

Professor Dr. Mostafa Hasan

Chairman, Dept. of Social Work, JnU

Professor Dr. Habiba Sultana

Chairman, Dept. of Anthropolgy, JnU

Dr. Md. Asraful Alam

Associate Professor & Chairman, Dept. of Mass Communication and Journalism, JnU

Professor Dr. Asma Bente Igbal

Chairman, Dept. of Public Administration, JnU

Professor Dr. Md. Abul Hossen

Chairman, Dept. of Fillm & Talevision, JnU

Editorial Assistant:

Md. Mistar Ali

Office Secretary Cum-Computer Operator, Dean Office, Faculty of Social Science, JnU

Price BDT 200.00 (US\$ 5.00)

Printed By:

Name: Dot Printing & Packaging

Address: 164 Shaheed Sayed Nazrul Islam Sarani, Purana Paltan, Dhaka.

E-mail: dot.printingb@gmail.com

Jagannath University Journal of Social Sciences

লেখক নির্দেশিকা (Guide for Authors)

Jagannath University Journal of Social Sciences জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ কর্তৃক প্রকাশিত একাডেমিক জার্নাল। জার্নালে সামাজিক বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা/ইংরেজি ভাষায় লেখা মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রপ:

- ১. লেখা A-4 সাইজের অফসেটসাদাকাগজের এক পৃষ্ঠায় ৪(চার) দিকে ১ ইঞ্চিমার্জিন রেখে ২(দুই) স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। বাংলা অথবা ইংরেজী য়ে কোন ভাষায় লেখা জমা দেয়া য়াবে। বাংলার ক্ষেত্রে Sutonny MJ ১৩ ফন্ট এবং ইংরেজীর ক্ষেত্রে Times New Roman ১২ ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- ২. প্রবন্ধ সর্বোচ্চ ছয় হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
- ৩. লেখককে প্রবন্ধ জমা দেওয়ার সময় প্রবন্ধ অন্য কোথাও (জার্নাল, সংবাদপত্র, ইত্যাদি) প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- 8. পান্ডুলিপির দুইটি প্রিন্টেড কপি ও একটি সফ্টকপি CD তে (word file) জমা দিতে হবে। জমা দেয়ার ঠিকানাঃ চীফ এডিটর, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, ডীন অফিস, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, কক্ষ # ৭১৭, নতুন একাডেমিক ভবন (৭ম), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। ই-মেইলঃ dean.fss@jnu.ac.bd
- ক. মূল প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম পরিচয় কিংবা ঠিকানা উল্লেখ করা যাবে না। আলাদা কভার পৃষ্ঠায় লেখকের নাম, পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।
- ৬. প্রতিটি প্রবন্ধের (বাংলা/ইংরেজী) শুরুতে ইংরেজীতে একটি বস্তুসংক্ষেপ (Abstract) অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে থাকতে হবে।
- ৭. রেফারেন্সের জন্য আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন (APA) এর স্টাইল (Version-6) অনুসরণ করতে হবে; ওয়েবসাইট ঠিকানাঃ http://www.uwp.edu/departments/library/guides/apa.htm or http://www.apastyle.org/
- ৮. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোন পরিবর্তন হবে না। টীকা ও বক্তব্যের উৎস স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারক্ষ্রীপ্টে (যেমন)আছে) সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার শেষে ফুটনোটে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।
- ৯. Reference List প্রবন্ধের শেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। রেফারেন্স তালিকা যদি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় থাকে তবে প্রবন্ধটি যে ভাষায় লিখিত সে ভাষার রেফারেন্স তালিকা প্রথমে দিতে হবে। গুধুমাত্র ওয়েবসাইট রেফারেন্স তালিকা পূথকভাবে বর্ণানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- ১০. প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এডিটোরিয়াল বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং মনোনীত/অমনোনীত কোন পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হবে না।

Jagannath University Journal of Social Sciences

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস ISSN 2311-3626

Volume 12 Issue 1 & 2 2022-2023



CONTENTS

Issue 1	
Historical Background of the British Colonial Rule in Indian Subcontinent: An Analysis Abdul Momen, Md. Kamal Hossain	01
Chinese BRI and Bangladesh: An Analysis of Geo-political Context Moonmoon Mashrafy	16
Effects of Demographic Structural Changes on Economic Growth in Bangladesh Md. Mahmud Hasan Shah, and Shamima Sultana	33
"The Kora" – A Salvage Ethnography and Beyond Shaolee Mahboob, and Santosh Hemrom	45
Prevalence and Factors of Transforming Intimate Relationships in Bangladesh: A Case in Dhaka City Mohammed Moniruzzaman Khan, Mowsumi Rani Dey and Nurunnahar Mazumder	65
Perceived Discrimination among Racialized Immigrants to Canada: Examining Some Community Level Indicators Md. Aminul Islam	79
Sports betting in Bangladesh and its impact on youths: A study in Gazipur district Dr. Ayesha Siddequa Daize and Md. Ershadul Islam	95
বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যের ভূমিকা ড. মো: নঈম আকতার সিদ্দিক	108
থাছ পর্যালোচনা ঃ মোহাম্মদ সেলিম, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রানীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমি মোঃ ইসমাইল হোসাইন	131
Issue 2	
Drivers of Long Run Economic Growth in Bangladesh: An Econometric Scrutiny Dr. Tabassum Zaman and Soma Bhattacharjee	137
How Do the Rural Bangladeshi Women Experience the Social, Economic and Health System Related Barriers in Receiving Menstrual Regulation Service? Md. Imran Khan, Md. Abul Hossen	159
Factors Associated with Knowledge of Elder Law among Older Adults in Dhaka City Mohammad Shariful Islam, Miftahul Bari and Mohammad Sajjad Hossain	173
The State of Women Beggars in Dhaka City and the Strategies Adopted by them Md. Abu Nayeem and Mostafa Hasan	184
Estimation of Economic, Social, and Environmental Impact on Determining Health Production Function: Empirical Evidence from Bangladesh Munira Sultana	197
নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমতৃ বিপ্লেষণ ড. নিবেদিতা রায়	213
প্রবীণ ব্যক্তির 'এজেন্সি' বিশ্লেষণ ঃ পরিপ্রেক্ষিত 'প্রবীণনিবাস' তাসলিমা আতিক	227
মালবেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা ঃ মুন্সিগঞ্জের গোপালপুর গ্রামের প্রেক্ষিতে একটি নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কাজী মিজানুর রহমান	242

Jagannath University Journal of Social Sciences

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস ISSN 2311-3626

Volume 12 Issue 1 2022-2023



Historical Background of the British Colonial Rule in Indian Subcontinent: An Analysis

Abdul Momen

Associate Professor Department of Islamic History & Culture Jagannath University, Dhaka-1100

Md. Kamal Hossain

Professor Department of Islamic History & Culture Jagannath University, Dhaka-1100

Abstract: The article is highlightingthe British advance in the Indian Subcontinent by doing business and spreading Christianity. They consolidated their prosperous businesses and concentrated on gaining power under the liberal policies of the Mughals. With the help of Mir Jafar and others, they vanquished Nawab Siraj-ud-Daulah in the mid-eighteenth century. In 1764, Mir Qasim attempted to reclaim sovereignty from the British but was ultimately defeated after disposing of the three significant vanguards. Shah Alam II (1760–1806) and Mughal control in Upper India capitulated to the British; Mir Qasim vanished into impoverished oblivion; and Shah Shuja escaped west, pursued by the victorious forces. The British had effectively taken control of Bengal, Bihar, and Odisha, and the entire Ganges valley was under their control. In this paper, we look at how the British came to be in charge and how they kept their colonial rule in the Subcontinent

Keywords: British Colonial rule, Battle of Plassey, Battle of Buxar, Indian subcontinent.

1. Introduction

In the middle of the eighteenth century, the Indian Sub-Continent created a new history for the nations of this region. From 1757 to 1947, this history was more diversified, more criticized, and more innovative. The "Company of Merchants of England Trading to the East Indies" was founded on December 31, 1600, in London, and it was authorized a privilege on all straight maritime trade between England and Asia by Queen Elizabeth I. The most significant purpose of the company as a trading company was to gain a portion of the profitable commercial activity. Nevertheless, by the middle of the eighteenth century, the company's position had begun to shift, and the political landscape was one of the most significant factors at the time. The company was forced to take on an essential role in India as the Mughal Empire collapsed and French influence in India expanded. As a result of the international rivalry between Britain

Corresponding author: Abdul Momen, E-mail: mumin786jnu@gmail.com

and France, British officials launched a campaign to safeguard their interests and prevent the spread of French domination in India. Military units, political influence, and economic strength were not only the sole means of consolidating British rule in India (Cohn, 1996), but aside from these initiatives, the governor-general of Bengal, Warren Hastings (1772–1785), devised a new strategy for bolstering the British presence in India. From the last quarter of the 18th century, largely through the endeavor of Hastings, who created the Orientalist strategy as the standard stance and anonymous attitude of British India until the accession of William Bentinck (1828–1855) (Zastoupil & Martin, 1999). This study examines the historical events that established British colonial rule in the Indian Subcontinent.

2. Methodology

This study conducted with qualitative methods. To enhance this writing, a rigorously reviewed of books and sources were consulted. Materials consulted and tested include peer-reviewed academic journals, books, edited volumes, government and research group reports, reviews and operating papers through coverage studies centers, and works by distinguished authors and columnists.

3. Historical Background of English East India Company

On September 22, 1599, a number of traders assembled and declared their desire "to venture in the reputed expedition to the East Indies, and the amounts that they will attempt," pledging £30,133 (nearly £4,000,000 in today's value) (Wilbur, 1945:18). Two days later, "the Voyagers" reconvened and determined to seek the Queen's assistance with the endeavor (East Indies: September 1599). Despite the fact that their initial plan had not been terribly effective, but they requested the Queen's informal permission to proceed. They purchased ships for their trade and expanded their investment to £68,373. The Voyagers assembled again a year later, on December 31, 1600 and this time they were successful the Ruler granted "George, Earl of Cumberland, and 218 Knights, Council members, and Burgesses" (Pollock, 1875: 148) a distinguished charter of rights under the title 'Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies' (Imperial Gazetteer of India, 1908: 454). The charter granted the newly created company monopoly (The Imperial Gazetteer of India, 1908: 455) rights over English trade with all regions east of the Cape of Good Hope and west of the Magellan Straits (Encyclopedia Britannica, 1911). Merchants who violated the charter without obtaining permission from the company faced forfeiture of their vessels and shipment (half of which were owed to the Queen, the other half to the company) as well as imprisonment at the "royal pleasure" (Kerr, 2004:102). The collaboration started growing to control more than half of the globe's trade by the eighteenth century and mid-1800s (Farrington, 2002:128) especially in extremely important goods like fabric, silk, indigo dye, sweetener, salt, spices, saltpeter, tea, and opium. Additionally, they looked into the roots of the dominion in India (Farrington, 2002:128). The company's management was overseen by the Court of Directors, which consisted of one governor and 24 directors. They spoke with the Court of Proprietors, which had been selected for them. According to the reports submitted to the Court of Directors by the ten committees, as per tradition, trading began at the Nags Head Inn in Bishopsgate, directly across from St. Botolph's Cathedral, before relocating to India House in Leadenhall Street (Timbs, 1855: 264).

3.1 The company's slavery business (1621–1757)

According to the records, the East India Company's engagement in the slave trade appears to have begun in 1684, when Captain Robert Knox was commanded to capture and transfer 250 slaves from Madagascar to St. Helena (Pinkston, 2018). The Encyclopedia Britannica reveals that the East India Company started utilizing and shipping slaves in Asia and the Atlantic in the early 1620s (*Encyclopedia Britannica*, 2020), or around 1621 (Allen, 2015).

3.2 Arrival in Indian subcontinent

During the Clash of Swally in 1612, Ruddy Mythical Serpent engaged the Portuguese and made several trips to the East Indies. Sir Thomas Roe, an English diplomat to Jahangir's court in Agra from 1615 to 1618, and other English traders saw the Mughal ruler Jahangir (1605-1627) presenting a subject with a gown of honor. And other British traders frequently exchanged threats with their Dutch and Portuguese allies in the Indian Ocean. During the Battle of Swally in Surat, the company decisively defeated the Portuguese. The company selected to look into the prospect of acquiring a local, reliable balance in the nation of India has formal approvals from both the British and Mughal domains and requested that the Queen send a conciliatory delegation (Indian History Sourcebook, 2014). James, I sent Sir Thomas Roe to the Mughal ruler Jahangir (1605-1627) in 1612 to negotiate a business agreement that would grant the corporation sole rights to live in Surat and other locations and build factories there. The company promised to give the ruler products and collectibles from the European market in exchange. This effort was very effective, and Jahangir influencedSir Thomas Roe to write James a letter: 'As a result of your confirmation of my royal love, I have provided a general order to all of my dominions' kingdoms and ports to gain all English merchants as my friends, granting them complete liberty to dwell wherever they choose and the surety that neither Portugal nor anyone else will dare disturb their peace when they come at any of my ports. I have also ordered that they be allowed to live in any city in my empire. I invite your Majesty to order your traders to carry in their ships full of valuable items fit for my palace as a sign of our love and friendship. I also instruct that you be kind enough to transmit me your royal letters whenever you have a chance so that I may be happy for your good health and flourishing affairs and that our friendship may be mutual and everlasting-Nuruddin Salim Jahangir, Letter to James I' (Indian History Sourcebook, 2014).

3.3 Advancement of their business

The company quickly expanded its business exchange activities, benefiting from the royal assistance. It obscured the Portuguese Estado da India¹ - which had installations in Goa,

The Portuguese referred to the region of their dominion that stretched from India to East Asia as the Estado da India (1505–1961) However, in its fullest definition, the name refers to all Portuguese lands

Chittagong, and Bombay -Following Catherine of Braganza's wedding to Charles II, Portugal gave Bombay to Britain as part of her share of the kingdom. The East India Company organized an assault on Portuguese and Spanish boats of the Chinese coast with the Dutch United East India Company, which assisted in defending China's ports (Tyacke, 2008). The company established trading posts at Surat in 1619, Madras in 1639, Bombay in 1668, and Calcutta in 1690. By 1647, the company had 90 workers in India and 23 industrial units under the leadership of a factor, an expert merchant, and an agent. The walled outposts of Fortification William in Bengal, Fortification St. George in Madras, and Bombay Castle became the primary industrial centers. In 1634, the Mughal Emperor Shah Jahan (1628-1658) strengthened his ties with English merchants in Bengal (Dalrymple, 2019), and in 1717, he completely suspended traditional requirements for their payment. Cotton, silk, indigo color, saltpeter, and tea were the company's cornerstone products at the time. In the meantime, the Dutch had removed the Portuguese from the Straits of Malacca, extending their dominating business framework of spice trade. With the decline of Portuguese and Spanish dominance in the area, the British and Dutch began a phase of rampant conflict during the 17th and 18th centuries' Anglo-Dutch Wars (Israel, 1995).

The Dutch East India Company, or VereenigdeOostindische Compagnie (VOC), was the biggest trading company in the world during the first two decades of the 17th century, with 50,000 servicemen globally and a private fleet of 200 vessels. They concentrated on the spice trade and paid a 40% yearly profit to its owners (Neatorama, 2020). Throughout the 17th and 18th centuries, the British competed hard with the Dutch and French for spices from the Malay Archipelago. Some spices, such as nutmeg and cloves, were only available on these islands at the time, and they might increase income by up to 400 percent from a single trip (Suijk, 2015). Tensions between the Dutch and British East Indies Trading Companies were so strong that at least four Anglo-Dutch Wars broke out: 1652-1654, 1665-1667, 1672-1674, and 1780-1784 (Suijk, 2015). In 1635, Charles I awarded Sir William Courteen a trading authorization, allowing the competing Courteen association to deal with the east at any site where the EIC did not have a representation (Riddick, 2006). King Charles II granted the EIC (in a series of five acts around 1670) the privileges of autonomous land grants, minting cash, mission fortifications, and military assets; making coalitions, launching an attack or peace; and practicing both civil and criminal jurisdiction over the obtained regions in an act designed to strengthen the EIC's influence (Encyclopedia Britannica, 1911a).

Mughal naval forces led by Sidi Yaqub assaulted Bombay in 1689. The EIC yielded in 1690 after a year of fighting, and the British dispatched delegations to Aurangzeb (1658-1707)'s court to appeal for mercy. The emperor required the company's delegations to bend before him, pay a huge compensation, and swear to behave better the next time. The company re-settled itself in

east of the Cape of Good Hope, so at its height in the 1600s, the Estado da India covered everything from Africa to Japan.

Bombay and built a new headquarters in Calcutta once the emperor evacuated his forces (Encyclopedia.com, 2016). Due to objections to the original company's monopoly, a competing company was formed, and the two were merged in 1708 as the United Company of Merchants of England trading to the East Indies. The United Company was run by a court of 24 directors who collaborated through committees. The Court of Proprietors, or stockholders, chooses them once a year. When the company took control of Bengal in 1757, stockholders' meetings impacted Indian policy until 1773, when votes could be obtained by purchasing shares. As a result of this agreement, the government was forced to intervene. The Regulating Act (1773) and William Pitt the Younger's India Act (1784) strengthened government control over political strategy by establishing a regulatory body that was accountable to Parliament. Following that, the company rapidly lost influence over both its commercial and political operations. After its trade monopoly was abolished in 1813, it became just a managing corporation for the British government of India in 1834. After the Indian Mutiny of 1857, it was stripped of its responsibilities, and it ceased to exist as a legal organization in 1873 (Sutherland, 1952).

4. The Battle of Plassey and Making Plans to arrive at the Foundation of the British Empire

At the Battle of Plassey, the British East India Company under Robert Clive decisively defeated the Nawab of Bengal and his French allies (Campbell & Watts, 1760). This success was made possible by Mir Jafar, the Nawab Siraj-ud-Daulah 's commanding officer. As a consequence of the struggle, Bengal was taken over by the British. Over the century, they seized control of the majority of the Indian subcontinent, Myanmar, and Afghanistan. The battle took place near Plassey, on the Hooghly River's banks, about 150 kilometers north of Calcutta and 70 kilometers south of Murshidabad, Bengal's then-capital (presently in the Nadia area in Indian West Bengal). The participants in the battle were the company and Nawab Siraj-ud-Daulah, the final sovereign Nawab of Bengal. Alivardi Khan's successor (his maternal granddad) Before becoming the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah requested that the British halt construction of their fortification. Mir Jafar, the Nawab's military chief, was bought off by Robert Clive with the promise of becoming the Nawab of Bengal. Clive defeated Siraj-ud-Daulah at Plassey in 1757 and captured Calcutta (Nick, 2015). After the conflict, Nawab Siraj-ud-Daulah invaded Calcutta, which was under British authority, leading to the Black Hole massacre. Robert Clive and Admiral Charles Watson sent troops from Madras to Bengal to recapture Calcutta. After that, Clive assumed control of the besieged French fort at Chandernagar (Naravane, 2014).

The Battle of Plassey was the climax of suspicion and distrust between Siraj-ud-Daulah and the British. The conflict took place, during the Seven Years' War (1756–1763), when the French East India Company deployed a small detachment to oppose the British, mirroring their European rivalry (Campbell & Watts, 1760). With a numerically stronger force, Siraj-ud-Daulah started his attack at Plassey. Anxious about being outmanned, the British devised a plot with Yar Lutuf Khan, Jagat Seths, Mahtab Chand, Swarup Chand, Umichand, Rai Durlabh, and

others. Mir Jafar, Rai Durlabh, and Yar Lutuf Khan collected their soldiers near the fighting but made no move to participate in the conflict. Due to Siraj-ud-Daulah 's departure from the battlefield and the conspirators' inaction, Col. Robert Clive's 3,000 soldiers beat Siraj-ud-Daulah 's 50,000 soldiers, 40 cannons, and 10 war elephants. The war occurred around 11 hours. This is considered one of the most important wars in the colonial powers' dominance of the Indian subcontinent. The British now had considerable clout with the Nawab, Mir Jafar, and were able to extract favorable terms in exchange for prior trade losses and income. The British utilized this income to strengthen troops and push other European powers out of South Asia, such as the Dutch and the French, thus extending the British Empire.

5. Grounding to the Conflict of Plassey

The Madras settlement of the East India Company in southeast India served as the foundation for Robert Clive's earliest successes. Bombay on India's western coast and Calcutta in Bengal, at the northern tip of the Bay of Bengal, in the east of the subcontinent, were the two important trading hubs for the East India Company. Around 1645, the local authorities gave the English East India Company permission to establish a permanent headquarters on the Hugli River, which is where modern-day Calcutta is today. Trading with local suppliers and traders were the company's primary objective before shipping the items to England at a profit via the sea. The settlement was only provided with minimal fortifications and defenses. The East India Company increased its influence in the area significantly. Each Nawab who ruled Bengal recognized the company's significant financial contributions to the region's protection because Afghans and Mahrattas frequently threatened Bengal from the north and west. The East India Company left Hugli and moved to Madras in 1689 due to Shaista Khan, the Nawab of Bengal, making excessive demands. The previous Nawab, Ibrahim Khan, persuaded the business to return the following year. The new community was founded south of Calcutta in a collection of villages close to the Hugli River. The equivalent French and Dutch enterprises had already established themselves in the place of the Hugli River.

After defeating and executing his successor, Sarfaraz Khan, Alivardi Khan became Nawab of Bengal in 1741. Due to a sequence of Mahratta assaults, the Mughal emperor in Delhi was greatly weakened, and the magnates in Bengal were left to straighten things out amongst themselves. Alivardi Khan's status was swiftly reaffirmed (Dalrymple, 2019). Alivardi Khan spent the years 1741–1756 resisting the Mahrattas' frequent assaults on his territories of Bengal, Bihar, and Orissa, but he was ultimately compelled to accept them. The Nawab's wars had little impact on the foreign traders who had founded themselves along the Hugli. They most likely gained from them as an expanding number of merchants moved east to avoid the Mahrattas' ravages. The East India Company was granted authorization to construct protective works around its settlement, which were started but never completed (Subhan, 1970).

Figure 1: Chronology of capturing main territory by the British

Chronology of Capturing Main Territory by the British				
1757	24 Parganas of the Sundarbans correspond to Clive after Plassey's war			
1760	Northern Circars captured			
1765	Following the defeat of the Nawab Wazir of Oudh at the Battle of Buxar, Major Hector Munro "acquired" from Shah Alam II the diwani, or entitlement to money produced by work or business, of Bengal, Bihar, and Orissa.			
1773	New control gains from the Raja of Banares			
1775	Nawab of Ghazipur humiliates			
1795	The Nizam of Hyderabad was defeated at the battle of Kharda, which occurred in the same location or time period as the Maratha-Mysore War.			
1799	The fall of Mysore occurred in the same location or time period as the Siege of Seringapatam (1799); Nawab of Kadapa and Nawab of Kurnool added			
1801	Nawab of the Carnatic, Nawab of Junagarh, and Rohilkhand of Lower Doab occupied.			
1803	Upper Doab's Rohilkhand is seized; the Nawab of Bhawalpur recognizes British India's frontiers.			

Source: Literature review

Alivardi Khan died in 1756, and his grandson Siraj-ud-Daulah took his place. He did not hold the English installation in the same regard as his ancestor. He made the decision right away to remove the East India Company from Bengal. On June 4, 1756, Siraj-ud-Daulah captured the company's factory at Cossimbazar under the pretext that they were expanding their defenses against him and that they were hiding political culprits. He detained the garrison and took possession of the company's assets. After a four-day bombardment, Siraj-ud-Daulah and a powerful force took Calcutta on June 19, 1756 (Shah, 2012).

6. The Dark Hole of Calcutta

Soldiers of Siraj-ud-Daulah imprisoned British army captives on the evening of June 20, 1756, in the Black Hole of Calcutta, a dungeon in Fort William in Calcutta. That was roughly 4.30 to 5.40 meters (14 to 18 feet) in length (Gupta, 1962). According to John Zephaniah Holwell, a British convict and a member of the company, after Fort William collapsed, the residual British soldiers, Indian sepoys, and Indian citizens were imprisoned overnight in conditions so cramped that many people perished from asphyxiation and heat depletion, and that 123 of the 146 captives of war held there perished. (Little, 1916). However, it seems that Siraj-ud-Daulah did not explicitly order the inmates to be kept in the cell. Because he also ordered the survivors to

be rescued the following morning (Gupta, 1962), Bribed Indians brought water to the Black Hole captives; a large portion of the soldiers left Calcutta on board English ships and traveled down the river to Fulta while they awaited a relief mission from Madras. (Little, 1916).

7. Battle

The Nawab's soldiers exited their barracks before dawn on June 23 and began advancing towards the forest. Their army was made up of 30,000 infantries of various types, equipped with matchlocks, swords, pikes, explosives, 20,000 cavalries, equipped with swords or long spears, with 300 units of artillery, principally 32, 24, and 18-pounders, distributed throughout. De St. Frais commanded a detachment of roughly 50 French artillerymen who directed their own ground weapons. Within a mile of the forest, the French took up places at the bigger tank, with four light pieces accompanied by two larger pieces. Behind them, the Nawab's loyal generals, Mir Madan Khan and Diwan Mohanlal, led a force of 5,000 cavalry and 7,000 infantries. The remaining troops, which numbered 45,000 men, extended an arc from the little hill to a location 800 yards (730 meters) east of the grove's southern edge, attempting to encircle Clive's smaller force. Rai Durlabh led the right arm of their force, Yar Lutuf Khan led the center, and Mir Jafar led the left arm nearest to the British (Malleson, 1885). Clive stood on the rooftop of the hunting lodge, watching the scenario unfold and waiting for answers from Mir Jafar. He instructed his forces to move out of the forest and form a line confronting the bigger tank. His battalion consisted of 750 European infantry, 100 Topasses, 2100 sepoys, and 100 artillerymen, with 50 marines assisting them.

Eight 6-pounders and two howitzers made up the artillery. In four segments, the Europeans and Topasses were situated in the center of the division surrounded on each flank by three 6-pounders. The sepoys were evenly distributed on the right and left sides. To counter the French fire, Clive stationed two 6-pounders and two howitzers behind those brick kilns, 200 yards (180 meters) north of his regiment's left wing (Orme, 1861). The French army at the bigger tank fired the first shot at 8:00, shooting one and wounding another from the 39th Platoon's infantry unit. As a result of this, the troops of the Nawab's artillery opened up with a powerful and relentless attack. The British forward field pieces fought the French, while the platoon's artillery fought the bulk of the Nawab's artillery. Instead of immobilizing the cannons, their rounds hit the infantry and cavalry units. The British had lost 10 Europeans and 20 sepoys by 8:30 a.m. Clive instructed the soldiers to return to the relative safety of the forest, leaving the advanced artillery at the brick kilns. Because of the embankment's shelter, the British suffered a significant reduction in losses (Harrington, 1994; Orme, 1861). Nowab was squashed inside the battle by conspiracy.

8. Consequence of the Battle of Plassey

According to Malleson, the Battle of Plassey paved the way for the British Empire's expansion into India and the Far East. Siraj-ud-Daulah came into the arms of Mir Jafar Khan, the next Nawab, and was assassinated (Malleson, 1885) Clive got a letter from Mir Jafar on the evening

of June 23rd, requesting a discussion. Clive answered that he would contact Mir Jafar the next morning at Daudpur. Clive hugged Mir Jafar and greeted him as the Nawab of Bengal, Bihar, and Odisha as he entered the British headquarters at Daudpur in the morning. He then instructed Mir Jafar to hurry to Murshidabad in an effort to stop Siraj from fleeing with his treasure. On the evening of June 24, Mir Jafar and his forces arrived at Murshidabad. In the aftermath of rumors of a suspected assassination attempt on his life, Clive reached Murshidabad on June 29th with a squad of 200 European troops and 300 sepoys. Clive was carried to the Nawab's house, where Mir Jafar and his men greeted him. Clive seated Mir Jafar on the chair and gifted him with a dish of gold rupees, recognizing his status as a Nawab (Harrington, 1994:83–84; Orme, 1861:183–184).

On June 23, Siraj-ud-Daulah arrived in Murshidabad at midnight. He convened a council, with some advising him to yield to the British, others to continue fighting, and still others to continue fleeing. Siraj camouflaged himself and departed northward on a sailboat with his family and costly treasures around 22:00 on June 24. With the help of Jean Law, he planned to flee to Patna. On the 24th of June, at midnight, Mir Jafar dispatched several squads in quest of Siraj. Siraj arrived in Rajmahal on July 2nd and sought refuge in an abandoned garden, but he was soon found and betrayed to the local military commander, Mir Jafar's brother, by a person who had formerly been imprisoned and beaten by Siraj.

Because a council led by Mir Jafar could not decide his fate, he was given over to Mir Jafar's son, Miran, who had Siraj assassinated that night. The next morning, his body was marched through the streets of Murshidabad before being cremated at Alivardi Khan's shrine (Stanhope, 1853). The British received all of the territory within the Maratha Ditch and 600 yards (550 meters) beyond it, as well as the zamindari of all the area between Calcutta and the sea, as per agreement between the British and Mir Jafar. The agreement not only confirmed the firman of 1717, but it also forced the British to pay 22,000,000 rupees (£2,750,000) in compensation for their damages, which included payments to the navy unit, army, and committee. Meanwhile, since the wealth of Siraj-ud-Daulah proved to be far less than expected, a meeting with Seths and Rai Durlabh on June 29 determined that half of the sum should be given right away — two-thirds in currency and one-third in gems and other assets. As the session came to a close, Omichund realized that he would gain nothing in exchange for the deal, which drove him, insane (Stanhope, 1853).

As an aftermath of the Plassey Conflict, the French were no longer a strong power in Bengal. The Northern Circars were secured in 1759 when the British overcame a stronger French force at Masulipatam. By 1759, Mir Jafar had realized that his status as a British employee could no longer be maintained. He began urging the Dutch to fight the British and drive them out of Bengal. Although the British and Dutch were not formally at war, the Dutch despatched seven big ships and 1400 troops from Java to Bengal in late 1759 under the pretense of fortifying their Bengal outpost of Chinsura. Clive, on the other hand, launched an aggressive onslaught on land

and sea, defeating a considerably larger Dutch army in the Battle of Chinsura on November 25, 1759, and deposing Mir Jafar and installing Mir Qasim as the Nawab of Bengal. In Bengal, the company is now the dominant authority. Clive was awarded an Irish peerage as Baron Clive of Plassey and a place in the British House of Commons when he came back owing to illness (Harrington, 1994).

The conflict continued in places like Arcot, Wandewash, Tanjore, and Cuddalore in the Deccan and Hyderabad before Col. Eyre Coote defeated a French force under the command of de Lally and with the assistance of Hyder Ali at Pondicherry in 1761. The Treaty of Paris restored Pondicherry to the French in 1763, but they never recovered their previous status in India. In the years to come, the British would effectively govern the subcontinent (Harrington, 1994). The Battle of Plassey and the British East India Company's subsequent triumph led to the establishment of puppet governments in various Indian territories.

9. The Battle of Buxar and its Impact

On the 22nd of October 1764, the Battle of Buxar took place between the forces of the British East India Company, directed by Hector Munro, and the allied defense group of Mir Qasim, the Nawab of Bengal; Shuja-ud-Daula, the Nawab of Awadh; and the Mughal Ruler Shah Alam II (Parshotam, 1985:500). The action took place in Buxar, a "small guarded city" in Bihar located on the banks of the Ganga River around 130 kilometers (81 miles) west of Patna; it was a complete victory for the British East India Company. The Agreement of Allahabad, which occurred in 1765, brought the fight to a close. The British force in battle was 7,074 with 859 British troops, 5,297 Indian sepoys and 918 Indian cavalry (Cust, 1858). And the allied forces composed of over 40,000 people. But the British army defeated the united forces of the Mughals, Awadh, and Mir Passim. After the Battle of Buxar, the Natives had completely lost their military supremacy. The three distinct forces' final collapse resulted from a lack of fundamental coordination.

The Mughals' right-wing commanding officer, Mirza Najaf Khan advanced his soldiers towards Major Hector Munro early in the morning. Still, the British defenses had already been put up and had successfully stopped them. The British claimed that the armies of Durrani and Rohilla were also present and engaged in continuous combat. Shuja-ud-Daula had demolished three enormous gunpowder stocks in addition to sizable tumbrils by lunchtime. Nawab Shuja-ud-Daula retaliated by collapsing his boat bridge after crossing the river, trapping the Mughal Emperor Shah Alam II and soldiers from his brigade behind. Munro separated his troops into columns and pursued the Nawab. Also escaping with his 3 million rupees in gems, Mir Qasim perished in poverty in 1777. (McLynn, 2006). Mirza Najaf Khan reorganized Shah Alam II's troops, and following his withdrawal, he decided to negotiate with the British. According to historian John William Fortescue, there were 847 British casualties: The European troops had 39 died and 64 injured, while the sepoys had 250 died, 435 injured, and 85 missing (John, 2004). He also stated that the three Indian allied forces had lost 2,000 men and injured so many

(Black, 1996). In another record, the British suffered 69 European and 664 sepoy casualties while the allied forces suffered 6,000 casualties (Keay, 2010). The victorious forces took 133 units of artillery and almost a million rupees in cash. Following the battle, Munro opted to aid the Marathas, who were regarded as a "warlike race" and well known for their unrelenting hostility toward the Mughal Empire, its Nawabs, and the region of Mysore.

The British victory at Buxar dispensed with the three major vanguards of Mughal rule in Upper India "in one fell swoop." Mir Qasim vanished into the gloom of invisibility. Shuja-ud-Daula escaped west, chased by the conquerors, and Shah Alam II yielded to the British. The company had the entire Ganges valley at their hands, Shah Shuja finally surrendered by 1765 and the British had virtually taken over Bengal, Bihar, and Odisha. As a result of the fight, the ruler lost Bengal to the British under the agreement of Allahabad in 1765. The Plassey conqueror, Lord Robert Clive was appointed as Bengal's first governor (Keay, 2010).

10. Conclusion

At the end, we can say that the purposes of the British in India were political and religious but they were successful in politics rather than religious aspects. In 1857 after the failure of the Sepoy revolt, this territory went under the direct rule of the British parliament. During that time the region has experienced advances in economy, politics, and a variety of other sectors. This was regarded as the most difficult period in the history of the Indian Subcontinent. Though the British rule had a largely detrimental effect on India, there were some favorable outcomes. The British rule is only for British purposes not for Indians and the British education policy was for British and Hindu communities not for Muslim communities. The impacts of the British education policy on the Muslim Community were dangerous, discriminative, and a step to destroy their speed and identity of them. Though they introduced many steps for education in India, its purpose was evil and communal and to create conflict among Indians, especially Hindus, and Muslims. British education policy in India was not only a tool of dominance, but also a weapon of slavery against Indians. This educational model can be contrasted to that of banking (Freire, 2012). Memorizing was the dominating speed in their education policies rather than applying, analyzing, evaluating, and creating, which are essential tools for effecting learning (Momen et al., 2023). Muslim communities are divided into different groups for the purposes of education. One large group presented them with British western education connected to Alighar movement and another large group presented them with pure Islamic principles connected to Darul Uloom Dewband. So, a notion about the need for modern education among Indian Muslims was formed by British policy. Even though the British are credited with introducing modern education and the English language to Indians, they are unable to implement a comprehensive modern educational framework in the subcontinent. In general, British measures were based on their own self-interest. They disregarded Indians' social responsibilities and the growth of the need for modern education among Indian Muslims. Muslims got involved in response to British initiatives in order to overcome educational shortsightedness, economic hardship, and political disillusionment. This is known as the "Muslim Consciousness Time" in India.

References

- Bernard, S. C. (1996). *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British India*. Princeton: Princeton University Press.
- Black, J. (ed.). (1996). The Cambridge Illustrated Atlas of Warfare: Renaissance to Revolution, 1492-1792. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from: https://books.google.com.bd/books?id=neUKEvaYPZYC&redir_esc = y
- Campbell, J & Watts, W. (1760). *Memoirs of the Revolution in Bengal, Anno Domini* 1757, London, A. Millar, pp. 20-23. Retrieved from: https://books.google.com.bd/books?hl=en&lr=&id=IW8IAAAAQA AJ&oi=fnd&pg=PP2 &dq=Campbell,+John+%26+Watts,+William.+(1760).+%22Memoi rs+of+the+Revolution+in+Bengal,+Anno+Domini+%091757%22,+World+Digital+Library,+retrie ved+30+Se ptember+2013.+Available :&ots=B1WULkFDWi&sig=Cs047fVgTRRiBx_0rFQ60rDqpj8&re dir esc=y#v=onepage&q&f=false
- Cust, E. (1858). *Annals of the Wars of the Eighteenth Century: 1760–1783*. III. London: Mitchell's Military Library, p. 113. Retrieved from:https://books.google.com.bd/books?id=DoZCAAAAYAAJ&pg=PA113&redir_esc=y#v=o nepage&q&f=false
- Dalrymple, W. (2019). East India Company sent a diplomat to Jahangir & all the Mughal Emperor cared about was beer. Archived from the original on 24 August 2019. Retrieved 24 August 2019. Internet Archive. Retrieved from:

 https://web.archive.org/web/20190824144031/https://theprint.in/pageturner/excerpt/east-india-company-sent-a-diplomat-to-jahangir-all-the-mughal-emperor-cared-about-was-beer/281255/
- Encyclopedia Britannica. (1911). *East India Company Encyclopedia*. theodora.com. Archived from the original on 16 April 2021. Retrieved 26 March 2021. Retrieved from: https://theodora.com/encyclopedia/e/east_india_company.html
- Encyclopedia Britannica. (1911a). East India Company Eleventh Edition. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition
- Encyclopedia.com. (2016). Asia facts, information, pictures Encyclopedia.com articles about Asia, pp. 2-3. Archived from the original on 22 August 2016. Retrieved 7 July 2017. Retrieved from: https://www.encyclopedia.com/places/oceans-continents-and-polar-regions/oceans-and-continents/asia

- Encyclopedia Britannica. (2020). *East India Company | Definition, History, & Facts*. Archived from the original on 10 September 2020. Retrieved 21 June 2020. Retrieved from: https://web.archive.org/web/20200910045538/https://www.britannica.com/topic/East-India-Company
- Farrington, A. (2002). *Trading Places: The East India Company and Asia 1600–1834*. London: British Library. P. 128. Retrieved from: https://catalogue.nla.gov.au/Record/2368685
- Freire, P. (2012). Pedagogy of the oppressed, New York: M. B. Ramos, Trans. Frontiero v. Richardson.
- Gupta, B. K. (1962). Siraj-ud-daullah and the East India Company, 1756–1757. Leiden: E. J. Brill.
- Harrington, P. (1994). *Plassey 1757, Clive of India's Finest Hour*. Osprey Campaign Series 36, London: Osprey Publishing, pp. 61-65.
- Indian History Sourcebook: England, India, and The East Indies, 1617 CE. (2014). The battle of Plassey ended the tax on the Indian goods. Fordham University. New York, USA, pp. 1-2. Archived from the original on 18 August 2014. Retrieved 5 May 2004. Retrieved from: https://sourcebooks.fordham.edu/india/1617englandindies.asp
- Israel, J. I. (1995). *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806*. Oxford: Clarendon Press.
- John, W. (2004). *History of the British Army*, Volume III, Naval & Military Press. Retrieved from: https://books.google.com.bd/books?id=7a-6PwAACAAJ&redir_esc=y
- Kerr, R. (2004). A General History and Collection of Voyages and Travels. Public domain in the USA. Archived from the original on 25 February 2021. Retrieved 3 October 2018. Available: https://www.gutenberg.org/ebooks/12514
- Keay, J. (2010). *The Honourable Company* (Paperback ed.), London: Harper Collins UK., p. 374. Retrieved from: https://books.google.com.bd/books?id=XpdgQt6Tc54C&redir_esc=y
- Lynn, Z. & Moir, M. (Ed.). (1999). *The Great Indian Education Debate: Documents Relating to the Orientalist- Anglicist Controversy, 1781-1843.* London: Curzon Press. p. 2.
- Little, J. H. (1916). The Black Hole -The Question of Holwell's Veracity. Bengal: Past and Present, (12), 136–171.
- Malleson, G. B. (1885). *The Decisive Battles of India from 1746 to 1819*, London: W.H. Allen, p. 59. Retrieved from: https://archive.org/details/decisivebattleso00malluoft
- McLynn, F. (2006). *1759: The Year Britain Became Master of the World*. Grove Press, p. 389. Retrieved from:
 - https://books.google.com.bd/books?id=7bncduYFrVYC&pg=PA389 &redir esc=y

- Momen, A., Ebrahimi, M., Hassan, A.M. (2023). Importance and Implications of Theory of Bloom's Taxonomy in Different Fields of Education. In Al-Sharafi, M.A., Al-Emran, M., Al-Kabi, M.N., Shaalan, K. (Eds.), *Proceedings of the 2nd International Conference on Emerging Technologies and Intelligent Systems*. ICETIS 2022. (Lecture Notes in Networks and Systems, vol 573. Springer, Cham, 2023). Retrieved from: https://link-springer-com.ezproxy.utm.my/chapter/10.1007/978-3-031-20429-6_47
- Neatorama, M. C. (2020). *The Nutmeg Wars*. Archived from the original on 27 July 2020. Retrieved 19 February 2020. Internet Archive. Retrieved from: https://web.archive.org/web/20200727070438/https://www.neatorama.com/2012/08/06/The-Nutmeg-Wars/
- Orme, R. (1861). A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan from the year, MDCCXLV, (II). Madras: Athenaeum Press.
- Pinkston, B. (2018) Documenting the British East India Company and their Involvement in the East Indian Slave Trade, *SLIS Connecting*: 7(1). DOI: 10.18785/slis.0701.10.Retrieved from: https://aquila.usm.edu/slisconnecting/vol7/iss1/10
- Riddick, J. F. (2006). *The history of British India: a chronology*. Greenwood Publishing Group, p. 4. Archived from the original on 4 October 2015. Retrieved *11 October 2017*. Retrieved from: https://books.google.com.bd/books?id=Es6x4u_g19UC&pg=PA4&redir_esc=y
- Nick, R. (2015). This Imperious Company The East India Company and the Modern Multinational Gresham College Lectures. Gresham College. Retrieved 19 June 2015. Retrieved from: https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/this-imperious-company-the-east-india-company-and-the-modern-multinational
- Naravane, M. S. (2014). *Battles of the Honorourable East India Company*, A.P.H. Publishing Corporation.
- Parshotam, M. (1985). A Dictionary of Modern History (1707–1947), Oxford University Press. Retrieved from:

 https://books.google.com.bd/books/about/A_Dictionary_of_Modern_Indian_History_17.h

 tml?id=Pg5uAAAMAAJ&redir_esc=y
- Suijk, P. (2015). 1600 The British East India Company [The Great Courses (Episode 5, 13:16] (on-line video). Brentwood Associates/The Teaching Company Sales. Chantilly, VA, USA: Liulevicius, Professor Vejas Gabriel (lecturer). Retrieved from:https://www.pepysdiary.com/encyclopedia/2494/
- Sutherland, L. S. (1952). The East India Company in Eighteenth-Century Politics. Oxford: Clarendon Press. (also): The East India Company in Eighteenth-Century Politics. *Economic History Review* 17.1 (1947), 15–26.

- Subhan, A. (1970). Early Career of Nawab Ali Vardi Khan of Bengal, *Journal of Indian History*. Trivandrum: University of Kerala, XLVIII (III): 536.
- Shah, M. (2012). Alivardi Khan. In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (Eds.), *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*. Asiatic Society of Bangladesh. Retrieved from: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Alivardi_Khan
- Stanhope, P. H. (1853). *History of England from the Peace of Utrecht to the Peace of Versailles (1713–1783)*, IV, Leipzig: Bernhard Tauchnitz, pp. 346-347.
- Timbs, J. (1855). Curiosities of London: Exhibiting the Most Rare and Remarkable Objects of Interest in the Metropolis. D. Bogue. Internet Archive. Retrieved from:https://archive.org/details/curiositieslond01timbgoog
- Tyacke, S. (2008). Gabriel Tatton's Maritime Atlas of the East Indies, 1620–1621: Portsmouth Royal Naval Museum, Admiralty Library Manuscript, MSS 352. *Imago Mundi*, 60 (1): 39–62. Retrieved from:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03085690701669293?journalCode=rimu20Wilbur, M. E.
- (1945). The East India Company: And the British Empire in the Far East. Stanford, Cal.: Stanford University Press, p. 18. Archived from the original on 30 May 2016. Retrieved 31 October 2015.Retrieved from:https://books.google.com.bd/books?id=HTCsAAAAIAAJ&pg=PA18&redir_esc=yEast Indies: September 1599. (1864). Calendar of State Papers Colonial, East Indies, China and Japan, Volume 2, 1513- 1616, pp. 99-102. British History Online. https://www.british-history.ac.uk/cal-state- apers/colonial/east-indies-china-japan/vol2/pp99-102 [accessed 21 June 2024].
- Pollock, A. W. A. (1875). Colburn's United Service Magazine and Naval Military Journal, Volume 139, London: Hursett and Blackett. The Imperial Gazetteer of India. (1908). Early European Settlement Archived copy. Vol. II. Digital South Asia Library, p. 454. Archived from the original on 25 February 2021. Retrieved 20 February, 2021. Retrieved from:https://dsal.uchicago.edu/reference/gazetteer/pager.html?objectid=D S405.1.134_V02_489.gif&volume=2

15

Chinese BRI and Bangladesh: An Analysis of Geo-political Context

Moonmoon Mashrafy

Assistant Professor, Department of Political Science Jagannath University, Dhaka-1100

Abstract: The Belt and Road Initiative has impacted the recipient country regardinggeo-politics. Bangladesh is a recipient country and has also been affected through participation. This paper examines how Bangladesh's involvement in the BRI affects its geo-political issues. Based on the literature review, this paper finds that Bangladesh's geo-strategies have been more significantly affected by BRI, which causes changes in its geo-political standpoints. Though it bears a prestigious opportunity, it also createsa challenging situation. Geographically, Bangladesh has become an active role player from a passive one. Historic bilateral relations have been changed and become confident to reduce dependency on one. At the same time, China and India's geo-economic competition, India's perception of BRI, and the USA's influence to join the Quad and IPS have created a challenging situation for maintaining Bangladesh's geo-strategy and foreign policy ideology. The paper also suggests that Bangladesh should be concerned about its diplomacy and confirm the win-win situation without considering its ideology.

Keywords: BRI, Geo-politics, Geography, Geo-economy, Geo-history, Geosecurity, Foreign policy.

1. Introduction

Joining and not joiningthe Chinese Belt and Road Initiative (BRI) is asignificant issue in contemporary world politics. The outcomes of joining the Belt and Road Initiative (BRI) for anyreceiving country have several dimensions: economic, environmental, political, etc. The present study articulates the outcomes of BRI for Bangladesh in a geo-political context, focusing on geo-strategy. The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese connectivity project (Karim & Islam, 2018). Its initial name was One Belt One Road (OBOR), introduced in 2013 by Chinese President XI Jinping (Khan, 2020). BRI combines two initiatives: the land-based Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk Road (Ali et al., 2022). The Silk Road Economic Belt proposed six economic corridors. The maritime Silk Road has compassed several Seas and Oceans. The maritime Silk Road includes the South China Sea, the Red Sea, the Indian Ocean, the Arabian Sea, the Strait of Malacca, the Persian Gulf, the Gulf of Bengal, and the Persian Gulf. The vision of BRI is "to connect people all over the world in terms of political, economic, and cultural dimensions" (Khan, 2020:1).

Corresponding author: Moonmoon Mashrafy, E-mail: kmoonju@yahoo.com

Geo-politics is a provocative concept with two academic versions: critical and classical. Classical geo-politics considers geographical space necessary for all political activities and analysis. On the other hand, Critical geo-politics focuses on how political agents use and interpret geographical space to gain power (Wu, 2018). Colin Flint (2006) explained that Geo-politics evokes ideas of war, empire, and diplomacy, signifying the practice of states engaging in territorial control and competition. Classical geo-politics is based on scientific principles that focus on two crucial factors: location and physical geography. These elements, affected by technology, help explain different results, such as national power, security threats, and the paths of national expansion. Geo-politics synthesizesthree (geography, history, and strategic studies) academic disciplines and their core interests (Wu, 2018). It is defined as the "practices and representations of territorial strategy" (Gilmartin & Kofman, 2004:113).

South Asian six countries (Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, and the Maldives) have joined BRI (BRI portal, 2020). Bangladesh officially joined BRI in 2016. During Chinese President Xi Jinping's visit in 2016, Bangladesh and China signed 27 projects through BRI (Saimum, 2020). Scholars argue that Chinese economic attachment through BRI in Bangladesh is a financial endowment with massive investment, extended connectivity, trade opportunity, and economic growth for Bangladesh (Ahmed, 2021; Alam, 2019; Saimum, 2020). However, BRI brings more economic opportunity, as it has a critical role in Bangladesh's geopolitical strategies. Against this backdrop, this paper addresses one central question: How doesthe Belt and Road Initiative (BRI) impact Bangladesh's geo-political strategy?

2. Objectives

This study is designed to understand Bangladesh's pre-joining status of BRI and the post-joining conditions in the geo-political context, which will make a clear concept about BRI's contribution or role in geo-political strategies. Regarding this, the study has addressed the key objective: to identify how the BRI affects the geo-political strategy of Bangladesh.

3. Research Methodology

This paper is qualitative in nature and based on a descriptive method. The data and information have been collected from secondary sources. The study has purposively selected a total of 150 pieces of literature. Finally, for analysis, it has selected four book chapters, thirty international articles, ten national articles, five thesis or reports, one working paper, fifteen (online and offline) newspaper articles (the Daily Star, the Dhaka Tribune, the Financial Express, the Diplomat), and the Bangladesh Bank Annual and Half Yearly Reports (2011 to 2022). The thematic approach has been selected for analysis. Eight major themes have been analyzed: Asian politics, bilateral relations, economic competition, interest, superpowers, foreign policy, geo-security, and strategies.

The article has been divided into seven sections for applying the descriptive method. Section 1 introduces the research question with the background of problems. Section 2 presents the

objective of the paper. Section 3 describes the methodology of the research. Section 4 presents a relevant literature review. Section 5 describes the conceptual framework, mentions the main characteristics, and identifies their relations. Section 6 focuses on the analysis of the paper. And finally, section 7 explores the findings of the study.

4. Literature Review

Datta (2021) focused on BRI projects in Bangladesh and argued that Bangladesh has effectively managed its partnerships with China and India. However, the strong bilateral relationship between Delhi and Dhaka might be subject to reversibility in the future. The substantial cultural, historical, and economic connections shared between India and Bangladesh might not be sufficient to overcome potential challenges arising from unexpected shifts in Bangladeshi politics. Sino-Bangladesh relations would drastically reduce the historical tendency of Bangladesh's dependence on India. He also commented that Bangladesh must ensure that the implementation of BRI projects does not adversely affect the positive momentum achieved through bilateral cooperation under the leadership of Sheikh Hasina and Narendra Modi. This study is strongly relevant tothe present study, and it helps to understand Chinese financial involvement in Bangladesh through BRI and Sino-Bangladesh relations as well as Delhi-Dhaka bilateral relations.

Ehsan (2020) described that BRI could be a blessing for Bangladesh; however, it will have to negotiate multiple challenges. He suggested that Bangladeshi policymakers need to be extra cautious and strategies before any deals related to BRI projects considering the sensitivity of the issues, such as high rate of interest while borrowing leading to debt-trap, non-involvement of other Asian giants, India in BRI, environmental degradation, not well developed financial system and grand corruptions, the threat for sovereignty, etc. This article explores the opportunities and challenges of BRI for Bangladesh. It focuses on economic facts, whereas the present study discusses geo-political issues.

Tunviruzzaman et al. (2021) researched the entitle of Economic and geo-political opportunities and challenges for Bangladesh: One Belt-One Road (OBOR). They argued that OBOR brings an opportunity for Bangladesh's economic development and creates a win-win situation in globalization. Bangladesh's geo-political opportunities and challenges are based on economic aspects like trade, investment, etc. The authors explained that the OBOR is not a political agenda, and security issue is absent in the geo-political discussion. The present study focused on geo-political strategies focused on security issues.

Sharma (2019) explained that India has adopted an atomistic approach towards different components of the BRI, considering its security and economic needs and also explains why India has shown increasing openness towards the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIMEC) while publicly opposing the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). India has welcomed the BCIM EC due to its potential for boosting economic cooperation and

connectivity in the region. In contrast, India's objection to the CPEC stems from concerns about its route passing through the disputed territory of Kashmir. This article is more relevant to the study, which helped to understand India's strategy and concerns about BRI. The present study focuses on Bangladesh's geo-political strategies and BRI.

Islam and Molla (2022) argued that Bangladesh has already played its negotiation strategy toward the global and regional geo-political reality. They showed that Bangladesh practices discussions and negotiations to solve issues with neighboring countries. Bangladesh is skilled at managing competition between nations and has succeeded in several important areas: reached agreements about the environment, resolved disputes about borders and oceans, engaged in trade talks, and ensured an adequate supply of medicine for everyone. This situation presents Bangladesh's ability to maintain positive relationships and solve problems without conflict. They argued that Bangladesh should refrain from steering its foreign policy objectives and negotiation methods towards drastic shifts or participating in security alliances, considering its development goals within the country. Instead, the nation should advance using a strategy that emphasizes balance. Their argument is more relevanttothe present research. They discussed how Bangladesh navigates geo-political dilemmas by negotiation strategy. It is also concerned about the opportunities and challenges of negotiation strategies in regional and global contexts. But present study focused on how BRI impacts Bangladesh's geo-political strategy.

Mansur (2018) argued that Bangladesh is at a critical juncture. Asia's two big economic powers, India and China, have already opened many opportunities, and maximum opportunity will come in the future. He said Bangladesh should prepare to seek this opportunity and use its natural endowment. At the same time, he worried about Bangladesh's possibility of being trapped without investment. So, Bangladesh has to take advantage of those opportunities at the right time. Indecision and procrastination will not help the country. The author's argument strongly supportsBangladesh's foreign policy focused on economic development, which BRI has presented as an opportunity. However, this study explores Bangladesh's geo-political security strategies, which are affected by BRI.

Shaukat (2020) described that BRI' is a concerning issue for the USA in terms of its arms business as well as security concerns for India. He argued that India has tried toconvince Indian Ocean neighbor countries that the BRI isthe dominating strategy to control the regional choke point and createan unsustainable debt burden. Though China uses media to expose positive impressions, there is so much security risk. The author argued that BRI could improve the fulfillment of the necessity of life and strategic security. This study helps to understand the role of BRI in regional policy-making as well as India's perception about BRI. It suggests BRI's prospective role BRI in strategic security and whether the present study explores how BRI impacts geo-political strategy and security.

Ahmed and Rahman (2020) studied China-Bangladesh relations, focusing on geostrategic and geo-economy in the Bay of Bengal Indian Ocean context. Though they analyzed the

geostrategic, it focused only on ocean-related. The study discussed BRI projects as the influencer of geostrategic and geo-economy, but the present study identifies the particular impacts of BRI in Bangladesh's overall geo-political strategies.

Baghernia and Meraji (2020) argued that India feels threatened by China's activities to secure port access agreements along the Indian Ocean using Bangladesh's land and sea. China wants to use Bangladesh's strategic location to achieve its hegemonic power in Asia. China has made alliances globally and pursues the strategy through the BRI. In Bangladesh, though India's investment is growing in the power and transport sectors, the amount is incompatible with China. This study has presented China's relationship with Bangladesh in light of the balance of power theory. It assists in present research on China's interest in Bangladesh to balance power in Asia, which is correlated to Bangladesh's geo-security. However, in this study, BRI's role is not explicitly indicated. The present research explores the influences or role of BRI on Bangladesh's geo-political strategies.

Regarding the literature review, the study has found thatmany studies focus on BRI's impacts or contribution to the economic context. Though several research studies have focused on geopolitical aspects, they express BRI as an influencer of strategies and identify the prosperities and challenges of BRI for Bangladesh. This study has concentrated BRI as a central actor in Bangladesh's geo-strategies. Concerning the literature review, the study found that the literature gap is to specify BRI's impacts on all factors of Bangladesh's geo-political strategies mentioned in the conceptual framework. From this understanding, the paper addresses one central question: How does the Belt and Road Initiative (BRI) impact Bangladesh's geo-political strategies?

5. Conceptual Framework

Geo-strategy has determining factors like geography, geo-history, geo-economy, geo-security, and foreign policy. Bangladesh has a geostrategic location, and BRI has affected geostrategic characteristics. The geographic stand isnot only the key element; other factors like culture, bilateral relations, and neighbor's attitudes and interests also affect geo-strategy. Whereas BRI is a Chinese connecting project, it's essential to find Chinese interest in Bangladesh because of a critic: "China turns a blind eye to governance matters in its economic and strategic engagements worldwide as long as its national interests are served" (Chibba, 2011:155). The present study creates a figure to clearly understand the characteristics of Bangladesh's geo-strategy, which is flowed by analyzing section (Figure 1).

6. Analysis

6.1 China and Bangladesh have connected through BRI projects

The initial name of the Belt and Road (BRI) was One Belt One Road (OBOR), which was changed in the middle of 2016. "One" is the primary goal of BRI. The objectives of the initiative are policy coordination, unimpeded trade, facilities connectivity, financial integration, and people-to-people contact (Saimum, 2020), and the vision is "to connect the people over the world in terms of political dimensions, economic dimensions, and cultural dimensions" (Khan,

2020:1). Its significant aim is to create the world into "One." Chinyong Liow et al. mentioned that "the BRI involves economic, trade, geo-political, diplomatic and geostrategic dimensions that have the potential to fundamentally transform the interactions between states and economies in Asia and beyond" (Chinyong et al., 2021:xxi). BRI's aim would be accomplished through five key factors: policy coordination, connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people contact (Khan, 2020). BRI has proposed six economic corridors (Table 1). According to the Belt and Road Portal, in March 2020, 138 countries joined BRI, including six South Asian countries: Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, and the Maldives.

Factors of Bangladesh's Geo-strategies Geo-economy Geography a.Connectivity (border Foreign Policy Indo-China and non-border) competition in Friendship to all, b.NaturalResourses Bangladesh malice to none Geo-security Geo-history a.China's interest in Bangladesh a.Historic bilateral b.India's attitude relations c.Myanmar and Rohingya issue b.Culture d.Competitionof powerful countries

Figure 1: Factors of Bangladesh's geo-strategies

Source: Formulated by Author

Table1: Introduce BRI economic corridors (proposed)

Name of Corridors	Countries
China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC)	Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam
China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)	Pakistan
Bangladesh-China India-Myanmar Economic Corridor (BCIMEC)	Bangladesh, India, Myanmar
China-Mongolia Russia Economic Corridor (CMREC)	Mongolia, Russia
New Eurasian Land Bridge Economic Corridor (NELBEC)	Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Greece, Hungary, Kazakhstan, Poland, Russia, Serbia, Slovakia
China-Central Asia West Africa Economic Corridor (CCWAEC)	Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkey, Uzbekistan

Source:Developed by the researcher, data from: https://www.beltroad-initiative.com/projects/

However, Bangladesh officially joined BRI in 2016 through the proposed Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) economic corridor (Figure 1); Bangladesh has been connected with it since 2013, when the first intergovernmental study group meeting was held in Kunming. Moreover, Chinese President Xi Jinping visited Bangladesh in 2016 to onboard the country in BRI. At the same time, China-Bangladesh has signed 21 deals worth 21.5 billion USD, 15 agreements and MOUs, and 12 loan and cooperation agreements (Khan, 2020). Though Bangladesh and Myanmar have agreed and joined BRI through the BCIM economic corridor (Figure 2), the big state India has not yet entered it. So, the success of the passage depends on India.



Figure 2: Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) economic corridor

Source: Ernasari, C., & Perwita, A. A. B. (2018). Sino-Myanmar defense cooperation and China's efforts to bolster its sphere of influence in the Indian Ocean (2013-2017). *JurnalPertahanan*, 4(3): 125.

According to the Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED), there are sixty-four BRI projects in Bangladesh, where power plants are the lion's part, with 31% coal-based and 6% other plants, and transportation is the second part, 28.1%. On the other hand, the number of water projects is 7%, and the remaining 28% is for others (Figure 3).

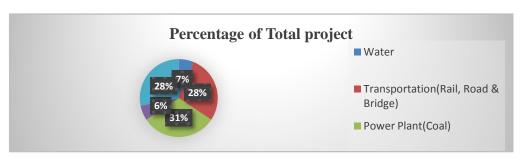


Figure 3: Sector-wise BRI projects in Bangladesh

Source:Developed by the researcher, Data from Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED)https://bwged.blogspot.com/

Bangladesh is an active player in Asian politics

Geography is a key factor in the geo-politics. Bangladesh has no direct border relationship with China, but both countries, China and Bangladesh, have a more significant geo-political interest. Bangladesh is linked with India and Myanmar by land borders, and India surrounds the three sides of the borders. The Bay of Bengal Bangladesh maintains three ports towards the sea: Chottogram, Payra, and Mongla. Geographically, Bangladesh's position is the natural link between South and Southeast Asia. As a result, if there's an aspiration for regional coordination between the major trade blocs like the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) and the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), it's imperative to incorporate Bangladesh into the process. Because of its unique geographical location, China is interested in establishing ties with Bangladesh. BRI is a strategic project of China, and Bangladesh has become a part of the project. China started a connection with Bangladesh to establish the "String of Pearls" strategy and formulation of the "Maritime Silk Road" (Rahman, 2021). When Bangladesh joined the BRI, the world powers, especially India, became more concerned about Bangladesh and its geography. They have begun efforts to enhance bilateral and regional relationships with Bangladesh. These situations have helped to change Bangladesh's status in geo-politics from an inactive player to an active player in Asian politics. Now, Bangladesh is the key player in shaping the future of Asia.

6.2 Bangladesh's strategic location and natural resources

The Bay of Bengal is the hotspot of international connectivity and bears a significant strategy between South and Southeast countries; about one-fourth of the globally traded goods (oil, gas) across the Bay. Moreover, it is also a natural resource with huge oil, gas, fish, and mineral water. Currently, the Indo-Pacific region is the most significant region in world politics, and the location of the Bay is the heart of the Indo-Pacific region. So, the world powers are competing to dominate the Bay. China moves to the Bay with the BRI's one-part Maritime Silk Road (MSR), and the US and QUAD alliance promotes the Indo-Pacific Strategy (IPS). This type of competition means that Bangladesh is crucial in regional and inter-regional trade and commercial activities (Islam & Molla, 2022).

6.3 Geo-history: Changing shape of historic bilateral relations

From starting Bangladesh as an independent country, India helped, and the other side of China showed the backside. Not only was China a supporter of the opponent in the liberation war of Bangladesh, but it also vetoed the United Nations (UN) and acknowledgedthe delay. After 1975, China started diplomatic relations with Bangladesh. China showed that attitude because of its historic friend Pakistan, but recently it has changed. For its regional and national interests, China emphasizes its relations with Bangladesh.

On the other hand, Bangladesh needs drastic investment for development. BRI was presented to Bangladesh as a source of investment, and Bangladesh took the opportunity. This interrelated

interest helps them change their historic hostile relations and build a trusted friendship. During the liberation war, India played a vital role and strongly supported Bangladesh. Bangladesh also shows a respectful attitude toward its contributions. Economically, Bangladesh was dependent on it for a long time. India was the biggest trade partner, but China has gained first. China has enhanced itself liberal to Bangladesh for her BRI interest, and China has entered the historic friendship relations between India and Bangladesh. Though Bangladesh presents that improving its ties with China will not affect India and Bangladesh's historic bilateral relationship, Bangladesh is cautiously maintaining and calculating her strategic and carrying relations with both countries. However, China and India have been continuing hostile relations regarding their border issues for a long time. They were very interested in the BCIM proposal proposed as a regional connectivity in 1990. It would link China's Kunming with India's Kolkata through Dhaka (Bangladesh) and the Mandalay of Myanmar. But China has coped with it as a part of BRI in 2013. India strongly supported the primitive BCIM proposal, and little progress has been made. However, it became a part of BRI, and India has changed its stand on it and strongly protected another economic corridor, CPEP, because of their sovereignty and territorial integrity (Kamdar, 2019).

6.4 Geo-economy: Competition between China and India

China is expanding its involvement in South Asian countries for its Asian hegemonic interest. Undermining India's power in South Asia is the key geo-political goal in this region (Mannan, 2018). And China blends this goal with its other geo-political interests, like access to surrounding areas through economic interest. BRI functions to achieve the goal. China is trying to increase its ties with small states surrounding India (Datta, 2021). From this perspective, the Chinese-friendly presence in Bangladesh clarifies Chinese strategy toward Bangladesh, and it could be said that China treats Bangladesh as a way to enter the South Asian region. Moreover, Bangladesh's location in the Bay of Bengal and the Indian Ocean makes China ambitious to influence the Bay of Bengal region (Datta, 2021).

In Bangladesh, the Chinese intend to achieve economic and geo-political supremacy (Khan, 2020). Bangladesh has a large market, and the market was India's under control. Chinese financial intention is to capture the market from India, which has already replaced India in the Sri Lankan market as the biggest trading partner (Jain, 2018) as its hegemonic intention in South Asia. In 2005, it achieved the most prominent trade partner position in Bangladesh (Hasan, 2018), and Bangladesh's import rate with China is growing quicker than India, as Figure 3 shows. Figure 3 has focused on Bangladesh's trade relations with China and India over ten fiscal years. Bangladesh has been importing goods from China over the years, and this trade has consistently grown. In 2011-12, Bangladesh imported 6410.3 units of goods from China; by 2021-22, this had increased significantly to 19349.5 units, indicating a robust and expanding import relationship with China. India has also had significant trade growth. However, China's imports have generally been higher, and the gap between imports from China and India has widened over the years, and China is dominating the trade volume (Figure 4).

Figure 4: Bangladesh's trade with China and India (amount to a million USD)

Source:Bangladesh Bank

Moreover, the Chinese tax-free announcement and connectivity development through BRI might enhance the trade relations between China and Bangladesh. A trade-friendly relationship might make Bangladesh dependent on China, increasing the gap between India and Bangladesh. That is why China-Bangladesh's rising trade relationship is concerning for India. Such as Khan argues that Bangladesh will become dependent on China through BRI, which will deteriorate the India-Bangladesh friendship relations (Khan, 2020).

6.5 Geo-security discussion

6.5.1 Bilateral Relationship: Building new friendships and reducing single-dependency

The China-Bangladesh bilateral relationship was antagonistic from 1971 to 1975. Diplomatic relations were established in 1975, and their relationship gradually developed in economic and military areas. Top leaders frequently visit both countries and have contributed to building a solid friendship between the two countries (Uddin & Bhuiyan, 2011). Before joining BRI, Bangladesh and China had several visits by top leaders of both sides, which helped to build a good friendship. After joining BRI, leaders' visiting activities continued. The outcomes of the visit (signing agreements) have changed tremendously (Table2), and the two countries formed a strategic partnership (Bhattacharjee, 2018). So, it could be said that participation in BRI has increased the strong bilateral friendship, and Chinese experts mention this relationship as a trusted friendship or all-weather friendship.

Table2: Top leaders visit and sign agreements comparing the pre-BRI period and BRI period

Issues	Pre-BRI period (1975-2015)	BRI period (2016-2020)
Number of top Chinese leaders visiting Bangladesh	08	1
Number of top Bangladeshi leaders visiting China	14	1
Total number of signing agreements	21	36

Source: Mashrafy, 2021

Another sector has focused on friendship relationships, the rising number of Bangladeshi students getting Chinese government scholarships. For example, 4,905 more Bangladeshi students went to study in China in 2016 compared to 2015 (Khatun & Saadat, 2021:10), which reflects BRI's goals. Joining BRI enhances bilateral relations (Table 2) and trust, making Bangladesh confident and countering India's big brother attitude. India is the historical friend, and China is the trusted 'all weather' friend. Duringthe COVID period, India gave vaccine support to Bangladesh, but when the second wave of COVID-19 affected India, they decided to defer the vaccine supply. China came to Bangladesh with vaccine support as a warm friend, wherea significant amount of vaccines were given. That support makes Bangladesh confident to counter India's big brother attitude.

6.5.2 Chinese interest in Bangladesh

Chinese interest in Bangladesh has been considered in economic and geo-political aspects. As China is a big power in Asia, it wants to control South and South East Asia. India is the competitor or opposing power in Asia. Bangladesh is the key point for achieving Chinese geo-political interest in Asia. China wants to gain supremacy in the Pan-Asian region (Khan, 2020), and Bangladesh is a great point to enter this area. The Bay of Bengal and Indian Ocean region (IOR) are both countries' main strategic and significant areas. They are trying to create attachment and control in these regions. China plans to develop oil and gas pipelines from Chottogram port to Kunming via Myanmar's territory. It will be a cheaper way of transportation for China and reduce the high dependency on the Straits of Malacca. Besides, Bangladesh is an economically developing country. Its growing economy enhanced the export, which has already been shown in Figure 3. Bangladesh's demand for infrastructure demand has given a significant opportunity for Chinese private and public companies to expand their foreign markets in Bangladesh.

If analyzing the China and Bangladesh bilateral relations, it is clear they have had no significant ties in the liberation war and after independence for a long time. But, when China introduced the OBOR, Bangladesh has become more important for China. On the other side, Bangladesh needed foreign investments. On this ground, they were to be trusted friends for each other, which has been reflected in Table 2. So, it could be said that the BRI has given the spectacle of Chinese interest.

6.5.3 India's attitude to BRI

India is a giant neighbor and a historical friend of Bangladesh. Geographically, Bangladesh is surrounded on three sides by India. Almost 4,096 kilometers is the common border between Bangladesh and India. Bangladesh's total border is 5138 kilometers, including the land and water border. Bangladesh's 32 border districts and India's five provinces are directly connected (Hassan, 2018). Another side the India-China bilateral relationship is complex, where economic and security interests are the concerning issues. They are tied down by their traditions

(historical and cultural). Mahamudul Hassan argued that "India won't allow such power in south Asia. Who can be a security threat for India? That's why India doesn't count China-Bangladesh relations as positive for their security of trade and friendship" (Hassan, 2018:67). Though Bangladesh has carried a long-term historical friendship and economic bonding, recently, China has become the largest trading partner and investor through BRI. "India has not taken this fact positively and identified China as a "thorn" between the relationship of India and Bangladesh as both have common interests in Bangladesh" (Khan, 2020: 6). Moreover, "India's approach to the BRI has largely been pragmatic, cautious, and complex" (Sharma, 2019:136).

There are three corridors: CPEC, BCIM, and the MSR, which are directly linked with the South and South Asian region and strongly connected with India's geo-political and geostrategic related issues. The infrastructure projects of these economic corridors are affecting its security and environment. India tried to convince Indian Ocean neighbor countries that BRI was the Chinese plan for dominating Asia, creating unsustainable debt agreements for them (Shaukat, 2020). The proposed China-Pakistan economic corridor (CPEC) passes through Kasmir, which Pakistan rules. Kasmir is also a territory of India, so India claimed BRI as a perpetrator of sovereignty violation (Khan, 2020). India has not joined BRI because of its interest (Ejaz & Jamil, 2021), but Bangladesh has already joined BRI. As Chinese Premier Xi explained, Bangladesh is an active part of China's leading Asia, and Bangladesh is India's closest friend and neighbor. Therefore, India is more concerned about Bangladesh joining BRI (Hassan, 2018).

Another India is trying some initiatives to counter the BRI at the regional level, the Bangladesh–Bhutan–India–Nepal (BBIN) initiative, and at the international level, The Indo–Japanese Asia–Africa Growth Corridor (AAGC) (Saimum, 2020). In the regional sector, Bangladesh is the typical country for both China and India's initiatives, which creates a dilemma situation for Bangladesh.

6.5.4 Competition between powerful countries

The USA wants Bangladesh to join the Indo-Pacific Strategy and the Quad Alliance for geographic potentiality. IPS shows a secure, free, open, and peaceful vision and provides an economic opportunity for Bangladesh to bridge the country with an economic hub. China's emerging economy and diplomat is creating a security dilemma for India and the USA. Though the USA denied that the IPS is not countering the Chinese BRI (The Financial Express, 2020) and the Indo-Pacific Outlook of Bangladesh focusing on infrastructure and economic development, not security (Rahman, 2023), China directly declared that if Bangladesh joined in the Quad alliance, China-Bangladesh bilateral relations would substantial damage (Ahmed, 2023). It is a direct threat to Bangladesh. Bangladesh's foreign policy doctrine (Friendship with all, malice with none) broadly welcomes the Indo-Pacific Outlook, but the Chinese threat is countering the ideology. At present, linking is an essential part of Bangladesh's foreign policy to develop economic expansion, which is impossible to establish randomly. BRI and IPS make it

difficult for Bangladesh to maintain the balance of power with the world powers, and Bangladesh faces a dilemma about its relations with the US and China.

6.5.5 Myanmar and Rohingya issue

India has countered Bangladesh's joining in BRI through the Rohingya issue. The Rohingya crisis is the most concerning security issue for Bangladesh. Around one million Rohingya have been sheltered by Bangladesh, which is a tremendous burden on the economy and a security threat to Bangladesh (Khan, 2020). India has border connectivity with both Myanmar and Bangladesh. As the most prominent nation and historical friend, Bangladesh expected India to take some initiative in the crisis. Still, India's activities proved that India is not supporting Bangladesh in the Rohingya crisis. Moreover, it signals Bangladesh as a threat, like "if you be with China, India will give their hand to Myanmar" (Hassan, 2018: 69). In addition, India has a transit interest in Myanmar. India needs to enter the Southeast Asian market through Myanmar, and India expects that the Kaladan multi-modal transport transshipment project will be an alternative if Bangladesh refuses transit access (Saimum, 2020). Therefore, it shows India's confidence in Bangladesh is going down.

However, the study defines strengthening the friendship relation between China and Bangladesh as a positive impact, and the negative impact is that the Chinese geo-political goal and India's reaction toward BRI and Bangladesh's joining in BRI make a challenging situation forgeostrategic issues for Bangladesh. Thescholar mentions, "Bangladesh is in great danger of falling passive victim to the growing power conflict between the two rising Asian powers" (Khan, 2020: 6).

6.6 Foreign policy: challenge to continue the historic peaceful foreign policy

Though Bangladesh's foreign policy is "Friendship with all, enmity with none," recently, it has faced great pain in the Rohingya refugee crisis. Bangladesh does not have the friends it thought it could count on. No one from its region stood for her in the crisis time. Moreover, India and China have also managed to keep their enmity aside and essentially sided with Myanmar by not uttering a single word criticizing Myanmar's military regime (Mansur, 2018: 97). On the other hand, when the USA invited Bangladesh to join the Quad after joining BRI, it became complex because Bangladesh could not join the alliance commonly and did not show the same face for all. Bangladesh's foreign policy has been criticized for that dilemma situation.

7. Conclusion

This study is aimed to understand the impacts of the BRI on Bangladesh's geo-strategies. The study finds that Bangladesh's participation in BRI critically affects the geo-political context. A better relationship has been developed between Bangladesh and China, and Bangladesh has become a trusted friend of China through joining BRI. This relationship has helped break the traditional concept of Bangladesh's single dependency on India and made Bangladesh an active

player in Asian Politics. At the same time, Bangladesh's natural resources and strategic locations have turned into more attractive and locative issues for powerful countries. They showed a more competitive attitude after joining the BRI. Mainly calculating India and China's interest and competition in Bangladesh and other power's influences, bargaining, and pressure have created a dilemma for Bangladesh's foreign policy. The study also finds that although China's friendship has promoted a geographic stand, Bangladesh cannot ignore the closest neighbor, India's perception, diplomacy, and geo-strategy. India has discouraged BRI for its security and has not received Bangladesh's joining as welcoming for the same issue, making it uncomfortable for Bangladesh. Myanmar and Bangladesh is strongly neighboring country with border and culture. They are both strategic points for India and China. In the Rohingya issue, Bangladesh expected thatIndia would support Bangladesh as its historic fried, but after joining BRI, the situation has become more critical.

Moreover, India has threatened the Rohingya issue as well as taken countering initiatives. In addition, China's involvement in Bangladesh through BRI is a hegemonic policy, according toscholar'scritics. Bangladesh's foreign policy has been more complex and barraging, and Policymakers need to analyze how China will use Bangladesh to counter India. Finally, this paper suggested concern about Bangladesh's geo-strategies focused onensuring economic growth and people's development and not being a geo-political tool for others. Bangladesh should negotiate with incredible powers and try to maintain a win-win position without considering its ideology.

References

Admed, A.,& Rahman, M. S. (2020). A geostrategic and geo-economic study of China-Bangladesh relations regarding the Bay of Bengal and the Indian Ocean. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management, 3*(9),21-28.doi: 10.36349/EASJEBM.2020.v03i09.004

- Ahmed, C.M. (2021). Analyzing the Future of the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC) and its Impact on Bangladesh's Trading Eco-System (Internship Report). University of Dhaka, Dhaka.
- Ahmed, K. (2023, April 30). How different is Dhaka's outlook from the US Indo-Pacific Strategy? *The Daily Star.* Retrieved August 2, 2023, from: https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/how-different-dhakas-outlook-the-us-indo-pacific-strategy-3308056
- Alam, M. S. (2019). China-Bangladesh relation: A quest for Bangladesh's integrating into Sino-Myanmar connectivity. *Bangladesh Journal of Public Administration*, 27(1), 1-20.
- Ali, M., Faqir, K., Haider, B., Shahzad, K., & Nosheen, N. (2022). Belt and Road environmental implications for South Asia. *Frontiers in Public Health*, 10. Retrieved from: https://doi: 10.3389/fpubh.2022.876606
- Baghernia, N., &Meraji, E. (2020). Understanding China's relationship with Bangladesh. *Cenraps Journal of Social Sciences*, 2(3), 345-353. Retrieved from: http://journal.cenraps.org/

- Bangladesh Play an essential role in IPS: US. (2020, Sep 16). *The Financial Express*. Retrieved September 1, 2023, from: https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bangladesh-to-play-an-essential-role-in-ips-us-1600229588
- Bhattacharjee, J. (2018, June 27). Decoding China-Bangladesh relationship. *Observer Research Foundation*. Retrieved August 26, 2023, from https://www.orfonline.org/expert-speak/41935-decoding-china-bangladesh-relationship/
- BRIGC (2020), *Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant Project in Bangladesh*, 34-38.Retrieved June 30, 2022, from: http://en.brigc.net/Reports/research_subject/202011/P020201129780236943177.pdf
- Cao, X., Teng, C., & Zhang, J. (2021). Impact of the Belt and Road Initiative on environmental quality in countries along the routes. *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, 19(4), 344-351.
- Chibba, M. (2011). The next paradigm shift in China and India? *Asian Pacific Economic Literature*, 25(1), 150-160. Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2011.01280.x
- Chinyong, L. J., Liu, H., & Xue, G. (Eds.). (2021). *Research handbook on the Belt and Road Initiative*. UK, Edward Elgar Publishing Limited.
- Datta, S.K. (2021). Chia-Bangladesh-India triangular cooperation: Options for Bangladesh. *Journal of Indian Research* 9(1&2), 01-14. Retrieved from:https://jir.mewaruniversity.org/wp-content/uploads/2021/03/China-Bangladesh-India%20Triangular_Cooperation_Operation%20for%20Bangladesh%20By%20Dr%20Sujit%20Krmar%20Datta JIR%20Volume%209,%20Issue%201%20&%202,%20Jan-Jun%202021.pdf-11-24.pdf
- Datta, S. (2021). Bangladesh and Belt Road Initiative: Unfolding possibilities. *National Security*, 4(3), 277-295.
- Ehsan, S. M. A. (2020). What does Belt and Road initiative connote for Bangladesh: A window of opportunities or potential challenges? *Journal of Kolkata Society for Asian Studies* 6(2), 27-49.
- Ejaz, K., & Jamil, F. (2021). Belt and Road Initiative of China: Implications for South Asian states. *South Asian Studies*, *36*(2), 351 366.
- Fakir, M. G. S., & Islam, M. S. (2019). Hydraulic and Hydro-electric projects in GBM basins: Bangladesh's miseries, SDG and BRI towards a sustainable regional community. *Green University Review of Social Science*, 5(2), 1-24.
- Faisal, M., Hasan, I., Saha, M. K., Das, A., Emon, M. H., Ahmed, T., & Tanni, T. A. (2018). Environmental impact assessment: Analysis of bridge construction project in Bangladesh. *International Journal of Environmental Planning and Management*, 4(3), 39-49.
- Flint, C. (2006). *Introduction to Geo-politics*. New York: Routledge.
- Gallagher, K. S., Bhandary, R., Narassimhan, E., & Nguyen, Q. T. (2021). Banking on coal? Drivers of demand for Chinese overseas investments in coal in Bangladesh, India, Indonesia and Vietnam. *Energy Research & Social Science*, 71, 1-10.

- Gilmartin, M. & Kofman, E. (2004). Critical feminist Geo-politics. Kofman, E. and Peake, L. J. (Eds.), *Mapping Women, Making Politics* pp. 113-25. Routledge.
- Haldar, S. (2018). Mapping substance in India's counter-strategies to China's emergent Belt and Road Initiative. *Indian Journal of Asian Affairs*, 31(1/2), 75-90.
- Hassan, M. (2018). India's concern and policy over China-Bangladesh relations. *International Journal of Social, Political and Economic Research*, 5(1), 57-71.
- Hossain, D.& Islam, M. S. (2021). Understanding Bangladesh's relations with India and China: Dilemmas and responses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 17(1), 42-59.
- Human Rights watch World Report (2022). Underwater human rights impacts of a China belt and road project in Cambodia. Retrieved July 27, 2022, from: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/01/World%20Report%202022%20web%20pdf_0.pdf
- Jain, R. (2018). China's economic expansion in South Asia. *Indian Journal of Asian Affairs*, 31, 21-36.
- Kamdar, B. (2019, May 09). What to Make of India's Absence from the Second Belt and Road Forum *?The Diplomat*. Retrieved September 2, 2023, From:https://thediplomat.com/2019/05/what-t-make-of-indias-absence-from-the-second-belt-and-road-forum/
- Karim, M. A., & Islam, F. (2018). Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) economic corridor: Challenges and prospects. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 30 (2), 283-302.
- Khan, H. U. (2020). China, the emerging economic power: Options and repercussions for Pak–US relations. *International Politics*, 1-26.Retrieved from: https://doi.org/10.1057/s41311-020-00265-1
- Khan, I. I. (2020). Belt and Road Initiative (BRI) and China's love for Bangladesh: What Bangladesh could actually expect from it. *Diverse Asia*, 3(2), 1-7.
- Khatun, F., & Saadat, S. Y. (2019). How can Bangladesh benefit from BRI?A dialogue on tradeanddevelopment in South Asia. *Trade Insight*, 15(3),12-15. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/347490448_How_can_Bangladesh_benefit_from_Belt_and_Road_Initiative_BRI
- Khatun, F., & Saadat, S. Y. (2021). *Belt and Road Initiative: What are Bangladesh's interests?* (Working Paper No.137). Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD) Working Papers. https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2021/08/Belt-and-Road-Initiative-What-Are-Bangladeshs-Interests.pdf
- Lechner, A. M., Teo, H. C., & Campos-Arceiz, A. (2019). *The risk to biodiversity along China's Belt and Road Initiative (BRI)*. (Policy brief, 2019, June). University of Nottingham Asia Research Institute policy brief series. Retrieved from: https://www.nottingham.ac.uk/asiaresearch/documents/policy-briefs/policy-brief-lechner.pdf
- Mannan, C. S. (n.d.). *Environmental Impact Assessment of PayraPort*. Retrieved August 1, 2022, from: https://www.academia.edu/43053154/Environmental_Impact_Assessment_of_Payra_Port
- Mansur, H. A (2018). Economic Development and Bangladesh Foreign Policy. Rahman, A. K. M. et, al. (Eds.), *Changing Global Dynamics: Bangladesh Foreign Policy* (pp. 87-109). Dhaka: Pathak Shamabesh.

- Mashrafy, M. (2022). *Impacts of participation in the BRI Project: A case study of Bangladesh*(Unpublished M A thesis), National Graduate Institute for Policy Study(GRIPS), Japan.
- Myllyvirta, L. (2020). Air quality, health and toxics impacts of the proposed coal power cluster in Chattogram, Bangladesh (Research Paper). Centre for Research on Energy and Clean Air (CAER). Retrieved from https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/Chattogram-coal-power-cluster.pdf
- Rahman A. S. (2023, March 21). What should be Bangladesh's Indo-Pacific strategy? *Dhaka Tribune*.https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/307250/what-should-bebangladesh%E2%80%99s-indo-pacific-strategy
- Rahman, Z. (2021, Nov 4).Bangladesh's geo-political position provides for unique opportunities, *The Daily star*. Retrieved August 31, 2023, from: https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/bangladeshs-geopolitical-position-provides-unique-opportunities-2221461
- Razzaque, M. A., Rahman, J., & Akib, H. (2019). *Bangladesh-China trade and economic cooperation: Issues and perspectives.* Chapter vii, 193-228.
- Sattar, A., Hussain, M. N., & Ilyas, M. (2022). An impact evaluation of Belt and Road Initiative (BRI) on environmental degradation. *Sage Open*, *12*(1), 1-19.Retrieved from: https://doi.org/10.1177/21582440221078836
- Saimum, R. (2020). The prospect of Belt and Road Initiative in the context of Bangladesh. *China Report*, 56(4), 464-483.
- Scholvin, S. (2016). *Geo-politics an overview of concepts and examples from international relations*. (91, FIIA Working Paper) The Finnish Institute of International Affairs. Retrieved from: https://www.files.ethz.ch/isn/196701/wp91-Geopolitics.pdf Visited at 30.07.2023.
- Sharma, M. (2019). India's Approach to China's Belt and Road Initiative—Opportunities and Concerns. *The Chinese Journal of Global Governance*, *5*, 136–152. Retrieved from: doi:10.1163/23525207-12340041.
- Shaukat, S. (2020). BRI Project by China impact on Indian Oceantatic associated states (A case study of economic development and security issues after project). *Pakistan Vision*, 21(1), 236-250.
- Tunviruzzaman, R., Tahera, T., & Zannat, T. (2021). Economic & geo-political opportunities and challenges for Bangladesh: One Belt-One Road (OBOR). *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(4), 506-511.
- Uddin, M. J., & Bhuiyan, M. R. (2011). Sino-Bangladesh relations: An appraisal. *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Journal*, 32(1), 1-24.
- Wu, Z. (2018). Classical geo-politics, realism and the balance of power theory. *Journal of Strategic Studies*, 41(6), 786-823. Retrieved from: doi: 10.1080/01402390.2017.1379398.

Effects of Demographic Structural Changes on Economic Growth in Bangladesh

Md. Mahmud Hasan Shah Shamima Sultana

Professor Department of Economics Jagannath University, Dhaka-1100

Abstract: Bangladesh is now going through a demographic dividend. Government's significant concentration of its interest to increase and improve human capital, labor supply, economic growth, and personal saving will reap the benefits of a demographic dividend. Now the question is how does demographic dividend transform Bangladesh? Therefore, objectives of the study are to explore the effects of demographic structural change on economic growth in Bangladesh. This paper considers modified Eastwood& Lipton (2011) model to link demographic dividend and per capita Gross Domestic Product (GDP) using time series data (1990-2020). Time series data are analyzed using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model for investigating short run and long run relationship among variables. Findings of the study reveal that economically active population and labor force participation rate has strong association to economic growth both in short run and long run. It means that increase in unemployment rate decreases per capita GDP. Government and policy makers require to take steps in preparing young people to fulfill upcoming demand of skill labor. Consequently, it is necessary to more investment in nutrition, health, education, infrastructure, adoption of an expansionary economic policy, creation of a foreign and local favorable investment environment and thus get benefits from demographic dividend.

Keywords: ARDL model, Bangladesh, Demographic structure, Economic growth, JEL Classification: J10, J11

1. Introduction

Achieving sustainable development and the most significant demographic opportunity for economic growth requires good health, quality education, decent employment for working-age populations (15 to 64), and a lower proportion of young dependents. When the share of non-working-age populations is lower than the working-age population, it is called a potential demographic dividend. Demographic dividend of Bangladesh started in 1980 for all variants of population projections. It will end in 2035 for the low variant and 2040 for the medium and high variant(Matin, 2012). Social scientists debates whether population size and the population's age structure encourage, discourage, or independent of economic growth. The present study aimed to analyze the effects of demographic structural change on economic growth in Bangladesh. The implications and success of SDGs in Bangladesh depend on the demographic structure. This

Corresponding author: Md. Mahmud Hasan Shah, E-mail: mhs@eco.jnu.ac.bd

structure will create both opportunities and challenges to employed working population for inclusive pattern of economic growth and achieving SDGs. In Bangladesh, working age population is high from 2000 and afterwards which will become a demographic dividend if the Government takes necessary steps to create job opportunities and employment.

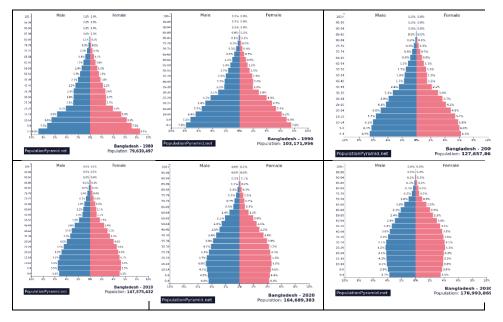


Figure 1: Population pyramid of Bangladesh

Sources: populationpyramid.net/bangladesh

From the above population pyramid from 1980 to 2030, it is seen that working age population increases rapidly, birth rate decreases, and old age population increases gradually. There is a change in population structure which leads to working age population as demographic dividend if Government heavily invest in education, health, employment generation and skill development for young generation.

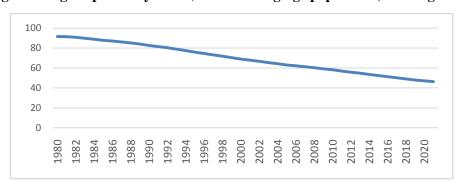


Figure 2: Age dependency ratio (% of working-age population) of Bangladesh

From the above figure shows that Working age population and old age population increase but Age dependency ratio (% of working-age population) is decreasing.

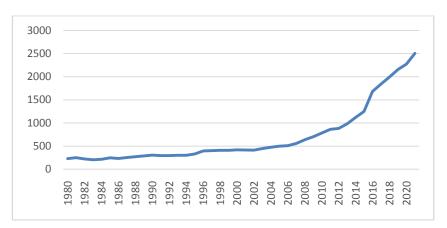


Figure 3: GDP per capita (current US\$) of Bangladesh

The source of opportunities and challenges for economic growth depend on interaction between economic and demographic variables. Mason (2005); Albrieu& Fanelli, (2013); Mason et al., (2016) among others suggest that highest level of working age population is the most favorable for economic growth, while old age population can be a source of economic instability. Once the aging stage has been reached, it becomes a challenge to maintain sustained growth rates of economy. For that "get rich before it gets old" (Johnston, 2021).

Economists' view that economic growth of a country depends on both physical and human labor & capital endowment, and total factor productivity. When an economy reaches the ageing population stage, economic active population will reduce which limits the per capita GDP. Mason and Lee (2006)argue that countries should effectively utilize working-age population before reaching ageing population stage. Because in this stage, the proportion of elder population increase slower than the proportion of children decrease. The objective of this study is to analyze the effects of the demographic structural change to economic growth in Bangladesh.

2. Literature Review

The share of working-age population in Bangladesh's has been increasing since the mid-1990s, which can be an essential factor for poverty reduction and future growth (Eastwood &Lipton, 2011; Drummond et al., 2014; Sachs, 2015). In East Asia, Bloom and Williamson, (1998); and Bloom et al. (2010) have found that demographic transition boosting growth. For Bangladesh, Bloom et al. (1998) found that change in demographic structure is comparatively slow, so to get full demographic dividend is still to be reaped. Policy makers need to create the necessary enabling policy environments for fully realizing the demographic dividend for Bangladesh. There are few recent studies on demography dividend in Bangladesh. Jafrin et al.

(2021) did a study for five countries (India, Bangladesh, Sri Lanka,Nepal,and Pakistan) and they found demographic dividend has positive effect on GDP growth, and the participation rate of labor force has negative effects on GDP growth rate. Farid &Mostari (2022) critically analyzed demographic and economic data to show the demographic transition and determine the starting and ending points of demographic dividend. They found that demographic dividend began in 1984 and will last until 2037. Abusaleh (2017) and Uddin and Karim, (2016) also did study on demographic dividend in Bangladesh.

From the above discussion it is seen that demographic dividend has effects on economic growth. Different researchers did different study on demographic dividend using different methods and theory. But to the best of my knowledge no research has done yet on demographic structural change impact on economic growth in Bangladesh. The authors contribute some modification of the Eastwood and Lipton (2011) model.

3. Theoretical Concepts

There are two phases of demographic dividend. The first phase is demographic transition, which leads to rising dependency ratio because of low mortality rate and high fertility rate. It will take 20-30 years to move to the second phase. The second phase has a high share of working age population because of falling dependency ratios due to low fertility and mortality rate. In second phase there is a change in savings and investment behavior due to the larger share of working age population.

The population structure change has a range of effects on economic growth such as no relationship, enhancing growth and restricting growth. Wren et al. (2000) and Bloom and Williamson (1998) found that working age population has significant effect on rapid economic growth in East Asia during 1965-1990.

Eastwood and Lipton (2011) found that demographic change may affect economic growth through fall in natural capital overtime due to number of workers grow, rising productivity improvements (return to the population) of workers, scale economies and decreasing physical infrastructure (reproducible capital). This study follows the Eastwood and Lipton (2011)'s model by doing some modification as follows:

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} \frac{L}{WA} \frac{WA}{N}$$

$$Log\left(\frac{Y}{N}\right) = log log\left(\frac{Y}{L}\right) + Log\left(\frac{L}{WA}\right) + Log\left(\frac{WA}{N}\right)$$
(2)

Y=GDP

N=Total Population

L=Total Labor force (Economically active)

WA=Working Age Population (18-65 age)

 $\frac{L}{WA}$ =Labor force participation rate

The ratio of the number of the dependents to that of the working-age population

$$D = \frac{N - WA}{WA}$$

$$\frac{WA}{N} = \frac{1}{1 + D}$$

$$\log\left(\frac{Y}{V}\right) = \log\log\left(\frac{Y}{V}\right) + \log\left(\frac{L}{WA}\right) - \log(1 + D) \tag{3}$$

$$Log\left(\frac{Y}{N}\right) = log \log\left(\frac{Y}{L}\right) + Log\left(\frac{L}{WA}\right) - Log(1+D)$$
 (3)

 $\frac{Y}{N}$ = Per capita GDP,

 $\frac{Y}{I}$ = Per capita GDP in Per labor

 $\frac{L}{WA}$ = Labor force participation rate.

D = Dependence Ratio

Equation (1) represents that initial level of economic growth depends on per capita GDP in per labor, labor force participation rate and share of working age population. This study includes dependency ratio in equation (1) and get equation (3) to identify the effects of changing demographic structure on economic growth in both short and long run. Kelley and Schmidt (2005), and Cai and Wang (2006) also consider dependency ratio in convergence equation. The extended form of the equation (3) is an error-correction model with dependency ratio and other control variables.

3.1. Data and econometric model specification

This research evaluates the relationship between per capita GDP, per capita GDP of economically active population, labor force participation, ratio of unemployment and employment, dependency ratio and population. The theoretical model suggests a link between economic growth and demographic dividend. The empirical study employs yearly data from 1990-2020 from world bank database for Bangladesh.

Dynamic regression analysis is used for the estimation of endogeneity and exogeneity problems. The investigation involved two significant steps: a demographic dividend effect both in the short and long run. The ARDL bounds testing approach (Pesaran et al., 2001b) deploy to check long-run relationship among GDP (per capita), GDP (per capita) of economically active population, labor force participation, unemployment and employment ratio, dependency ratio and population. Also, this test performs for checking the level of integration of order I (1) or I(0). The unit root test identified mixed stationery of variables (Table 1). The ARDL model is

identified as the combination of lagged values of the considered variables and the corresponding differenced variables as follows:

$$\Delta PGDP_{t} = \gamma_{0} + \gamma_{1}t + \sum_{i=1}^{m} \gamma_{2i} \Delta YL_{t-i} + \sum_{i=0}^{p} \gamma_{3i} \Delta LFPR_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \gamma_{i4} \Delta DD_{t-i} + \sum_{i=0}^{r} \gamma_{5i} \Delta UL_{t-i} + \sum_{i=0}^{s} \gamma_{6i} \Delta POP_{t-i} + u_{t}$$
 (4)

3.2. Estimation procedure

Investigating the static properties of all the variables is important for empirical analysis. The stationary properties are checking by ADF (Augmented Dicky-Fuller) and KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) test (Table 1). The Bounds test approach is employed to investigate the cointegration relation among variables.

	Augmented Dicky-Fuller Unit Root Test`				KPSS Unit Root Test			
	Level		First Differences		Level		First Differences	
Variabl e	Intercept	Intercept and trend	Intercept	Intercept and trend	Intercept	Intercept and trend	Intercept	Intercept and trend
PGDP	6.144152*	-1.285437	-2.443085	-3.026058	0.721451*	0.196466*	0.62004*	0.09476***
YL	5.132912*	-0.244411	-2.714***	-5.264699*	0.725424*	0.194731*	0.60698*	0.10219***
LFPR	-0.125167	-0.645689	-4.97098*	-5.310837*	0.3176***	0.1363**	0.300***	0.118***
UL	-0.641828	-3.089861	-5.27934*	-5.121789*	0.70126*	0.14389**	0.338***	0.278463
POP	-3.7459**	-4.36517**	-2.909***	0.524589	0.723866*	0.196066*	0.66839*	0.1222**

Table 1. Unit root test

3.3. Bounds Test Approach

The Unrestricted Error Correction model (UECM) is formulated for the bounds test approach. For the study, the UECM specification is shown in Eq. (5).

$$\Delta PGDP_{t} = \gamma_{0} + \gamma_{1}t + \sum_{i=1}^{m} \gamma_{2i} \Delta PGDP_{t-i} + \sum_{i=0}^{p} \gamma_{3i} \Delta YL_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \gamma_{i4} \Delta LFPR_{t-i} + \sum_{i=0}^{r} \gamma_{5i} \Delta UL_{t-i} + \sum_{i=0}^{s} \gamma_{6i} \Delta POP_{t-i} + \gamma_{7}PGDP_{t-1} + \gamma_{8}YL_{t-1} + \gamma_{9}LnLFPR_{t-1} + \gamma_{10}UL_{t-1} + \gamma_{11}POP_{t-1} + u_{t}$$
 (5)

In the UECM model in Eq. (5), "m" represents the number of lags and "t" represents trend variables. A Wald Test or F-statistics process follows the cointegration relationship in a generalized Dickey-Fuller type regression. This test is applied to determine the significance of lagged levels of the variables throughout the conditional UECM (Narayan & Narayan, 2004).

For the study, the F test null hypothesis as $H_0 = \gamma_7 = \gamma_8 = \gamma_9 = \gamma_{10} = \gamma_{11} = 0$, where the calculated value of F statistics compared with table 2 for bottom and upper critical values (Pesaran et al., 2001a). For the cointegration relationship, the decision can be made without knowledge of the integration order of the regressors if the computed F-statistic falls outside the upper and lower bounds. For example, the null hypothesis of no cointegration rejects if the

computed F statistics is greater than the upper bound. In the same way, the null hypothesis of no cointegration accepts if the calculated F statistics are lower than the bottom bound (Narayan & Narayan, 2004). If the calculated F statistics are between the bottom and upper critical values, there is no proper decision. For the UECM model, the maximum level of lag number takes 1, and the lag number is found at one by applying the Akaike criteria. The comparison makes for the computed F-statistic from the UECM model with table bottom and upper critical levels(Pesaran et al., 2001a).

Critical Values Model Diagnostic Test Lag F-stat I(0)I(1) 0.7122 F_{Auto} PGDP | YL, LFPR, DD, UL &POP 1% 3.41 4.68 (1, 2, 1, 2, 2, 1)12.99423 F_{Hetero} 0.6118 5% 2.62 3.79 0.467958 $\chi^2_{Normality}$ 10% 2.26 3.35

Table 2. Result of Bounds test

Note: Critical values take from Table C1.v at Pesaran, Shin, and Smith (2001).

In table 2, the F statistic is greater than the upper bound values, and we reject no cointegration null hypothesis. Therefore, the bound test approach has a significant cointegration relationship among the variables.

3.4. ARDL Model

The estimated ARDL (1, 2, 1, 2, 2, 1) model (equation 4) is selected by applying AIC (Akaike information criterion) for both short and long run relationship among the variables (Figure 4).

Figure 4: Akaike information criteria

3.5. Empirical results

The unit root test results (Table 1) show that level of integrated order is I (1), or I (0) but not of order I (2). As none of variables are not I (2), so the ARDL bounds testing approach is appropriate to test cointegration among the variables, PGDP, YL, LFPR, DD, UL, and POP.

The Pesaran's ARDL bound test results are presented in Table 2. The null hypothesis does not reject and cointegration is at a 1% significance level. It is statistically confirming a long-run relationship among PGDP, YL, LFPR, DD, UL, and POP. Table 3shows the estimated long-run ARDL cointegration model (1, 2, 1, 2, 2, 1), by applying the AIC (Akaike Information Criterion) out of 486 models. Lag 3 is automatically determined by AIC criterion. An available constant is further specified as the deterministic term.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LYL	0.959670	0.024725	38.81364	0.0000
LLFPR	1.016428	0.027434	37.05018	0.0000
LD	-0.104849	0.098746	-1.061806	0.3077
LUL	-1.417853	0.114130	-12.42317	0.0000
LP	0.092531	0.060458	1.530516	0.1499

Table 3: Long-run

Table 4 shows that constant term is negative but not significant. The diagnostic test shows that the model has no problem with normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and serial correlation problem. The coefficient of the error correction term is negative (-60) and significant, indicates that the difference from the long-run growth is adjusted by 60 per cent.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LGDP(-1)	0.399818	0.269964	1.481005	0.1624
LYL	0.985970	0.020025	49.23695	0.0000
LYL(-1)	-0.386371	0.266313	-1.450815	0.1705
LYL(-2)	-0.023622	0.009414	-2.509196	0.0261
LLFPR	0.942148	0.022715	41.47777	0.0000
LLFPR(-1)	-0.332107	0.255950	-1.297543	0.2170
LD	-0.090497	0.064468	-1.403742	0.1838
LD(-1)	0.105500	0.118688	0.888890	0.3902
LD(-2)	-0.077932	0.057713	-1.350334	0.1999
LUL	-1.480251	0.043980	-33.65722	0.0000
LUL(-1)	0.571526	0.388065	1.472758	0.1646
LUL(-2)	0.057756	0.025821	2.236734	0.0435
LP	-0.224619	0.186562	-1.203991	0.2501
LP(-1)	0.280155	0.163680	1.711602	0.1107
C	-3.846977	2.501379	-1.537943	0.1480

Table 4: Short-run

In the long run, per capita GDP of the employed population (LYL), the Labor force participation rate (LFPR) and the ratio of the unemployed and employed population are highly significant. Still, the dependency ratio and population are not significant.

In the short-run, per capita GDP of the employed population (LYL) at level and lag 2 are statistically significant. It has a positive sign at level and negative sign at lag 1 and lag 2. Laborforce participation rate (LFPR) is significant with a positive sign at level, but insignificant with negative sign at lag 1.

The unemployed and employed population ratio is significant at the level and lag 2. It has negative sign at the level and positive sign at lag 1 and lag 2. Population and dependency ratios are not statistically significant and have similarity with the long-run conditions.

4. Findings and Discussion

The coefficients of Per capita GDP of economically active populations and labor force participation rate are positive and significant in the long run. It implies economically active population and labor force participation rate has a strong association to economic growth. Per capita GDP increases around 96% as the economically active population increases by 1%. 1% increase in Labor force participation rate positively influence per capita GDP by 1.02%. In short run, the coefficient of per capita GDP of economically active populations is positive and significant at level, negative and insignificant at lag 1, and negative and significant at lag 2. Pasteels, (2012) found that countries with higher population have considerable higher per capita GDP. Countries with low per capita GDP also have higher participation rate of women, youth, and older individuals to labor force. Because the poor work higher proportions since they often have few assets to meet their basic economic necessities to survive than non-poor. When an economy is in drive to maturity stage women can afford to work less, youth can attend schooling for longer periods and as a result participation of economically active population tend to decline.

The coefficient of labor force participation rate is positive and significant at level, but negative and not significant at lag 1. It has similarity with the findings of de Cos & Pérez, (2003)and Bryant et al. (2004). They found the labor force participation rate (population age 15-64) have a positive in long-run but diminishing effect in short-run on per capita GDP growth. The results suggest that increasing the labor force participation generates an additional per capita GDP.

UstabaşandGülsoy (2020)examine the annual data (1991-2017) and found that female labor force participation and total labor forceparticipation have positive and significant effects in short run but negative effects in the long run on economic growth in Bangladesh. Result of the relationship between labor force participation rate and per capita GDP is similar with Haque et al. (2019)in short run but different in long run. Our finding reveals that increase in labor force participation rate increases per capita GDP in long run but diminishing returns in short run.

The coefficient of ratio of unemployed and economically active population is negative (-0.96) and significant in the long run indicates that increase in unemployment rate decreasesper capita

GDP. Anincrease in economically active populationincreases per capita GDP which follows the Okun's law. Okun's law looks at the statistical relationship between a country's unemployment and economic growth rates.

In the short run the coefficient of unemployed and economically active population ratio is negative and significant at level, positive and insignificant at lag 1, and positive and significant at lag 2. MeidaniandZabihi(2011) found that the unemployment rate has a significant and negative effect on per capita GDP both in longandshortrun. If unemployment increases at level, then per capita GDP will reduce that means labor resources are not being used efficiently. The coefficient of dependence ratio and population are not significant both in long and short run.

From the above discussion this study articulates that economically active population and labor force participation rate has strong association to economic growth both in short run and long run. It also reveals that increasing labor force participation generates an additional per capita GDP in the long-run and diminishing returns in short run and follows the Okun's law since increase in unemployment rate decreases per capita GDP.

5. Conclusion

Bangladesh has opportunity of demographic dividend since large percentage of young people are expected to contribute to the economy. Findings of the study reveal that increase in economically active populations and Labor force participation rate will increase per capita GDP in long run but diminishing returns in short run. Increase in unemployment rate decreases per capita GDP which follows the Okun's law. Therefore, economically active population and labor force participation rate has strong association to economic growth both in long and short run. So, before time runs out, Government and policy makers should take steps to prepare young people to fulfill upcoming demand of skill labor. Adoption of an expansionary economic policy, creation a favorable environment for foreign and local investment in education, infrastructure, nutrition, and health are required to meet the demand for skill labor. In this way, prosperity of our people will be ensured, and our country gets benefits from demographic dividend.

References

- Abusaleh, K. (2017). Demographic Dividend in Bangladesh: Quest for Initiatives. *Society & Change, XI* (3), 227–202.
- Albrieu, R., & Fanelli, J. M. (2013). On the macroeconomic and financial implications of the demographic transition. *Preparado Para El IX Meeting of the Working Group on Macroeconomic Aspects of Intergenerational Transfers, Faculty of Economics, University of Barcelona*, 3–8.
- Al-Mulali, U., Saboori, B., & Ozturk, I. (2015). Investigating the environmental Kuznets curve hypothesis in Vietnam. *Energy Policy*, 76, 123–131. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.11.019

- Bloom, D. E., Canning, D., Hu, L., Liu, Y., Mahal, A., & Yip, W. (2010). The contribution of population health and demographic change to economic growth in China and India. *Journal of Comparative Economics*, 38(1), 17–33. https://doi.org/10.1016/j.jce.2009.11.002
- Bloom, D. E., Sachs, J. D., Collier, P., &Udry, C. (1998). Geography, Demography, and Economic Growth in Africa. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1998(2), 207–295.
- Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. *The World Bank Economic Review*, 12(3). http://wber.oxfordjournals.org/
- Bryant, J., Jacobsen, V., Bell, M., & Garrett, D. (2004). *Labour force participation and GDP in New Zealand*. New Zealand Treasury Working Paper.
- Cai, F., & Wang, M. (2006). Challenge Facing China's Economic Growth in Its Aging but not Affluent Era. *China & World Economy*, 14(5), 20–31. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1749-124X.2006.00035.x
- Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the convergence debate: A new look at cross-country growth empirics. *Journal of Economic Growth*, 1(3), 363–389. https://doi.org/10.1007/BF00141044
- Chuhan-Pole, P., & Devarajan, S. (2011). Yes Africa Can Success Stories from a Dynamic Continent. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8745-0
- De Cos, P. H., & Pérez, R. G. (2003). Demographic Maturity and Economic Performance: The Effect of Demographic Transitions on Per Capita GDP Growth. *Documentos de Trabajo Del Banco de España*, 18, 1–51.
- Drummond, M. P., Thakoor, V., & Yu, S. (2014). *Africa rising: harnessing the demographic dividend*. International Monetary Fund.
- Eastwood, R., & Lipton, M. (2011). Demographic transition in sub-Saharan africa: How big will the economic dividend be? *Population Studies*, 65(1), 9–35. https://doi.org/10.1080/00324728.2010.547946
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 251–276.
- Farid, S., &Mostari, M. (2022). Population transition and demographic dividend in Bangladesh: extent and policy implication. *Journal of Social and Economic Development*, 24(1), 108–126. https://doi.org/10.1007/s40847-021-00173-x
- Haque, A., Kibria, G., Selim, M. I., & Yesmin Smrity, D. (2019). Labor Force Participation Rate and Economic Growth: Observations for Bangladesh. *International Journal of Economics and Financial Research*, 59, 209–213. https://doi.org/10.32861/ijefr.59.209.213
- Jafrin, N., Mahi, M., Masud, M. M., & Ghosh, D. (2021). Demographic dividend and economic growth in emerging economies: fresh evidence from the SAARC countries. *International Journal of Social Economics*, 48(8), 1159–1174. https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2020-0588

- Jeffrey D. S. (2015). The Age of Sustainable Development. *Journal of the American Planning Association* (Vol. 81, Issue 3). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/01944363.2015.1077080
- Johnston, L. A. (2021). Getting Old Before Getting Rich: Origins and Policy Responses in China. *China: An International Journal*, 19(3), 91–111.
- Kelley, A. C., & Schmidt, R. M. (2005). Evolution of Recent Economic-Demographic Modeling: A Synthesis. *Journal of Population Economics*, 275–300.
- Mason, A. (2005). Demographic transition and demographic dividends in developed and developing countries. *United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures*, 31, 81–101.
- Mason, A., & Lee, R. (2006). Reform and support systems for the elderly in developing countries: capturing the second demographic dividend. *Genus*, 11–35.
- Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2016). Demographic dividends, human capital, and saving. *Journal of the Economics of Ageing*, 7, 106–122. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.02.004
- Matin, K. A. (2012). The Demographic Dividend in Bangladesh: An Illustrative Study.
- Meidani, A. A. N., & Zabihi, M. (2011). The dynamic effect of unemployment rate on per capita real GDP in Iran. *International Journal of Economics and Finance*, 3(5), 170–177.
- Narayan, S., & Narayan, P. K. (2004). Determinants of demand for Fiji's exports: An empirical investigation. *The Developing Economies*, 42(1), 95–112. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2004.tb01017.x
- Pasteels, J.-M. (2012). *ILO projections of the economically active population: revised methodology of the 2011 edition*. ILO.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001a). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001b). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, *16*(3), 289–326. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jae.616
- Uddin, Md. J., & Karim, Mst. R. (2016). Harnessing the demographic dividend: opportunities and challenges for Bangladesh. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 21, 8–13.
- Ustabaş, A., &Gülsoy, T. Y. (2020). The Relationships between the Female Labor Force Participation Rate and Economic Development: A Correlation Analysis for Turkey. *Proceeding International Conference on Eurasian Economies*, 104–113.
- Wren, A. M., Small, C. J., Ward, H. L., Murphy, K. G., Dakin, C. L., Taheri, S., Kennedy, A. R., Roberts, G. H., Morgan, D. G. A., &Ghatei, M. A. (2000). The novel hypothalamic peptide ghrelin stimulates food intake and growth hormone secretion. *Endocrinology*, 141(11), 4325–4328.

"The Kora" - A Salvage Ethnography and Beyond

Shaolee Mahboob

Professor, Department of Anthropology Jagannath University, Dhaka-1100

Santosh Hemrom

Program Director
Bangladesh Center for Ethnic Studies (BCES)

Abstract: The Kora is a small indigenous community living in Biral upazila, Dinajpur Bangladesh, and having only eighty-three people. Tania Murray Li's connotations prove the nature of Kora indigeneity. This ethnography is recognized as salvage ethnography with all of the debates as Kora culture is confronting to survive modernization, urbanization, neoliberalism, and globalization. The main objective of this article is to record their patterns of culture, like their family and marriage, kinship terminology, belief systems, and so on. Secondly, it will be seen how they are surviving from abject poverty with the help of NGOs and struggling to obtain rights to their land and other facilities i.e. freedom fighter's allowance and others from Bangladesh Government. The study is a work of twomonths of fieldwork. Face-to-face interviews, focus group discussions, and audio-visual methods have been used for gathering data.

Keywords: Kora community, Kora kinship terminology, Kora family and marriage, Kora belief systems, Kora and the state

1. Introduction

The "Kora" is a small indigenous community of Dinajpur, Bangladesh. The etymological meaning of the term "Kora" is "digging the soil". The kora were peasants. They call the process of cultivation "Halchasa". To "cultivate the land" or "Halchas", they need to dig the soil from which the term originated. For an unknown period, the Kora have been living in Bangladesh. However, it is seen that their total population is too small. During fieldwork, it was seen that only eighty-three people survived in Dinajpur district of Bangladesh. The present study is based on empirical data on these people. The fieldwork was conducted twice, in 2016 and 2017. During the fieldwork, it is known that their population is also living in India (fieldwork 2016). The kora is mostly found there in eastern India, i.e. in the states of Bihar and West Bengal (Makal et.al, 2018). Furthermore, a big part of the population, at least 490 kora families, is also living in "Sylhet" district, the eastern part of Bangladesh (fieldwork 2016). The present study concentrates on "the Kora" people living in Dinajpur. Only twenty-one Kora families are living at *Biral Upazila* (sub-district) of Dinajpur district. Among them, eighteen families reside at

Corresponding author: Shaolee Mahboob, E-mail: shaolee@anp.jnu.ac.bd

Kora Para in Biral and three families live in the main district of Dinajpur. Five families of them, have been living here since the British period i.e. before 1947. The other families came to Dinajpur from different parts of Bangladesh. This is an anthropological study of the Kora community. The focuses of the study are to give a vivid description of the Kora culture, to identify the reason for their marginalization, and finally the role of the state in their marginalization.

2. Research Objectives

The objectives of the study are

- a) to record the patterns of the culture of the Kora and know their identity
- **b)** to know the struggling of the Kora community and the agency to overcome these problems

3. Literature Review

3.1 The Kora as community

There are a few pieces of literature available in Bangladesh regarding the Kora. In his book, "The Kora in Dinajpur: An Ethnography: Where Silent Comes Gradually", Md. Sazzad Hossain (2012) shows that there are only sixty members of the community. In contrast, this study shows that eighty-three people are members of this community. SudeeptoAriquzzaman, a journalist, featured an article in the Dhaka Tribune titled, "Last of the Kora: A Little-known Ethnic Community with Ninety-six Souls May Vanish from Bangladesh Anytime" (Ariquzzaman, 2014). Ariquzzaman mentioned that the number of the Kora community is ninety-six. However, the present study found them to be eighty-three. Besides, there is a minute description of the Kora community in the book named "Lower Depths: Little-known Ethnic Communities of Bangladesh" edited by Philip Gayen (2016). Not any other literature, other than these newspaper articles, was found regarding this indigenous community in Dinajpur.

3.2 Articulating indigenous identity of the Kora: essential requirements

In this section, we will see whether "the Kora" is an indigenous community of Bangladesh or not. Tania Murray Li writes, "A group's self-identification as tribal or indigenous is not natural or inevitable, but neither is it simply invented, adopted, or imposed. It is, rather, a positioning that draws upon historically sedimented practices, landscapes, and repertoires of meaning, and emerges through particular patterns of engagement and struggle. The conjunctures at which (some) people come to identify themselves as indigenous, realigning the ways they connect to the nation, the government, and their own, unique tribal place, are the contingent products of agency and the cultural and political work of articulation" (Li, 2000:4). Furthermore, according

¹The book was not available during the study. Please see https://www.amazon.co.uk/Kora-Dinajpur-Ethnography-silent-gradually/dp/3659113611

to Benedict Kingsbury (1998) in the article "Indigenous Peoples in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy" shows that the three criteria of non-dominance, special connections with land or territories, and continuity based on historical priority should not be treated as the requirements of Indigeneity. The Essential Requirements will be:

- i. Self-identification as a distinct ethnic group
- ii. Historical experience of, or contingent vulnerability to, severe disruption, dislocation, or exploitation
- iii. Long connection with the region
- iv. The wish to retain a distinct identity

Relevant Indicia

(1) Strong Indicia

- i. Non-dominance in the national (or regional) society (ordinarily required)
- ii. Close cultural affinity with a particular area of land or territories (ordinarily required)
- iii. Historical continuity (especially by descent) with prior occupants of land in the region

(2) Other Relevant Indicia

- i. Socioeconomic and sociocultural differences from the ambient population
- ii. Distinct objective characteristics such as language, race, and material or spiritual culture
- iii. Regarded as indigenous by the ambient population or treated as such in legal and administrative arrangements (Kingsbury, 1998)

The Kora fulfilled all of the criteria of being an indigenous community.

Furthermore, Stuart Hall posits that

"Identities are about questions of using the resources of history, language and culture in the process of becoming rather than being: not 'who we are' or 'where we came from', so much as what we might become, how we have been represented and how that bears on how we might represent ourselves. Identities are therefore constituted within, not outside representation". (Hall, 1996:4.)

So after the post-colonial era, the identity of the Kora will be analyzed in light of their representation in Bangladesh. Eva Gerharz, Nasir Uddin, and Pradip Chakkarath write that indigeneity is the interconnections of identity, space, language, and history as well as the complex interplay of different players and agents within global socioeconomic and political realities and is woven in a complicated web of concepts such as ethnicity, identity, hybridity, authenticity, autochthony, diaspora, nation, and homeland, and how these ideas are formed, developed, and "owned" (Eva et al, 2018). Furthermore, they show that "the politics of indigeneity are significant

in the context of nation-building, the accommodation of minority rights, neoliberal policy reforms, and political debates in growing rights activism at a global scale" (ibid: 4). In this study, it will be seen that the Kora community historically belonged to Dinajpur district though they have gone through different changes after the division of the sub-continent in 1947 (fieldwork, 2016-2017). They became less in number after the post-colonial era.

4. Methodology and Justification of Writing 'Salvage Ethnography'

4.1. Method and study procedure

The study first received support from a number of sources in the literature. The Kora community was studied twice for gathering data. The first fieldwork was conducted in 2016, and the other in 2017. It took two months altogether for the survey, social mapping of the village, writing about the seasonal calendar, focus group discussion, and observation. In addition to that unstructured and informal face-to-face interview methods were used during the fieldwork. Besides, it embraces the anthropological method of ethnography to collect firsthand data from the field. Furthermore, audio-visual method was also used for the present study which helped to grasp the details of their life event. One of the researchers of this study lived in Biral upazila, in the neighboring area, for nine years, and was very close to the Kora community. The other researcher joined him during field studies. The Bengali language was used during fieldwork as the community understood the language.

The study is an attempt to conduct salvage ethnography. First, it will be discussed why it is called salvage ethnography. Anthropologists are concerned about cultural endangerment due to the evil effects of globalization and modernization. They want to document these fast disappearing cultures which can be labelled as salvage ethnography. Thus, the salvage ethnography is the recording, archiving, and digitizing of those indigenous cultural practices and folk cultures that are threatened with extermination. It is deeply associated with Franz Boas who recorded many vanishing Native American Cultures. However, James Clifford critically went beyond this salvage paradigm and wrote that the salvage paradigm penalized other cultures to an elusive place of time and brought back the evolutionary story of the ascent of man. According to him,

"In a salvage/pastoral set-up, most non-Western peoples are marginal to the advancing world- system. Authenticity in culture or art exists just before the present (but not so distant or eroded as to make collection or salvage impossible). Marginal, non-western groups constantly, as the saying goes, enter the modern world" (Clifford, 1989: 74).

So, with the salvage record betrayed native culture and was clouded by racist conjecture. The collecting nature became an apparatus of American museums and collectors sometimes preserved important human inheritance with the collaboration with indigenous people. Nevertheless, their methods included a complete theft. Underpinning these concepts, it can be

said that salvage records are also important sources of knowledge for academicians and researchers. It is a matter of assurance of how and why we are doing this information.²

The present study is being regarded as salvaged ethnography in the sense that the "Kora" culture is going to be extinct soon. Their population is too small and they are under the pressure of the dominant Bengali culture, urbanization, modernization, and constant forces of neoliberalism, and globalization. Though they have their language, disappointingly, they don't have any written form. Each of them knows the Bengali language and they study in the Bengali language. So it is natural that their language, their population, and other components of the culture are suffering from the risk of extinction. Their culture is going to be changed soon. As the Kora want to preserve their livelihood, language, and own way of life along with reducing poverty and keeping pace with the changing world it is important to let the world know their existence. This is the main objective of this salvage ethnography to know their existence leaving beyond all discourses. All names are real in this study and they gave their permission for doing that.

4.2 Geographicallocation

"The Kora" lives in the northern part of Bangladesh. First, one will have to go to the northern part of Bangladesh; to *Dinajpur* district. From *Dinajpur* district, one must go to *Biral Upazela* or *Biral* subdistrict to go to *Kora-para* (Kora area). *Ranipukur* is one of the "union" or administrative sections of Biral Upazila where the Kora lives. From *Biral Upazila*, one needs to go straight southwest on a brick-built road to reach Ranipukur.

Figure 1. Living place of the Kora





After ten kilometers of traveling on the road, one will have to stop at the side of a pond, at the end of the brick-built road. There are two "Mouzas" or administrative villages by the two sides of this pond. One Mouza is called Halzai Mouza and the other, Rangon Mouza. And these two mouzas comprise together the Kora-para (Kora area). The name of this village is "HaljhaiJhinaikuri". It is a part of Ranipukur union of Biral Upazila. The other kora-para (Kora area) is in the main sub-district of Dinajpur. It is in another area, in Auliapur union; and the

²See Redman, S. (2021), Prophets and Ghosts: The story of Salvage Anthropology, Cambridge: Harvard University Press,

name of the village is *Ghughudanga*. *HaljhaiJhinaikuri* is known to them as their ancestral land. Most of them do not know when their ancestors migrated from other places to *Dinajpur*. One of the families came here from India thirty years ago.

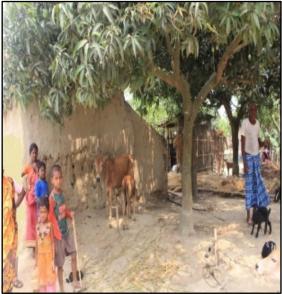
5. Findings and Discussions

5.1 The Kora and the Bengalis: similarities and differences

There are some differences and similarities between Bengali and the Kora culture. The name of the language of the Kora also does not have a written form. Their Language is like *Kuruk* language, one of the indigenous languages. However, they know the Bengali language too. The Kora women wear *Shari* like Bengali women and men wear Lungi and Shirt. These are also similar to the Bengali culture. Women wear "*sharee*" and "*blouse*". A *sharee* is an eight-meter-long cloth without sewing and also the national dress of the women of Bangladesh. The blouse is the upper part used with *sharee*. Men wear a Shirt and "Lungi" – Lungi is the traditional lower part worn by the Bengali Men. Children wear frocks, pants, and a t-shirt.

Figure 2. The woman wearing a Sharee (left) and In the Photo (right) the men wear a Lungi (Lower part and T-shirt) and the Children wear various types of dresses





The Kora borrows many cultural concepts from Bengali Muslim and Hindu communities as the result of 'syncretism'. "The Turmeric Ritual on Body" is one such ritual. However, their other rituals are different. They use the word "Kafan", a white piece of cloth by which the dead body is wrapped. They used the word Muslim "Kafon" for the same purpose. They bury the dead body like Muslims. But all of the other rituals are different.

5.2 Delving into the Kora community

Household head pattern and patriarchy: Among twenty-one families twenty families' heads are males, and only one household head is female. It is clear from the table that the Kora practices patriarchy.

Educational status: The following description is the educational status of the household head. It is based on the household head because the rest of the members of the community didn't go far beyond junior school. The educational status shows that 71.43% are illiterate. Only 14.23% have gone to primary school which is based on Bangla medium, 4.76% of household heads went to Junior Stage School while 9.52% have finished secondary stage school. However, after this fieldwork, it is seen in the news, published in The Daily Star that Lapol Kora is the first who entered Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University in Mymensingh (The Daily Star, 2022). In another report by the Business Standard, it is seen that Kora Pathshala (Kora school), an educational center committed to teaching Kora children has been started in its building in the area of Birol upazila. There are nineteen students currently in the school. Mutual Trust Bank helped to build the school (TBS, 2023).

Land: The land of the Kora can be divided into three categories:

- i) The land for Cultivation
- ii) The land used for Homestead and
- iii) The land for the Graveyard

Land for cultivation: In Biral they had 50 acres of land in the past. But land grabbers snatched their land and now only four families have .35 acres of land each for cultivation. They distribute all crops among the villagers. Seventeen families do not have any land for cultivation. Ariguzzaman mentioned that they had 50 acres of land in the Biral area. However, According to Kina Kora (70), a veteran freedom fighter of the community, they had 52 acres of land. There was a forest in this area. Their ancestors fought with tigers and bears and cleaned the forest for cultivation and to live on. But now only four families have three bighas or one acre of land for cultivation. And the rest of the seventeen families do not have any cultivable land. According to them, they lost their land due to the cleverness of the Bengali people. To protect their land from others, the government of Bangladesh enacted a law that the land of indigenous people cannot be bought or sold without the government's permission (Laws of Bangladesh 2019:1). However, there is an ethnic group named "Rajbansi", living near the Kora community, who proclaimed themselves as mainstream Hindu Bengali. When anyone from the Kora community wants to sell the land, the Bengalis use the *Rajbansi* title with their name. Then it seems that these lands are not the property of the Kora community or indigenous people. They then sell these lands easily without the government's permission at a lower price. Most of the kora were illiterate so they didn't understand when in the official document the amount of land sold was registered as more than the actual amount. The Bengalis used this type of trick to grab their land. 81% of the household heads do not have any land to cultivate. During field work, it is seen that only four household heads have three *Bighas* of land. The rest seventeen household heads do not have any land for cultivation.

Land for homestead: Only nine families have land to live on. Another nine families live in their relatives' houses. When we see the family pattern of "the Kora", it is seen that there are different types of families in their community. These variations are found because some extra people have been added to the main nuclear family. The area is densely populated. This is like a Ghetto. One can see the bare face of poverty there. As they do not have land, houses are densely built, one adjacent to another. There is no house boundary wall between the two houses. There are common courtyards in front of every house. Sometimes, one or two families share the same courtyard. Most of the houses are made of mud. There are some houses made up of bamboo and mud. There are only three brick-built houses in the village. One is a farmhouse, the second one is the office of the farm and the other one is personal. The three families of *Ghughudanga* (main district of Dinajpur) live on other's land as they are landless.

Land for graveyard: They rescued some land of which they used forty decimals of land as a graveyard. When they were interviewed, they used both the term Gorsthan (Bengali Muslims used the term Gorsthan for graveyard) and "Sashman" (Bengali Hindus used the term "Sashman" for Cremation land) as their graveyard. However, they have their kora term for that. The dominant Hindu and Muslim people try to grab their land of Graveyard. First Bengali people cut the trees of the graveyard and then they move their cows or goats for grazing in the graveyard. But one Kora says "The graveyard is our sacred place. We would not let anybody pollute it. We will not tolerate that somebody will graze cows on our sacred place."

Occupation and economic activities: It is mentioned earlier that the kora were peasants. However, due to losing their land, they are now involved in various occupations. Some of them are day laborers, farmers, tenants, and workshop workers. They have established a farm for ducks, pigs, goats, and cows. One of the local NGOs, CDA (Community Development Association) built two brick built houses for the farm. Of the total HHs thirteen persons (61.91%) are day laborers, five persons (23.81%) are landless farmers, two persons (9.52%) are tenants, and one person (4.76%) is a workshop worker. Moreover, women worked in the paddy and wheat fields as laborers. They also cut maize from the field and sow potatoes. In addition to that women do all of the household chores. Men do not help much in domestic work. Women work on agricultural land because male laborers do not work in the field. For better income, most of the males chose other occupations. Still, in comparison with a mainstream standard, kora males are involved in low-wage work. One of the representatives of the community Krisna Kora says that they are not educated enough and don't have much money to give bribes to the authorities, so it is difficult for them to get a good job.

5.3 Kinshipterminology of the Kora

The following table shows the Kora and Bengali terms of address. The given terms of reference in English reflect the statuses of the relatives.

Table 1: Terms of address and terms of reference of the Kora community

Terms of Reference InEnglish	Bengali Terms of Address	Kora Terms of Address
Father	Baba	Bapa
Mother	Ma	Maya/ Mayogo
Paternal Uncle	Kaka	Kako
Paternal Uncle's Wife	Kaki	Kaki
Sister-in-law	Bhabi	Bhoji
Elder Brother	Boro Dada (from Bengali Hindu term)	Dada
Younger Brother	Chchoto Bhai (Bengali Muslim term)	Chchoto Bhai
Maternal Grand Father	Nana	Nana
Maternal Grand Mother	Nani	Nani
Brother-in-Law(sister's husband)	Dulabhai	Bohne
Brother in Law of Younger Sister	Address in nick name	Bihindra Mat
Brother in law (Husband's elder brother)	Bhasur	Bhaesur
Maternal uncle	Mama	Mamu
Maternal uncle's wife	Mami	Mami
Wife's sister's Husband	Bhaira	Sharu
Mother's sister - –	Masi(hindu term)/khala(Muslim term)	Masu
Husband's younger Brother	Debur	Der
Father's Sister	Fupu (Bengali Muslim term)	Fupu
Father's Sister's Husband- –	Fupa (Bengali Muslim term)	Fupa
Brother	Bhai (Bengali Muslim term)	Bhai
Sister	Bon	Bahin
Wife's sister	Shalika	Shara
Daughter's husband	Jamai	Damat
Wife's Father	Sasur	Susra
Wife's mother	Sasuri	Sas/ Sasia
Mother's elder sister -	Boro Khala	Gungomaye
Ego's Brother's/Sister's wife's/husband's sister	Beyan	Samdania
Ego's Brother's/Sister's wife's/husband's Brother	Byai	Samdi

Kora marriage and family patterns: Marriage among the Kora is unique, that is, a symbol of unique cultural identity. Previously, they practiced endogamy i.e. bride or groom must be a member of the kora family members. This rule was strictly followed when their populations were large. However, due to a decrease in the size of the population, suitable marriage partners have become rarer than ever. So they introduced the exogamous marriage system. Now, they search for brides/grooms from different communities and prefer those whose culture and

religion match each other. So they bring suitable marriage partners from the neighboring ethnic communities like the *Oraon*, the *Turi*, the *Kador*, and so on. But they don't want to make a matrimonial relationship with the mainstream Bengali Muslim people. There is a gulf of cultural differences between the Bengali Muslim community and the Kora. They practice Patriarchy. So Bride or Groom gets the title "Kora" as a surname. Similar to Hindu marriage rituals, parallel cousin marriage is forbidden in the Kora community. Matrimonial rituals are lengthy in the Kora community. If it is a settled marriage, Guardians go to the suitor's house. If they like each other marriage takes place. The marriage ceremony can be explained through three stages, i. separation, ii. liminal and iii. Reincorporation state. This *rites de passage* theory was introduced by the French ethnographer Arnold Van Gennep in 1909. The first stage is the separation of the bride and groom. They are taken in a place. They call a barber to cut the hair and nail. After that, in the second stage the ritual of the "Gaye Holud" is performed. This is a liminal stage. In this period s/he is neither a married nor an unmarried person. The third is the re-incorporation when the community people declare him and her as a married couple.

Before marriage, a ritual is performed called Gaye Holud meaning "coating the body with turmeric" ritual. This ritual is common both in the Bengali and in the Kora culture. This is a liminal stage or the transition period of a Bengali or Kora marriage ceremony. The "Gaye Holud' ceremony is an essential part of both the Bengali Hindu and Muslim marriage ceremonies. This ritual is not stated in any holy book but it is very important. On the day of Gaye Holud or "turmeric on the body" day, the bride or groom must be showered with turmeric. It is believed that all evil eyes will be destroyed with the touching of the Turmeric or Holud. On this day, a big program is arranged. Relatives and friends come to observe this occasion. They bless their good wishes by coating turmeric on the body of the Bride or Groom. Finally, they make the bride or groom shower with turmeric. In every culture, whether it is Bengali or Kora, there is a music festival on this day. It is arranged by the relatives and neighbors of the bride or groom. Bengalis have their song for this ritual. In Bengali culture, the song is related to the beauty of the bride and groom. However, The Kora has its form of Gaye Holud program. They have their songs too. The song is related to the daughter's in-law house. In a patrilineal society like the kora, a girl goes to her in-laws' house after her marriage. The parents of the girl are very anxious about the matter of how their girl would be treated in the inlaw's house. So they sing a song like "We don't have sleep in our eyes. How will our beloved daughter be in her husband's house?" The Father and the mother weep and sing this song. This is a ritual of five days. They will start the ritual in the bridegroom's house. They tie a jackfruit leaf with white thread. Then they send a Sharee (a woman's wear) and this leaf to the bride's house. The bride party will send another jackfruit leaf tied with white thread and clothing for the bridegroom. Then the ceremony begins.

The *Mondal* or the priest of the village (also the head of the village) is the first person who will coat turmeric on the face and body of the bride or groom. Then the bride/groom's mother and father rub them with turmeric. After the parents of the bride/groom, the relatives and neighbors put turmeric on their bodies. The process will continue for five days. This is a way of beautification. They have a brown skin color. So, they apply turmeric to make their skin brighter and warmer. Turmeric is used three times a day, i.e. in the morning, at noon, and at night.

After Gaye Holudritual there is a marriage ceremony. All of the relatives and neighbors are invited here. The family of the bridegroom offers the bride price to the bride. They do not claim dowry from the bridegroom. Moreover, as they are poor they give bride-price to the bride at a very low price. It can be said that it is a symbol of the bride price. The amount is only twenty-five taka. Besides, they give clothing to the bride's mother. This is called "Aji-Nendeopon", a term in the Kora language to mean the gift. They send a mango leaf tied with a thread to the bride's house. The bridegroom will send the same leaf to the bride. After Gaye Holud ritual when they have bathed the pond together, they will untie the leaves. After that, the Priest or the Mondol performs the marriage ritual with some "mantra" or chanting prayer. They arrange a big festival during the marriage ceremony. They beat "Dhol", one kind of drum in the ceremony, and dance together. Eight days after the marriage ceremony, the bride returns to her paternal house from the bridegroom's house. This is called "Firani" or come back program.

To analyze the family pattern, the theory on the Family Structure of Pauline Kolenda (Kolenda, 1968 and also in 1965:52) will be used. There are a total of twenty-one families among the Kora. Among them, the nuclear families are fourteen, the supplemented nuclear family is one, the supplemented sub-nuclear family is one, the lineal collateral joint families are four and the rest one is a female-headed household. In a small community, these different types of family patterns are seen due to a lack of land. Landless persons usually reside in their relative's houses. The household pattern changes due to the coming and going of the members of a family. The following family structures are seen in the Kora community:

Nuclear family— When Parents and their unmarried children reside together (Kolenda, 1965:52). There are fourteen pure nuclear families in the Kora community. When a Husband and wife reside with or without their children then it is called a nuclear family. Here, the father is the head of the family and the main earning member.

Supplemented nuclear family – When a nuclear family plus some unmarried widowed or divorced relative for example, parents and unmarried children, plus the father's unmarried brother or widowed mother reside together that is a Supplemented nuclear family (ibid:52). There is one supplemented nuclear family in the Kora community. Krisno Kora is the head of this supplemented nuclear family. He lives with his widow mother, two brothers, a wife, one son, and one daughter. Krisno Kora and his two brothers, Prosanto Kora and Shataly Kora are the earning members of the family. Krisno earns 3000 taka and each of his two brothers earns

2000 taka per month. Krisna Kora is a peasant, one of his brothers works as a mason and the other is a day laborer.

Supplemented sub-nuclear family — When a sub-nuclear family plus some unmarried, widowed, or divorced relative(s), not part of the former nuclear family, or for example, a widow with her unmarried children, plus her widowed mother-in-law reside together that is called Supplemented sub-nuclear family (ibid:52)." There is one supplemented sub-nuclear family in the community. When a nuclear family resides with an unmarried/divorcee widowed member, who is not a member of that nuclear family then it is called a supplemented sub-nuclear family. Thopal Kora (55) is living in *Haljhaijhinaikuri*, with her mother-in-law Sonia kora (75) and two sons. He is a widower. As his mother-in-law does not have any place to live, she lives with them. He has 15 decimal lands for homestead. He was a freedom fighter. He has two sons, Sumon Kora, and Mukta Kora who are studying in class four and class one respectively. His wife is not alive.

Lineal collateral joint family: When married brothers, their wives, and unmarried children, plus both parents and any of the latters' unmarried children reside together that denotes a lineal collateral joint family (ibid: 53)." There are four lineal collateral joint families in the community. When a father/mother resides with their married son or daughter and includes all of the unmarried children of these two or three families then it is called lineal collateral joint family. They take food from the same hearth and spend all of the money jointly. One of the main criteria of this type of family is that they have to have joint property. The family of the kina kora (70) is this type of family. It includes his wife, one married son, and his wife and Kina Kora's unmarried son Augustine Kora. Three of the male members are day laborers and they spend all of their money together. Binnas Kora's family is also this type of family. Ratan Kora resides with her wife, one married son, and his wife and one unmarried daughter and son. Jogen Kora's family includes a wife, one married son and his wife and their three grandchildren.

Female-headed household: In a female-headed household woman is the head of the decision-maker, earning member, and head of the family (Mahboob, 2013). Sonia Kora's family is this type of family. Sonia (62) lives with her daughter Fulo Kora. Fulo Kora's age is 35. Both of them are day laborers though the kora is a patrilineal society this type of society rises due to an incident. Sonia Kora is a widow and her daughter is a divorcee. They reside together for their security.

Exogamy practice among the Kora: The rules of marriage and religion play a deep role in the Kora community being exogamous. They don't choose Muslim women or men as their bride or groom because they think that the belief system of Muslims is very different from theirs. They are practicing exogamy with their nearer communities like the Turi, the Kador, and the Orao community. They bring Orao and Turi brides, who are members of other neighboring indigenous communities. They have similarities with these communities. Previously they could

not even think of a making relationship other than Kora's suitor. However, Because of a decreasing number of community members, they are searching for suitors from other communities.

Bride/Groom from other communities:

- 1. Shefali Kora (from the Orao community) and Proshanto Kora
- 2. Gopen Kora and Jhalo Kora (from the Orao community)
- 3. Manik Kora and Kajoli Kora (Turi girl from the Turi community)
- 4. Kedu Kora and Mina Kora (Turi girl from the Turi community)
- 5. Baranosi kora and Khercha kora (from the Kador community)

5.4 Belief systems and death ritual

Karma puja: The Kora worships nature. They perform Karma puja, Gach puja or tree worship to harvest good crops or judge one's intention. On this very day, the adult koras observe fasting. They don't eat fish or meat. However, they can have vegetable curry which is called niramis. They must not tell a lie about their food. If anyone tries to fish for a meal it is said that the bone of the fish will be there in the Karma dala. They believe that you can't tell a lie during the time of performing this puja. Otherwise, the puja will be in vain. They prepare "Karmadala" or a big Vessel for the Puja or worship. Karma dala is a big pot made of bamboo where the pulse is grown. It is made by the chief of the community. First, they fill the pot with sand. They sew pulse seed or wheat seed on it and keep it for five days. After five days, new grains are grown up to the size of one big finger. They need the branch of the Kheel Kadam tree for worship. There must be ten small branches of Kheel Kadam. For performing puja they need it. They cut the branch of Kheel Kadam after taking a bath. The tree is very sacred to them. This tree is available in Kaliagonk in the Biral sub-district. After five days if grain grows well in the vessel then it is estimated that the intention of the people who sewed seeds was good.

When asked why they perform this ritual, they say that this is for the well-being of the people. If any couple does not have a child they can get a child by performing this ritual. Or they do this because they want good grain. It is performed in every *purnima* (in the time of full moon) in the month of *vadra* (the fifth month of Bengali year). There is a festive mood in the community during this puja. They, especially women, wear new dresses and drink *Chuany* and *Haria*, liquors made of rice on this occasion. They need mustard and *Khai* for the feast too.

Deity worship: They also worship deities like the Hindu people. They want to make a temple in the community area. But they don't have money to build it.



Figure 3.The pillar of the unfinished temple (Mahboob, 2017)

The photo shows one of the pillars of the temple. They want to set up Idols in the temple. Now they don't have any idols of their own. *Durga Puja* or the worship of the *Devi Durga* is the biggest festival of the Bengali Hindus. The Kora also follows this puja with the Hindu community. This happens in October. As they are too poor to bear the expense of making an idol of Devi Durga they go to *Vagoldighi* to perform Durga puja. Besides, they observe *Bair Puja*, *Shib puja*, *Manasa puja* or worship of snake. They practice *Kali puja* too. It is another form of worship of *Devi Durga*. *Kali puja* commences after *Durga puja*. They also perform *Marak Puja*. But they don't perform *charak puja*.

5.5 Deathritual

Preparing the dead body: They bury the dead body in their graveyard. They wrap the dead body in white clothing which is called *Kafan*. Interestingly, it is similar to the Muslim word *Kafon*, by which a Muslim dead body is wrapped. They wash and bathe the dead body with soap and turmeric. They make a platform, made up of Bamboo called *Baser Macha* to carry the dead body to the graveyard. They give some money to the deceased so that he can spend it in time of need in the afterlife. They believe that the deceased will eat rice with that money. They believe in an afterlife, in heaven and hell too.

Funeral: They arrange a social feast after three days of death. On these three days, they eat only chicken and egg. After thirteen days, there is another program, i.e. a community feast, which is called *shradhdha* in Bangla. There is a big feast on this day of *Shradhdha*. In these 13 days, they don't eat fish, garlic, onion, chili, and oil. On the twelfth day, they eat fried salt. They arrange all of the rich food they can afford on *Shradhdha* day. They drink one kind of alcohol called "Chuani" which is made of rice. This liquor is very popular among them. After performing these rituals the deceased will be "*utarhoyejaoa*" or ritual is done. After arranging

all these, it is believed that the deceased would be in a good position in the afterlife. They have their graveyard. Their women do not go to the graveyard.

Believing in Ghosts: They believe in ghosts. They hang *Nim* leaves, Onion, and Garlic in front of the door. They believe that it would save them from danger and the ghost. In the photo, we see that one family hung garlic in front of their door.



Figure 4. Garlic hung in front of the door

Beliefs related to pregnancy: They believe that the eye of the child will be like an oyster if a pregnant woman eats oysters during pregnancy. So the pregnant woman eats everything but oysters. They hang the branch of the *madar kata* tree before the window of the room where a pregnant woman lives. A pregnant woman takes a needle, *hasua or da* (chopper), or anything made up of iron if she goes outside of her room after the evening or at night. They believe that no ghost can harm her if she carries iron.

Cows are sacred: They do not eat a cow. It is very sacred to them. Because they get milk from it, cow dung is the fuel for the fire and its urine is useful for lighting the *prodip* or lamp in the puja. The vision is very much relevant to Marvin Harris' sacred cow theory, that in India the cattle are sacred and special and beneficial to all.³

5.6 *Mondol* or the Priest

The works of the priest, the community chief or Mondal: The Mondol, the priest, or the community head is the same person. The present Mondol was nominated fifteen years ago. The work of Mondol is to act like a priest. He carries out the marriage ceremony.

³Harris, M. (1992). The Cultural Ecology of India's Sacred Cattle. Current Anthropology, 33(S1), 261–276. doi:10.1086/204026



Figure 5. Mondol or the Priest

He controls all acts regarding religion including puja. All of the community members sit together and decide the well-being of the community and the *Mondol* preside over the meeting. The following are the main works of the Mondol:

- 1. He chants the *mantra* (chanting prayer) of the matrimony.
- 2. He presides over the *Salish* (informal court) of the village
- 3. *Pujari* he is the performer (*Pujari*) of the puja
- 4. *Ghotkali* He is the marriage match-maker of the community
- 5. The decision-maker of the community

He is an important person of the Kora community.

5.7. The NGOs, the state and the Kora

The above description is a glimpse of the cultural practices of the Kora community. The following part will discuss their struggle for existence and identify the role of the state and NGOs in this regard.

The NGOs and Community-Based Organization (CBO) in the community: Some NGOs are working for the development of the Kora community. Community Development Association (CDA) and "Banchar Path" (way to live) are the main NGOs of the area. They help the community a lot. CDA has been working for twenty years. The head of this NGO is Shah Mobin Jinnah. He lives in the Dinajpur district. With the help of CDA the Kora regained some land after fighting with the land grabbers. They grow crops on that land and share them. The Kora were below the poverty range. CDA helped them to overcome terrible poverty with the help of the German-based "Bread for the World" program. Husbandry is very popular in their community. The kora built a farmhouse of ducks, pigs, and cows with the help of this NGO. In addition, CDA gave them money to buy animals. They set up the solar panel in the Kora village.

Before 2004, there was no brick-built latrine in the community. The NGO "Bachar Path ($evuPvi\ c_{-}$)" built two brick-built latrines for them. According to some Kora people, these NGOs help them a lot; however, they don't eradicate their poverty. If the Kora community overcomes its poverty, the business of the NGOs will be finished. They won't get a donation from the Donor. So, the NGOs help them to survive starving and living poorly so that they can run their business with donors.

The State and the Kora -This part will be discussed from three points of view. First of all, the allowances they get from the Bangladesh Government, secondly, their participation in the freedom fight against Pakistan in 1971, and their negotiation with the state.

Government primary school allowance and old allowance program for the Kora: The Kora claims that they do not get much help from the government of Bangladesh. They admit that the children get some scholarship or money from the government. They got a widow allowance from the Government. Only two of them i.e. Jogen Kora (70) and Kolo Kora (55) got this opportunity.

The tale of two freedom fighters and the state: The Kora have two Freedom Fighters who fought in the liberation war of Bangladesh in 1971. They are Kina Kora (70) and Thopal Kora (65).



Figure 6. Thopal Kora – The Freedom Fighter (Fieldwork 2017)

Figure 7. Kina Kora (right) – The Freedom fighter (Fieldwork 2017)



But these two freedom fighters did not get the Freedom Fighters allowance (*Muktijodhdhabhata*) and Old age allowance from the government. They are very needy. Thopal Kora is almost blind now. But he does not have any money for treatment. He was seen to live in a shabby place while doing the fieldwork (figure no. 6).

Acquisition of land from the government: There is a provision that Bengalis do not need permission to sell or buy the land. But one must need permission to sell or buy the land of the indigenous people. However, the land grabbers show deceitfully that the kora is the Bengalis. As the Kora were illiterate they did not understand that. The Kora said that there is a good relationship between land grabbers and Government officers. According to Krishna Kora, the grabbers offer a bribe to the officer to make false documents regarding the land. In this way, the land grabbers snatched their land and deceived the kora. The Kora rescued only 6 acres of land through the judicial process. As they have a scarcity of land the NGO CDA built the farmhouse on the land of Thopal Kora. Kina Kora inherited land from his grandfather. They showed all of the documents during fieldwork. But he could not rescue his land from the land grabber. They said that some government offices took bribes from the land grabbers and delayed the process. One of the Assistant Commissioners dealing with the land said to them "You are not indigenous people". We see the implication of Michel Foucault's Governmentality (1972)⁴ here. The state has created agents who are working against the requirements of the poor indigenous people. The journalists also do not help them. The same is true for advocates who are dealing with the indigenous people's land. They feel fear to settle this type of civil case, as the more case lingers, the more money the advocate will make. NGO CDA arranged a seminar on the Kora in 2014. In that program, the representatives of the Kora uplifted their problems in front of the Deputy Commissioner (DC) of the *Dinajpur* district. The Deputy Commissioner ⁵assured them to solve their problems regarding land. However, he didn't do anything. Now, the Kora people believe that the governing administration will do nothing for their welfare. They also believe that the people of the administration have justified the Bengali people's actions and legitimized landgrabbing practices. This type of land-grabbing practice can be considered a discursive practice.

6. Conclusion

The objective of the present study is to record a salvage ethnography of the Kora people, to justify their existence as indigenous people in a globalized world of the twenty-first century where they are facing challenges of mingling together withother cultures. In the first part, a detailed description and narratives have been articulated to introduce the Kora community in Bangladesh. Their land system, kinship terminology, marriage and family patterns, beliefs and rituals have been described vividly. It is seen that they lost their land due to illiteracy,innocence and not understanding the way ofexecution of power for grabbing land by the Bengali people.

⁴"The Birth of Biopolitics: Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality." (a lecture series between 1978 and 1979)

⁵The Head of the District in Bangladesh

Consequently, they have become the victims of discursive practices, excluded, and cornered. Judith Butler posits that "all identities operate through exclusion, through the discursive construction of a constructive outside and the production of abjected and marginalized subjects" (Butler in Hall, 1996:15). Hence, the Kora identity is marginalized. Holding Gayatri Spivak's (1986/1988) connotation "subalterns can't speak", it can be said that the people of the Kora community are silenced and they cannot speak for themselves and are not even heard by the dominant people of Bengali society and sometimes, their existence issimply being ignored. The Koras are living in abject poverty. They do not have the money and power to concrete their identity. Furthermore, they do not have population strength or any agency by which they can negotiate for their rights with the State representatives. Some NGOs are working in the Kora community and they have complainedthat these NGOs are busy with their own monetarybusiness and using them as pawns for money from the donor agency. Nonetheless, the Kora people admitted that they had overcome their destitute conditions with the financial help of those NGOs. They are in a dilemma about NGOs' role in their community. In fine, it can be said that facing all discrimination and being deprived of essential rights from the state the Kora people are going to be extinct soon. If this process continues the world will lose a unique culture that wants to survive. The state should support the Kora people to survive in every possible way.

References

- Ariquzzaman, S. (2014). Last of the Kora: A Little-known Ethnic Community with 96 Souls may vanish from Bangladesh Anytime. http://archive.dhakatribune.com/weekend/2014/dec/11/last-koras
- Clifford, J. (1989). The others: Beyond the 'salvage' paradigm. *Third Text*, 3(6), 73-78. DOI: 10.1080/09528828908576217
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge* (French: *L'archéologie du savoir*). London: Tavistock publications Limited.
- Gain: (Ed.). (2016). Lower Depths Little-Known Ethnic Communities of Bangladesh. Society for Environment and Human Development (SEHD), Dhaka Human Rights. http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/8_udhr-abbr.htm
- Gerharz, E., Uddin, N., & Chakkarath: (Eds.). (2018). *Indigeneity on the Move: Varying Manifestations of a Contested Concept*. New York: Berhahn Books.
- Hall, S., & Gay: De. (1996). Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications.
- Hossain, M. S. (2012). The Kora in Dinajpur: An Ethnography: Where silent comes gradually. Saarbrucken: Lap Lambert academic publishing.
- Kingsbury, B. (1998). Indigenous peoples" in international law: a constructivist approach to the Asian controversy. *The American Journal of International Law*, 92(3), 414-457. https://www.jstor.org/stable/2997916

- Kolenda: M. (1965). Family Structure in Village Lonikand, India: 1819, 1958 and 1967*https://ezproxy.flinders.edu.au:2074/doi/pdf/10.1177/006996677000400104
- Kolenda: M. (1968). Region, Caste, and Family Structure: A Comparative Study of the Indian "Joint" Family. In S. Milton., and S. C. Bernard (Eds.), *Structure and Change in Indian Society* (pp.339-396). Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Chicago: Aldine Publication co.
- Laws of Bangladesh. (2019). *The State acquisition and Tenancy Act*, (1950), (East Bengal Act).http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-241/section-7077.html
- Li, T. M. (2000). Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. *Comparative Studies in Society and History*, 42(1), 149-179. http://www.jstor.org/stable/2696637
- Mahboob, S. (2013). *Rupsha 1998: Kinship, Migration and Changing Social Organization* (in Bangla). Dhaka: Ayan Publication.
- Makal, A., &Banerjee, A. (2018). Continuity and Change among the Koras of Bindukata: An Ethnographic Re-analysis. *Asian Journal of Social Science*, (46) 52-78.
- Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? In C. Nelson, and L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*, London: Macmillan.
- Spivak, G.C., &Gunew, S. (1986). Questions of Multi-culturalism: SnejaGunew and Gayatri Chakravorty Spivak. *Hecate: An Interdisciplinary Journal of Women's liberation*, 12(1/2), 136-141.
- Dinajpur's Kora Pathshala starts operating at own building. (2023, July 23). *TBS (The Business Standard)*.https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/dinajpurs-kora-pathshala-starts-operating -own-building-658986
- The First from Kora Community to enter University. (2022, Jan 9). *The Daily Star*.https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/first-kora-community-enter-university-2935281
- Turin, M. (2012). Salvaging the Records of Salvage Ethnography: The story of the Digital Himalaya Project. *Book* 2.0, 1(1), 39-46. doi:10.1386/btwo.1.1.39_1

64

Prevalence and Factors of Transforming Intimate Relationships in Bangladesh: A Casein Dhaka City

Mohammed Moniruzzaman Khan

Associate Professor IDMVS, University of Dhaka, Dhaka-1000

Mowsumi Rani Dey

Lecturer, Department of Humanities CUET, Chittagong

Nurunnahar Mazumder

Associate Professor Department of Law, Jagannath University, Dhaka-1100

Abstract: In social research, pattern of intimate relationship including family and marriage has attracted the attention as it continues to change over time and this process of change is continuing more in contemporary society particularly in the urban area. Intimate relationships are being transformed not only in developed countries but also in developing countries such as Bangladesh. This study broadly aims to identify and analyze the factors of causing transformation of intimate relationship, nature of intimate relationships in previous and present time, and problems caused for transformation of intimate relationships in Dhaka taking into consideration contemporarytheories including the Transformation of Intimacy, the Normal Chaos of Love, and Liquid Love. And to do so, this study has been conducted by following a triangulation method to address the contemporary scenarios. Findings of the study reflects that intimate relationships are being transformed and internet accessis the most important factor along with Western values, social media, movies and serials, and newspapers. Furthermore, this study reported that pattern of intimate relationships in the past were stronger, solid and permanent compared to fragile and conditional at contemporary society. This study also reflects that asignificant number of the respondents consider that marriage is a voluntary act at present whereas it was considered as a social obligation in the past. Finally, dissatisfaction, distance, stress, conflict, individualism, and break up are being faced in modern intimate relationships.

Keywords: Intimate relationship, Marriage, Technology and internet, Transformation

1. Introduction

Intimate relationship is an interpersonal relationship in which there is feeling of closeness or strong association between adults. This feeling of closeness can come from different aspects

Corresponding author: Mohammed Moniruzzaman Khan, E-mail: mmkhan@du.ac.bd

such as physical, emotional, mental, and sexual (Muniruzzaman, 2017). Currently, intimate relationships are gradually changing over time, and thus the term 'intimate relationship' has become a liquid (Bauman, 2003) and comprehensive term in sociological discussion (Gillies, 2003). Giddens(1992) argued onthe pattern of subsistence and lifestyle, behavior, outlook, perception, characteristic, feelings, and sexuality, of the people intraditional society and how it got to change with the advent of modern society. Involvement in love and intimate relationship before marriage was extremely difficult and rare in the traditional society because societal norms, values, and customshad much more value for people. In the traditional society, love and intimate relationship was used to be accepted aftermarriage (Beck, 2003). In terms of marriage, people got married at a very young age and it was the family that selected the mate for the marriage. Therefore, there was very little chance for people to get involved in a relationship. But in postmodernsociety love and intimate relationship are considered as a normal and comprehensive issue(Ahmed, 1969). In addition to the rules and regulations of traditional society, the unavailability of technology and agrarian society were important factors for the previous nature of intimate relationships (Muniruzzaman, 2017). However, the scenario of the present society is totally opposite. Unlike the people of the previous society, people no longer giving importance to the rules and regulations of society. Currently, people are being more calculative before going to any action because choices are available to them. Moreover, this calculation exists everywhere in a society from public to personal arena. For Giddens (2006), it is possible because of the reflexive character and consciousness of society.

In developed countries, particularly Western and European countries, as well as in many other developing countries such as Bangladesh, intimate relationships are transforming. Behind the transformation of intimacy, various factors such as technological advancement, the internet, mass media, and social networking are important factor (Muniruzzaman, 2017). Previous works and analysis on intimacy transformed in sociological discourses reflectedthe fact that mass media is the most important factor for changing intimate relationships. For example, movies, particularly from Bollywood and Hollywood, play an important role in influencing intimate relationships throughout the world (Beck& Beck-Gernsheim, 2002; Illouz, 2007). Other studies also, reported that partners are affected in their conjugal relationship because of their obsession with mobile phones (Lenhart & Duggan, 2014). The abovementioned factors create multipleproblems such as stress, conflict, and discontentin relationships (Lenhart & Duggan, 2014) and consequently relationships are gradually breaking down at alarming level. Thus, the number of single-parent families are increasingbecause of changes in intimate relationships (Kinnear, 2002).

Kaur and Singh (2013) showed that at the age of globalization, various emerging and significant factors like technology, Western culture, education, etc. are responsible for changing the pattern of marriage and intimacy in Indian society also. In traditional India, parents and adult relatives of a family chose the marriage partners for their boys and girls because there was less scope for a boy/girl to select his/her partner by himself/herself (Caldwell, Reddy & Caldwell,

1983). In addition, the age at marriage was very low, especially for the girls (Astin,Lawrence& Foy,1993). But in current Indian society, the scenario of marriage and intimacy is undergoing a radical change. Nowadays, boys and girls have opportunity for selecting their partners (Caldwell et al., 1992) and they have also independence to get separated or divorced from the partner if the relationship does not work (Allen & Grow, 2001). But in traditional India, marriage was the hallmark of a sacred and legalized ritual and economic and reproductive purposes (Kaur&Singh, 2013). Finally, Kaur & Singh also found in their study that live-in-relationship, same-sex relationship, extra-marital relationship, etc. trends are also being showed in present Indian society.

As a developing and third world country, intimate relationship is transforming in Pakistan as well. Although Pakistan is a Muslim country, but various changing trends of intimacy like divorce, cohabitation, extra-marital affairs, etc. are being seen due to easy access to internet and technology, western culture, etc. factors (Muniruzzaman, 2017). Like, more than one hundred divorce cases (per day) are filed in Lahore city and the rate of divorce is increasing gradually in family courts (Pakistan Today, 2011). Furthermore, another research was conducted on urban men in Pakistan to show whether they were involved in pre-marital and extra-marital sexual relationship or not. Then the study found that some respondents were involved in pre-marital relationship, some were in extra-marital relationship and some were engaged in both pre-marital and extra-marital sexual activities (Mir et al., 2013).

A study was conducted among young peoplein China who were born in 1980s and 1990s to explore how socio-cultural environment influenced the identities and intimate relationships of young people. Western values like individuality and gender equality influence the private domain of Chinese young people (Higgins & Sun, 2007). As a result, the pattern of love, marriage, and sexuality has been changing in contemporary China (Yan, 2003). Marriage was considered as a social and legal norm (Mendus, 2000) and arranged marriage was the preferred marriage type in traditional China (Breiner, 1992; Higgins et al., 2002) but in recent time, free-mate selection has replaced to arranged marriage (Yan, 2003; Yang, 2016). Besides, other practices like same-sex relationship (Farrer, 2002; Farrer & Sun, 2003), cohabitation, getting engaged in multiple relationships, and extra-marital relationship are becoming common towards Chinese people (Donald & Zheng, 2008; Li, 2002; Wang & Ho, 2007, 2007, 2011). Furthermore, the divorce rate has been increasing dramatically in Chinese society (Wang, 2001; Farrer, 2002; Farrer & Sun, 2003).

This study identified factors that are transforming intimate relationships, analyzed the nature of transformation of intimate relationships and problems of transforming intimate relationships. Previous sociological studies and analysis on the transformation of intimacy focused on the nature of contemporary intimate relationships and mostly its consequences. However, this study has analyzed the nature of previous and present intimate relationships in greater detail, in addition to factors and problems of transforming intimacy. Moreover, there are very few studies

on the transformation of intimate relationships based on primary sources in Bangladesh; in this case, this study will provide a guideline for future works on this issue. Finally, this study will be helpful to know people from different stages (students, service holders and teachers) are somehow influenced by various factors and changing their thoughts on intimate relationship and also to create awareness among people for properly dealing with intimate relationships.

2. Methodology and Sources of Data

2.1 Study area, sampling and methods of data collection

In this study, a triangulation method (quantitative and qualitative) was used for collecting data and information from respondents. Survey was followed under the quantitative method, and indepth interviews for the qualitative method. This study was performed on three different groups of people namely university students, teachers, and service holders because at the age of globalization, not only youths but also other group of people are influenced from the various dimension. Based on purposive random sampling, these groups of people were selected because everyone of the group may not properly understand the study problem and its purpose. A minimum education level was required here for selecting the targeted population and fulfilling the research interest. This study was conducted in three different areas in Dhaka including Dhanmondi, Dhaka University, and Jagannath University. A total of 120 respondents, including 68 males and 52 females, were interviewed for quantitative data using a structured questionnaire. For a qualitative data, a total number of 13 in-depth interviewswere conductedcomprising 7 males and 6 females by using open-ended questions.

Table 2: Sample distribution of study areas

	Tubic 21 Sumple distribution of State, areas						
District	Study areas	Survey design	In-depth Interview				
Dhaka	Dhanmondi Residential Area	42 (26 male and 16 female)	3 (2 male and 1 female)				
Dhaka	Dhaka University area	52 (27 male and 25 female)	4 (2 male and 2 female)				
Dhaka	Jagannath University area	26 (15 male and 11 female)	6 (3 male and 3 female)				
Total		120	13				

Source: Field survey, 2020

2.2 Data analysis techniques

For quantitative data analysis, data were edited after data collection. After editing, the data were coded. Then, for entering and analyzing the data, Statistical Package for the Social Sciences (version 22) programs were used. To analyze the data, tables were used to demonstrate the data and a cross-tabulation were used for examining therelationship within the data and obtaining a proper insight from the data. In this study, the qualitative data that was performed by audio recording and field notes were translated and then the translated and noted data were read and re-read to thoroughly write down notes and necessary data were selected. Finally, the selected data werecategorized and organized into theme and subtheme and data wereinterpreted step-by-step under the objectives of this study. Moreover, certain data were represented as quotations in this study.

3. Results and Discussion

3.1 Socio-demographic profile of the respondents

Respondents of this study were categorized into three namely university students, service holder, and teachers and they were comprised 77.5%, 12.5%, and 10% consecutively. Among them, 56.7% were male and the rest of the respondents (43.3%) were female, 90% of the respondents were Muslim, 9.2% of the respondents were Hindu and 0.8% of the respondents were Christian. In terms of educational qualification, majority of the respondents (50.8%) had Higher Secondary Certificate degree (HSC), 29.2% were graduate and (20%) were post-graduate.

3.2 Factors of transforming intimate relationships

Like Western and European countries, intimate relationships in developing countries have been undergoingthrough transformation and changes. And these changes are currently seen inlove, relationship and family and marriage pattern compared to previous or traditional society(Beck& Beck-Gernsheim, 2002; Illouz, 2007). Similarly, all of the respondents in the study areaconsidersthatintimate relationships are alsotransforming in Dhaka too. Why it happens? In response of this question multiple factors were identified for regulating and transforming intimate relationships in the contemporary society. The factors include for transformation of intimate relationships are technology, internet, social network sites, and mass media(Muniruzzaman, 2017). In this study, 32.6% of respondents consider that easy access to internet is a big factor for transforming intimate relationships whereas 23.1% respondents consider western culture, 22.3% for social media, 16.1% for movies and serials, and newspapers (5.9%) as the contributing factors for transforming intimate relationship. In line with this connection onefemale respondent reported the following:

"An aunt who was familiar to me, she was very religious. When her husband went to workand the children left for school, she lived alone at home and felt isolated. Subsequently, she was introduced with a person on Facebook. Arelationship started to develop between them. At one stage, she abandoned her husband and children and went to the man with whom she got acquainted on Facebook. Now, the children of that family are living as a single-father family." (Occupation: Student, Education: Graduate, Age: 23).

Another female respondent said:

"Currently, we watch in the Indian serials that a person marries one but there is a relationship with another, which means an extra-marital affair. Most serials show the same type of stories. Consequently, this issue has become normal to people. Therefore, if there is problem in a relationship or there is a breakdown in the relationship, people have no trouble because choices are available in that case." (Occupation: Student, Education: Graduate, Age: 24).

Table3: Factors of transforming intimate relationships (multiple responses)

Factors	Res	ponses	
Factors	N	Percentage	
Easy access to internet	89	32.6%	
Western values	63	23.1%	
Social media	61	22.3%	
Movies and serials	44	16.1%	
Newspapers	16	5.9%	
Total	273	100.0%	

Source: Field survey, 2020

3.3 Nature of intimate relationships in previous and present society

Each society has its own structures, rules and regulations, norms and values, pattern of life-style, behavior, and relationships. Every part of society varies over time, which indicates that all things of a society change while new elements are introduced and a new structure emerge. Table3lists the nature and factors of intimate relationships in a previous society. Respondents (34.9%) consider that for marriage in the previous period and partners were selected by the family. Note that ~26% respondents highlighted early-age marriage and 24.8% for 'love' after marriage as the nature of intimate relationship in the previous society. In line with this findings Ahmed (1969) argues, marriage at an early age, selecting partners by family and love after marriage were the characteristics of the pre-modern society's relationship and marriage. Furthermore, 14.3% respondents consider that there were strong and permanent bonds in the previous society. In pre-modern society, relationships used to sustain whether they worked or not (Giddens, 2006; Bauman, 2003). One male respondent said that:

"For marriage in previous times, partners were largely selected by parents. Even it was seen thatboys and girls did not see anyone before marriage. At that time, a person had trust with his/her partner and it was difficult to break the relationship because of strong attachment with the partner." (Occupation: Teacher, Education: Post-graduate, Age: 30).

Behind the abovementioned nature of intimate relationships in a previous society, multiple factors are responsible that are mentioned by respondents inthis study. Respondents (25.7%) consider that social restriction is the most important factor behind the traditional nature of intimate relationships. Giddens (2006) reported that people of pre-modern society maintained social rules and regulations, rituals, and customsin their life and these social rules and regulations had considerably more value to the people of that society. Note that ~24.9% respondents consider that people had less opportunity because it was not so easy for people to get involved in relationships before marriage in previous times compared to the contemporary time(Ahmed, 1969). Furthermore, 21.3% reported thata lack of science and technology is another factorthat restricted people from various sides. This result is relevant to another study where people had rare access in all spheres of society because of the unavailability of technology (Muniruzzaman, 2017). Furthermore, family strictness (20.9%) is responsible and this option isreported in this study. Respondents reported that an agriculture-based society (5.9%) is important behind the nature of previous intimate relationships because in that time, societies were so simple in each and every aspect and had a lack of various

advanced technologies; this result is reported in another study (Muniruzzaman, 2017). Finally, 1.2% respondents reported religious restriction and this option was selected in this study too.

Table4: Nature and factors of intimate relationships inprevious society (multiple responses)

	Frequency	Percentage
Nature of intima	nte relationships in previous society	
'Love' after marriage	64	24.8%
Choosing partners by family	90	34.9%
Early age marriage	67	26.0%
Permanent and strong bonds	37	14.3%
Total	·	100.0%
Factors behind the p	revious nature of intimate relations	hips
Less opportunity	63	24.9%
Agriculture based society	15	5.9%
Lack of science and technology	54	21.3%
Social restrictions	65	25.7%
Family strictness	53	20.9%
Religious restrictions	3	1.2%
Total	•	100.0%

Source: Field Survey, 2020

However, the nature of relationship in the contemporary society is not similar to the previous society's relationship pattern. People are now more calculative for forming relationship and there is no strong bond in intimate relationships. Consequently, relationships are breaking down nowadays; however, this was not the case in previous times. One male respondent said the following:

"At present, the nature of relationship is much more calculative. People get involved in multiple relationships to get someone better. To maintain the status, people decide to choose the best partner during marriage." (Occupation: Service holder, Education: Post-graduate, Age: 34).

This study reported that 26% of respondents think that the present nature of love and relationship is conditional; nowadays, relationship sustains as long as they benefit from and are satisfied with each other (Giddens, 1992). Note that 22.7% respondents think that there is no strong bond in relationships. With time, relationships are getting more fragile (Bauman, 2003). Flexible sexuality (16%) is another type of love and relationship that is emerging because it is not tied to reproduction (Giddens, 2006). Respondents identified mutual respect to partners' traits and views (13.4%). Similarly, Jameison (1999) stated that relationships are sustaining because of care and respect for partners' own traits and thoughts. Balance of rights and obligations (11.2%) which is the most important criterion for sustaining contemporary relationships (Beck and Beck-Gernsheim, 1995). That means showing respect for the rights, decisions and negotiation and maintaining equality for the partners are the ultimate goal in

intimate relationships. Moreover, 8.6% reported mutual trust as the nature of present relationships and the result is relevant to Giddens (2006) analysis of transformation of intimacy. Free floating, whose percentage is 1.5,is the next category. Giddens (1992) reported that relationships are free floating; this indicates that there is no strong attachment and bond. Finally, 0.7% respondents reported equal participation in decision-making, which is emergingin today's relationships (Beck & Beck-Gernsheim, 1995).

Inthe age of globalization, technological advancement is the most important criterion for the emergence of a new societal structure. Moreover, social rules and regulations vary from society to society. This study reported that available choice (22.7%) is the most important reason for the present nature of relationship. Moreover, another 14.8% respondents reported technological advancement because people can now easily access in technologies and get involved in many relationships (Giddens, 2006). One female respondent reported that:

"There are three important factors behind the nature of present relationship. First, choices are available. Secondly, mass media is influencing the present relationship pattern. As like, in earlier times, films demonstrated that there was pure love between a boy and a girl in a village, they used to write letters to each other and waited year after year to meet each other. However, films at present show that there is a relationship between a girl from a higher-class family and a boy from a lower-class family. Based on the stratification concept, it was not like that from the beginning. Class and status were maintained for relationships and marriage. Thirdly, social media was another factor for influencing the present nature of relationships. Many people open more than one ID on Facebook and hide their identities." (Occupation: Teacher, Education: Post-graduate, Age: 27).

Moreover, 13.4% respondents in the study area reported the transformation in family forms. Because of changes in family structures, changes are seen in the present relationship pattern ((Beck & Beck-Gernsheim, 1995). Respondents report other factors such as development of sense of the self (10.5%), desire for freedom (10.2%), flexibility of law and availability of contraception (9.7%) and, finally, traditional rules no longer work (9.1%). These results are similar to Giddens' discussion (1992) in 'Transformation of intimate relationships'in which he said that behind the nature of the present relationship nature, flexible rules, less importance on traditional rules, emergence of self-identity, individual's freedom, and contraception availabilityare responsible.

Another male respondent said that:

"Because of globalization, neo-liberalism, post-modernity and late-modernity, there has been a change in the type of relationships. Now, social sanctions do not work in relationships. Moreover, religious values and life style have become extremely flexible in our country." (Occupation: Teacher, Education: Post-graduate, Age: 40).

Table5: Nature and factors of intimate relationship inpresent society (multiple responses)

	Frequency	Percentage			
Nature of intimate rela	ntionship inpresent society				
Conditional love	70	26.0%			
Mutual trust	23	8.6%			
Mutual respect for partners' views	36	13.4%			
Balance of rights and obligations	30	11.2%			
Flexible sexuality	43	16.0%			
No permanent bonds	61	22.7%			
Equal participation in decision making	2	0.7%			
Free floating	4	1.5%			
Total 100.0%					
Factors behind the present	nature of intimate relationship				
Available choices	80	22.7%			
Flexibility of law	34	9.7%			
Technological development	52	14.8%			
Traditional rules no longer work	32	9.1%			
Transformation in family forms	47	13.4%			
Desire for freedom	36	10.2%			
Development of sense of the self	37	10.5%			
Availability of contraception	34	9.7%			
Total		100.0%			

Source: Field survey, 2020

Another changing trend of intimate relationships in contemporary society is that considering marriage as a voluntary issue rather than considering marriage as a social ritual and obligation. Although people marry but they do not marry considering social and family rules. People rather marry for their mutual satisfaction(Giddens, 2006; Gerson & Torres, 2015). The following table demonstrates that 58.3% of respondents think that marriage is a voluntary act. However, 41.7% respondents think marriage as an obligatory act. One female respondent said the following:

"I see marriage as a voluntary act. Marriage should not be mandatory for everyone. It is often seen that after marriage, some persons leave the family and their children. I also think that those who have extreme individualism, marriage is not required for them. Therefore, I think marriage should be voluntary." (Occupation: Student, Education: Graduate, Age: 23).

Another female respondent explained:

"I think there is a requirement for marriage in a society. Because if people do not get married, the younger generation will decrease and the older generation will increase. Moreover, there is a biological requirement in every human being." (Occupation: Teacher, Education: Postgraduate, Age: 27).

Table6: Perception about marriage

Perception about marriage	Frequency	Percentage
Obligatory	50	41.7
Voluntary	70	58.3
Total	120	100.0

Source: Field survey, 2020

Table 6showsthe nexus between perception about marriage of the respondents and the age of the respondents as well as it shows whether there is any change or not to the thinking about marriage. Among the respondents, 24.2% are in the age of 18-21 who consider that marriage is a voluntary act, whereas 19.2% of respondents of the same age group consider that marriage is an obligatory act. Of the 22-25 age groups, 19.2% of respondents mention marriage as a voluntary act; whereas 12.5% mention marriage as an obligatory act. Furthermore, another 5.8% respondents of the 26-29age range indicate marriage as a voluntary practice and 1.7% as an obligatory act. Moreover, 3.3% respondents who are in the 30-33 age range mention marriage to be obligatory and 0.8% mention marriage to be voluntary. Then, 3.3% respondents consider that marriage is voluntary and 1.7% consider that marriage is an obligatory act; their age range is 34-37. In the 38-41 age range, 2.5% respondents indicate that marriage to be voluntary and 1.7% to be obligatory. Furthermore, 0.8% whose age range is 42–45 consider that marriage is an obligatory act. Finally, 2.5% respondents who belong to the 46-above age range highlighted marriage to be a voluntary practice and 0.8% to be an obligatory practice. The findings of the study shows that the percentage of people thinking marriage as a voluntary act is comparatively higherthan thoseage range is 18-21, 22-25 and 26-29. Then, respondents who are in the 30-33 and 42-45 age range, the percentage ofthinking marriage as voluntary is lower than those of thinking marriage as an obligatory act. However, the percentage of considering marriage as a voluntary practice is a little more comparatively to the percentage of considering marriage as an obligatory and the age range is 34–37, 38–41 and 46-above.

Table7: Cross-tabulation between thinking about 'marriage' and age of respondents

Thinking		Age of Respondents (%)							Total
about	18-21	18–21 22–25 26–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46-							
'marriage'								above	
Obligatory	19.2	12.5	1.7	3.3	1.7	1.7	0.8	0.8	41.7
Voluntary	24.2	19.2	5.8	0.8	3.3	2.5	0	2.5	58.3
Total	43.3	31.7	7.5	4.2	5.0	4.2	0.8	3.3	100.0

Source: Field survey, 2020

Therefore, the present generation considers marriage as a voluntary act rather than thinking of it as an obligatory act. Furthermore, certain respondents of age <30 consider that marriage is a voluntary act. Therefore, marriage has become a 'voluntary' issue rather than maintaining social obligations, thinking as an economic unit, andthinking as a family requirement(Giddens, 2006; Gerson & Torres, 2015).

Though pattern of marriage varies from society to society, it was seen in traditional society that partners were chosen by the family in case of marriage (Ahmed, 1999). Because, in those society, norms, values, customs, social rules and regulations, etc. were much more important to the people (Giddens, 2006). But in contemporary time, most of the people prefer affair marriage because people prefer more individual freedom over the society's traditions and values. The following table represents that 53% of the respondents prefer marriage in one's own choice and the rest of the respondents (47%) prefer arrange marriage i.e., partners are chosen by parents. One female respondent said that:

"I prefer marriage in one's own choice and a person should have his/her own choice. If marriage is arranged from family, then the opinion and independence of a person should be given priority." (Occupation: Service holder, Education: Post-graduate, Age: 35).

Another female respondent said that:

"I prefer both arrange and own choice marriage. But it is seen that most of the person form relationship in virtual life. In that case they are often subjected to cheating. So, I think marriageshould be the combination of the decisions of the person and his/her family." (Occupation: Student, Education: Graduate, Age: 23).

 Responses

 N
 Percent

 Arrange marriage
 71
 47.0%

 Affair marriage
 80
 53.0%

 Total
 100.0%

Table 8: Preferred marriage type (multiple responses)

Source: Field survey, 2020

3.4 Problems of transforming intimate relationships

Transformation of intimate relationships creates multiple problemsbetween partners. In regard to the problem Lenhart & Duggan (2014) explains that dissatisfaction nowadays is generated in intimate relationships which have been reflected in the stud where 28.6% respondents consider that dissatisfaction is created in a relationship. This result agrees with a study where researchers reported that dissatisfactionnowadays is generated in intimate relationships (Lenhart and Duggan, 2014). At the same time 25.5% of the respondents reported that because of the transformation of intimate relationships, distance is created between partners. Moreover, other problems, i.e., stress in relationships (23.9%) and conflict between partners (20.8%), are created. In line with the findings Lenhart & Duggan, (2014) argues that nstress and conflict between partners is created along with dissatisfaction in relationships. Moreover, self-centeredness (0.8%) and breakdown of relationships (0.4%) are created in intimate relationships. In this context, one female respondent reported the following:

"At the age of globalization, choices have become available to people. So, nowadays if there is a problem in one relationship, then people are inclined towards another relationship. People search an alternative option particularly in virtual life for talking to someone to remove the feeling of loneliness. Consequently, distance is created between partners." (Occupation: Student, Education: Graduate, Age: 23).

Another female respondent mentioned that:

"Currently, there is no sacrificing attitude among the present generation. Consequently, various difficulties have emerged in intimate relationships. For example, one of my husband's nieces has broken up the relationship with her husband because her husband was sexually incapable, and then she remarried." (Occupation: Teacher, Education: Post-graduate, Age: 39).

Table9: Problems of transforming intimate relationships (multiple responses)

Problems	Responses			
Troblems	N	Percentage		
Stress in relationships	62	23.9%		
Conflict between partners	54	20.8%		
Dissatisfaction	74	28.6%		
Creating distance	66	25.5%		
Creating self-centeredness	2	0.8%		
Breakdown of the relationship	1	0.4%		
Total		100.0%		

Source: Field survey, 2020

4. Conclusion

In conclusion, this research tries to explore the factors of causing transformation of intimate relationship, nature of intimate relationships in past and present time, and problems caused for transformation of intimate relationships in Dhaka, Bangladesh. Everything is changeable in this world and intimate relationships between men and women are not out of it. In contemporary society intimate relationships are gradually getting transformed with changes in the societal different issues though changes in intimate relationship pattern varies from culture to culture; society to society and from one social stage to another. The advancement of technology has a great contribution to maintaining and developing intimate relationships. Evidence of this study shows that behind the transformation of intimate relationships in contemporary Dhaka, one of the most important factors is easy access to internet. Furthermore, respondents reported other factors such as Western culture, social media, movies and serials, and newspapers. Intimate relationships in the traditional society were strong and permanent because social restriction was a major cause behind the nature of previous or traditional intimate relationships. However, relationships are currently more fragile and conditional because people no longer give priority to societal rules, regulations, and values. People are now more concerned with their own will and interest rather than social obligations in case of involving and maintaining in a relationship. Consequently, problems such as dissatisfaction, stress, distance, conflict, and breakup are being faced in contemporary intimate relationships. This study also demonstrates that a significant number of the respondents consider that marriage is a voluntary act at present whereas it was considered as a social obligation in the past.

This study recommends that as we are living in the era of advanced technology, so it is easy to get access in internet and to be influenced by other countries', especially Western countries, pattern of intimacy. As consequence, individuals practice it in their close interpersonal relationship. In this context, this research paper suggests that people should deal the uses of technology properly so that humans cannot become theslave of technology. Additionally, religious values should be adopted and practiced properly. Furthermore, government and various non-government organizations can take initiatives (forexample: workshop and seminar)so that people can become awareabout the contemporary trend. Finally, multiple

research workmust be conducted for extending knowledge on this issue and getting anunequivocal view more andmore.

References

- Ahmed, F. (1969). Age at marriage in Pakistan. Journal of Marriage and Family, 31(4), 799-807.
- Allen, B., and Grow, M. (2001). Anatomy of love: The natural history of monogamy, adultery, and divorce. New York: Simon & Schuster.
- Astin, M. C., Lawrence, K. J., & Foy, D. W. (1993). Posttraumatic stress disorder among battered women: Risk and resiliency factors. *Violence and victims*, 8(1), 17-28.
- Bauman, Z. (2003). Liquid love: On the frailty of human bonds. New York: Polity Press.
- Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (1995). The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press.
- Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization. London: Sage.
- Breiner, S. J. (1992). Sexuality in traditional China: Its relationship to child abuse. Child Psychiatry and Human Development, 23(2),53-67.
- Caldwell, J. C., Reddy, P. H., & Caldwell, P. (1983). The causes of marriage change in South India. *Population Studies*, *37*(3), 343-361.Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Donald, S. H., and Zheng, Y. (2008). Richer than before The cultivation of middle classtaste: Education choices in urban China. InD. Goodman (Ed.), *The new rich in China: Future rulers, present lives* (pp. 71-82). Abingdon: Routledge.
- Farrer, J. (2002). *Opening up: Youth sex culture and market reform in Shanghai*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Farrer, J., & Sun, Z. X. (2003). Extramarital love in Shanghai. The China Journal, 50,1-36.
- Gerson, K., & Torres, S. (2015). Changing family patterns and family life. *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*, 1-15.
- Giddens, A. (1992). Transformation of intimacy: love, sexuality and eroticism in modern society. California: Stanford University Press.
- Giddens, A. (2006). Sociology (5th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Gillies, V. (2003). Family and intimate relationships: A review of the sociological research. Families &
- Social Capital Research Group, South Bank University.
- Higgins, L. T., Zheng, M., Liu, Y. L. & Sun, C. H. (2002). Attitudes to marriage and sexual behaviours: A survey of gender and culture differences in China and United Kingdom. *Sex Roles*, 46(3/4),75-87.

- Higgins, L. T. & Sun, C. (2007). Gender, social background and sexual attitudes among Chinese students. *Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care,* 9(1),31-42.
- Illouz, E. (2007). Cold intimacies: The making of emotional capitalism. Cambridge: Polity.
- Jameison, L. (1999). Intimacy transformed? A critical look at the 'pure relationship'. *Sociology*, 33(3), 477-494.
- Kaur, G., & Singh, S. (2013). Changing patterns of marriage in Indian society. *Indian Journal of Economics and Development*, 9(3), 261-267.
- Kinnear, P. (2002). *New Families for Changing Times*. The Australia Institute. Discussion Paper No. 47. ISSN 1322-5422. Available at https://www.tai.org.au/sites/default/files/DP47 8.pdf
- Lenhart, A., & Duggan, M. (2014). Couples, the internet and social media. Retrieved from http://www.pewinternet.org/2014/02/11/couples-the-internet-and-social-media/
- Li, Y. (2002). Love, sexuality, and marriage of the Chinese people. Beijing: Zhongguoyouyichubanshe.
- Mendus, S. (2000). Feminism and emotion: Readings in moral and political philosophy. Hampshire: Macmillan.
- Mir, A. M., Wajid, A., Pearson, S., Khan, M., & Masood, I. (2013). Exploring urban male non-marital sexual behaviours in Pakistan. *Reproductive health*, 10(1), 1-8.
- Muniruzzaman, MD. (2017). Transformation of intimacy and its impact in developing countries. *Life Sciences, Society and Policy*, *13*(10), 1-19. Pakistan Today. (2011, June 26). *Divorce rates climb*. Retrieved from https://archive.pakistantoday.com.pk/2011/06/26/divorce-rates-climb/
- Wang, Q. (2001). China's divorce trends in the transition toward a market economy. *Journal of Divorce and Remarriage*, 35(1-2), 173–89.
- Wang, X., & Ho, S. Y. (2007a). My sassy girl: A qualitative study of women's aggression in dating relationships in Beijing. *Journal of Interpersonal Violence*, 22(5),623-638.
- Wang, X.,& Ho, S. Y. (2007b). Violence and desire in Beijing: A young Chinese woman's strategies of resistance in father-daughter incest and dating relationships. *Violence against Women: An International and Interdisciplinary Journal*, 13(12),1319-1338.
- Wang, X.,& Ho, S. Y. (2011). Female virginity complex untied: Young Beijing women's experience of virginity loss and sexual coercion. *Smith College Studies in Social Work*, 81(2-3),184-200.
- Yan, Y. (2003). Private life under socialism: Love, intimacy, and family change in a Chinese village, 1949-1999. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Yang, C. (2016). Love, Intimacy and relationships: Exploring young Chinese people's identities in the post-reform and globalizing era (Doctoral dissertation, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, England). https://theses.ncl.ac.uk/jspui/bitstream/10443/4245/1/Yang%2C%20C.%202016%20%283yr%20rest%29.pdf.

Perceived Discrimination among Racialized Immigrants to Canada: Examining Some Community Level Indicators

Md. Aminul Islam

Associate Professor, Department of Sociology Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

Abstract: This study shows differences in perceptions of discrimination amongracialized immigrants to Canada. By using the data from General Social Survey (GSS) 2014 (the data of GSS 2014 were released in 2016), the studyshows that about 19 percent of immigrants perceive discrimination in various situations. The study reveals that about 23 percent of racialized immigrants experience discrimination in different situations compared to around 13 percent non- racialized immigrants. The purpose of this study is to identify whether community level variables are responsible for perceiving discrimination among racialized immigrants. Univariate and bivariate analyses show that racializedimmigrants are more likely to perceive discrimination than non-racializedimmigrants. The results of logistic regression models also confirm that Middle Eastern, South Asian, and African and Caribbean immigrants perceive discrimination for the presence of disruptive neighbours, taking protective actions out of fear of crime, concerned for personal safety from crime and for varying degree of sense of belonging to their local community. Hence, the present paper argues that racialized immigrants are more likely to perceive discrimination due to different situations of community than their non-racialized immigrant counterparts. Moreover, as there is very few studies were done on this aspect, the findings of present study contribute to the literature of discrimination against racialized immigrants.

Keywords:Racialized immigrants, Non-racializedimmigrants, Perceived discrimination, Community variables

1. Introduction

Discrimination against immigrants is an important issue for Canada as it is a large country, but lacks the population to meet labour market demands. Although immigrants help to fill the shortage of skilled labour and play a positive role in the growth of Gross Domestic Product (GDP), aggregate demand, investment, productivity, and taxes (Dungan, Fang& Gunderson, 2013), but they experience various kinds of discrimination after entering Canada. Canada has a policy of accepting skilled immigrants from all over the world. The 2006 census shows that almost 80 percent of recent immigrants have come from the new source (i.e. developing) countries. Ninety-nine percent of immigrants from non-Caucasian nations are racialized minorities (Aboubacarand Zhu, 2013). The 2016 census data show that racialized minorities represent 22.3 percent of the population and it is expected that racialized minority immigrants' representation will be 34.4 percent by 2036 (Statistics Canada, 2017).

Corresponding author:Md. Aminul Islam, E-mail:amin@soc.jnu.ac.bd

The 2016 census also shows that immigrants made up 21.9 percent of Canada's total population (Statistics Canada, 2017). Most immigrants enter into Canada with high expectations, but some immigrants face discrimination after landing because of ethnicity¹, race², language, continent of birth, and religion (Nangia, 2013).Reitz and Banerjee (2007) showed that some racialized immigrants³ are more likely to become victims of hate crimes because of their race or ethnicity (Reitz and Bannerji, 2007). The present study finds that these types of discrimination are still being experienced by immigrants today, especially racialized immigrants, partly because of, unlike other findings, some community level indicators than ascribed characteristics.

Most of the earlier studies have paid little attention to examine the effect of disruptive community level indicators. The purpose of this study is to fill up this gap.Racialized immigrants face situations/treatments unusual to them, some of which might be discriminatory. Studies on this topic based on the most recent data, are rare and the previous studies did not focus on how community level variables may influence various racialized groups of immigrants in different ways than that of white immigrants. This study contributes to our understanding of perceived discrimination⁴ among immigrants, with a particular focus on racialized immigrants.

2. Literature Review

2.1 Discrimination against racialized immigrants in Canada

Discrimination against immigrants, especially racialized immigrants remains prevalent in Canada despite its many laws and norms against such behavior. The uninformed perception is that immigrants take jobs away from Canadians and this fuels racism and discrimination against newcomers. In spite of being a multicultural country⁵, racialized immigrants remain in a disadvantaged position in Canada. Despite the fact that race is socially constructed and not scientifically real, racism remains a significant problem in Canada. Kobayashi and Johnson (2007) reveal the polls results which show that although Canadians are very tolerant people who see multiculturalism positively, about one in five Canadians has discriminatory attitudes towards racialized immigrants. Today, there is recognition, even among most white Canadians, that racism is a major problem in contemporary society. An Ipsos poll that was conducted on behalf of Global News found that, among more than 1,000 surveyed Canadians, 48 percent of respondents opine that Canada has a racism problem (Abedi, 2017).

2.2 Neighbourhoods' characteristics and perceived discrimination

Sampson and his associates (2002) show that the characteristics of a neighbourhood's structure influence the life chances of the residents of that area, irrespective of different types of socioeconomic statuses of the inhabitants. Teixeira's (2006) study of the housing experiences of Angolan and Mozambican immigrants in Toronto's rental market shows that Mozambican

¹Ethnicity indicates a cohort of people who identify with one another based on perceived common characteristics that differentiate them from other groups of people.

²Race refers to a sort of category of human beings that holds different types of physical characteristics.

³Racialized immigrants refer to the immigrants who are originated from non-Caucasian nations and non-white in colour.

⁴Perceived discrimination indicates a state of mind of immigrants who feel that they are discriminated against in different aspects in the destination country.

⁵Multicultural country means when the government of any given country began to recognize and accept the value and dignity of people of all races and ethnic groups, all languages and all religions.

immigrants hadless positiveviews regarding their neighbourhoods as a community than their Angolan immigrant counterparts. Almost one-third of both groups do not view their present residence as home because of the lack of privacy, lower standard of living, or anxiety about neighbours and landlords (Teixeira, 2006). As a result, immigrants who face this kind of situation might be more likely to perceive discrimination. Moreover, Chow (2007) shows that a sense of belonging is a powerful source of well-being for immigrants, and at the same time it is also manifested in the form of their long-term commitment to Canada. Likewise, Huot and his associates (2014) also express the view that the stronger or weaker sense of belonging plays a crucial role in determining the level of perceived discrimination and feelings of exclusion.

Furthermore, Perreault (2017) says that many studies have confirmed that a perceived lack of satisfaction with safety might have different kinds of negative effects on individuals/immigrants and communities. For example, immigrants, especially racialized immigrants may withdraw from collective/community life out of fear of crime or lack of safety and this situation may erode social cohesion (Cobbina et al., 2008). Moreover, Hale (1996) shows that individuals/immigrants may increase spending to protect themselves from crime or may move away from a specific community because of a sense of insecurity. Adams and Serpe(2000), Lorenc and her associates (2012) and Foster and his colleagues (2014) show that dissatisfaction with personal safety or a sense of insecurity may pose negative impacts on individuals/immigrants' mental, physical soundness as well as overall well-being.

Literature reviews show that immigrants face several other kinds of problems in Canada because of discrimination. A few studies have focused on sense of belonging to Canadian society, neighbourhood characteristics and concern for personal safety, but the findings of these studies are not enough to understand the relationship between community level variables and perceived discrimination. Therefore, the present studyfills up this gap to some extent and creates new knowledge to understanding this issue better.

3. Methodology

The present study is based on a cross sectional survey design using the data from GSS 2014 (the data of GSS 2014 were released in 2016) which surveyed immigrants' experience of discrimination in different aspects(Statistics Canada, 2017) as well as some community level and demographic variables. This data set was used as it was the most recent data while the author was doing this study. The present study used Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software to analyze the data. The univariate and bivariate results are analyzed based on the publicly accessible micro data file of GSS 2014, while multivariate analysis is based on master data file which is accessed through Manitoba Research Data Centre (RDC) as this data file has segregated data on different racialized groups of immigrants. All results were vetted by the RDC analyst to maintain the confidentiality of the respondents.

Although the total sample size of GSS 2014 is 33,127, the present study's univariate and bivariate analyses are restricted to immigrants (N=7,090) and multivariate analysis is restricted

_

⁶Immigrants indicate the inhabitants who are foreign born and come to a country to take up permanent residence.

to Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants (N=400 or more⁷) only. The focus categories for this study are immigrants between the ages of 25 to 64 years old as these groups of immigrants are most likely to be active in the labour market. The sample size of master data⁸ file varies slightly from that of the micro data file of GSS 2014. The dependent variable of this study is binomial, measuring the presence or absence of perceived discrimination. This study employs a logistic regression model to examine the effects of racialized minority status of immigrants, presence of some disruptive community level variables as well as some socio-demographic factors on perceived discrimination among immigrants, especially racialized immigrants.

However, among the immigrants, forty-seven percent of the respondents are male and 52.5 percent are female. Twenty-four percent of the immigrants have achieved a high school diploma/high school equivalency certificate. Twenty-two percent have achieved a Bachelor's degree, followed by 18.7 percent have had a college certificate or equivalent diploma, and 13.3 percent achieved university certificate, diploma or the degree which is above the Bachelor level. About thirteen percent have less than a high school diploma or equivalent degree. The majority (54.9 percent) of immigrants are members of a racialized minority. Out of the immigrants of this study, 52.6 percent are originated from the Americas, Europe, and Oceania/Antarctica and adjacent islands while the share of immigrants who are originated from Asia and Africa is 47.4 percent. With regard to immigrants' household languages, about 76.0 percent of immigrants use English or French or both and other languages as their household languages, while 24.0 percent of immigrants use other language only. Most of the immigrants (76.1 percent) have lived in Canada more than 10 years compared to 23.9 percent immigrants who have been living here 10 years or less.

Dependent Variable: This study uses the global discrimination index (GDI) as the dependent variable. The GDI is bivariate in nature. Discrimination, in this study, "means treating people differently, negatively or adversely because of their race, age, religion, sex, etc." (GSS 2014 Victimization Main File, 2017: 182). The global discrimination index is calculated using six questionnaire items that are related to various aspects of discrimination. These six items are as follows: in the past five years, whether the respondents experienced discrimination or been treated unfairly by others in Canada because of their ethnicity or culture; or for their race/colour; or for their language; or whether they experienced discrimination in a store, bank or restaurant; or in a work station or when applying for a job or promotion; and whether they became victim of discrimination in the past five years in general. These six items were used to create a "global discrimination index" using exploratory factor analysis. All the items are recoded as 0= "no", and 1= "yes" and the binary code is maintained for the analysis. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measures of sampling adequacy score is 0.820 and the reliability of these items was confirmed with Cronbach's Alpha for 0.858. A sum of scores was calculated

⁷Due to restrictions from Statistics Canada, the researcher is unable to release the N for Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean Immigrants' models. Every model, however, had an unweighted sample size of 400 immigrants or greater which is large enough to fulfill the assumptions of logistic regression. The researcher cannot report other racialized groups' models as the R² is well below of 0.20.

⁸As the master data file consists of separate data for each racialized group and the study's purpose is to see whether different racialized groups of immigrants perceive discrimination differently or not.

⁹The thresholds of both the measures of sampling adequacy and the reliability of the coefficients are 0.70.

from the six items, with higher scores indicating experience of discrimination in more than one situations/ incidences. As this variable is skewed and kurtosed, the researcher iscoded it as a binomial variable and have used logistic regression as the data analysis technique.

Independent Variables: Racialized minority¹⁰ status of immigrants is one of the important independent variables in the present study. Racialized minorityrefer to the category of immigrants who are non-Caucasian in race or non-white in colour (Statistics Canada, 2017). According to the Canadian Employment Equity Act (1995), a racialized minority is a person/immigrant who is other than Indigenous person, but non-Caucasian in race or non-white in colour. As the racialized minority status variable is categorical, it is recoded as 0=non-racialized minority i.e. 45.1 percent and 1=racialized minority i.e. 54.9 percent. This categorical variable is examined at bivariate level, but it has not been entered into logistic regression model of Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants since all of them belong to racialized minority category. Several community level and some socio-demographic independent variablesare used to examine perceived discrimination against immigrants, especially racialized immigrants (see Table 1).

Table 1. Mean, variance and range of independent variables

	Mean	Variance	Range
Racialized minority status	0.55	0.248	0-1
Sex	0.47	0.249	0-1
Educational qualification	3.98	4.304	1-6
Household languages	0.54	0.248	0-1
Live in welcoming community	0.07	0.065	0-1
Number of years living in Canada	0.24	0.182	0-1
Age group 1	0.12	0.104	0-1
Age group 2	0.17	0.142	0-1
Age group 3	0.16	0.138	0-1
Age group 4	0.14	0.122	0-1
Neighbourhoodcrime increasing/decreasing	0.23	0.179	0-1
Sense of belonging to community	0.24	0.184	0-1
Trust in strangers	0.42	0.244	0-1
Employment main activities during the last 12 months	0.52	0.250	0-1
Protective actions taken out of fear of crime Last 12 months	0.14	0.119	0-1
Concern for personal safety from crime	0.11	0.097	0-1
Population centres indicator	0.06	0.052	0-1
Disruptive neighbours'behavioural pattern	0.50	0.250	0-1

Source: GSS 2014 (the data were released in 2016); Calculations done by the author

The behaviour of disruptive neighboursimpacts on perceived discrimination among immigrants, especially racialized immigrants. An index of disruptive neighbours'behavioural pattern has been created on the basis of seven items by doing exploratory factor analysis (EFA) in which the questionnaire items are measured on a four point scale (from 1= "A big problem" to 4= "not a problem at all"). However, the original code has been reversed i.e. 1= "not a problem at all" to 4= "A big problem." The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measures of sampling adequacy score is 0.89 and the reliability of these items was also confirmed with Cronbach's Alpha for 0.83. The

¹⁰Actually, Statistics Canada uses the term "racialized minority," but it has fallen out of favour (in fact, the United Nations criticizes Canada in its annual report for Canada's continued use of this term).

skewness and Kurtosis of this variable are 2.453 and 6.946 respectively while mean =8.85, standard deviation (SD) =3.272, range=27, minimum=1, maximum=28, N=7,090. To deal with the skewness and kurtosis problems, this index is transformed into a binary variable. At this point the mean becomes 0.50, SD=0.500, Skewness=0.015, Kurtosis= -2.000, range=1, minimum=0, maximum=1, and no missing cases. As a result, those immigrants who report facing 1 to 7 points of severity of annoying/disturbing situations in the neighbours have been categorized as 0=A small or moderate problem(50.4 percent) while those who experience more than 7 points of severity of annoying/disturbing situations from neighbours have been categorized as 1=A big problem (49.6 percent).

Sense of belonging to community is also created as a binary dummy variable and recoded as 0= Very strong or somewhat strong sense of belonging (75.8 percent), and 1= Very weak or somewhat weak sense of belonging (24.2 percent). Living in a welcoming community is created as a dummy variable and recoded as 0= Yes, who live in a welcoming community (93.1 percent) and 1= No i.e. who do not live in a welcoming community (6.9 percent). Increasing or decreasing crime in the neighbourhood is a binary dummy variable which is recodedas 0= decreasing crime (76.7 percent), and 1=Increasing crime or the same level of crime (23.3 percent). Population centres indicator is also used as a binary dummy variable which is recoded as 0= larger urban population centres (CMA/CA) (94.5 percent), and 1= Rural areas/small population centres (non-CMA/CA) (5.5 percent).

Concern for personal safety from crime variable is turned into a binary dummy variable and is recoded as 0= satisfied or very satisfied (89.1 percent), and 1=very dissatisfied or dissatisfied or neutral (10.9 percent). This dummy variable is also entered in multivariate logistic regression analysis. Protective actions taken out of fear of crime in the last 12 months are recoded as a dummy binary variable where 0 stands for *no* (86.2 percent) and 1 for yes (13.8 percent). Trust in strangers variable is turned into a dummy binary variable following 0= can be trusted more or a lot (57.6 percent), and 1= cannot be trusted at all (42.4 percent).

Age, a continuous level variable, is used to see if there are differences between younger and older immigrantswith regard to experiencing discrimination. The age variable is coded as 1=15 to 24 years to 7=75 years and older and treated as an ordinal level measure. With regard to measure precisely the varying degree of perceived discrimination based on the variation in ages, the study recoded 'AGEGR10' variable into four dummy age variables. These variables include: 'VARAGE1 (0=else i.e. 88.2 percent and 1=25 to 34 years i.e. 11.8 percent), 'VARAGE2 (0=else that consists of 82.8 percent while 1= 35 to 44 years which comprise of 17.2 percent)', 'VARAGE3 (0=else consists of 83.5 percent whereas 1=45 to 54 years that comprise of 16.5 percent)', and 'VARAGE4 (0=else i.e. 85.8 percent and 1=55 to 64 years i.e. 14.2 percent)'. The present study includes these age groups as they are most likely to be active in the labour markets. Sex is recoded as 0 = female and 1 = male.

Educational Qualification is an interval level variable. This variable is measured on a 7-category scale, which ranges from 1 =Less than high school diploma or its equivalent, 2=High school diploma/high school equivalency certificate, 3=Trade certificate or diploma, 4=College, CEGEP/other non-university certificate or diploma, 5=University certificate or diploma below

the bachelor's level, 6=Bachelor's degree (e.g. B.A., B.Sc., LL.B.), to 7=University certificate, diploma/degree above bachelor's. It is also treated as ordinal level variable.

Number of years since immigrants first came to Canada is used to measure time in Canada. The range of the variable is 12 and ranged from 1= Before 1946 to 13=2010 to 2014. This variable is transformed into a binary dummy variable and recoded as more than 10 years = 0 i.e. the immigrants who entered Canada before 2005, and up to 10 years = 1 i.e. the immigrants who entered Canada in-between 2005 to 2014 and this recoded version of the variable is used in the bivariate analysis as well as in the multivariate logistic regression model. GSS 2014 data show that majority of immigrants surveyed have lived in Canada more than 10 years. The ten year coding is conventional in current research as ten years tends to demarcate the time at which most immigrants have learned an official language, obtained a job commensurate with their education level and have acquired Canadian citizenship. Continent of birth (geographical macro region) is recoded as 0=Americas, Europe & Oceania/Antarctica & adjacent islands and 1=Asia & Africa. Actually, continent of birth is not used in the final analysis due to collinearity problems. Household language skill in English or French or both or other language is recoded as 0=English or French or both & other languages and 1 = Other language.

Employment main activity during the past 12 months is used as dummy variable to see whether employment has any impact on perceived discrimination among immigrants. The variable is recoded as a binary dummy variable where 0 stands for *unemployed and all who are not in the labour market (48.0 percent)* and 1 for *employed (52.0 percent)*.

This study is conducted on the basis of univariate, bivariate and multivariate analyses. To examine statistical significance, cross-tabulations and tests of significance are also run.Here, logistic regression analysis is appropriate because the dependent variable is categorical in nature as well as it permits us to measure the effect of each independent variable on perceived discrimination among racialized immigrants, while controlling for all other independent variables. To perform multivariate analysis, six logistic regression models (models for sixracialized groups i.e. South Asian, Chinese, African and Caribbean, Filipino/a, Latin American, and Middle Eastern immigrants) were performedseparately, but the present study reports the model for Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants only as the R² of these models is more than 0.20 or around 0.20 while the R² of other models are lessthan 0.15. Due to small number of immigrants in the racialized groups of Southeast Asian, West Asian, Korean, and Japanese immigrants werenot included in this part of the analysis.

4. Results

4.1 Perceived discrimination among immigrants, especially racialized immigrants

The results of the present study reveal the difference between racialized minority and non-racialized minority immigrants with regard to their perception of discrimination because of being racialized. Separate questions were asked regarding discrimination based on ethnicity versus skin colour. Fourteen percent of racialized immigrants perceived discrimination because of their ethnicity and a similar proportion of racialized immigrants (14 percent) perceived discrimination due to their race or skin colour. This can be compared with corresponding

figures of 4.6 percent and 2.1 percent for non-racialized immigrants. In order to distinguish between the immigrants who have never been discriminated against and those who have ever been discriminated against, the study has created a binary categorized distribution based on the data of global discrimination index. Here, the immigrants who did not face discrimination in any aspects of discriminatory incidences are categorized as *never been discriminated against* whereas all other immigrants who faced/perceived discrimination in any one or more discriminatory aspects/incidences are grouped as *ever been discriminated against in one or more incidences*. The data of Table 2 depict that among the racialized minority immigrants, 23.1 percent immigrants have ever been discriminated against in either one or more incidences or situations compared to 13.3 percent non-racialized minority immigrants. Therefore, this resultreveals that racialized immigrants are more likely to perceive discrimination compared to their non-racialized minority immigrant counterparts.

Table 2.Perceived discrimination and racializedminority status of immigrants

	Racialized minority status of immigrants					1,
Discrimination perceived by Immigrants	Racialized minority		Non-racialized minority			3, df=
	N	%	N	%	Total (%)	.43
Never been discriminated against	2966	76.9	2747	86.7	5713 (81.3)	109)01
Ever been discriminated against in one or more incidences	889	23.1	421	13.3	1310 (18.7)	$\chi^2 = \frac{1}{2}$
Total	3855	100.0	3168	100.0	7023 (100.0)	

Source: GSS 2014 (the data were released in 2016); Calculations done by the author

Unlike other findings of previous studies related to immigrants, especially racialized immigrants' perceived discrimination, the results of the present study find that some community level variables are also responsible for perceived discrimination amongracialized immigrants. The level of perceived discrimination is related to the immigrants' views concerning the disruptive neighbours' behaviour all patterns. Table 3 shows that immigrants who identify their disruptive neighbours' behaviour as a big problem are more likely to perceive discrimination than their counterparts who see it as a small or moderate problem (24.6 percent compared with 12.8 percent). The results also show that immigrants whose sense of belonging to local community is somewhat weak or very weak are more likely to perceive discrimination than their immigrant counterparts who hold somewhat strong or very strong sense of belonging (27.4 percent compared with 16.1 percent).

The results also depict that almost two-thirds (33 percent) immigrants who were dissatisfied or very dissatisfied with regard to their concern for personal safety from crime are more likely to perceive discrimination compared to their counterpart immigrants (about 17 percent) who were satisfied or very satisfied with their personal safety. Moreover, the results of the present study

reveal that among immigrants who took any sort of protective actions because of fear of crime are more likely to perceive discrimination (28.6 percent) than their other immigrant counterparts who did not take any kind of protective actions (17 percent). These variables also appear to be significant at both bivariate and multivariate levels.

Table 3.Perceived discrimination with disruptive neighbours' behavioural pattern and degree of sense of belonging to community

	Disruptive Neighbours'behavioural pattern)1
Discrimination perceived by Immigrants	A small or moderate problem		A big problem			P≤0.00
	N	%	N	%	Total (%)	<u>-</u>
Never been discriminated against	3,115	87.2	2,651	75.4	5,766 (81.3)	df
Ever been discriminated against in one or more instances	457	12.8	867	24.6	1,324 (18.7)	163.901, df=1, P≤0.001
Total	3,572	100	3,518	100	7,090 (100)	$\chi^2 = 1$
	Sense o	f belonging	to local con	nmunity		01
Discrimination perceived by	Very or s	omewhat	Very or somewhat			0.0
Immigrants	stro	ong	weak			. P<
	N	%	N	%	Total (%)	<u>[</u> =1,
Never been discriminated against	4,291	83.9	1,185	72.6	5,476 (81.2)	2, d
Ever been discriminated against in one or more instances	821	16.1	448	27.4	1,269 (18.8)	= 104.822, df=1, P<0.001
Total	5,112	100	1,633	100	6,745 (100)	$\chi^2 =$

Source: GSS 2014 (the data were released in 2016); Calculations done by the author

The bivariate results of the present study showthat immigrants who lives in a neighbourhoodwhere crime is increasing or remaining the same are more likely to perceive discrimination than their immigrant counterparts who live in a less crime-prone neighbourhood (25.9 percent compared with 16.4 percent). The bivariate results also confirm that immigrants who do not live in a welcoming community are more likely to perceive discrimination than immigrants whose community is welcoming in nature (31.3 percent compared with 17.3 percent). Moreover, these community level variables turn to be statistically significant at bivariate level, but did not appear as statistically significant at multivariate level.

4.2 Determinants of perceived discrimination for Middle Eastern, South Asian, and African and Caribbean immigrants:

The following logistic regression models use some socio-demographic as well as some community level variables, but interestingly the results show that only some community level variables emerge as predictor variables in determining perceived discrimination among racialized immigrants, especially Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants.

Table 4. Determinants of perceived discrimination for Middle Eastern, South Asian and Africa and Caribbean immigrants

	Odds ratio of Middle Eastern Immigrants	Odds ratio of South Asian Immigrants	Odds ratio of African and Caribbean Immigrants
Community level indicators			
Neighbourhood crime increasing/ decreasing	1.78	1.21	1.31
Live in welcoming community	1.45	0.55	0.63
Sense of belonging to community	2.62**	2.22**	1.23
Trust in strangers	1.23	0.81	0.69
Protective actions taken out of fear of crime last 12 months	0.63	2.11**	3.97***
Concern for personal safety from crime	2.05	1.87**	2.46**
Population centres indicator	0.00	3.28	1.61
Disruptive neighbours'behavioural pattern	2.33**	2.65***	1.74**
Socio-demographic characteristics			
Sex	0.66	1.07	1.08
Age group 1	0.73	1.42	0.72
Age group 2	1.18	0.67	0.80
Age group 3	0.86	1.05	0.96
Age group 4	1.63	0.57	0.88
Educational qualification	1.01	1.06	1.13*
Household languages	0.89	0.80	1.48
Number of years living in Canada	0.70	0.75	0.73
Employment main activities during the last 12 months	0.63	1.41	0.72

 $n=400 \text{ or more}^{11}, R^2=0.21, 0.19, 0.18 \text{ respectively}$

Source: GSS 2014 (the data were released in 2016); Calculations done by the author

Table 4 displays the odds ratio of logistic regression equations of Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants with perceived discrimination as dependent variable. Among the 17 independent variables, onlydisruptive neighbours' behavioural pattern (odds ratio = 2.33, 2.65 and 1.74 respectively), sense of belonging to community (odds ratio = 2.62 and 2.22 for Middle Eastern and South Asian immigrants respectively), concern for personal safety from crime (odds ratio = 1.87 and 2.46 for South Asian and African and Caribbean immigrants respectively), protective actions taken out of fear of crime last 12 months (odds ratio = 2.11 and 3.97 for South Asian and African and Caribbean immigrants respectively), and educational qualification (odds ratio = 1.13 for African and Caribbean immigrants only) have statistically significant effects on perceived discrimination, when the effects of other variables are controlled for in the equation.

The results for the model of Middle Eastern, South Asian, and African and Caribbean immigrants show that racialized immigrants whose neighbours exhibited disruptive behavioural patterns are 2.3, 2.7 and 1.7 times more likely to report perceived discrimination than their

^{***}Significant at P<0.001; **Significant at P<0.01; *Significant at P<0.05.

¹¹Due to restrictions from Statistics Canada, the present study is unable to release the exact N for the model. However, the three models had an unweighted sample size of 400 immigrants or greater.

counterpartimmigrants whose neighours' behaviours are polite. Thus, prevalence of disruptive behavior, an issue which has not been addressed in the immigration literature, appears to have a strong effect on perceived discrimination among racialized immigrants. The bivariate analysis also appears to be statistically significant.

Moreover, the results depict thatMiddle Eastern and South Asian immigrants who have a weak sense of belonging are 2.6 and 2.2times more likely to perceive discrimination compared with their counterparts who have somewhat strong or very strong sense of belonging. This result is consistent with bivariate analysis also. The results also show that African and Caribbean, and South Asian immigrants who took protective actions against crime are 4 and 2.1 times more likely (odds ratios = 3.9 and 2.1 respectively) to report discrimination than those who did not take protective measures out of fear of crime.

The results of Tables 4 also reveal that African and Caribbeanimmigrants, those who are concerned for personal safety, are 2.5 times more likely (odds ratio = 2.5) to perceive discrimination than among South Asian immigrants (odds ratio = 1.9). The odds of perceiving discrimination are marginally higher for more university-educated African and Caribbean immigrants (odds ratio = 1.15), meaning those with university degrees are slightly more likely to report discrimination than their counterpart immigrants who have lower levels of education.

The remaining community level variables in the modelsdo not have statistically significant effects on perceived discrimination. As there is no previous study which has examined the effect of community level variables, the researcher cannot understand the real reason behind it. A further study examining community level indicators in future might shed light on immigrants' perceived discrimination more precisely. Although the socio-demographic factors, except educational qualificationhave non-significant effects on perceived discrimination among racialized immigrants, it seems that some of these variables might be central to explanations of perceived discrimination.

5. Discussion

The results of bivariate analysis regarding the effect of racialized minority status on perceived discrimination reveal that racialized immigrants are more likely to perceive discrimination than their non-racialized immigrant counterparts. This is not surprising given the vast number of studies revealing that racialized groups of immigrants experience discrimination in Canada. For example, the findings of Preston and her colleagues (2011), and Nangia (2013) are identical with the findings of the present study. Esses and her colleagues (2007) also found that the discrimination faced by racialized immigrants is specific to their racialized minority status.

Overall, the results of multivariate analysis confirm that disruptive neighbours'behavioural patterns, sense of belonging to local community, protective actions taken out of fear of crime last 12 months, and concern for personal safety from crimehave a statistically significant effect on perceived discrimination among Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants and educational qualification has a marginal effect on African and Caribbean

immigrants only. The other community level variables and socio-demographic characteristics have non-significant influence on perceived discrimination.

Moreover, the findings of this study reveal that immigrants whose neighbours exhibit disruptive behavioural patterns are more likely to perceive discrimination than their immigrant counterparts whose neighbours'behavioural patterns do not appear to be disruptive. This variable appears statistically significant for Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants. Likewise, Lewis and Maxfield (1980), in an American study, showed that the perceived risk among inhabitants is greatest where there is a combination of concern about crime and neighbourhood incivility. Vlaskamp (2011), in her Master thesis in the Netherlands, showed that individuals living in neighbourhoods with high level of social disorder (consisting of social nuisance) are more likely to perceive fear of crime than people living in 'quiet' neighbourhoods.

The findings of the study depict that Middle Eastern and South Asian immigrants who have a somewhat weak or very weak sense of belonging to the local community are more likely to perceive discrimination than their counterparts who have somewhat strong or very strong sense of belonging to their local community. This is consistent with the finding of Huot and his associates (2014) that the stronger or weaker sense of belonging plays a crucial role in determining the level of perceived discrimination and feelings of exclusion.

The variable of protective actions taken out of fear of crime in the last 12 months is significantly related to perceived discrimination for African and Caribbean and South Asian immigrants. For racialized immigrants, the effect of this variable for African and Caribbean immigrants is greater than South Asian immigrants. In a Canadian study, Hale (1996) shows that individuals/immigrants may increase spending to protect themselves from crime or may move away from a specific community because of a sense of insecurity. Adler and her colleagues (2001) also opine that people who live in socially disorganized neighbourhoods become more fearful.

African and Caribbean and South Asian immigrantswho are more concerned about their personal safety are more likely to perceive discrimination than their counterparts who are satisfied or very satisfied in this regard. This finding is consistent with Cobbinaand her colleagues (2008), Adams and Serpe (2000), Lorenc and her associates (2012), and Foster and his colleagues' (2014) study findings. The findings also show that more educated African and Caribbean immigrants are more likely to perceive discrimination than their less educated immigrant counterparts. Similar findings were found by Preston and her colleagues (2011), Abramson and his associates (2015), and André and her associates (2008).

6. Conclusion

The study provides an answer to the question of whether racialized immigrants perceive more discrimination than their non-racialized immigrant counterparts because of some disruptivecommunity level variables. The present study joins the very sizable existing

immigrants' research indicating that racialized immigrants experience more discrimination than their white immigrant counterparts. The present study contributes to the literature of discrimination against immigrants since the study findings have clearly revealed that different community level variables create discriminatory situations for racialized immigrants. This is discouraging, but hardly surprising. The bivariate analysis of this study confirms that racialized immigrants are more likely to perceive discrimination than their white counterparts. However, unlike other findings on discrimination, the present study finds that the community level indicators such as presence of disruptive neighboursand the degree of sense of belonging to local community, protective actions taken out of fear of crime last 12 months and concern for personal safety from crime have a greater effect on perceived discrimination among racializedimmigrants than ascribed characteristics (such as, sex, age, household languages, and number of years living in Canada). This means that researchers need to take the community level variables, which were missing in the previous studies done by other researchers, into account to understand the level of perceived discrimination among immigrants. These community level variables are related to maintaining a quality of life for population in a community or society of any given country. As a result, if neighbourhood crime and disruptive neighbours' behavioural patterns are perceived to be problematic, immigrants perceive more discrimination.

Moreover, this kind of neighbourhood and neighbours' disruptive behaviours might make the community less welcoming for immigrants especially for racialized immigrants. It might be the fact that racializedimmigrants; especially Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants live in a community where there is less satisfactory cohesion among the community members and not allowing them to enjoy equal facilities of social lives. In this circumstance, immigrants might be afraid of being victimized by crime as well as not feel safe and, therefore, these situations might weaken the sense of belonging to the community and whereby perceive more discrimination. In addition, the study finds that highly educated African and Caribbean immigrants are more likely to perceive discrimination than their less educated immigrant counterparts.

It must be noted that the present studyfails to find any impact of other than abovementioned community level variables and socio-demographic variables on perceiving discrimination against by racialized immigrants in Canada. Therefore, further research is required in this regard. Moreover, although the data set seems to somewhat old, it provides us with new insights which were not studied by other researchers regarding perceiving discrimination against by recialized immigrants due to some community level variables. Furthermore, another limitation of the study is not to present a comparative multivariate analysis between racialized and non-racialized immigrants regarding perceiving discrimination against. The researcher hopes that any future study will take up an initiative to do a comparative analysis based on multivariate analysis in this respect and it will help in understanding prevailing discrimination more clearly. It is also expected that future research will also present a comparative literature to support the result regarding the variation of perceived discrimination against racialized and non-racialized immigrants.

However, since this study uses the up-to-date national data and has a large sample size, the results should be generalizeable to Canada's immigrant population. Moreover, as the present study has examined perceived discrimination among only Middle Eastern, South Asian and African and Caribbean immigrants due to some disruptive community level variables, we should be cautious to generalize this result to other racialized immigrants to Canada.

A further study examining community level variables over other racialized immigrants with large sample size in future could shed further light on understanding the perceived discrimination of Chinese, Filipino/a, Latin American, Koreans, Southeast Asian, West Asian, Japanese, and countries within Africa separately. The findings of this study suggest that future research needs to examine more closely the influence of neighbourhood and other social/community level variables on perceived discrimination as these variables were not taken into consideration by other studies in understanding perceived discrimination against racialized immigrants. Finally, it is important to note that the present study confirms the presence of discrimination against recialized immigrants to Canada which is highly discouraging in the 21stcentury. Multicultural act of Canada has not helped substantially in reducing discrimination. In this climate of discrimination and unchecked racism in many immigrants receiving countries, the author expects that since many Bangladeshi educated personnel apply for immigration to first world countries, this scholarly writing will make them familiar with the presence of discrimination against racialized immigrants. The author also hopes that the findings of this study willmake the immigrants aware of not being discriminated against as well as make them able to raise their voices against discrimination in line with multicultural act. Furthermore, this study would help to make community stakeholders cautious regarding discrimination against racialized immigrants.

Acknowledgement

This paper is part of an MA thesis which was submitted to the Faculty of Arts, University of Manitoba, Canada. The study was partially funded by Graduate Research Fellowship 2018, Manitoba Research Data Centre, Canada. Special thanks go to all people who helped the author in different ways to accomplish this study.

Conflict of Interest: The author declares no conflict of interest as the author himself has accomplished this study.

References

Abedi, M. (2017). "Canada is 150 and Still Needs to Face its Racism Problem: Advocates." Global News. https://globalnews.ca/news/3556823/racism-in-canada/

Aboubacar, S. A., & Zhu, N. (2013). Episodes of non-employment among immigrants from developing countries in Canada. *Canadian Studies in Population*, 40(1–2), 9–22. https://www.researchgate.net/publication/272305340_Episodes_of_Non-Employment_Among_Immigrants_to_Canada_from_Developing_Countries

- Adams, R. E., &Serpe, R. T. (2000). Social integration, fear of crime, and life satisfaction. *Sociological perspectives*, 43(4), 605-629. https://doi.org/10.2307/1389550
- Adler, M. Laufer et al. (2001). Criminology. University of Pennsylvania (4th ed.), McGraw Hill.
- Chow, H.P.H. (2007). Sense of belonging and life satisfaction among Hong Kong adolescent immigrants in Canada. Journal of Ethnic and Migration Studies 33(3):511–520. https://www-tandfonline-com.uml.idm.oclc.org/doi/abs/10.1080/13691830701234830
- Cobbina, J. E., Miller, J., & Brunson, R. K. (2008).Gender, neighborhood danger, and risk avoidance strategies among urban African American youths.*Criminology*, 46(3), 673-709. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2008.00122.x
- Dungan, P., Fang, T., & Gunderson, M. (2013). Macroeconomic Impacts of Canadian Immigration: Results from a Macro Model. *British Journal of Industrial Relations*, 51(1), 174–195. https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2012.00905.x
- Esses, V. M., Dietz, J., Bennett-Abuayyash, C., & Joshi, C. (2007). Prejudice in the workplace: The role of bias against visible minorities in the devaluation of immigrants' foreign-acquired qualifications and credentials. Canadian Issues, Spring: 114-118. https://search-proquest-com.uml.idm.oclc.org/docview/208677197?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
- Foster, S., Knuiman, M., Hooper, P., Christian, H., & Giles-Corti, B. (2014). Do changes in residents' fear of crime impact their walking? Longitudinal results from reside. *Preventive medicine*, 62, 161-166. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.02.011
- General Social Survey, Cycle 28, 2014. (2017). Victimization Main File, Statistics Canada. Ottawa: Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/12M0026X2016001
- Hale, C. (1996). Fear of crime: A review of the literature. International review of *Victimology*, 4(2), 79-150. https://doi.org/10.1177/026975809600400201
- Huot, S., Dodson, B., &Laliberte Rudman, D. (2014). Negotiating belonging following migration: exploring the relationship between place and identity in Francophone minority communities. *The Canadian Geographer*, 58(3), 329–340. https://doi-org.uml.idm.oclc.org/10.1111/cag.12067
- Islam, M. (2018). Perceived discrimination among immigrants to Canada: examining some sociodemographic factors(Unpublished Master's thesis).https://mspace.lib.umanitoba.ca/handle/1993/33723
- Kobayashi, A. & Johnson, G. F. (2007).Introduction.In Johnson, Genevieve Fuji, and Randy Enomoto (Eds.), Genevieve Fuji, Race, Recialization, and Antiracism in Canada and Beyond. Toronto: University of Toronto Press. https://www.amazon.ca/Race-Racialization-Antiracism-Canada-Beyond/dp/0802080146
- Lewis, D. A., & Maxfield, M. G. (1980). Fear in the neighborhoods: An investigation of the impact of crime. *Journal of research in crime and delinquency*, *17*(2), 160-189.http://journals.sagepub.com.uml.idm.oclc.org/doi/pdf/10.1177/002242788001700203

- Lorenc, T., Clayton, S., Neary, D., Whitehead, M., Petticrew, M., Thomson, H., ...& Renton, A. (2012). Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing: mapping review of theories and causal pathways. *Health & place*, 18(4), 757-765. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.04.001
- Nangia, P. (2013). Discrimination experienced by landed immigrants in Canada. Ryerson Centre for Immigration & Settlement. RCIS Working Paper. https://www.ryerson.ca/content/dam/.../RCIS_WP_Parveen_Nangia_No_2013_7.pdf
- Perreault, S. (2017). Canadians' perceptions of personal safety and crime, 2014. *Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics*, 1-35. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/54889-eng.htm
- Preston, V., Chua, J., Phan, M., Park, S., Kelly, P., & Lemoine, M. (2011). What are immigrants' experiences of discrimination in the workplace. *Toronto Immigrant Employment Data Initiative Analytical Report*. http://www.yorku.ca/tiedi/doc/AnalyticalReport21.pdf
- Ray, B., & Preston, V. (2009). Geographies of discrimination: Variations in perceived discomfort and discrimination in Canada's gateway cities. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 7(3), 228-249. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15562940903150055
- Reitz, J. G., & Banerjee, R. (2007). *Racial inequality, social cohesion and policy issues in Canada*. Canada: Institute for Research on Public Policy. http://irpp.org/wp-content/uploads/2014/08/reitz.pdf
- Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Gannon-Rowley, T. (2002). Assessing "neighborhood effects": Social processes and new directions in research. *Annual review of sociology*, 28(1), 443-478. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.28.110601.141114
- Statistics Canada. (2017). General Social Survey (GSS), Cycle 28, 2014- Victimization. Ottawa: Canada.
- Statistics Canada. (2017). Permanent Residents Monthly IRCC Updates, Statistics Canada. Ottawa: Canada. http://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda
- Statistics Canada. (2015). Racialized minority of person. Statistics Canada. Ottawa: Canada. http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var.pl?Function=DEC&Id=45152
- Teixeira, C. (2006). Housing experiences of black africans in toronto's rental market: A case study of angolan and mozambican immigrants. *Canadian Ethnic Studies*, 38(3), 58-86. http://uml.idm.oclc.org/login?url=https://search-proquest-com.uml.idm.oclc.org/docview/215636471?accountid=14569
- Vlaskamp, C. (2011). "How safe do you feel in your own neighbourhood?" A closer look at the fear of crime of individuals living in neighbourhoods in Roosendaal (Master's thesis, University of Twente).https://essay.utwente.nl/62705/

94

Sports Betting in Bangladesh and its Impact on Youths: A study in Gazipur District

Ayesha Siddequa Daize

Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1000, Bangladesh.

Md. Ershadul Islam

Assistant Professor, Department of Sociology Jagannath University, Dhaka-1000, Bangladesh.

Abstract: In the last decade, gambling has witnessed a heave in popularity, particularly among adolescents in Bangladesh. Various forms of gambling including both physical and online sports betting have gained traction. The rise of cricket's popularity fueled by Bangladesh's success in the 1997 ICC trophy and the introduction of events like the Indian Premier League (IPL) and international T20 matches has played a significant role in the spread of sports betting. Extensive promotion during live sports events and through online platforms has further contributed to its growth. This trend has led to changes in the social and economic fabric giving rise to a vulnerable group referred to as 'gamblers in vulnerable circumstances.' While initially engaging in sports betting for entertainment and monetary gains many individuals find themselves spellbound in addiction over time. Factors such as high unemployment rate and a tendency for risk-taking behavior among the youth contribute to their involvement in sports betting. In conclusion, addressing this issue necessitates the implementation of stricter laws and heightened public awareness. By protecting the younger generation from the consequences of sports betting addiction we can safeguard the potential strengths of the future and mitigate the negative consequences associated with this form of gambling.

Keywords: Sports betting, Youths, Gambling, Sport sponsorship attitude, Social norms.

1. Introduction

Sports are usually aimed at entertainment and leisure, but their meaning varies among different cultures and people. The complexity, nature, purpose, and essence of sport has however, always varied over time and across societies (Omobowale, 2009). But sports betting are the only gambling from for which participation rates have increased during the last decade (Gainsbury et. al., 2014) and gambling is fast becoming one of the addictions that cut across all ages in society. A private bank cash officer in charge at a branch of Rajshahi city has been arrested recently due to confiscate Tk. three croresforty five lacs from the volt of the bank. He uses this

Corresponding author: Ayesha Siddequa Daize, E-mail: daisydaisydu@yahoo.com

money during last two-three years for the purpose of betting in IPL,BPL and other tournaments(Daily Manobkantha, 2020). Gambling, therefore, is a type of game in which financial loss or gain for the players is part of or even the main point of the results of the game. Although problem gambling exists in all age categories, college students are a particularly vulnerable group, as going to college often represents the first move away from a student's family with fewer associated restrictions on their activities (Shafferet al., 2005). The term betting is a wide notion that comprises a variety of diverse actions, such as betting on sporting events, betting technologies, and other kinds of betting including online betting. For vast amount of participants betting is an amusing practice of relaxation, engaged in for variety of reasons for ease, to socialize, to witness some enjoyment, and possibly to gain funds (Reith 2006). Many communities, often those suffering economic hardship and social problems, consider gambling as a panacea to those ills. Indeed, a number of communities plagued by high unemployment have found a form of economic renewal through gambling, particularly through the development of casinos and betting centers (Sammut, 2010). Due to rapid growth of technological advancement and the popularity of cricket in Bangladesh, it attracts the young generation to sports betting. Though they know that sport betting is a form of gambling and it's illegal, they can't stop it because they are much involved in it. They love to do it because besides entertainment they get money. The numbers of sports bettors in the country are increasing day by day. On the other hand, through technological advancement online betting sites open up a huge space for our young generation to get involved in betting. The bettors have a good connection with different bettors from different parts of Bangladesh as well as all over the world. They not only earn disproportionate amount of money but also lose their money, ethics and social fame. Therefore, this study aims to identify these youth's attitudes towards betting and explore the main factors which are influencing the young Bangladeshi generation. Youths are the future of Bangladesh so this research paper also aims to understand the kinds of activities the youth engage into and how it affects their lives. Finally, the research paperis given some recommendations on the basis of the outcomes of this research.

2. Betting Laws in Bangladesh

Unfortunately, Bangladesh does not have a long gambling history due to the more than century-old legal prohibition. As the second most populated Islamic nation, you can most likely envision—gambling (other than on horse racing) is not allowed under Laws of Bangladesh. Despite the unwritten laws and *shariah*, much gaming does occur here. It is not unusual for pals to wagers with each other on the outcomes of cricket, kabaddi, carom and other sports. There are numerous other opportunities of gamble too.According to the Constitution of Bangladesh, Article 18(2) clearly stipulates that to prevent all sorts of gambling state will adopt the effective measure. As far as we are aware, fundamental principles of state policy are not judicially enforceable. Therefore, this clause directs the State's legislative initiatives and discourages gambling on the land. (The Daily Star, 2023).Gambling law of Bangladesh is a continuation of the gambling laws of the British colonial rule. It taking place in the name of *The Public*

Gambling Act, 1867 (indiankanoon.org,2014) originally formulated as a form of Indian gambling law, and inherited by the Islamic nation of Pakistan. We announced this gambling law on 30 June, 1973 which was 2 years after our liberation war. At the time we also rescinded section 2 and changed sections three and four. It has been customized a few times to enable specific lottos (rare), to clarify reward bonds are not betting, and to add 21% tax credited horse racing tote and bookie operators.

3. Literature Review

Khan(2023) in his article, Cricket-based betting and University students: A new income source or a curse for university students in Bangladesh is a complex topic. Engaging in cricket-based betting and university students in Bangladesh is a complex topic. Engaging in cricket-based betting can present both opportunities and risks for university students in Bangladesh. On one hand, it may be seen as a potential income source, providing an avenue for financial gain. However, the lure of quick money through betting can be deceptive, leading students into a cycle of dependency and financial instability. The unpredictability of sports outcomes in cricket betting makes it a high-risk venture, potentially causing significant financial losses for students who may not have the financial cushion to withstand such setbacks. Moreover, involvement in illegal betting activities can expose students to legal consequences, tarnishing their academic and personal records. Emphasizing the importance of education and responsible decision-making is crucial. Encouraging students to explore legal and ethical avenues for earning income, while focusing on their studies, can help mitigate the potential negative impacts associated with cricket-based betting. Education and awareness about the risks involved should be promoted to ensure that students make informed choices regarding their financial endeavors

Derevensky and Gupta (2005)in their essay sets to put into perspective, the negative effects that gambling has on college students especially among the youths. Most of the colleges students participate in gambling activities mainly two reason one is for fun; another is an income earning activity. If the student gambling is done frequently for whatever reason, the effects are negative on the students in long run. Many reports associated with gambling in the university have been reported that many cases uncontrolled gambling can cause for suicidal effects. It can be happen when a student deposits his or her all money to use for a bigger purpose, but ends up losing all. Gambling is an addiction; student uses his or her tuition fee for gambling and losses. Sometimes the psychological effect of losses can lead to suicidal thoughts among them. Drug abuse and involve in crime are also effects of gambling for the students. An effect of gambling among the students, alcohol use, drug use, criminal activities and other forms of illicit activities like involvement in prostitution may arise. On the other hands, students might also experience a decline in their educational development.

Koross (2016) examined the effects of betting on Kenyan university students' behavior using a survey research design. The study collected data from a sample of 100 Kisii university students using a survey research design through the use of questionnaires. The study found that increased

gambling among students has led to loss of valuable time, where students missed classes due to gambling. The study found that students had sold some of their valuable possessions to finance their gambling behavior. The study observed that the students had become debt strapped by using debt to finance their betting activities, where students were listed in the credit reference bureau. The study also found that some students used their school fees to finance sports betting. Cases of increased depression and stress were observed among the sampled students to levels where some contemplated suicide because of losing bets.

Sehrawat and Talan (2014), Sport betting, in their Article they show that betting and gambling give man a chance to earn disproportionate amount of money in a short time without labor. They referred that 'the gambling instinct is born in all normal persons'. (a special report on gambling, 2010). They show, in a study by auditing firm KPMG revealed that betting to the tune of RS. 300000 crores place annually in India. Because cricket is the national favorite sports attract vast number of viewers, many of whom want to have a bet whilst watching matches. Though betting is illegal in India, those who interested having bets overseas. An article in Economic Time (2010), it showed that UK accepting online bets from India. They also show that in India gambling has a real association with criminality and creates many scandals like fixing in cricket. They also referred that the government should think of legalizing and regulating betting. As a result, they showed some economic advantage and also say it would be a source of employment. They say that by legalizing betting organized crime like match fixing would be stopped.

4. Theoretical Framework

Albert Bandura (1977) integrated behavioral and cognitive theories of learning and came up with the social learning theory to explain the influence of society on behaviour. In the social context, social learning is a most common process and peopleacquire this kind of new behaviourby observing, modeling and imitation. Bandura described in his theory the positive and negative expectations which influence gambling behaviors directly and indirectly. In this regards Owen, (2001) said that the media channel provides opportunities for one to acquire a new behaviour.

Bruner et al. (1990) suggest that humans often do not have the capacity to learn new behaviours for themselves. The process of social learning thus occurs through observing others perform a particular behaviour, their attitudes and observing the outcomes of that behaviour. If they are desirable the behaviour is most likely to be imitated. According to the social learning theory, it can be said that the gamblingbehaviour is learned by way of watching attentively gambling behaviour of other people and it contains such perceptions as observational learning, modeling and imitation. If there is an incentive in gambling, the desired behaviour is strengthened and sports betting money is the rein-forcer. The social learning theory give emphasis to that in a certain environment a person is motivated to copy behaviors in their surroundings. So, a people influenced to do desirebehaviour by their surroundings and the gambling environment.

5. Research Methodology

This study is conducted to sport betting among youths in Gazipur district. The geographical coverage is restricted to youths in four carefully chosen industrial hubs at Jaydebpur, Tongi, Konabari and Mawna of Gazipur district. In order to get an insight about the impact of sport betting among youths in Gazipur district, the study has followed a mix method i.e. a combination of quantitative and qualitative research method. In order to discuss this issue, we have used questionnaire survey and depth interview in order to collect data. Purposive sampling technique is used as the method of sampling and total 40 respondents are taken from four study areas and ten in-depth interviews were also conducted from four research sides which were also based on purposive sampling. Data was collected from youths at various sport betting centers in the selected regions of target. To explore the personal and social experiences, opinions and feelings of the interviewees, in-depth interviews based on semi-structured interview was used for this study. In order to bring out flexibility in the data collection open-ended questionnaires were used. The researcher was sensitive towards privacy and confidentiality of respondents and carefully avoided questions that could affect their psychological wellbeing. Butresearchers think that the study has a limitation as it does not incorporate certain inferential statistical analyses, such as regression, to investigate the influence of sports betting on youths.

6. Findings of the Study

This studyis an effort to discover the increasing number of sports bettors and its impact on young generation. However, apart from these general findings, the study has traced out some specific facts and information that how they started betting and what factors influenced them. The study also revealed the procedure of sports betting in Bangladesh. On the other hands, the study finds out the youth's attitudes towards sports betting and socio-economic factors of sports bettors of this area. Besides, the study has found some contradictory opinions from different people on different relevant issues.

6.1. Socio-demographic characteristics of the Respondents

This study was conducted to investigate whether sports betting have an effect on the youth in Gazipur district. In regard to this study, demographic and descriptive data was collected in order to draw conclusions and be able to come up with recommendations for the study. A large number of the respondents (37.5%) were between the age group 16 - 25 years followed by 26-30 years old 30 percent. However, in this study 31- 35 years old respondents had 20 percent. At last 12.5 percent respondent's age group were between the age of 36 & above. Male were the leading gender in this studyand the gender of sports bettor in this study was 97.5 percent for male while the percentage of female respondents was 2.5. Respondents who were single had a percentage of 67.5 while the married ones had a percentage of 32.5. Among the respondents, a largenumber (62.5 %) were engaged in any kind of work and 27.5 percent followed by students andthe unemployed had 10 percent. In terms of level of education, a considerable number of

respondents (32.5%) were high school droppersand 25 percent had passed primary level of education while another 25 percent of the respondents passed the secondary school certificate examination. A considerable number of respondents 12.5 percent were higher educated while 5 percent of the respondents were illiterate. In terms of total monthly family income, the majority of the respondents' (62.5%) family income ranges between Tk. 10000-20000 per month. On the contrary, a significant number of respondents' (20%)monthly family income was between Tk. 20000-30000 while (12.5%) respondents' monthly family income was with highest income level tk. 30000 & above.

6.2. The procedure of betting system

The present study finds out the procedure of betting system in industrial area of Gazipur district. This study found two system of betting in local area of Bangladesh. Live or local betting is held in local area which is called *live betting*. In this form of betting bettors bet face to face or in mobile via a broker who connected both parties via phone and fixed the rate of the match. For this labor the broker takes some commission. The rate of the match depends on team. According to Mubarak, a tea shop keeper, who is a respondent in this study:

In local betting, the amount usually depends on the team participating. For example, in a match between Bangladesh and Australia the rate for Australia would typically be double or more than that for Bangladesh. However, in a match between India and Pakistan the rates would be indifferent. Initially, each team starts with a rate of Tk.1000 which later can be adjusted through bidding. The rate can be set either by a broker or through mutual bidding between two parties. In live betting money transaction is held by cash but in the case of distant parties mobile banking systems such as bKash or Rocket is used for money transactions (Field work-2022).

In online betting system, there are lots of options for bettors to bet on several games. There are lots of online betting sites where one can bet from Bangladesh. There are many sites like, bet365.com, betway.com, betvictor.com,moneylogic.com,888sports.com etc. According to Tarek, a collegestudent, who is also a respondent of this study,

I prefer online betting because it is safer compared to local betting. Local betting may risk exposure in society whereas online betting offers privacy. Additionally online platforms have stricter verification process requiring documents like passport copies, birth certificates, bank statements, and driving licenses to open accounts. Besides, one can also withdraw easily the winning money from his account by ATM card from any bank in Bangladesh (Field work-2022).

The study shows that most of the respondents of these areas started betting locally then gradually know about online betting. Among the respondents, 15 percent started betting in online but the rest of them are not able to open online account because of little knowledge about internet and lack of websites requirements. The study also shows that among the online bettors,

they placed their bets in different way. According to study 46.67 percentengaged their bets through a website, 33.33 percentengaged their bets by SMS or Mobile USSD and 20 percent used a combination of both mobile USSD with SMS and channels of website.

6.3. Influencing factors for sports betting

This study finds some specific influential factors behind increasing number of sports bettors in Bangladesh. While talking with sports bettors of Gazipur, most of them said that the main influential factor behind increasing number of sports bettors is forenjoyment and to be together with peers. The findings of the study indicate that 57.5 percent of the bettors started sports betting for enjoying with friends. The other reason for betting was that it is perceived as easy way to earn huge amount of money within a short time that 20 percent bettors stated as the factor. Another 12.5 percent indicated that to escape from boredom was their reason instead of being idle they utilize their leisure time by betting. Only 7.5 percent students indicated that they were influence by all the above factors. Joy, a computer operator and one of the respondents of this study, narrated his experiences in this way:

During events like IPL and BPL, a large number of people engage in betting, creating a festive atmosphere within the betting community and among common cricket fans. Initially I used to bet on the IPL for entertainment but I now bet for financial gain. I agree that betting is a wrong source of income and I acknowledge that betting conflicts with religious views but I cannot withdraw because of my passion for it. I see it as an alluring opportunity to earn a large amount of money within a short time (Field work, 2022)

Data also revealed that peer groups' force play an important role to involvement the youth in betting. Most of the cases youth make a gambling teams and placed betting together in order to share proceeds. They do not get confidence when they placing bids individually but get confidence when they scattering the risks through their peers. Ripon,25 years old, a photocopy operator, describes his experiences:

Although betting is illegal the lack of fear of being arrested makes it widely practiced. However, the only beneficiaries are typically the brokers or middlemen involved. Any winnings are often spent on entertaining friends and advisors which include treating them to outings, feasts, drinks or even engaging in illegal activities like drug use or illicit sexual encounters (Field work-2022).

A degree of variance was observed that total 40 respondents knowing how they learned about sports betting. Among total respondents, 60 percent had learned from friends, 15 percent from media advertisements, 15 percentfrom the internet and 5 percentfrom family. According to research findings, majority of the respondents learnt sports betting from their friends. Shagor, a graduate student in a university, narrated his experiences in such way:

In our cricket-loving nation, the allure of IPL and BPL holds a significant authority over our fans. The rising popularity of online betting in our community facilitated by easy access to technology provides bountiful opportunities for young people to engage in this activity. My introduction to sports betting came through a friend. With the help of a cousin I opened an account on 'Bet365.com' and began betting. At the beginning it was occasional and mainly during IPL, BPL and World Cup matches but it has become a regular habit now. Despite its illegality I, as a university student seeking financial independence see sports betting as a worthwhile mean to earn money. I believe in Bangladesh where unemployment is prevalent betting can be a good opportunity to earn money. However, I am also aware of its potential to interfere with our studies. While I support betting for entertainment purposes, I emphasize the importance of avoiding addiction maintaining awareness of its impact on our lives (Field work-2022)

The present study indicates that majority of the respondents (50%) bet at least once ina week; however 28 percentshowed that they bet at least once a fort-night and 12 percental least once a month, another 7 percent at least once in the past three months and 3 percent unknown. The study shows that 60.5 percent of the respondents have sometimes won, 14.5 percent have never won, 13.2 percent have rarely won and 2.6 percent have won each time when they placed a bet. Only 14.5 percent of the respondents said that they never won a sports bet. From the finding, it indicates that the chance of winning in sports betting was 85.5 percent among the bettors. It is very easy to enter betting sights for Bangladeshi youth due to advanced technology and for most of the respondent interviewed in this study that the easy of entering this sector is the main reason to be sportsbettors in their early life. One recovering bettors said,

What began as harmless fun and nothing more than a joke turned into serious addiction when I started placing bets on BPL matches and doubling my money. Starting with TK. 1000 bets I gradually increased my stakes relying on accurate predictions made by friends and sports commentators. As I escalated my betting amount during IPL and BPL seasons I found myself losing large sums of money. To improve my odds of winning I meticulously studied all the teams before each leagues. But, despite my efforts, losses mounted. My addiction forced me to borrow significant sums from friends straining our relationships as they began avoiding me and rejecting my calls. Realizing the harmful nature of sports betting and its closeness to gambling I made the difficult decision to stop, acknowledging the toll it took on my finances and friends (Field work-2022).

On the other hand, it sought to know whether they are aware of any law or regulations governing them as bettors. Out of the 40 sports betters, only 3 (7.5%) were aware of the laws and regulations. This clearly shows that they are involved in this sport betting sector blindly.

6.4. The effects of betting on youths

Gambling addiction or pathological gambling is a persistent and recurrent maladaptive gambling behavior, characterized by some of the following: preoccupation with gambling, need

to gamble with increasing amounts, inability to cut back or stop, "chasing" losses, lying about gambling, adverse social and financial consequences at risk" gambling and problem gambling, to gambling addiction (Henrietta and Sanju, 2012). Gambling is a disease and addicts need immediate medical attention in order to be rescued. Studies have revealed that health problems that accompany gambling include depression, heart disease, high blood pressure, disrupted sleep patterns, intestinal disorders, migraines, irritability, extreme moodiness, and other stress-related disorders such as loss of appetite (Abbott, 2017; Scott and Barr, 2013). Most people do not recognize that one can become addicted to gambling just as one can become addicted to alcohol or drugs. Uncontrolled gambling has a negative impact on the academic performance of students and in a long run it can cause suicidal effects. Many universities have been reported about youth gambling and all have terrible effects on the students. Recently a private university BBA student was killed by sport bettors because he protests sport betting in his locality that polluted the social environment of the area and affected the young generation killing over betting is not new in the country. Recently actress Humaira Nusrat Himu was committed suicide at 2 November, 2023 and the director of the legal and media wing of RAB said that Himu was addicted to online gambling. Himu borrowed a large sum of money from a person over the past four months to play gambling online. At one stage, Himu committed suicide(The observer, Nov 3, 2023). Unfortunately, it is usually hardcore people and students of Bangladesh who spend large amount of their income for betting purposes. As a result, a vicious cycle of povertyensuesamong these kinds of people and the poor remain poor by gambling away their savings. The present study revealed that the sports bettors face many kind of problem like loss of fruitful school or working hours, loss of family assets as well as they become involve in domestic and community violence. On the other hand, Majority people of this study exposed that sports betting does not bring any kind of positive impact on their household welfare but it is a big concerning issue that many of them have positive view about betting. As a group we also wanted to find out how sports betting have affected them both positively and negatively. The researchers has found that 42.5 percent of them were face in debt and financial embarrassment, 22.5 percent of them caused frustration, anger and suicidal, 10 percent of them agreed that it wasted their time and another 10 percent of them said that it brings positive view for them because it helps them to spend their leisure time smoothly and 5 percent respondent was silent in this matter. Therefore, it shows that most of the sport bettors are negatively affected by sports betting and it brings more harm than good to their lives. In this regards, Rownaka, a sellsman in a shop narrated his life experiences in such a way:

I began engaging in sports betting with friends at the age of seventeen during my second year of H.S.C studies. Prior to engaging into this activity, I had achieved a praiseworthy GPA of 5 in my S.S.C examination. However, as my addiction to sports betting intensifiedit consumed most of my time greatly hindering my academic progress. I became so preoccupied with betting that I neglected attending classes and exams regularly. Within a few months, I reached a point where I could no longer afford to pay

my college tuition fees as I spent that money on betting instead. Consequently, I missed out on participating in my H.S.C test examination. Moreover, I recklessly gambled all my finances for larger goals only to suffer devastating losses. As financial troubles mounted due to my gambling habit, I started to borrow money from various sources to sustain my addiction. My inability to repay these loans on time caused strained relationships with friends and relatives who began to avoid me. As a result my financial and social standing were significantly affected and I ended up destroying my academic life and bright promising future (Field work-2020).

Students of higher secondary, Honors and Masters even class eight to secondary level are involved with sports betting. Their sources of fund are limited but they manage betting money from guardians by asking various fees of the institution like coaching fee, tuition fee or various other fees. For betting they sometimes steal from household or parents' pocket, sometimes cut coaching or private or monthly breakfast or other expenses. Moreover, the students who have income such as who do tuition or taking coaching class or who are involved in student politics or local politics are more involved in sports betting. So, data in this study shows that teenagers and young people who spoil in betting are found to below performance in their academic activities. They lose their tuition fees in betting-related activities and involve in deviant behaiour and illegal activities, such as use of alcohol and high-risk sexual behaviour. The study data also reveals that teenager or youth who were exposed to betting at an early age through family became addicts. In this regard, availability of science and technology and high ambition are the main to rapidly increase of betting culture in Bangladesh.

7. Discussion

During the course of learning, people do not only perform responses but they also observe the differential consequences accompanying their various actions. Max Weber's four categories of rationality based on purposeful action, value-oriented action, cultural and emotional rational action contributed to understanding student gamblers' regular engagement with sports betting. Thus, thegamblers based their respective bets based on either (1) their decisions directedtowards achieving certain purposeful desires to maximize returns on investment(purposeful or goaloriented action), or (2) a perceived effective means nevertheless consistent with their values to achieve their goals (value-oriented action), or (3)their decisions oriented towards customs and traditions, not limited to habits and cultural norms (traditional or cultural action), or (4) making decisions to reflect their feelings in response to a certain event or situation at a point in time (affectionor emotional action). The categories of rationality offered relevant information to explain student gamblers' rationale for engaging in sports betting activities. The purpose of the study is to find out the issues that sports betting are new growing concern in Bangladesh and its impact on youth. After analyzing the in depth interview of respondents the study shows that day by day the young generations of Bangladesh are involving in sports betting. Here easy way to earn disproportionate amount of money within a short time is one of the most influential factor for increasing the number of young sports bettors in Bangladesh. Therefore, the young generations do not feel the negative social and economic effect of gambling and perhaps that is why the sports betting is increasing rapidly at everywhere in Bangladesh. In this context Tolchard (2014) found his study that adolescents considered sports betting as a positive way out of poverty. Some even perceive gambling as an investment made to get more money back. However, adolescents avoid using words such as risk and instead use more soft words such as luck and chance. This shows that a sport betting preoccupies the economic sphere of those involved in the practice.

Findings of this study support the fact that social factors could also be a major driver or effect on vulnerable segments of the users. According to this study, individuals in full employment and unmarried were highly likely to engage in gambling in sports as opposed to individuals who are student or unemployed. This could be due to availability of cash money and easy access to the internet at the work place. Furthermore, individuals between the ages of 16 - 25 and those of the male gender are highly engaged in sports betting than any other group. These social factors presuppose that betting has an impact on a certain vulnerable group of users who possess certain characteristics. Now, in our society, people, who accumulate wealth through illegal means, enjoy high prestige and social status. Present social structure also limits individual ability of many to acquire wealth through institutionalized means. To be rich within a short time and drive to lead a luxurious life some of lower class young people of our society adopt gambling through sports betting. On the other hands, most of sports bettors have easy access of the betting sites by the use of mobile phones and therefore helping the betting practice to take place. One of the most important findings in this study was that the majority percentage of the sports bettors are learnt sports betting through their friends. It can be said that most of the times, they watch the cricket or football matches together in groups. In association to the social learning theory, Bandura (1977) explains that the social learning view states that new patterns of behavior can be acquired through direct experience or by observing the behavior of others. This is explained by why most times work together and most of the bettors learnt the betting through their friends and enter into it with time. This theory describes why people behave the way they do and this explains it all.

In this study few respondents have online account but many of them are involved in online betting sites. Most of the respondents prefer online betting. All of the respondents knew betting from their peer group and they started betting as an entertainment purpose within their peer group. Though it's started for entertainment purpose, gradually it became an addiction. In many cases it shows thatpsychological risk factors include personality features, such as dysfunctional impulsivity, impaired reward processing, poor coping mechanisms to stress, and defense mechanisms like guilt and shame that drive ongoing addiction. (They also bet both in local and online betting sites. They bet not only in their community but also in outside their district. In local betting for distant parties they contract with mobile phone and use mobile banking facility for money transaction and in online betting they can easily withdraw their money from any bank with ATM card). In this study most of the respondents think that betting is not crime but it

is a modern sort of business. Sometimes they also take it for the purpose of their entertainment. Very few are aware of the rules and laws of betting in Bangladesh.So, it can be said that online betting has been growing rapidly in contemporary time, and it's tempting advertisements have led to this spreading out. This has generated a countless risk of gambling addiction and financial ruin. If we want to protect our young generation from gambling addiction, we must stop advertisement campaigns run by the betting rackets and the young generation should be aware of the negative effects of sports betting. Considering betting trends of the last few yearsand the result of this study clearly indicates thatthe increasing intensity of sports betting on youth of our country likely to continue and in the long run our young generation involve in gambling though sports betting which affects their behavior as well as their social life.

8. Conclusion

It is very alarming for thecountry that sports betting among the youths are growing rapidly. The young generation is grown up in an ambiguous environment where sports betting (gambling) are perceived to be a harmless socially acceptable recreational activity. Consequently, the gambling related problems such as borrowing, anxiety, indebtedness and emotional worries are heightened among the youth gamblers. The study demand that sports betting have found more harm than good and the study also shows that it is a matter of urgency to be addressed bad sides of sports betting and to be controlled. Government and organization of civil society should work together for social awareness. These organizations should point out the dangers of gambling especially among the youths by using proper media. So, it can be said thatthe online gaming market is rising quickly and it is driven by technology and consumer preferences. It is time to find out the actual causes of the rapid growth of gambling and sports betting and more researches should de work on gambling before the activity in the long run develops into pathological gambling. On the other hand if these industries continue to evolve, it is vital to priority user safety for a successful gaming experience and to ensure that the digital boundary remains enjoyable for all in Smart Bangladesh.

References

- Abbott, M. (2017). The epidemiology and impact of gambling disorder and other gambling-related harm. WHO Forum on Alcohol, Drugs and Addictive Behaviours, Geneva, Switzerland.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191.
- Bowden-Jones, H., & George, S. (2011). Gambling addiction. *BMJ*, 343(dec30 1), d7789–d7789. https://doi.org/10.1136/bmj.d7789
- Chauhan, B. S. (2018). Legal Framework: Gambling and Sports Betting including in Cricket in India. https://www.azarplus.com/fotos/file/09_07_18/Report276.pdf
- Gainsbury, S. M., Russell, A., Hing, N., Wood, R., Lubman, D. I., &Blaszczynski, A. (2014). The prevalence and determinants of problem gambling in Australia: assessing the impact of interactive gambling and new technologies. *Psychology of Addictive Behaviors*, 28(3), 769.

- Gupta, R., &Derevensky, J. L. (1998). Adolescent gambling behavior: A prevalence study and examination of the correlates associated with problem gambling. *Journal of Gambling Studies*, 14(4), 319–345.
- Humphreys, B. R., &Carcedo, L. P. (2012). Who bets on sports?: characteristics of sports bettors and the consequences of expanding sports betting opportunities. *Estudios de Economía Aplicada*, 30(2), 579–598.
- Jackson, D. A. (1994). Focus on sport: index betting on sports. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 43(2), 309–315.
- Kanchan Sehrawat and Gaurav Talan (2014). Sports Betting in India (if you can t stop it, legalize it?) IRACST International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM).3(3) 132-35
- Khan, M. M. I. (2023). Cricket-based betting and University students: A new income source or a curse for university students in Bangladesh? https://doi.org/10.33774/coe-2023-mb6xv
- Koross, R. (2016). University students gambling: Examining the effects of betting on Kenyan university students' behavior. *International Journal of Liberal Arts and Social Science*, 4(8), 57–66.
- Omobowale, A. O. (2009). Sports and European soccer fans in Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 44(6), 624–634.
- Reith, G. (2006). Research on the social impact of gambling.
- Sammut, M. (2010). The prevalence of gambling among university students: With a focus on Internet gambling. University of Malta.
- Scott, L., & Barr, G. (2013). Unregulated gambling in South African townships: A policy conundrum? *Journal of Gambling Studies*, 29, 719–732.
- Shaffer, H. J., Donato, A. N., LaBrie, R. A., Kidman, R. C., & LaPlante, D. A. (2005). The epidemiology of college alcohol and gambling policies. *Harm Reduction Journal*, 2, 1–20.
- Tolchard, B., Glozah, F., &Pevalin, D. (2014). Attitudes towards gambling in Ghanaian adolescents. 3rd International Conference and Exhibition on Addiction 2014.

107

বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যের ভূমিকা

মো: নঈম আকতার সিদ্দিক

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

Abstract: In Bangladesh, the local government plays a crucial role in implementing development projects for public welfare. The main focus of this study is to provide a better understanding of the role of MPs in the selection process of local-level development projects. The qualitative findings resulting from the purposively selected responses highlighted the influence of members of Parliament (MPs) in the selection process of these (ADP,TR & Kabikha) projects, often prioritizing those linked to their affiliated Union Parishad and Upazila Parishad Chairmen. This can lead to deviation from the established manual process, disregarding the input of the project committee. Factors such as party affiliations, personal interests, power conflicts, and neglect of opposition party officials further complicate the selection process. To address these issues, strict adherence to the Upazila Parishad Amendment Act 2009 and the Upazila Parishad Manual 2013 is essential. Additionally, ensuring parliamentarians' impartiality and preventing undue influence are crucial for a fair and transparent project selection process at the local level. This would ultimately lead to more effective and inclusive development initiatives for the benefit of the community.

চাবিশব্দ: স্থানীয় পর্যায়, উন্নয়ন প্রকল্প, বাছাই প্রক্রিয়া, সংসদ সদস্য, ভূমিকা

১. ভূমিকা

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে গণতন্ত্র চর্চার অন্যতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ আমল থেকেই। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালে সংবিধানের মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে শাসন এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে শুরুত্ব দেওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জনসাধারণের কার্য ও উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্বাচিত (স্থানীয়) প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরন্যস্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক দায়ত্ব হলেও এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণই মূল ভূমিকার নিয়ামক। ২০০৯ সালের উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ সংশোধনীর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টার ভূমিকা তাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে (রহমান, ২০১৯ পৃ: ৪৮)। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন প্রণয়ন করা সংসদ সদস্যগণের অন্যতম কাজ হলেও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টার দায়ত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকা তথা স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক (কাঁচা ও পাকা রাস্তাঘাট, ব্রীজ নিমার্ণ ও সংস্কার, শিক্ষা

Corresponding author: মোঃ নঈম আক্তার সিদ্দিক , E-mail:naim_siddique@yahoo.com

প্রতিষ্ঠানের ভবন সংস্কার, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচ এবং পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি) কার্যক্রম করে থাকেন। উক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদে সরকারের বরাদ্দকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (এডিপি, টিআর, কাবিখা) মাধ্যমে তারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন (আহমেদ, ২০১৫:৮৭)। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যথাযথভাবে উন্নয়ন প্রকল্পর বাছাই কিংবা নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হলে স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাঁধাগ্রন্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল (২০১৩) অনুযায়ী বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যেমন: বাংসরিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি), টেষ্ট রিলিফ (টিআর), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের প্রতি মাসিক বৈঠকে বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও আয়তন এবং জনচাহিদাকে প্রাধান্য দিবেন (প্রাগুক্ত, উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩)। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটির (উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা পিআইও এবং উপজেলা প্রেষদের প্রকল্প সংসদ সদস্যগণ উক্ত প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন (প্রাগুক্ত, ২০১৩)। সুতরাং স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যরা সরকারের বরাদ্দকৃত উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই কিংবা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কী ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন তা অনুসন্ধান করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

২.গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

- ১. স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ কী ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তা অন্বেষণ করা:
- ২. সংসদ সদস্য কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত না হলে তার কারণসমূহ কী তা অনুসন্ধান করা;

৩. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

Hossain Zillur Rahman (২০০২) এর লেখাLocal Government Issues and Way Forward: Decentralizations in Bangladesh প্রবন্ধে স্থানীয় সরকার ইস্যু ও বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন বিষয়ক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সাংসদগণ আইন প্রণয়ন কাজে নিয়োজিত না হয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক মাত্রায়সম্পৃক্ততার বিষয়টিও প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রাবন্ধিক বাংলাদেশে সাংসদদের স্থানীয় পর্যায়ে তিন ধরনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন: ক) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগকারী ভূমিকা খ) উন্নয়ন সংক্রান্ত গ) স্থানীয় ন্যায়পালের ভূমিকা। সর্বোপরি স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংসদদের সাথে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের (ইউপি) দ্বন্ধের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। J. Stillborn (২০১২) কর্তৃক রচিত The Roles of the Members of Parliament in Canada; Are They Changing?প্রছে কানাডার পার্লামেন্টে সংসদ সদস্যদের চার ধরনের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যথা: আইন সংক্রোন্ত, সেবাদানকারী, নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন এবং দলীয় প্রতিনিধিত্ব। এক্ষেত্রে আইন সংক্রোন্ত ভূমিকা বলতে কানাডার পার্লামেন্টে সাংসদদের আইন প্রণয়নমূলক কর্মকান্ত, সেবাদানকারী ভূমিকা বলতে জনগণের সেবামূলক কর্মকান্ড এবং কানাডার পার্লামেন্ট নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সংগ্রিষ্ট কর্মকান্তের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কে গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। Joel Smith and Lloyd D.Musolf (১৯৭৯) কর্তৃক রচিত

Legislatures in Development; Dynamics of Change in New and Old Statesগ্রন্থটি সমগ্র বিশের উনুয়নশীল দেশের আইনসভার ওপর একটি অনন্য গ্রন্থ। এখানে উনুয়নে আইনসভার ভূমিকা এবং নতুন ও পুরাতন রাষ্ট্রসমূহে বহুমাত্রিক পরিবর্তন আনায়নের ক্ষেত্রে আইনসভা কী ধরনের ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি মূলত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আইন সভা এবং উন্নয়ন বিষয়ে তাত্তিক পর্যালোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে আইনসভায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা (তাঞ্জানিয়া ও কেনিয়া প্রেক্ষিত) বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে ভারতীয় সংসদের ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। Kamal Siddiqui (২০০২) এর লেখা Local Governance in Bangladesh, Leading Issues and Major Challengesগ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়োজিত প্রশাসনের সম্পর্কের ধরন এবং তৃতীয় অধ্যায়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান স্থানীয় প্রশাসনের সাথে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উন্নয়ন সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তে থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিগুলোতে এমপির উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালনের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এন্থে স্থানীয় নেতাকর্মীরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে যা স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তি দুর্বল করে, এ বিষয়টিও গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। Kirsten Westergaard (১৯৯৬) এর লেখা People's Participation, Local Government and Rural Development: The Case of West Bengal, Indiaপ্রবন্ধে স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কেস স্টাডির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ে ফিলিপাইন ও ভারতের দুইটি মডেল উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে সাংসদদের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ কিভাবে স্থানীয় পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের এমপিএলএডিএস (সংসদ সদস্যদের স্থানীয় এরাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত স্কীম) বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এ প্রক্রিয়ার অধীনে প্রত্যেক এমপি বছরে ২ কোটি রূপি তাঁর নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ পেয়ে থাকেন এবং বরাদ্দকৃত অর্থ রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্থানীয় উন্নয়নে এমপিদের ভূমিকা নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি।তাত্ত্বিক Hasnat Abdul Hye (১৯৮২) এর লেখা Local Level Planning in Bangladeshগ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখক ১ম ও ২য় অধ্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়নের পন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণে কোন সংস্থা কিরূপ ভূমিকা রাখছে তা ব্যাখ্যা করেন। ৩য় অধ্যায়ে অতীতে স্থানীয় পরিকল্পনার সফলতা ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যুৎ কর্ম পরিকল্পনাকে সফল করার উপর গুরুত্নারোপ করা হয়েছে। লেখক ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নির্দেশাবলী নির্ণয়ে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক পরিকল্পনাকে ৫টি পর্বে বিভক্ত করেন। পর্ব বা পর্যায়সমূহের মধ্যে বিভাগীয় পরিকল্পনা, জেলা পরিকল্পনা, উপজেলা পরিকল্পনা, ইউনিয়ন পরিকল্পনা ও গ্রাম পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লেখকস্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর সচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রবন্ধ এবং রিপোর্টে আলোচনা করা হলেও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থ কিংবা গবেষণাকর্ম নেই। অথচ বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় উপদেষ্টা (উপজেলা পরিষদ) হিসেবে সংসদ সদস্য এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রসমূহ বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সুতরাং উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কী ধরনের তা উৎঘাটনে আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সময়পোযোগী গবেষণা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪. গবেষণার ধারণাগত সংজ্ঞায়ন

৪.১ স্থানীয় পর্যায়

সাধারণত স্থানীয় পর্যায় বলতে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কর্তৃক শাসন ও পরিচালিত অংশকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শাসনকৃত ও পরিচালিত অঞ্চল বা এলাকা স্থানীয় পর্যায় হিসেবে বিবেচিত। স্থানীয় পর্যায়ে বসবাসকারী জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসে স্থানীয় উন্নয়ন একটি অন্যতম প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। এ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে উভয়ের ভেতর একটি আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উভয়ের সংশ্লিষ্টতা ও উদ্যোগ স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে তোলে। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে স্থানীয় পর্যায় বলতে নির্বাচনী এলাকার উপজেলা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের বিস্তৃত এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন: যোগাযোগ ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, স্থানীয় বিদ্যুৎতায়ন, কৃষি ও সেচ, ব্যবসা বাণিজ্য, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম ইত্যাদি উন্নয়নকে বোঝায়।

৪.২ সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মেম্বার অব পার্লামেন্ট' বা 'এমপি'। ফরাসী ভাষায় এমপিকে 'ডেপুটি' নামে অভিহিত করা হয়। সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিই হচ্ছেন সংসদ সদস্য (রহমান, ২০১৩)। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কোন এলাকা থেকে সংসদে নির্বাচিত একজন রাজনীতিবিদই হচ্ছেন সংসদ সদস্য (বারাকাত, ২০১৫)। পার্লামেন্ট হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজে মূল ভূমিকা পালন করেন সংসদ সদস্যগণ। তাঁরা সাধারণত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। যে সকল দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে সংসদ সদস্য বলতে নিম্নুকক্ষের সদস্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন: ভারতের লোকসভা, ব্রিটেনের ক্ষেত্রে হাউজ অফ কমঙ্গ ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় স্তর বিদ্যমান। সংসদ সদস্যকে অনেকে 'সাংসদ' নামেও অভিহিত করেন। তবে, নিত্য- নৈমিত্তিক বা প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে 'মেম্বার অব পার্লামেন্ট' হিসেবে সংসদ সদস্যকে 'এমপি' বা 'সাংসদ' শব্দের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানকালে প্রচারমাধ্যমে সাধারণ অর্থেই এমপি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় (হোসেন, ২০১৮:১৯)। বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। সংসদে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩৫০ জন সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। তন্মধ্যে ৫০ জন সংরক্ষিত আসন থেকে মহিলা সদস্য।

৪.৩ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষুদ্রতম একক। প্রকল্প হচ্ছে উন্নয়নের একটি মাধ্যম যেখানে আর্থ-সম্পদকে মূল সম্পদে রূপান্তরিত করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্প হলো পরিকল্পিত উপায়ে সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য গ্রহীত প্রস্তাব বা সূচী। সাধারণভাবে বলা যায় যে উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং বাস্তবায়ন যোগ্য কার্যবিলী সম্পদ নির্বাহের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা হলো উন্নয়ন প্রকল্প। সহজ ভাবে বলতে গেলে এক বা একাধিক উদ্যোক্তা কর্তৃক কর্মসম্পাদনযোগ্য একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা যার সুনির্দিষ্ট আরাম্ভ বা শেষ রয়েছে তাকে উন্নয়ন প্রকল্প বলে। মূলত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন আর্থ সামাজিক কল্যাণ বা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সম্পদকে পরিকল্পনা মাফিক কাজে লাগানোই হলো উন্নয়ন প্রকল্প। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচন বলতে কোনো স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম (রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কার্লভাট, স্কুল, কলেজের ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার সংস্কার, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদি) কার্যক্রম নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে অনুসরণ করাকে বোঝায়। আলোচ্য গবেষণায় উন্নয়ন

প্রকল্পের বাছাই বা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বলতে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদের সরকারের বরাদ্দকৃত উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি, টিআর, কাবিখা) এবং এলজিইডি আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুসরণ করাকে বোঝায়।

৫. তাত্ত্বিক কাঠামো

স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা শীষক গবেষণা কর্মটি করতে বেশ কিছু তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথমটি এই গবেষণা কর্মের তাত্ত্বিক কাঠামো ভূমিকা তত্ত্বের (Role theory) সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এই তত্ত্বে ভূমিকা বলতে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা সংগঠনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট আচরণ কিংবা প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনকেই বুঝানো হয়েছে। এ তত্ত্ব জনগণের সেই সকল কার্যাদি সম্পাদন করে যা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তরান্বিত করতে পরল্পর সম্পর্কযুক্ত হলো ব্যক্তির প্রত্যাশিত ভূমিকা (Allan, ১৯৮১)। স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ননের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাক্তি কোন না কোনোভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এ ভূমিকাই দায়িতপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সিন্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে (Robert, ১৯৮৬)। দ্বিতীয়ত আলোচ্য গবেষণা কর্মটি চৎড়লবপঃ উবাবষড়ঢ়সবহঃ রহ এঃযবড়ৎ্থ-র সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এই তত্ত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়কে গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের দিকসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গণিষ্ট প্রায়ন্ত ব্যক্তিদের ইতিবাচক মনোভাব ও স্বচ্ছতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে (Munck, 1999)

৬. গবেষণা পদ্ধতি

৬.১ তথ্যের উৎস

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক উৎসের তথ্যই আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণায় নির্বাচিত নবম ও দশম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণের নিকট হতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রতিবেদন, সাময়িকী ইত্যাদি বিষয়সমূকে তথ্যের মাধ্যমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ তথ্য সংগ্ৰহ পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক উৎসের তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, Key InformantsInterviews(KIIs) পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা-২০ নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট ধামরাই উপজেলা ও পঞ্চগড় -১ নির্বাচনী এলাকার সদর উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে নবম ও দশম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য (৪ জন), ইউপি চেয়ারম্যান (১৬ জন), প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মরত ইউএনও (২ জন), উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) এবং উপজেলা প্রকৌশলীদের (৬ জন) কাছে উক্ত উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে। ২টি উপজেলার স্থানীয় জনসাধাণের (১০০ জন) নিকট থেকে (এমপিদের স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত) পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্রের আলোকে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় সর্বমোট ১৩২ জনকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। উন্মুক্ত (ঙঢ়বহ-বহফবফ) প্রশ্নপত্রের সাহায্যে গবেষণা এলাকার বিশ্লেষণ একক থেকে (Unit of Analysis) তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে।

৬.৩ গবেষণা এলাকা

আলোচ্য গবেষণায় ঢাকা -২০ নির্বাচনী এলাকার ধামরাই উপজেলা এবং পঞ্চগড়-১ নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড় সদর উপজেলাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দু'টি উপজেলাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেওয়ার যুক্তি হলোঃ প্রথমত, উক্ত উপজেলাসমূহে সরকারের বরাদ্দকৃত এডিপি, টিআর, কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিয়নে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অধিক হয়েছে এবং উপজেলা পরিষদ সংশোধন আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করা হয় বিধায় উক্ত উপজেলা সংশ্লিষ্ট পরিষদে সরকারের এডিপি, টিআর, কাবিখা প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়ায় এমপিদের ভূমিকা কী ধরনের তা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, গবেষণার দুটি উপজেলার একটি পঞ্চগড় সদর উপজেলা যেটি উত্তরবঙ্গের রংপুর বিভাগ এবং আরেকটি ধামরাই উপজেলা (ঢাকা-২০) ঢাকা বিভাগের অর্ক্তভুক্ত হওয়ায় উক্ত উপজেলাসমূহের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে তা দেশের অন্যান্য নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রযোজ্য হবে বলে বিশ্বাস করা যায়।নিম্নে ধামরাই ও পঞ্চগড় সদর উপজেলার ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

৬.৩.১ অবস্থান ও আয়তন

ঢাকা জেলার অর্ন্তভুক্ত হলো ধামরাই উপজেলা। মোট ভোটার সংখ্যা ৩,২০,২২৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ২,০৭,০৭৮ জন এবং নারী ভোটার ২,০৫,৩৪০ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৩৪২ জন। ধামরাইয়ের উত্তরে মির্জাপুর ও কালিয়াকৈর দক্ষিণে সিংগাইর পূর্বে সাভার এবং পশ্চিমে সাঁটুরিয়া উপজেলার অবস্থান। এ উপজেলার মোট আয়তন ৩০৭.৪ বর্গকিলোমিটার। উপজেলায় ১টি পৌরসভা, ১৬টি ইউনিয়ন এবং ৮০৮টি গ্রাম বিদ্যমান (Ilias Uddin, 2012)। পঞ্চগড় জেলার অর্ন্তভুক্ত উপজেলার মধ্যে পঞ্চগড় সদর উপজেলা অন্যতম। এ উপজেলার উত্তর ও পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে বোদা উপজেলা, পশ্চিমে আটেয়ারী উপজেলা ও তেতুলিয়া উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। মোট আয়তন ৩৪৭.০৮ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬৬০ জন। পঞ্চগড সদর উপজেলায় ১০টি ইউনিয়ন, ১৮৩টি গ্রাম এবং একটি পৌরসভা বিদ্যমান (উইকিপিডিয়া, ২০১০)।

৬.৩.২ শিক্ষা ব্যবস্থা

ধামরাই উপজেলার শিক্ষার হার ৫০.০৮%। এখানে সরকারী কলেজ ১টি এবং বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৬টি, ২৭টি উচ্চ মাধ্যমিক, ১৩৯ টি সরকারী এবং ৫১ টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১১টি মাদ্রাসা রয়েছে। এছাড়া এনজিও পরিচালিত ১০৯টি বিদ্যালয় বিদ্যমান। পঞ্চগড় সদর উপজেলায় শিক্ষার হার ৫০.৭৮% (ঝযবৎড়ুধসধহ, ২০১২)। এখানে ৭৭ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭৬টি বেসরকারী বিদ্যালয় এবং ২টি সরকারী কলেজ বিদ্যমান। এছাড়া এনজিও পরিচালিত ৪৮ টি বেসরকারী বিদ্যালয় বিদ্যমান রয়েছে।

৬.৩.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থা

ঢাকা থেকে আরিচা জাতীয় মহাসড়ক পথে ধামরাই নির্বাচনী এলাকার দূরত্ব প্রায় ৩৮ কিলোমিটার। উন্নত যোগাযোগের জন্য নির্বাচনী এলাকাটি বাণিজ্যিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ধামরাই উপজেলায় ১৬ কিলোমিটার পাঁকা রাস্তা ২৫০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা সংস্কার এবং ২৫১ মিটার ব্রীজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলা হতে তেতুলিয়ার বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত মহাসড়ক এবং সদর উপজেলা হতে আটোয়ারী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার মহাসড়ক বিদ্যমান (Sherozzaman, 2012)। উক্ত উপজেলায় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জনগণ বাস, ভ্যান, মোটরসাইকেল এবং সাইকেল ব্যবহার করে থাকেন । তবে বর্তমানে এ উপজেলা হতে ঢাকায় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো হলো রেলপথ।

৬.৩.৪ অর্থনৈতিক অবস্থা

ধামরাই উপজেলার জনগণের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। তবে অধিকাংশ নগরায়নের কারণে কৃষি নির্ভরতা অনেকটা কমেছে। বর্তমানে কৃষি পেশার মানুষ ছাড়াও ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি ইত্যাদি শ্রেণী পেশার মানুষের বসবাস রয়েছে।

অপরদিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলা কর্মজীবি মানুষের প্রায় ৬৫% কৃষি পেশার সাথে জড়িত। এলাকার প্রায় অধিকাংশ জনগণ নিমুবিত্ত এবং নিমুমধ্যবিত্ত পরিবারের। নিমুবিত্ত পরিবারের বেশিরভাগ ভূমিহীন। এছাড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা বেশিরভাগ কৃষি এবং ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী এবং শিক্ষকও বিদ্যমান। ফসল উৎপাদনের মধ্যে বর্তমানে চা চাষ অন্যতম। বর্তমানে ব্রাক, আশা, প্রশিকা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, আরডিআরএস ইত্যাদি এনজিওসমূহ উপজেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে।

৬.৩.৫ রাজনৈতিক ব্যক্তিত

ধামরাই উপজেলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী এবং উপমহাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুম আতাউর রহমান খান (১৯৯১), অর্থনীতিবিদ ড. ই.আর মল্লিক প্রমূখ উল্লেখযোগ্য (উইকিপিডিয়া, ২০১২)। এছাড়া সরকার দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা বেনজীর আহমেদ (৮ম, নবম এবং ১১তম জাতীয় সংসদ সদস্য) এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব এম এ মালেক খানের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলেন গমির উদ্দিন সরকার (গণ-পরিষদের স্পীকার), নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ মাজহারুল হক প্রধান (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)। এছাড়া জাপার নেতা হিসেবে মরহুম শফিউল আলম প্রধান অন্যতম ছিলেন।

৬.৪ তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণা এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য শ্রেণীবদ্ধ করে বিভিন্ন ধরনের সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে Statistical Programme for Social Science (SPSS), MS-Wordপ্রোগ্রামের সহায়তা নেওয়া হয়েছে ।

৭. গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ফলাফল

৭.১ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়াঃ সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের মতামত বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গবেষণায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বলতে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদের সরকারের বরাদ্দক্ত উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি, টিআর, কাবিখা) এবং এলজিইডি আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুসরণ করাকে বুঝায়। হোসেন জিল্পর রহমান বলেন, স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্পসমূহ বাছাই কিংবা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে ইতিবাচক হলেও তা যেন স্থানীয় পরিষদগুলোর স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয় (রহমান, ২০১৯)। বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল (২০১৩) অনুযায়ী বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপজেলা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের প্রত্যেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ জনচাহিদা অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক একটি তালিকা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন। এর পরবর্তী উপজেলা পরিষদের মাসিক বৈঠকে টিআর, কাবিখা, এডিপি প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও আয়তন এবং জনচাহিদাকে প্রাধান্য দিবেন (উপজেলা পরিষদ ম্যানূযাল, ২০১৩) উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটির (উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা পিআইও এবং উপজেলা প্রকৌশলী অফিসার) মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের বিধান রয়েছে (অপারেশন ম্যানুয়াল, ২০১৬)। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ উক্ত প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন। টিআর, কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এবং অন্যান্য জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ খাদ্যশষ্যের বিপরীতে নগদ অর্থ বরান্দের বিধান রয়েছে (প্রাণ্ডপ্ত, ২০১৬)। এছাড়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৩৫% এবং ইউনিয়নের আয়তনের ভিত্তিতে ৩৫% এবং সকল ইউনিয়নের জন্য সমানভাবে ৩০% নির্দিষ্টকরণের কথা বলা হয়েছে (উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩)। সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে এডিপি, টিআর এবং কাবিখা প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচনী এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা পরিষদ) উপদেষ্টা হিসেবে উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় কী ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন তা মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

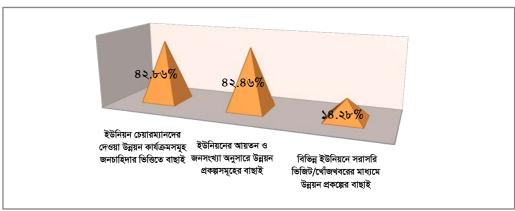
৭.২ সংসদ সদস্যগণের মতামত

স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে গবেষণার জন্য নির্বাচিত নবম ও দশম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্যগণ তাদের মতামত প্রদান করেন। সংসদ সদস্যদের মতামত বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের এডিপি, টিআর, কাবিখা প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপজেলার মাসিক বৈঠকে উক্ত প্রকল্প কমিটি সংশ্লিষ্ট (উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা পিআইও এবং উপজেলা প্রকৌশলী অফিসার) দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ জনচাহিদা বিবেচনায় রেখে বাছাই কিংবা নির্বাচনে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ঢাকা-২০ নির্বাচনী এলাকার (ধামরাই উপজেলা) নবম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব বেনজীর আহমেদ বলেন, তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট ধামরাই উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে (২০০৯-২০১৪) সরকারের বরাদ্দকৃত বাৎসরিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) টিআর, কাবিখা প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপজেলা সংশিষ্ট সকল (১৩টি) ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ জনচাহিদা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। মূলত স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদের (এডিপি, টিআর, কাবিখা) প্রকল্প হওয়ায় উপজেলা পরিষদের ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রকল্প কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে তিনি উল্লিখিত বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ইউনিয়নে সরাসরি খোঁজখবরের মাধ্যমে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বাছাই করেছেন। এ নির্বাচনী এলাকার দশম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত জনাব আব্দুল মালেক বলেন, তিনি সরকারের বরান্দক্ত (২০১৪-২০১৯) ধামরাই উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বেশিরভাগ জনচাহিদার মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচন করেছেন যার মাধ্যমে নিজ নির্বাচনী এলাকার স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হয়েছে বলে মতামত দেন। পঞ্চগড়-১ নির্বাচনী এলাকার নবম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত জনাব মজাহারুল হক প্রধানের মতামত হলো, তাঁর নির্বাচনী এলাকার পঞ্চগড় সদর উপজেলার মোট ১০ টি ইউনিয়নের জন্য উক্ত উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়া টেষ্ট রিলিফ ও কাবিখা. এডিপির প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের ম্যনুষ্যাল অনুযায়ী সকল ইউপি চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকার বেশিরভাগ জনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পাশাপাশি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও আয়তন অনুসারে বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদের এডিপি, টিআর, কাবিখা প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নে সরাসরি খোঁজখবরের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন: রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসা ইত্যাদির ভবন নির্মাণ ও সংস্কারে প্রাধান্য দিয়েছেন যা স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক বলে মতামত প্রদান করেন। সংসদ সদস্য কর্তৃক উক্ত প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত ছিল বলে অভিমত দেন। উক্ত বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রকল্প কমিটির সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উল্লেখিত বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। পঞ্চগড়-১ আসনের দশম জাতীয় সংসদ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব নাজমূলহক প্রধান উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সরকারের বরাদ্দকত প্রকল্পসমূহের বাছাই

115

প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার সময়কালীন সময়ে উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত বলে তিনি মতামত দেন।



চিত্র- ১.১: উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত

[উৎস: মাঠ জরিপ, (২০১৮-২০১৯)]

সুতরাং, সার্বিক মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সংসদ সদস্যরা স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদের ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। সংসদ সদস্য কর্তৃক উক্ত প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ছিল বলে তারা মতামত দেন। নিম্নে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণের ধরনসমূহ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

উপরের চিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে বেশিরভাগ ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা জনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে বিভিন্ন ইউনিয়নে সাংসদগণ সরাসরি পরিদর্শনের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম যা চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়।

৭.৩ উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামত

স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে গবেষণার জন্য নির্বাচিত সকল (সাবেক ও বর্তমান) উপজেলা চেয়ারম্যানগণ স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রদান করেছেন। উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাইয়ে ইউপি চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা জনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাইয়ে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বেশিরভাগ দলীয় প্রতিনিধি বা নিজ দলীয় চেয়ারম্যানদের দেওয়া প্রকল্পসমূহ বাছাই করে থাকেন। উপজেলা পরিষদের মাসিক বৈঠকে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাযথ ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাছাই না করে সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। সংসদ সদস্যদের এ ধরনের বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সাংসদ এবং দলীয় উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে দন্ধ বিদ্যমান বলে মতামত করেছেন।

ঢাকা-২০ নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট ধামরাই উপজেলার বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব অলালদ্দিন (২০১৪-২০১৯) সংসদ সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, সংসদ সদস্য তার উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপজেলার মাসিক বৈঠকে বিভিন্ন ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যা এবং জনচাহিদা অনুসারে ইউপি চেয়ারম্যানদের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাছাইয়ে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বেশিরভাগ নিজ দলীয় নেতাকর্মী কিংবা দলীয় চেয়াম্যানদের তথ্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্য নিজের সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন। ধামরাই উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান (২০০৯-২০১৪) জনাব তমিজদ্দিনের এ বিষয়ে মতামত হলো, এমপি উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ (টিআর, কাবিখা) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিয়নের নিজ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা জনচাহিদার ভিত্তিতে হোক আর না হোক অর্থাৎ যেভাবে তাঁরা উন্নয়ন প্রকল্প জমা দেন তার ভিত্তিতে এমপি উপজেলা পরিষদের মাসিক বৈঠকে প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে এমপি উক্ত প্রকল্প কমিটির সকল সদস্যদের মতামত না নিয়ে বরং নিজের একক সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করে থাকেন। বাৎসরিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার উপজেলায় সংসদ সদস্য ৬৫% নিজ দলীয় নেতাকর্মীদের জন্য রেখে বাকী ৩০% বিভিন্ন ইউনিয়নের জন্য বাছাই করেছেন যা উক্ত প্রকল্পের ম্যানুয়াল পরিপন্থি বলে মতামত দেন।

পঞ্চগড়-১ নির্বাচনী এলাকার অর্ন্তভুক্ত সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান (২০০৯-২০১৪) জনাব সম্রাট বলেন, নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংসদ সদস্য বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদের প্রকল্প যেগুলো সংসদ সদস্যের নামে উপজেলা পরিষদে সরাসরি বরাদ্দ হয় তা বাছাই কিংবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাংসদ তার নিজ দলীয় চেয়ারম্যানদের ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাছাইয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। জনচাহিদার ভিত্তিতে সকল ইউনিয়নের জন্য সমানভাবে প্রকল্পসমূহ বাছাই মূখ্য নয় বরং দলীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যসক্রমমূহকে প্রাধান্য দেওয়াই সাংসদের অন্যতম বাছাই প্রক্রিয়া বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। উপজেলা পরিষদের বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই কিংবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপজেলার প্রতি বৈঠকে সংসদ সদস্য তার কোনো মতামত গ্রহণ করেন নি অথচ উক্ত প্রকল্প কমিটির ম্যানুয়াল অনুযায়ী তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। এমপি উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে তার মতামতকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এমপির সাথে প্রকল্পকে কন্দ্র করে দন্দ্ব বিদ্যমান বলেও মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

ইউনিয়নের আয়তন সংসদ সদস্যদের মনোনীত নিজ দলীয় ও জনসংখ্যা অনুসারে চেয়ারম্যান কিংবা বিভিন্ন উন্নয়ন দলীয় নেতাকর্মীদের প্রকল্পের বাছাই প্রদেয় উন্নয়ন ১৭.৬৫% কার্যক্রমসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়নে সংসদ সদস্যদের সরাসরি খোঁজখবরের নিজস্ব মাধ্যমে উন্নয়ন সকল ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত/ইচ্ছাকে প্রকল্পের বাছাই চেয়ারম্যানদের দেওয়া প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন **6.66%** টুরুয়ন কার্যকক্রমসমূহ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাই াছাই \$6.65%

চিত্র-১.২: সংসদ সদস্য কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামত

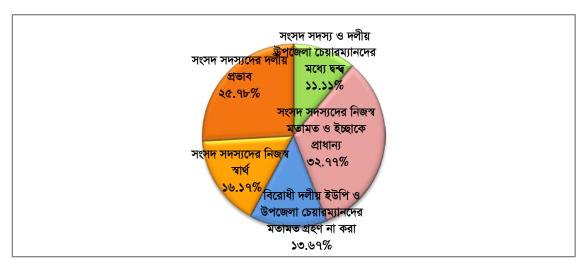
[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮-২০১৯)]

উপরের চিত্রের মাধ্যমে দেখা যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিজ দলীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কিংবা তাদের মনোনীত নিজ দলীয় নেতাকর্মী কর্তৃক প্রদেয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের তালিকাকে বাছাইয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজস্ব ইচ্ছা কিংবা একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করেছেন যা বেশিরভাগ উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতীয়্মান হয়।

৭.৪ সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামত

স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়াকে গবেষণার জন্য নির্বাচিত যে সকল উপজেলা চেয়ারম্যানগণ যথোপযুক্ত বলে মনে করেন নি তাদের মতামত বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যগণের দলীয় প্রভাব, সংসদ সদস্যগণের একক মতামত ও ইচ্ছাকে প্রাধান্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সর্বোপরি বিরোধী দলীয় ইউপি চেয়ারম্যানগণ কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা হতে প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য না দেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মতামত দেন। গবেষণার জন্য নির্বাচিত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানদের অনেকের মতামত হলো, যদিও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সংসদ সদস্য তাদের মতামতকে কখনো গুরুত্ব দেন নি। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

চিত্র-১.৩: সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যানগণের মতামত



উৎস: মাঠ জরিপ, (২০১৮-২০১৯)]

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যদের দলীয় প্রভাব, সংসদ সদস্য ও দলীয় উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করলেও বেশিরভাগ সাবেক ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান সংসদ সদস্যগণের একক সিদ্ধান্ত বা নিজস্ব ইচ্ছার প্রাধান্য দেয়াকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে যথোপযুক্ত না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে মতামত প্রদান করেছেন।

৭.৫ ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামত

স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই কিংবা নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা আছে কিনা এবং ভূমিকা থাকলে উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন এ সম্পর্কে গবেষণার জন্য নির্বাচিত ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে. সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের তালিকা হতে জনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের মনোনীত নিজ দলীয় চেয়ারম্যানদের এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা হতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করেছেন এবং উপজেলা পরিষদের প্রতি মাসিক বৈঠকে প্রকল্প সকল সদস্যদের মতামত না নিয়ে সাংসদগণ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করে থাকেন যা উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল পরিপন্থি বলে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের অনেকেই মতামত প্রদান করেছেন। তবে এলজিইটি আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাংসদগণ বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকলেও এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের দলীয় প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে বলে সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের বেশিরভাগ এ বিষয়ে অভিমত দেন।

ঢাকা-২০ নির্বাচনী এলাকার ধামরাই উপজেলা অর্ক্তুক্ত সোমবাগ, কুল্লা, ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যানগণ বলেন, উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সংসদ সদস্যগণ বেশিরভাগ তাদের আস্থাভাজন দলীয় চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ বিভিন্ন স্থানীয় এলাকার জন্য কতটুক প্রয়োজনীয় তা বিবেচনায় না রেখে সাংসদ তার নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যা কাম্য নয়। তবে ধামরাই উপজেলা সংশ্লিষ্ট নান্নার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বলেন, সংসদ সদস্য তার ইউনিয়নের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ উপজেলার প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জনচাহিদা এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়ার বিধান থাকলেও সংসদ সদস্যগণ তা অনুসরণ করেন নি বলে মতামত প্রদান করেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হলো।

চিত্র-১.৪: সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামত ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিকে উন্নয়ন ৮.১৬%



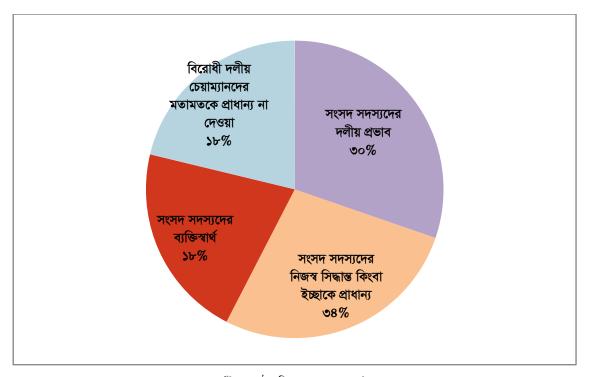
[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮-২০১৯)]

উপরের চিত্রের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সংসদ সদস্যগণ সবসময় জনচাহিদার ভিত্তিকে অনুসরণ না করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজ দলীয় চেয়ারম্যান কিংবা সাংসদদের নিজ দলীয় প্রতিনিধিদের (নেতাকর্মী) দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়া বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের একক সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছার ভিত্তিতে বাছাইয়ের প্রবণতা বিদ্যমান যা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ম্যানুয়াল পরিপন্থি। সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়।

৭.৬ স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামত

গবেষণার জন্য নির্বাচিত যে সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ নয় বলে মতামত প্রদান করেন তাদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যগণের দলীয় প্রভাব, ব্যক্তিস্বার্থ, সংসদ সদস্যদের একক সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার প্রাধান্যের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহ বাছাই, বিরোধী দলের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামতকে প্রাধান্য না দেওয়া ইত্যাদি বলে মতামত প্রদান করেন। সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাংসদগণের ব্যাপক দলীয় প্রভাব রয়েছে বলে সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের অনেকেই এ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

চিত্র-১.৫: সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান্দের মতামত



[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮-২০১৯)]

উপরের চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইউনিয়ন চেয়ারম্যনগণ সংসদ সদস্যদের দলীয় প্রভাব, ব্যক্তিস্বার্থ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত কিংবা একক ইচ্ছাকে প্রকল্প বাছাইয়ে প্রাধান্য দেওয়াকে মূল কারণ বলে অভিমত দিয়েছেন।

৭.৭ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত

স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার জন্য নির্বাচিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মতামতের ভিত্তিতে দেখা যায়, সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসূমহ (এডিপি, টিআর, কাবিখা) উপজেলার মাসিক বৈঠকে প্রকল্প কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদন্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা হতে জনচাহিদা এবং ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করেছেন। তবে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ পরিষদের ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাছাইয়ে প্রাধান্য দিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সংসদ সদস্যগণ নিজের সিদ্ধান্ত কিংবা একক ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। এছাড়া এলজিইডি আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ জনচাহিদার ভিত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তাদের মতামত প্রদান করেছেন।

ঢাকা-২০ নির্বাচনী এলাকার অর্প্তভুক্ত ধামরাই উপজেলার নির্বাহী অফিসার (২০১৭-২০১৯) সাংসদগণ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ জনচাহিদা এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাছাই করেছেন ঠিকই তবে বেশিরভাগ নিজ দলীয় চেয়ারম্যানদের এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাংসদ নিজে যেটা ভালো মনে করে থাকেন তার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করেন। মূলত স্থানীয় (উপজেলা পরিষদের) উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সাংসদ উক্ত বাছাই প্রক্রিয়া ধরন অনুসরণ করে থাকেন। এছাড়া এলজিইডি আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সাংসদ বিভিন্ন ইউনিয়নে সরাসরি খোঁজখবরের মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাছাই করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজ দলীয় নেতাকর্মীদের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে বলে মতামত দেন।

পঞ্চগড়-১ নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে বলেন, সংসদ সদস্য জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় (উপজেলা) পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ যেমন: এডিপি, টিআর, কাবিখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রকল্প কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করেছেন। তবে বেশিরভাগ প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য সরাসরি উপজেলার মাসিক বৈঠকে উপস্থিত থাকতে না পারায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাইয়ে বেশিরভাগ দলীয় চেয়ারম্যানদের নামে প্রদেয় উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা পূর্বে থেকেই টিক দিয়ে রাখেন এবং তার ভিত্তিতে উপজেলার মাসিক বৈঠকে উক্ত বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তার কর্মরত উপজেলা পরিষদে বেশিরভাগ প্রকল্প কমিটির মাসিক বৈঠকে সংসদ সদস্য উপস্থিত না থাকলে সংসদ সদস্যদের মনোনীত দলীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাইয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে যা উক্ত প্রকল্পসমূহের ম্যানুয়াল পরিপত্থি। নিম্নে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

জনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাই
ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহের
বাছাই
সাংসদদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত/ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়ন
প্রকল্পসমূহের বাছাই
ইউনিয়নের সরাসরি ভিজিট/খোঁজখবরের মাধ্যমে
নিজ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের প্রদত্ত তালিকার ভিত্তিতে
বাছাই

চিত্র-১.৬: সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত

[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮-২০১৯)]

চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে জনচাহিদার ভিত্তিতে প্রাধান্য দিলেও বেশিরভাগক্ষেত্রে নিজ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান কিংবা সংসদ সদস্যদের মনোনীত দলীয় নেতাকর্মী কর্তৃক প্রদন্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রকল্প কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত না নিয়ে সংসদ সদস্যগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন যা উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ের ম্যানুয়াল পরিপত্তি।

৭.৮ সংসদ সদস্য কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত

সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে যে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত না হবার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যদের নিজ নির্বাচনী এলাকাসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়নে জনসংখ্যা ও আয়তন অনুসারে সমানুপাতিক হারে প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা, সাংসদগণের দলীয় নেতাকর্মীদের উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ের শ্লেত্রে প্রাধান্য, ইউপি চেয়ারম্যানদের সবসময় প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য না দেওয়া এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের নিজস্ব পছন্দ কিংবা ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া সম্পর্কে মতামত দেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

চিত্র-১.৭: সংসদ সদস্যদেরউন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত



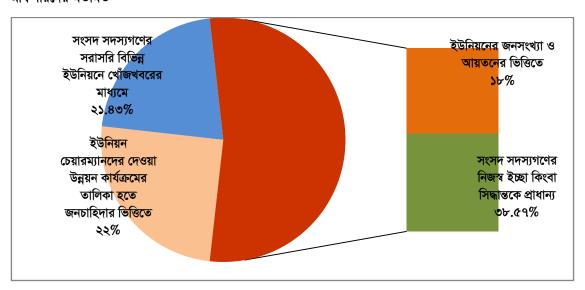
[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮- ২০১৯)]

উপরের চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বেশিরভাগ সংসদ সদস্যগণের একক সিদ্ধান্ত কিংবা নিজের পছন্দমত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই এবং নিজ দলীয় কর্মীদের প্রদেয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের তালিকার প্রাধান্য দেয়াকে অন্যতম কারণ বলে মতামত প্রদান করেন।

৭.৯ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলী অফিসারদের মতামত

সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচনের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলীদের কাছে প্রশ্ন করা হলে সকলেই এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের মতামতের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদের সরকারের বরাদ্দকৃত এডিপি, টিআর এবং কার্বিখা প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা জনচাহিদার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। তবে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলীদের কেউ কেউ উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রকল্প কমিটির সদস্যদের মতামত না নিয়ে সংসদ সদস্যগণ নিজের একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই করেছেন। নিম্নে সাংসদদে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে উপজেলা পিআইও এবং প্রকৌশলী অফিসারদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

চিত্র-১.৮: সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে উপজেলা পিআইও এবং প্রকৌশলী অফিসারদের মতামত



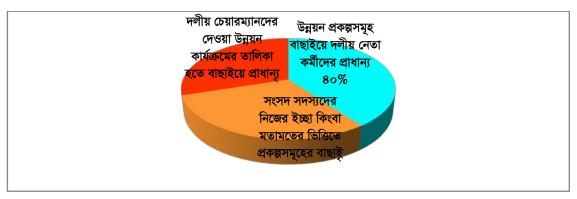
[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮- ২০১৯)]

উপরের চিত্র বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ জনচাহিদা এবং ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিকে অনুসরণ করে থাকলেও বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সাংসদগণ নিজের পছন্দ বা ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন যা উপজেলা পিআইও এবং প্রকৌশলী অফিসারদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়।

৭.১০ স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা পিআইও এবং প্রকৌশলী অফিসারদের মতামত

স্থানীয় পর্যায়ের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত নয় বলে যে সকল উপজেলা পিআইও এবং প্রকৌশলী অফিসারগণের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যদের প্রকল্প বাছাইয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের প্রাধান্য, সাংসদগণের একক সিদ্ধান্ত, দলীয় চেয়ারম্যান কিংবা নেতাকর্মীদের দেয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি বলে অভিমত প্রদান করেছেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

চিত্র-১.৯: সংসদ সদস্যদেরবিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপজেলা পিআইও এবং প্রকৌশলী অফিসারদের মতামত



[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮-২০১৯)]

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ার কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ে নিজ দলীয় চেয়ারম্যাদের প্রদেয় উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা হতে বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক একক সিদ্ধান্ত কিংবা নিজ ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের প্রবণতা বিদ্যমান।

৭.১১ জনগণের মতামত

সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়নে বসবাসরত জনগণের কাছে প্রশ্ন করা হলে বেশিরভাগ জনগণই সংসদ সদস্যদের এ ধরনের ভূমিকা সম্পর্কে জানেন না বলে উত্তর প্রদান করেছেন। বেশিরভাগ জনগণের না জানার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, তারা শুধু সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই কিংবা নির্বাচন সংসদ সদস্যগণ কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ে থাকেন সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত নয় বলে তাদের মতামত দেন। তবে গবেষণার জন্য নির্বাচিত ২টি উপজেলার মোট ১০০ জন জনগণের মধ্যে যে সকল জনগণ সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে জানেন (স্থানীয় নেতাকর্মী, স্থানীয় মাতাব্বর, ইউপি মেম্বার, স্কুল শিক্ষক) তারা উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই কিংবা নির্বাচনের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মতামত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

হাঁ। ১০০% না ৬০.০০% নিরুত্তর ১.০০%

চিত্র-.১০সংসদ সদস্যদেরউন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মতামত

[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮ ২০১৯)]

উপরের চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, গবেষণার জন্য নির্বাচিত মোট ৩০০ জন জনগণের মধ্যে বেশিরভাগ জনগণের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাইয়ে সংসদ সদস্যগণের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আবার জনগণের মধ্যে অনেকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সাংসদগণ কোনো ভূমিকা পালন করেন নি। তবে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যগণের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কেউ কেউ তাদের মতামত প্রদান করেছেন যা মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়।

৭.১২ সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে জনগণের মতামত

গবেষণার জন্য নির্বাচিত নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইউনিয়নে বসবাসরত যে সকল জনগণ (৯%) সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন তাদের মতামত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা হতে জনচাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অনেকক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজ দলীয় প্রতিনিধি কিংবা বিভিন্ন ইউনিয়নের সাংসদদের নিজ দলীয় নেতাকর্মীদের উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকার ভিত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে নিজের একক সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যার ফলে বিরোধী দলীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের এলাকার উন্নয়ন সংসদ সদস্যদের দলীয় চেয়ারম্যানদের এলাকার থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়েছে বলে জনগণের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে তাদের অভিমত প্রদান করেন। নিম্নে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে যে সকল জনগণ এ বিষয়ে জানেন তাদের মতামত চিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হলো।



চিত্র-১১ সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণের ধরন সম্পর্কে জনগণের মতামত

[উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৮-২০১৯)]

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে জনচাহিদার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিয়নের নিজ দলীয় প্রতিনিধিদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ বেশিরভাগ নিজের পছন্দ কিংবা ইচ্ছাকে উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যা চিত্রের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে দেখা যায়, সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রকল্পসমূহের ম্যানুয়াল বিধি অনুসরণ করেছেন। এছাড়া এলজিইডি আওতাধীন উনুয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন ইউনিয়নে সরাসরি খোঁজখবরের মাধ্যমে জনচাহিদার ভিত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ছিল বলে মতামত দেন। উন্নত দেশ হিসেবে মার্কির্ন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের অনেক দেশে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচনি এলাকার উন্নয়ন এমনকি শিল্পকলকারখানা স্থাপনে ভূমিকা রাখেন যা নির্বাচনি এলাকার উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক (মুহিত, ২০০২:৯৯)। বাংলাদেশে সদ্য বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য আেফায়েল আহমেদ বলেন, স্থানীয় সরকারের (উপজেলা পরিষদ) উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা অবশ্যই থাকতে হবে তবে তা যেন স্থানীয় সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন না করে (আহমেদ. ২০০৯:২৭)। বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, ইউএনও, পিআইও, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্প কমিটির বেশিরভাগ সদস্যদের মতামত না নিয়ে নিজের একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন। সংসদ সদস্য কর্তৃক এ ধরনের একক সিন্ধান্তের ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়ার ফলে নিজ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান কিংবা তাদের মনোনীত দলীয় নেতাকর্মীদের দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের তালিকাকে বেশি প্রাধান্য দেন। যে কারণে সংসদ সদস্য কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয় বলে মতামত দেন। সংসদ সদস্য কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় প্রভাব, সংসদ সদস্য ও দলীয় চেয়ারম্যানদের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যানগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে উভয়ের আইনগত ভিত্তি থাকায় অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্ধ বিদ্যমান যা কাম্য নয় (হাবীবুল্লাহ, ২০১৯:৪৬)। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ হোসেন জিল্পর রহমান বলেন, বাংলাদেশে এমপিদের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান কাজ আইন প্রণয়ণ। তবে স্থানীয় উপদেষ্টা হিসেবে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ায় এমপিদের শুধুমাত্র পরামর্শদাতার ভূমিকা থাকতে পারে। কেননা এমপিদের স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সম্পুক্ত হওয়ার অতীত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য সুখকর নয়। বিগত সরকারের আমলে এ ধরনের সম্পুক্ততার ফলে সরকার দলীয় এ২মপিগণ তাদের মনোনীত দলীয় ব্যক্তিদের দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে এক ধরনের 'এমপি সরকার' বা 'এমপি রাজ' গড়ে তোলেন যা প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের যে কেনো ধরনের প্রকল্পের ম্যনুয়াল বিধি যথাযথ অনুসরণের পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সম্পর্ক দ্বন্দের না হয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে হলে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হবে।

৮. উপসংহার

কোনো অনুনত দেশ বা সমাজকে উন্নত করার লক্ষ্যে উনুয়নের ধারা বা পস্থা অবলম্বন করতে হয়। এ পস্থা অবলম্বনের জন্য উন্নয়নশীল দেশের জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জনচাহিদা, ইউনিয়নের আয়তন এবং জনসংখ্যাকে মূল বিবেচক হিসেবে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন এবং সংসদ সদস্য কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে যথোপযুক্ত না হলে তাঁর কারণ সম্পর্কে গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে প্রত্যেক উপজেলার জন্য সরকারের বরাদ্দকৃত বাৎসরিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি), টিআর (টেষ্ট রিলিফ) এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (কাবিখা) প্রকল্পসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিষদের ম্যানুয়াল অনুযায়ী (২০১৩) জনচাহিদা, ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং প্রকল্প বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়ার লিখিত বিধি অনুসরণ করেছেন। সংসদ সদস্য কর্তৃক উক্ত প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ছিল বলে সংসদ সদস্যগণ তাদের মতামত প্রদান করেন। তবে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে গবেষণার জন্য নির্বাচিত সাবেক ও বর্তমান উপজেলা, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভিন্ন মতামত প্রদান করেন। উপজেলা এবং ইউপি চেয়ারম্যানদের মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, সরকারের প্রতিবছর বরাদ্দকৃত উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যেমন: এডিপি, টিআর, কাবিখা ইত্যাদি বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ উপদেষ্টা হিসেবে জনচাহিদা এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিকে বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব না দিয়ে বেশিরভাগ নিজ দলীয় চেয়ারম্যান কিংবা তাদের মনোনীত দলীয় নেতাকর্মীদের প্রদেয় উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে প্রাধান্য দেন। সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প কমিটির বেশিরভাগ সদস্যদের মতামত না নিয়ে নিজের একক সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছাকে প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপিয়ে দিয়ে থাকেন যা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ম্যানুয়াল পরিপন্থি। উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যানদের মতামতের সাথে গবেষণার জন্য নির্বাচিত ইউএনও, পিআইও এবং উপজেলা প্রকৌশলী অফিসারদের মতামতের অনেকাংশে মিল রয়েছে। সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উক্ত প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার ধরন স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয় বলে গবেষণার জন্য নির্বাচিত বেশিরভাগ উত্তরদাতা এ ব্যাপারে অভিমত দেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়ার কারণ হিসেবে সংসদ সদস্যদের দলীয় প্রভাব, সাংসদদের ব্যক্তিস্বার্থ, প্রকল্প কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যদ্যের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে সাংসদদের উপদেষ্টা হিসেবে নিজের মতামতকে প্রাধান্য, কখনো কখনো সংসদ সদস্য ও দলীয় উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্ধ, বিরোধী দলের উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের প্রকল্প বাছাইয়ে প্রাধান্য না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যানগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা পরিষদ) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ায় উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ বিদ্যমান যা সঠিক পন্থা নয়। মূলত: উপজেলা পরিষদের সরকারের বরাদ্দকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যানদের হাতে অর্পণ করা হলেও সাংসদগণ উপজেলা পরিষদ সংশোধন আইন ২০০৯ অনযায়ী পরিষদের উপদেষ্টা ও নির্বাচনি এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ে নিজের একক সিন্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেহেতু উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সাথে আর্থিক বিষয় সম্পৃক্ত এবং তা বিভিন্ন ইউনিয়নের উন্নয়ন বাস্তবায়নের কাজে ব্যয় হয়, তাই উন্নয়ন প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়ার সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা পরিষদ) উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা নয় বরং সংসদ সদস্যদেরকে তাদের বস করা হয়েছে বলে গবেষণার জন্য নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের কেউ কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য করেন।

সুতরাং সার্বিকভাবে এ কথা বলা যায়, সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (এডিপি, টিআর, কাবিখা) বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদের ম্যানুয়াল (২০১৩) অনুযায়ী, জনচাহিদা এবং ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান কিংবা সংসদ সদস্যদের মনোনীত দলীয় নেতাকর্মীদের প্রদেয় উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকাকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প কমিটির বেশিরভাগ সদস্যদের মতামত না নিয়ে নিজের একক সিদ্ধান্ত কিংবা ইচ্ছাকে প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপিয়ে দিয়ে থাকেন যা উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল পরিপত্থি। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার অন্যতম এটি একটি কারণ যা গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাছাই প্রক্রিয়ার যথাযথ নিয়ম অনুসরণ এবং দল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে করা সম্ভব হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

- Alan, I. (1981). Scope and Methods of Political Science, The Dorsey Press, 554.
- Henny, M. (1963). Democracy, Decentralization and Development, Bombay: Asia Publishing House, 26.
- Hye, H. A. (1982). Local Level Planning in Bangladesh, Dhaka, National Institute of Local Government.
- Islam, N. (1989). Decentralization and Upazila System in Bangladesh, Dhaka: NILG, *The Journal of Local Government*, 18(2).
- Jahan, R. (2017). Members of Parliament in Bangladesh, *Legistalive Studies Quarterly*, (1)4. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/ 439502.
- Mario & William, J. (2017). The Concept of Local Development: A Stages Modelof Endogenious Regional Growth, *Journal of Regional Studies*, Retrieved from: https://dio.org/10.111/j.1435-5597.1984.tb00823.
- Munck, R. (1999). Deconstructing Development Discourses: of Impasses, Alternatives and Politics. London: Zed Books
- Musolf, D. & Smith, J. (1979). Legislatures in Development; Dynamics of Change in New and Old States, North Carolina, Duke University Press.
- Norton, P. & Wood, D. (1990). Constituency Service by Members of Parliament: Does it Contribute to a Personal Vote?, *Parliamentary Affairs*, Cambridge: The Oxford University Press.
- Norton. P. (1994). The growth of the Constituency Role of the MP, *Parlimentary Affairs*, 47(4), Retrieved from: http://www.Springer.com.
- Panday, K. (2011). Local Government System in Bangladesh: How Far is it Decentralized? *Journal of Local Self Government*, 3(2), 37-38.

- Rahman, H. Z. (2002). Local Government Issues and Way Forward: Decentralizations in Bangladesh, Dhaka, *Power and Participation Research Centre*.
- Rahman, M. S. (2012). Role of the Members of Parliment in the LocalGovernment of Bangladesh: Views and Perceptions of Grassroots in the Case of Upazila Administrations, USA, *Public Organization Review: A global Journal*, 13(1).
- Sherozzaman, M. (2012). "Panchagarh District". In Islam, S. Ahmed A. (eds.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.) Asiatic Society of Bangladesh, 9-10
- Siddique, N. (1977). Decentralization and Development; Theory and Practice in Bangladesh, Dhaka, University of Dhaka.
- Siddique, N. A. (1977). *Decentralization and Development; Theory and Practice in Bangladesh*, Dhaka, University of Dhaka. 17-18.
- Siddiqui, K. (2002). Local Governance in Bangladesh, Leading Issues and Major Challenges, Dhaka, University Press Limited.
- Stillborn.J. (2012). The Roles of the Members of Parliament in Canada: Are They Changing? Canada, Political and Social Affairs Division.
- The Constitution of the People's Republic of Bangladesh(2011). Dhaka, Ministry of Law and Justice, Government of Bangladesh.
- Uddin, I. (2012). "Dhamrai Upazila". In Islam, S. Ahmed A. (eds.). *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.) Asiatic Society of Bangladesh*, 12-13.
- Westergaard, k. (1996). People's Participation, Local Government and Rural Development: The Case of West Bengal, India, Copenhagen: *Centre for Development Research*.
- অপারেশন ম্যানুয়াল, (২০১৬), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়।
- আহমেদ, তোফায়েল (২০০২), সংস্কার কর্মসূচী: মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার, ঢাকা, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।
- উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল (২০১০), স্থানীয় সরকার বিভাগ ঢাকা: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন (২০১৪-২০১৫), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- সিদ্দিকী, কামাল ও অন্যান্য (২০১৩), উ*পজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল*, ঢাকা: এনআইএজিইডি।
- হাবীবুল্লাহ, মো: (২০০৬), উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমস্যা: একটি পর্যালোচনা, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
- কবীর, সৈয়দা ও হক, মো. (২০০৫), স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা।
- মুহিত, আবুল মাল আবদুল (২০০২)*, জেলায় জেলায় সরকার: স্থানীয় সরকার আইনসমূহের একটি পর্যালোচনা*, ঢাকা, ইউপিএল।

- রহমান, মকসুদুর (২০১৯), বাংলাদেশের স্থানীয় সায়ত্তশাসন (অষ্টম সংস্করণ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড।
- রহমান, মকসুদুর (২০১৩), বাংলাদেশের স্থানীয় সায়ত্তশাসন পঞ্চম সংস্করণ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড।
- রহমান, আনিসুর (২০০৮), *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা, প্রগতি পাবলিশার্স।

গ্রন্থ পর্যালোচনা মোহাম্মদ সেলিম, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমি

জুন ২০২২, মূল্য-২৬০ টাকা পৃষ্ঠা-৩২০,আইএসবিএন নং- ৯৭৮-৯৮৪-০৭-৬১৭৩-৯

মোঃ ইসমাইল হোসাইন

এম. ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রই কোন না কোনভাবে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রসমূহ তার জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। রাষ্ট্রের সাফল্য, উন্নতি, অর্থনৈতিক অর্জন, এমনকি অন্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করে সফল পররাষ্ট্রনীতির ওপর। পররাষ্ট্রনীতি একটি রাষ্ট্রের গৃহীত সেসব বিধি ও কৌশল যা দেশটির জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে এবং নিজ দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে সকল নীতি অনুসরণ করে বা করতে চায় সেগুলোই সেই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে পরিগণিত। পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইনগত সম্পর্ক সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতিই ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলায় ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি সংবিধানে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পাশাপাশি গ্রহণ করেন এক সুষ্ঠু ধারার পররাষ্ট্রনীতি। শুরুতেই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর করা ও বিশ্ব সম্প্রদায় থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে কাজ শুরু করেছিলেন।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দক্ষতা প্রজ্ঞার পাশাপাশি তার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা ছিল প্রশংসনীয়। সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সময় পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এত অল্প সময়ের মধ্যেই নজিরবিহীন কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন। যার বিরল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধু মাত্র নব্দাই দিনের মাথায় বাংলাদেশ থেকে ভারতের সেনা প্রত্যাহার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক সফলতার মাধ্যমে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্বের ১০০ টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৪ সালে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তিমূলক কূটনীতির সুফল হিসেবেই ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ছিল- আত্মর্যাদার পররাষ্ট্রনীতি, সবার সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী, জোটনিরপেক্ষ নীতি, বিদেশী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তকরণের কূটনীতি, কোন রাষ্ট্রের প্রতি অতি নির্ভরশীল না হওয়া, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, মুসলিম ও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন, বৈদেশিক সাহায্য আদায়ের কুটনীতি, উপনিবেশবাদ-বর্ণবাদ- সামাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান, বিশ্বের শোষিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থন দান এবং বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

Corresponding author: মোঃ ইসমাইল হোসাইন, E-mail: ismailhosan52@gmail.com

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদে সংবিধানের সংশোধনী বিষয়ে আলোচনায় কেবলত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অনুচ্ছেদের বিরোধিতাপূর্বক বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীনচিত্তে বলেছিলেন, "we should say that we will have friendly relations with all the countries of the world unless they themselves make us enemies." এই বক্তব্য জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচি ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, "সকল রাষ্ট্রের জন্য বন্ধুত্ব, বিদ্বেষ কারো প্রতি নয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি চিন্তার সাথে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি চিন্তার তফাৎ ছিল। সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হওয়ার কারণে পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুকে অনেকে মার্কিনপছি বলে মনে করতেন। আবার স্বাধীনতার পরে তাঁকে কেউ কেউ 'ভারতপন্থি' বা 'রুশপন্থি' বলে মত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির বস্তুনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই সমস্ত অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৩ বছর ৭ মাসের শাসনামলে রাষ্ট্র পরিচালনায় বর্হিবিশ্বের সাথে কি ধরনের নীতি গ্রহণ করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম রচনা করেছেন "বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি" নামক বই। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি গ্রন্থটি মূলত বাংলা একাডেমি প্রকাশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালার ৬৫ তম গ্রন্থ। এই গ্রন্থমালার লোগো প্রণয়ন করেছেন রফিকুন নবী এবং প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন তারিক সুজাত। গ্রন্থটির লেখক মোহাম্মদ সেলিম ইত:পূর্বে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনার সাথেও যুক্ত ছিলেন।

লেখক গ্রন্থটি ভূমিকা, উপসংহারসহ ৫টি অধ্যায় ও ৩ টি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। এই বইয়ে তথ্য নির্দেশ, গ্রন্থপঞ্জি, ১৫ টি আলোকচিত্র এবং নির্ঘন্ট প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ১৫ টি পরিশিষ্টও যুক্ত করেছেন। যা সামগ্রিকভাবে গ্রন্থের গবেষণামূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যে লেখক বর্ণনা করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশীয় ও বৈশ্বিক বৈরিতা মোকাবেলাপূর্বক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সার্বভৌম সন্তার স্বীকৃতি অর্জন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের সংস্থান করা। এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় আদর্শ ও মর্যাদার ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতির মৌল ভিত্তি নির্মাণে প্রয়াসী হন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতিতে রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাবও অনুভূত হয়। বাস্তব কারণে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিল উন্নয়নমুখী। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালের অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের মুদ্রাক্ষীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ সংকট সৃষ্টি করে। এই প্রতিকূলতা মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অধিক আগ্রহী হন। ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পশ্চিম অভিমুখে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির উপজীব্য হচ্ছে জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ব্যতীত ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট প্রজ্ঞা, মেধা ও দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও চিন্তার নানা দিক তুলে ধরার পাশাপাশি কূটনৈতিক দক্ষতা ও বর্হিদেশীয় সম্পর্কের অজানা ও অনালোচিত দিক তুলে ধরার জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই গ্রন্থে লেখক যা আলোচনা করেছেন তা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ ও পাঠকের ধারণা স্পষ্টকরণে আরও যা কিছু যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল তা উল্লেখ করতেই এই গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

লেখক এই গ্রন্থে প্রতিটি বর্ণনার যে তথ্যসূত্র এবং বইয়ের শেষে যে তথ্য বিবরণী দিয়েছেন তা গ্রন্থটিকে পররাষ্ট্রনীতির তথ্যসূত্র গ্রন্থ হিসেবে উপযোগী করে তুলেছে। এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমার ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে, নতুন তথ্য দিয়েছে, পূর্ব ধারনাকে শক্তিশালী করেছে এবং বৃহৎ আকারে চিন্তার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। কোন দর্শন নীতিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দেশকে উচ্চতার শিখরে নিয়েছেন এ সম্পর্কে যারা প্রকৃত তথ্য জানতে চান তাদের জন্য মোহাম্মদ সেলিম রচিত বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি গ্রন্থটি একটি অসাধারণ ও পছন্দের গ্রন্থ হতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সাথে তাঁর পরবর্তী শাসকদের পররাষ্ট্রনীতির তুলনা করতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী শাসক জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৫(২) অনুচ্ছেদে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী যুক্ত করেন। "রাষ্ট্র ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে দ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।" বলা নিষ্প্রয়োজন, ইসলামি সংহতির নামে জিয়াউর রহমান পাকিস্তান ও সৌদি আরবের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছেন মাত্র। ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনায় বলা যায়, এমন উদ্যোগ জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা শাসকের ক্ষমতা সংহতকরণে অধিক ফলপ্রসু হয়েছে। (পৃ. ১২) এ নীতি বিশ্লেষণে বলা যায় বঙ্গবন্ধু পরবর্তী শাসকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। চীন, সৌদি আরব বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

এই গ্রন্থে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ঐতিহাসিক পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া লেখক এই গ্রন্থে মুখ্য উপাদান হিসেবে নথিপত্র, বিভিন্ন প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, সরকারি সংস্থার পরিসংখ্যান, সরকারি তথ্যবিবরণী, আরকাইভাল রেকর্ডস, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বিতর্ক, ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভা বিতর্ক ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। গৌণ উপাদানের মধ্যে গ্রন্থ, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি উল্লেখ্য।

প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির পটভূমি হিসেবে মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। মোহাম্মদ সেলিম পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় স্বার্থের আলোচনায় বলেছেন, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লক্ষ্য হলো জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। এখানে লেখক পররাষ্ট্র ভাবনা, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় ভাবাদর্শকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া তিনি তার বক্তব্যের যৌক্তিকতায় বিভিন্ন প্রথিতযশা ব্যাক্তিদের বক্তব্য ও রেফারেঙ্গ ব্যবহার করেছেন। যা লেখকের কথাকে অনেক যৌক্তিকতা দিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ৩টি পরিচ্ছেদে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। ভারত সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করলেও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের ভূমিকা সহযোগিতামূলক ছিলনা। যেমন বার্মা, শ্রীলঙ্কা ছিল পাকিস্তানের মিত্র, নেপালের প্রতিক্রিয়াও ইতিবাচক ছিলনা। লেখক মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূমিকা আলোচনা করেছেন যা অন্যান্য গ্রন্থে সচরাচর কম পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশ ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারে প্রথমদিকে কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থা ও নানা বিতর্কের সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সাথে সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে সৈন্য প্রত্যাহার তুরান্বিত করেছিলেন। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা স্বদেশে ফিরে যায়। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি বিরাট কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখা হয়। লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের শহীদ সংখ্যার মতানৈক্য হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য ও প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন। যেখানে প্রকৃত সংখ্যা উঠে আসেনি। সঠিক সংখ্যা উদঘাটন করা গেলে মতানৈক্যের অবসান হবে।

এছাড়া লেখক এই পরিচ্ছেদে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার বিভিন্ন মৈত্রী চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করায় পাঠকের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। যা দ্বারা পাঠক উপকৃত হবেন বলে মনে করি। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, ১৯৭১ পরবর্তী ফারাক্কা বাঁধ, সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের অভিযোগসহ বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দূরত থাকলেও বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুতুপূর্ণ।

লেখক তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশ ভারতের অর্থনৈতিক সম্পকের্র আলোচনায় বলেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর সময়ে দুই দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অধিক আলোচিত পণ্য ছিল পাট। যা স্বর্ণসূত্র নামে পরিচিত। পাকিস্তান আমলের পাট বাণিজ্য নীতি বঙ্গবন্ধু পরিবর্তন করে দেন। লেখক ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্কের চিত্রটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই পরিচ্ছেদে।

লেখকের বর্ণনার সাথে যুক্ত করা যায় যে, বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশাল আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ আজ অনেক ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তর রপ্তানি বাজার। দেখা যায় ভারত বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করলে বাংলাদেশের বাজার অস্থিতিশীল ও উর্ধ্বগামী হয়ে উঠে। বর্তমানে উভয় দেশ একে অপরের স্থল ও জলপথ ব্যবহারের ফলে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যাপক প্রসারিত হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যে তারা বিদ্রোহ বলে থাকেন তা আলোকপাত করেছেন। তিনি Bertrand Russellএর " Why Men Fight" এবং Ted Robert Gurr এর "Why Men Rebel" এই গ্রন্থ দু'টির আলোকে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে ব্যাখা করেছেন।

ইসলামি সহযোগিতা সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু একটি বড় কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করেন। পাকিস্তানের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশকে বিনা স্বীকৃতিতে লাহোরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওআইসি। কিন্তু শেখ মুজিবের অনড় অবস্থানের কারণে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচার না করার শর্তে ১৬ ফব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়।

লেখক এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের নিকট প্রাপ্য পাকিস্তানের সম্পদ ও পাকিস্তানের নিকট প্রাপ্য বাংলাদেশের সম্পদের চিত্র সারণির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যা একটি বিরাট দলিল। মুলত পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সময়ে। বিশ্লেষণে দেখা যায় সামরিক শাসকরা পাকিস্তানের সাথে অধিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা ও বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। গবেষক লিখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মক্ষো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেছেন, 'বিশ্বশান্তির অভিসারী স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। তিনি আরও বলেন, আমাদের দুদেশের জনগণের মধ্যে একতার উদ্ভব হয়েছে, কারণ আমরা উভয় জাতিই সাশ্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করে মুক্তি লাভ করেছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল লক্ষণীয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিদেশি রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি করেছিল। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক সহযোগিতা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের এক উজ্জ্বল স্মারক হলো চট্টগ্রাম বন্দরকে নৌ চলাচলের সম্পূর্ণ উপযোগী করা।

সার্বিকভাবে লেখকের বক্তব্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভারতের পরে বাংলাদেশকে বিদেশি দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সোভিয়েত সম্পর্ক ছিল নিমুমুখী অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। যার প্রমাণ ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করলে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ১৬২ জন নবনির্বাচিত সদস্য এই সামরিক চুক্তির নিন্দা জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেও সোভিয়েত বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এ সম্পর্ক দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। পরবর্তী সামরিক সরকারগণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও আরব দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক গড়তে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে এসব রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০০০ এর দশকে রুশ বাংলাদেশ সম্পর্কে উন্নতি ঘটতে শুরু করে।

লেখক পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহায্য, ঋণ ও অনুদান প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বৈদেশিক সাহায্যের তীব্র চাহিদা সত্ত্বেও সরাসরি মার্কিন সহায়তা গ্রহণ করা হবে কি না তা নিয়ে সরকারের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। শেখ মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। লেখক মনে করেন, শেখ মুজিব সরকারকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ এমন একটি ঘটনা।

লেখকের বক্তব্যের পর্যবেক্ষণে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এমনকি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে মার্কিনীরা ব্যঙ্গ করে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশরে সম্পর্ক ছিল সহযোগিতার সম্পর্ক। বর্তমানে বাংলাদেশ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকের বড় একটি অংশ সরবরাহ করে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি গ্রন্থ পর্যলোচনার সার্বিক মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষনে বলা যায় যে, সঠিক পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশকে যেমন উন্নয়নে সহযোগিতা করে এবং নিরাপত্তা জোরদার করে তেমনি ভুল পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশকে যেমন উন্নয়নে সহযোগিতা করে এবং নিরাপত্তা জোরদার করে তেমনি ভুল পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশকে যুদ্ধ বিগ্রহসহ ধ্বংসের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন ক্যারিশমাটিক নেতা। যার প্রমাণ তাঁর পররাষ্ট্রনীতি। কারণ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ব্যাপক সহয়তা করেছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী আমেরিকা চরম বিরোধিতা করেছে। তা স্বত্বেও বঙ্গবন্ধু কোন একদিকে ঝুঁকে যাননি এবং কোন সামরিক জোটেও জড়িয়ে যাননি। বরং তিনি তার কৌশলের প্রমাণ দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ দেশ ও প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি শুধু নিজের দেশের মানুষের কল্যাণের কথাই ভাবেননি বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের দুঃখ দুর্দশাগ্রন্থ মানুষের কন্ত্র অনুক্তব করতেন। তিনি বলতেন বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত-শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের দলে। বঙ্গবন্ধু ফিলিস্তিন ও আফ্রিকার শোষিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছেন এবং সোচ্চার ছিলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত নবগঠিত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু যেসকল পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং বর্হিবিশ্ব বাংলাদেশের প্রতি যেসব নীতি গ্রহণ করেছিল তা লেখক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, উদাহরণসহ যৌক্তিকতার সাথে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি পড়ে পাঠকরা অনেক উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি। যৌক্তিকতা-স্পষ্টতাসহ নানা গুনে গুনান্বিত হলেও গ্রন্থটির কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। যেহেতু দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ ছিল। গবেষক যদি বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি আলোচনার পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করে তুলনামূলক পার্থক্য উপস্থাপন করতেন তাহলে পাঠকদের জন্য বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব, সুদুর প্রসারি চিন্তাধারা ও কৌশলী নীতি বিচার করা অধিকতর সহজ হতো এবং সমসাময়িক অন্যান্য বিশ্বনেতা ও দেশনায়কদের সাথে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার পার্থক্য উপলব্ধি করা যেতো। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব মৌলিকতা প্রকাশ পেতো।

পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যাতে যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অধিকাংশ দেশের নীতি আলোচিত হতো তাহলে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা আরো অনেক বেশি বেড়ে যেতো। পাঠক এই গ্রন্থের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেত। বইটিতে শুধু বাংলাদেশের সাথে ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অথচ ১৯৭১-৭৪ পর্যন্ত ১২৭ টি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে বিশ্বের অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়েছেন, বিভিন্ন দেশের সাথে নানা ধরনের চুক্তি করেছেন,নানা ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন সেসবের বিস্তারিত বর্ণনা নেই বইটিতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন দেশ শুক্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীতেও যুক্তরাজ্য নানাভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। সেসবের কোন বর্ণনা উল্লেখ করা হয়নি এই গ্রন্থে।

স্বাধীনতার পরে জাপান বাংলাদেশকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু সেসব ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল তারও বর্ণনা যুক্ত করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে রাষ্ট্র প্রধানরা বাংলাদেশে এসেছেন তারও উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, কৌশল ও কূটনীতির বিষয়াবলী স্থান পায়নি বইয়ে। অন্যদিকে বইয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা ও দেশের সহযোগিতার মোট পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঘটনার পেছনের ঘটনা ও বিস্তারিত তথ্য উঠে আসেনি।

সর্বোপরি বলা যায় গ্রন্থটি মূলত বৃহৎ শক্তির সাথে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বই হিসেবে যথার্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর পূর্নাঙ্গ পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বই হওয়ার জন্য উপরে আলোচিত সীমাবদ্ধতা সহ আরো অন্যান্য বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহলে পাঠক সমাজ অনেক বেশি উপকৃত হতো এবং বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জাতির জন্য সংরক্ষণের ভূমিকা পালন করতো। আশা করছি পরবর্তী সংস্করণে লেখক গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতার অবসান করে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবেন।

ড. মোহাম্মদ সেলিম রচিত "বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি" বইয়ে উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা ছাড়া আমার দৃষ্টিতে গ্রন্থটির ব্যাপারে আর তেমন কোন সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়নি। লেখক এই গ্রন্থে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত গবেষণালদ্ধ, যৌক্তিক, বিস্তারিত বর্ণনা, সুস্পষ্ট এবং বিষয়ের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

136

Jagannath University Journal of Social Sciences

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস ISSN 2311-3626

Volume 12 Issue 2 2022-2023



Drivers of Long Run Economic Growth in Bangladesh: An Econometric Scrutiny

Tabassum Zaman

Professor, Department of Economics Jagannath University, Dhaka-1100

Soma Bhattacharjee

Associate Professor, Department of Economics Jagannath University, Dhaka-1100

Abstract: The relationship between macroeconomic variables has achieved importance due to their crisis-prone trends and special implications for the fiscal and monetary policy of an economy. Nevertheless, their concerted effects on the economy are at paucity at this point in the empirical research domain. Accordingly, the study aims to find the impacts of external debt, real effective exchange rate, inflation, and oil price on the economic growth of Bangladesh by using data from 1987 to 2021. It applied ARDL bound test to check the coefficients of the variables for the long run and short run to identify their potential impacts on the economy. Among the variables, the study found that external debt and oil price are significantly impacting on the economic growth of Bangladesh. Specifically, oil price is found to impact economic growth positively in the long run with a coefficient of 0.014%. Though the coefficient value is negligible, the timely fiscal and monetary policy taken by the government may turn the economy insulated to overcome the oil shocks in the world market and signify the resilient nature of the economy. In contrast, external debt is positively related to GDP in the short run while it negatively impacts the long run. The elasticity coefficients of short-run and long-run external debt to GDP in this study are 1.4 % and 1.5 % respectively. Thus, the study accordingly suggests that to avoid experiencing debt overhang, Bangladesh must focus on the efficient management of external debt by channeling it to potential sectors like innovation, infrastructure, and technology.

Key words: Economic growth, External debt, Inflation, Real effective exchange rate, Oil price

1. Introduction

The prime focus of a macroeconomic policy of a country is to ensure a stable increase in economic growth which is measured either by gross domestic product (GDP) or gross national product (GNP) mostly. The per capita GDP is a measure of output per person showing the standard of living of the citizen of a country. A number of variables namely, inflation, exchange

Corresponding author: Tabassum Zaman, E-mail: tabassumzamanjnu@gmail.com

rate, interest rate, foreign direct investment, household consumption etc., are the major influencing variables of GDP. Considering the recent turmoil in the world economy,

particularly, with respect to COVID-19, supply chain problems, Russia-Ukraine war etc., some particular macroeconomic variables gained importance. Among them external debt, exchange rate, inflation, oil price etc., are coming into lime light recently.

External debt (ED) may represent a nonlinear impact on economic growth. Though at a low level of indebtedness, a proportionate increase in external public debt to GDP may increase GDP growth, a high level of indebtedness may upset economic growth. Reinhart and Rogoff (2010) argued that for advanced and emerging countries the relationship between public debt and growth is weak at levels of public debt to GDP ratio lower than 90%, but it is negative for ratios greater than 90%. Caner, Grennes and Koehler-Geib (2010) similarly explored the critical level for the time period of 1980-2008, where an increase in average public debt ratio to GDP results a decrease in the average annual growth for both developed and developing countries.

Inflation is another crucial factor which bares multiple economic consequences. It is widely believed that moderate and stable inflation rates promote the development process of a country, and hence economic growth (BB, 2005). A rise in inflation means a rise in the price level of goods and services and thus causes the deterioration in purchasing power of money. This decline in value of money affects the growth of an economy. Higher inflationresults high interest rate which leads to decrease in economic growth of a country by raising the cost of investment (Kibria et. al., 2014).

The role of oil as a factor of production is undoubtedly significant for the oil importing countries in particular. Due to the controversial roles of alternate sources of renewable energy such as solar, water and nuclear power, oil dominates a vast share of the world's market. Consequently, oil price shocks might have considerable macroeconomic significances for both importing and exporting countries. For the former it can be more challenging when the oil price becomes volatile in the international market. As oil is a major determinant of production cost, fluctuations in oil prices affect production costs, heating bills and transportation costs. This further creates uncertainty about the future of the world economy. This may instigate the investors delay their production decisions and transfer labor and capital from intensive petroleum sectors to non-intensive petroleum sectors (Sill, 2007). In contrast the later countries massively depend on oil revenues. A rise in prices means increasing the amount of money available for financing the development projects. The oil price fluctuations thus considerably alter the monetary and fiscal policies (Saddiqui et al., 2018). However, the oil price volatility, makes the financial and real aggregates more uncertain specifically for the case of imperfect capital markets (Hausmann & Rigobon, 2003). On the contrary, the falling oil price may generate a massive budget deficit since it becomes difficult for the government to cut their expenditures immediately (Abdelsalam, 2020). Though literature predicts that both importing and exporting countries are sensitive to oil prices, the risk factors are more acute for the oil importing countries. Thus analyzing and predicting the response of gross domestic product (GDP) to oil price changes in an oil importing country is critical at this moment.

Real exchange rate influences foreign trade and economic growth. It is obvious that the change in real exchange rate (either appreciation or depreciation) influences economic output widely. Exchange rate and interest rate remain important topics of discourse in the international finance with more economies approving trade liberalization as essential for economic growth particularly for developing countries (Obansa et al., 2013).

It is observed that different macroeconomic phenomenon influences economic performance of a nation differently. The magnitude and direction of the influence varies depending on particular economy. Inspired by their multiple impacts, this study attempts to travel through the impacts of macroeconomic variables on economic growth of Bangladesh. The role of various macroeconomic factors on economic growth has been explored by many studies with various combinations in the literature. However, this study is emphatic on particular factors which are more prone to economic crisis namely external debt service (EDS), real effective exchange rate (REER), oil price (OP) and inflation (INF). Considering their uncertainty during the last few economic crises in the world, the study opted to fill this gap in the literature where this combination of variables and their concerted effects on economy is missing.

The general objective of the study is to explore the impacts of particular macroeconomic variables on economic growth in Bangladesh. The specific objectives are to explore the effects of EDS, REER, INF and OP on GDP of Bangladesh separately. This paper is organized consecutively with literature survey, methodology and model specifications, empirical findings and discussion and finally, conclusions with relevant policy prescriptions.

2. Literature Survey

Economic growth measured by GDP is influenced by cross cutting factors across the world. Economic achievements are mandatory for both developed and developing countries. Sustainable economic growth is influenced by numerous factors which either stimulate economic growth positively or negatively. They include external debt, inflation, foreign direct investment, capital, oil price, real effective exchange rate, foreign reserve, trade, labor force, domestic investment, population, and institutions. Among them the variables more inclined to fluctuations in the international markets are focused by the study. Accordingly, the study is eclectic among external debt service, inflation, real effective exchange rate and oil price.

Empirical facts reveal that external debt (ED) deters economic growth due to limited information on structure, nature and scale of debts in meeting debt burdens(Were,2001). The consequence was further reasoned by others that high debt service results not only unsustainable balance of payment but also huge budget deficit (Onyekwelu& Ugwuanyi, 2014; Fosu,1999). Thus external debt was found to be linked negatively with economic progress of a country. Though a good number of studies show a negative relationship between external debt and

growth, the opposite finding was also evident. Saifuddin (2016) found an indirect positive effect on growth analyzing public debt combined with domestic debt. So the debate on the effects of external debt on economic growth remains unresolved because of inconsistencies in the results of extant studies.

In this vein the underlying factors of external debt was identified by some studies. As per Vighneswara (2015),it is found that gross fixed capital formation, final consumption expenditure, and trade openness are responsible to increase debt. In a different study Waheed (2017) investigated the macroeconomic factors of external debt in 12 oil and gas exporting and 12 oil and gas importing countries for the period 2004–2013. The findings for the exporting countries revealed that economic growth, foreign exchange reserves, price of oil, and domestic investment reduce external debt, whereas current account deficit and inflation increase external debt. Beyene and Kotosz (2020) applied the auto regressive distributed lag model to a data set covering the period 1981–2016. The results identified that saving–investment gap, trade deficit, fiscal deficit, and debt servicing increase external debt. On the other hand, growth rate of GDP, trade openness, and inflation were revealed to decrease external debt.

To link the foreign debt to economic crisis debt transformation rate was investigated. This rate explains the degree of health of an economy. When the debt transformation rate is low a rise in debt ratio over a certain threshold may deter economic growth and it can even result economic crisis. On the contrary a high debt transformation may accentuate economic growth (Changyonget al., 2012).

Since inflation bares multiple economic consequences, most of the countries in the world target a stable and sustained economic growth with low inflation (Ayyoub, Chaudhry & Farooq, 2011). Inflation causes a simultaneous deterioration in the value of money and purchasing power and thus the standard of living of the citizens of a country. This loss in value of money activated by inflation, influences the economic performances. Inflation interest tradeoff means a rise in inflation is associated to increase in interest rate and accordingly increase in cost of investment is a byproduct of it. These may decrease the growth of GDP (Kibria, et. al, 2014). Inflation was also researched how it interplays with other host of factors such as exchange rate, and foreign direct investment (FDI) to impact on GDP growth (Kibria, et. al, 2014). The researchers obtained through multiple regression analysis, that GDP growth is significantly affected by inflation, interest rate, exchange rate and FDI. It was also evident from the research work that, except FDI all the variables represented negative coefficients with GDP growth. A study by Semuel and Nurina (2015) explored the impacts of inflation, interest rate, and exchange rate on GDP and revealed that inflation was significantly and exchange rate was insignificantly linked with GDP.

In the wake of uncertainties the central banks across the world must take necessary policy to curb inflation and ensure sustainable output growth in the economy. In the face of multiple disruptions- the wave of COVID-19 since early 2020 to energy crisis of 2022, to devastating impacts of climate change to the war of Ukraine and the real estate crisis in China, inflation is

responding to its utmost scale due to supply-side bottlenecks and fiscal policies nurtured by socio-political contentions both within and between countries (Aglietta&Khanniche, 2022).

The oil price and economic growth relationship has been cultivated by many researchers after the pioneering work of Hamilton (1983) who established a negative association between oil price and real national product. In the later work it became obvious that oil price fluctuations considerably effect individual's welfare across the country (Mgbame et al., 2015). Other works however illustrated the role of economic policies in shaping the effects of oil price on economic growth (Vespignani et al., 2019; Gershon et al., 2019). It was also observed by Odhiambo (2020) that the actual impact of oil price on economic output varies for different samples for different contexts.

Some studies argue that oil price increases lead to enhancing the level of income and consequently instigates both investment and consumption, which converts to higher levels of GDP growth (Akpan, 2009; Foudeh,2017; Jahangir & Dural, 2018). However, other dimension of the empirical studies portrays a negative effect of oil price changes on GDP growth, for the importing countries where the oil price is considered as one of the crucial factors of production (Arouri & Nguyen, 2010; Filis et al., 2011; Murshed & Tanha, 2020; Rahman & Majumder,2020). This view is explicated by the fact that, a rise in world oil prices dampens the incomes for oil-importing countries which relies on the degree of oil price elasticity and the persistent change in the oil price (Ghalayini, 2011).

To identify how the oil prices respond during crisis, authors applied in a study the West Texas Intermediate (WTI) crude oil prices and Cleveland financial stress index for the period 1991–2014 for the samples into pre-crisis, in-crisis, and post-crisis periods due to the downward trend in oil price in 2008. The volatility model estimations indicate that oil prices and financial stress index are dominated by long-run volatility. The volatility spillover causality test supports evidence on risk transfer from oil prices to financial stress before the crisis and from financial stress to oil prices after the crisis. The impulse response analysis elaborates that the volatility transmission form has similar dynamics before and after the crisis and is characterized by higher and long-lived effects during the crisis (Nazlioglu, Soytas, & Gupta, 2015).

Through the channel of exchange rate volatility on the profitability of international trade and investment, exchange rate may impact on economic growth. The Balassa-Samuelson effect posits that a country may have an overvalued currency relative to its trading partners which has relatively high productivity in its traded goods sector, compared to its non-traded goods sector. Additionally, if the productivity growth in the home country's tradable sector is greater than its trading partners over time, an appreciation of its real effective exchange rate (REER) may be ensured(MacDonald, 2000). Another observation by Dimitris and Christopoulos (2004) scrutinized the currency devaluation output growth connection for eleven Asian countries. The research findings suggested that, in the long run, five out of eleven countries will experience the negative impact of depreciation on output growth while for three countries -Indonesia,

Myanmar and the Philippines— depreciation will expand growth prospects. Rajen (1997) investigated the nature of links between India's real exchange rates, export volume and world GDP and OECD GDP growth. The study unfolded that, strategically, India would benefit from a managed export growth rather than an export growth that was stimulated by real exchange rate depreciation, since this might have negative effects on the Indian economy.

David and Guillermo (2005) examined the effects of currency crisis on 28 countries. The results found that the real exchange rate was highly correlated with the intensity of economic growth which dropped during periods with currency crisis. Justin et al. (2005) investigated 180 countries to establish the relationship between exchange rate regimes and GDP growth. The results directed that the growth was supported by stable currency-value regimes. Substantial asymmetric effects were obvious for the case of non- industrialized country growth rates.

The macroeconomic perspective of Bangladesh can be portrayed with the view of external debt, inflation, oil price, real effective exchange rate aspects.

External debt and Debt service payment have shown a negative and significant effect on GDP growth of Bangladesh. A unidirectional causal relationship between external debt and economic growth is found by a study. Empirical evidence showed that in the long run, GDP will be decreased by 0.14 percent, in response to a 1 percent increase in external debt (Sultana et al, 2020). Recently Bangladesh Bank disclosed that, the country's total debt from foreign sources stood at \$81.57 billion in the financial year 2020–21, up from \$45.81 billion in 2016–17. Economists viewed that the rise in external liabilities, comprising principal and interest amounts, would eat up a major portion of the country's income (Rahman, 2023). The debt servicing concern has been echoed in Bangladesh from many corners. Debt service to revenue ratio during the FY 2019-2020, speeded to 81 percent, which was 56 percent in the prepandemic year in the country. This simply implies a less availability of resources for development and other priority expenditures, specifically those required for post-pandemic economic retrieval. This will keep our public finance at stake and thus resource availability for the essential sectors-health, education or public investment might be dedicated to interest payments (Jahan, 2022).

Research has shown the existence of a statistically significant long run positive relationship between inflation and economic growth in Bangladesh (Majumder, 2016). But the investigation on inflation during pandemic in Bangladesh resulted increasing volatility in prices which differs by rural and urban areas. The adverse price effects on transport and communication, and medical care and health expenses during the recent economic crisis-COVID-19 is found in Bangladesh which demands for price stabilizing regulations to handle the crisis-sensitive economic sectors (Chowdhuri, 2021).

The causal relationship between oil price consumption and economic growth in Bangladesh was evident by a study using a time series for the period of 1980-2015. The study findings suggest that appropriate energy policy to curb down the constraints regarding oil consumption to ensure

stable economic growth should be pursued to hit the broader target of reaching the Middle-Income status by 2021 (Rahman et al, 2018). While unwarranted geo-political situations and post-Covid economic uncertainties are responsible for crude oil prices' instability in the country recently. The power generation capacity of the country is largely dependent upon imported oil and gas. The dramatic rises in their prices in the international market since 2022 is resulting unavoidable impacts on the economy (Robin, 2022).

Exchange rate misalignment in both the case of overvaluation and undervaluation is considered as harmful for economic performances. In 2020, REER overvaluation was around 5% and in 2021 it was 7%. Although actual REER is continuously appreciating and stood at 115.76 in December 2021, the study finds that considering economic fundamentals Bangladeshi taka is slightly overvalued. Overvaluation in REER was somewhat compensated by the improvement in economic fundamentals such as productivity differential of Bangladesh during the pandemic (Siddique & Hossain, 2022)

3. Methods and Materials

3.1 Datasources

Annual time-series data from 1987 to 2021 are used in this study. The World Bank's World Development Indicators, Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations and United States Energy Information Administration and *Bruegel* data (2023) are used to compile the data. This research uses ARDL analysis to assess the effect of EDS, INF, OP and REER on growth rate of GDP in Bangladesh between 1987 and 2021. The variables are detailed in the following table at a glance.

Abbreviation	Variable name	Unit	Source
GRGDP	Growth rate of real GDP	annual %	WDI (2023)
EDS	External debt service	% of GNI	WDI (2023)
INF	Inflation, consumer prices	annual %	WDI (2023)
OP	Oil price	Dollars per Barrel	U.S. Energy Information Administration (2023)
REER	Real effective exchange rate	Rate	Bruegel (2023)

Table 1: Variable name and definitions

For econometric analysis, to check the stationarity of the data series, this study has done the unit root tests. Then to see the existence of the long run and short run relationship among the variables this study applies the ARDL modelling approach. Finally, to check the robustness of the study several diagnostic tests have been done. Econometric analysis of this study is done by using EViews 10 software.

3.2 Modelspecification

The general model for this study can be written as follows:

$$GRGDP_t = \beta_0 + \beta_1 EDS_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 OP_t + \beta_4 REER_t + \beta_5 GRGDP_{t-1} + \varepsilon_t$$
 (1)

Where GRGDP is the growth rate of real GDP which is a proxy of real output growth, EDS is the external debt service (% of GNI), INF is the Inflation, consumer prices (annual %), OP is the oil price and REER is the real effective exchange rate, and ε_t is the error term.

3.3 Econometric methodology

3.3.1 Test of unit root

A variety of powerful tool can be used in time series data to test the existence of stationarity. In this regard this research applies Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. The test is administered for both level and differenced data.

3.3.2 Selection of time lag

Before the formation of the time series model, an essential initial step is the selection of the lag order of the series. The optimum lag order selection can be done by using the minimum information criterion, such as sequential modified LR test statistic, Final prediction error (FPE), Akaike information criterion (AIC), Schwarz information criterion (SCC), Hannan-Quinn information criterion (HOC).

3.3.3 Cointegration test/ bound testing

Co-integration test is used to detect the presence of long run relationship between variables. Different co-integration techniques can be used to determine the long run relationship between time series data. There are different co-integration methods are available such as Engle and Granger (1987) test which is based on residual, Johansen (1991), the Johansen (1995) and Johansen and Juselius (1990) tests which are based on the maximum likelihood methods. Having limits with those models, nowadays, the ordinary least square (OLS) based ARDL model turned into the most popular approach among investigators (Qamruzzaman& Wei, 2018). Another benefit of ARDL model is that it can be used even when the variables are integrated in I(0) or I(1) (Pesaran, Shin & Smith,2001). Additionally, in ARDL approach a dynamic error correction model (ECM) can be found by using linear transformation (Banerjee et al., 1993).

3.4 Theestimation of the model using ARDL approach

This research uses the ARDL model because it has the following advantages over other cointegration models. Firstly, the ARDL model outperforms other models in terms of sample size, which can be as small as 30 to 80 observations (Ghatak &Siddiki, 2001). Secondly, it does not matter whether the basic variable is integrated in a different order or a mixture of both, the ARDL method can be used. Thirdly, when the lags are appropriate for the ARDL model then the model is correct for serial correlation. Finally, by using the ARDL model, the long run and short run co-integration relationship can be estimated with unbiased result (Pesaran et al, 2001).

The following equation is the ARDL representation of equation (1):

$$\Delta GRGDP_{t} = \alpha_{0} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{1i} \Delta EDS_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{2i} \Delta INF_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{3i} \Delta OP_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{4i} \Delta REER_{t-i}$$

Here Δ represents difference operator, α_0 is a constant, $\alpha_{i1} - \alpha_{i5}$ and $\sigma_{i1} - \sigma_{i5}$, are coefficients and e_{1t} is error term.

The null hypothesis that there is no co-integration (equation (3)) against the alternative hypothesis that there is co-integration among the variables (equation (4)) in the model of equation (2) can be tested by using following equations:

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4 = \sigma_5 = 0$$
 (3)

$$H_0 \neq \sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3 \neq \sigma_4 \neq \sigma_5 \neq 0 \tag{4}$$

Here the null hypothesis in equation (3) indicates that there are no long run relationships among the variables. The calculated value of F statistics will be compared with the upper and lower bound critical values. Here the decision rule is i) if this calculated value of F statistics is greater than the upper bound value, the null hypothesis is rejected; ii) if this calculated value of F statistics is less than the lower bound value, the null hypothesis cannot be rejected; and iii) if this calculated value of F statistics is in between the upper bound and the lower bound value, the test result would be inconclusive (Pesaran et al, 2001).

If the variables in equation (2) are co-integrated, then the following ECM can be estimated by using equation (2):

$$\Delta GRGDP_{t} = \alpha_{0} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{1i} \Delta EDS_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{2i} \Delta INF_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{3i} \Delta OP_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \alpha_{4i} \Delta REER_{t-i} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{5i} \Delta GRGDP_{t-i} + \xi_{1}ECM_{t-1} + e_{t}$$
(5)

In equation (5), ECM_{t-1}is one period lag error correction term. The coefficient of the ECM_{t-1}is represented by ξ which is known as the speed of adjustment parameter. This parameter measures the speed of adjustment each period toward equilibrium after a shock. If the sign of this parameter is negative and statistically significant, then this result will again confirm the presence of a co-integration relationship. The short-run dynamics of the estimated relationship can be found from equation (5).

3.5 The Diagnostic Tests

Several econometric tests such as heteroscedasticity, serial correlation, normality and stability should be done for the application of the estimates of a model for economic analysis (Greene,

2008; Gujarati & Sangeetha, 2007). All those econometrics tests are done in this research to test the desired econometric properties of the model as well as the structural stability of the model.

4. Empirical Results

4.1Unit root test

To estimate the time series models, the first step is to test the stationarity of the variables. If the variables are not stationary at levels, then it is necessary to make the series stationary by taking appropriate differences of the series (Gujarati, 2003). To test the unit root of data this research uses the ADF test. For both of those tests, the null hypothesis is that the series has unit root, where the alternative hypothesis is that the series has no unit root.

		ADF	
Variable	Levels	1 st differences	Order of integration
EDS	-0.6808***	-2.8308***	I(0)
GRGDP	-0.5442**	-1.5770***	I(0)
INF	-0.7145***	-1.8956***	I(0)
OP	-0.1244	-0.9998***	I(1)
REER	-0.0059	-0.6185***	I(1)

Table 2: Result of unit root tests

Note: *** represents significant at 1% level, ** represents significant at 5% level, * represents significant at 10% level

The results of table 2 show that the variables are integrated of both order zero I(0) and order one I(1) and no variables are integrated in order two I(2). The subsequent step of this study is to perform ARDL bound test approach to investigate the existence of co-integrating relationship among the variables.

4.2 The Bounds Test

The ARDL bounds test approach examines the long-run co-integrating relationship among GRGDP, EDS, INF, OP and REER of Bangladesh by using equation (2). Here the null hypothesis that is tested is there is no co-integration (equation (3)) against the alternative hypothesis is there is co-integration (equation (4)) among the variables. Table 3 shows the co-integration results of ARDL bounds tests.

Lag length		F-statistic		
ARDL (1, 1, 0, 0, 0)		7.539087		
		Critical Values		
Level of Significance	Number of variable (k) and sample size (n)	Lower bound	Upper bound	
	k = 4, n = 1000			
10%		2.45	3.52	
5%		2.86	4.01	

Table 3: Bound test

1%		3.74	5.06
	k = 4, n = 35		
10%		2.696	3.898
5%		3.276	4.63
1%		4.59	6.368
	k = 4, n = 30		
10%		2.752	3.994
5%		3.354	4.774
1%		4.768	6.67

Note: k is the number of independent variable number in equation (1).

Results in table 3 shows that the calculated F-statistic is greater than the upper bound value at the 1%, 5% and 10% level of significance for both asymptotic (n=1000) and finite Sample (n=35 or n=30). The results reject the null hypothesis and indicate that there is a significant cointegrating relationship among the variables. Specifically, the results confirm that over the study period the GRGDP, EDS, INF, OP and REER have long run relationship.

4.3 Long Run Estimation

The LR relationship among the variables is analyzed by applying the ARDL model stated in equation (2). Here, the lag structure of the ARDL model is selected by the AIC. The ARDL (1, 1, 0, 0, 0) model shows the optimal number of lags of each variable. The LR results of the model are represented in table 4. The estimated value of R-square is 0.69 which indicates that 69 % variation in GRGDP has been explained by EDS, INF, OP and REER. The value of F-statistics (10.20455) with zero probability strongly supports the statistical significance of the model. The estimated LR coefficients of the ARDL model are reported in Table 4.

Table 4: ARDL estimations for long-run coefficient for the period 1987 – 2021

	Dependent variable: GRGDP				
Constant	EDS	INF	OP	REER	
6.051035	-1.534403	-0.070446	0.014331	0.004056	
(3.819099)***	(-2.623685)***	(-0.086773)	$(2.065981)^{**}$	(0.551133)	
	$R^2 = 0.693972$				
	Adjusted $R^2 = 0.625966$				
	F -stat. = 10.20455^{***}				

Note: The number inside the parenthesis is the value of the t-ratio

***, ** and * represent significant at 1%, 5%, and 10% level respectively.

The results of table 4 indicate that EDS is statistically significant in influencing GRGDP at the 1% level of significance. The estimated coefficient of EDS shows that 1% increase of EDS will lead to 1.53% decrease in GRGDP in the LR ceteris paribus. This implies that for Bangladesh there is a negative relationship between GRGDP and EDS in the LR. On the other hand, OP has positive significant influence on GRGDP in the LR. The INF has negative and REER have

positive but insignificant influence on GRGDP in the LR. Moreover, the constant is statistically significant in LR.

4.4 Analysis of Short-Run Dynamics

Equation (5) helps to estimate the SR coefficients. Moreover, equation (5) also provides the estimated value of ECT which indicates the speed of adjustment by which in this model the SR dynamics converge to the equilibrium path in LR.

The estimated ECM is represented in table 5. In table 5 all of the coefficients are significant. In SR, EDS has positive significant effect on GRGDP.

Dependent variable: D(GRGDP)			
Regressors	ARDL (1, 1, 0, 0, 0)		
С	6.051035*** (6.685255)		
D(EDS)	1.396110** (2.567521)		
ECT(-1)	-0.903952*** (-6.578749)		
R^2	0.718891		
Adjusted R ²	0.700754		
F-stat.	39.63867***		

Table 5: Error correction regression

Note: The number inside the parenthesis is the value of the t-ratio

A stable LR relationship could also be proved further by a highly significant ECT (Banerjee, Dolado& Mestre, 1998). In this study, the estimated value of the coefficient of error correction term is -0.903952. This ECT is highly statistically significant with appropriate sign which indicates a 0.90% speed of convergence to the equilibrium after shock. More specifically, the ECT suggests that the deviation from the LR, GRGDP path is corrected by 0.90% over the following year after shock. The ARDL model of error correction regression fits well because here the value of R² is 0.72 which indicates that the explanatory variables of the model can explain 72% variation of GRGDP.

4.5 Diagnostic Testing

Various diagnostic tests results are represented in table 6. To check the heteroscedasticity and serial correlation of the residuals, this study uses Breusch-Pagan-Godfrey test and Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test respectively. The P-value of these tests is greater than 5% which indicate that the model has no heteroscedasticity and serial correlation problem. To test normality this study uses the Jarque-Bera test. The P-value of the Jarque-Bera tests is also greater than 5 percent which indicates the normal distribution of the residual. Additionally, the Ramsey RESET test is used in this study to test the appropriate functional form of the study. The P- values is 0.6080 which indicates that the models are well specified.

^{***, **} and * represent significant at 1%, 5%, and 10% level respectively.

Table 6: Diagnostic testing

Test	Normality	Ramsey RESET	Serial Correlation	Heteroskedasticity Test
Value of Jarque- bera	0.244450			
F-statistic		0.269648	0.648947	0.942299
Prob. F		0.6080	0.4278	0.4816
Obs*R ²			0.827957	5.886882
Prob. Chi-Square			0.3629	0.4360
p-value	0.884848			

Source: Author's calculations.

4.6 Stability Test

To test the stability of the model this study uses the Cumulative Sum of Recursive Residuals (CUSUM) and Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ). The test results of the CUSUM and CUSUMQ are shown in figure 2 and figure 3 respectively.

Figure 2: Cumulative sum of recursive residuals (GRGDP)

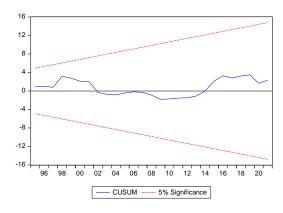
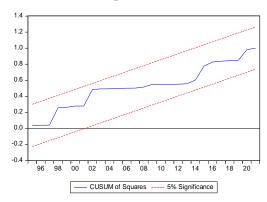


Figure 3: Cumulative sum of squares of recursive residuals (GRGDP)



The null hypothesis of the stability of the parameters cannot be rejected if both the plot of CUSUM and CUSUM of squares stay within the 5% critical bounds. Figures 2 and 3 show that both lines are in between 5% critical bounds which indicate the absence of any instability of the coefficients during the study period. From the above tests it can be said that the models have desired econometric properties and the models are structurally stable.

5. Discussion

A long run effects through the short run lens of EDS, INF, REER and OP on GDP were observed with the help of the ARDL bound test in this study. The short run and long run findings of the study interpret that the EDS is positively related to GDP in the short run but it shows a negative impact in the long run. The elasticity coefficient of short run external debt to GDP in this study is 1.39 % whereas for the long term it is 1.53 %. A similar study triangulated this study findings by identifying a positive relationship between short term ED and economic growth along with a negative relationship between them in the long run for the Asian developing countries. The sensitivity is that a 1 percent increase in short-term ED, results in economic growth by 5 percent(Wadood, Abbas & Nilofar, 2020). Another study also evidenced a positive effect of short-term ED on economic growth (Butts et al., 2012). On the contrary, the negative impact of ED to economic growth can be justified by the concept of debt overhang hypothesis. It delineates that, as ED increases, paying back the debt ultimately becomes unmanageable and the country will face crisis after a certain threshold is touched. A shrinking economy, may become unable to use its resources and may reach a deadlock. Accordingly, to avoid experiencing debt overhang, Bangladesh must not establish its economic growth on ED alone but, on an efficient use of its own resources.

The othervariables namely INF and REER showed no significant relationship with GDP both in the long run and short run period. Among them INF is found to be related to GDP negatively in the long run. It shows when inflation increases by 1%, economic growth decreases by .07 % in Bangladesh. This can be validated by a study on Vietnam where the threshold between inflation and GDP growth rate was explored. Tracked by a nonlinear relationship with GDP growth, the study confirmed the existence of the threshold at 6 per cent inflation point, and the negative impacts on GDP growth of hyperinflation above the threshold and too low inflation beyond the threshold (Tien, 2021). The underlying negative relationship found under this study can be reasoned by the relationship between INF and terms of trade. When inflation increases terms of trade decreases and vice versa. Thus a high rate of inflation may turn to be detrimental to economic growth by upsetting its trade potentials (Ahmad, 2022).

In contrast, with mere coefficient value the OP is found to impact the GDP of Bangladesh positively and significantly in the long run. It shows a 1 % increase in oil price will increase the GDP of the economy by 0.014 %. Though for a developing country the relationship may seem impractical, studies found that the link between oil price and economic performance is not identical over various business cycles and levels of oil price (Kilian & Vigfusson, 2011; Das et

al., 2018). AccordingyOlomola and Adejumo in 2006 and Oriakhi and Osaze in 2013 have established a positive relationship between oil price and economic growth in the situation of Nigeria. Similarly, Hamilton (2003) also indicated that oil price changes may have a positive impact on economic activities rather than negative impacts.

To validate further the effects of the oil price on economic growth, it has been calculated by taking the product of the effect of oil prices on the channel variables and the effect of channel variables on economic growth in a study. The study results unfolded that there remains a mixed impact of oil price on economic growth. It explicated that an increase in the oil price positively affects economic growth only through the interest rate. It indicates, a one percent increase in oil price increases economic growth by 0.000139 percent through the interest rate channel. A higher oil price reduces interest and a lower interest rate accelerates economic growth by encouraging investments (Deyshappriya et al, 2023).

A further study explored a non-responsiveness to oil supply shock to delineate the structural transformation of the Japanese economy. The study explains that the prominence of global demand shocks and oil market specific speculative shocks are detected as the principal stimulants of the macroeconomic aggregates. Both real GDP and investments are significantly and positively influenced by these. Moreover, this research has reconfirmed the insulated nature of the Japanese economy as the consumptions have been left unresponsive to any category of external shock (Rahman & Zoundi, 2018). The above studies justifies to some extent why economic growth of Bangladesh can be positively related to the oil price in the world while Bangladesh showed the capacity of resilience to many internal and external shocks for the last few decades.

Additionally, the real exchange rate is a measure of international competitiveness and thus identifies inflation and currency effects, relative costs and price expresses in common currency (Azid et al., 2005). What is crucial is that it should not be allowed to exceed the equilibrium level which may favor massive importation of goods at the expense of export and thus eventually hurt economic output (Akinbobola&Oyetayo, 2010). Thus, real effective exchange rate is favorable to increase within its threshold limit to influence economic growth positively. Similar other studies found that output growth would be promoted if real exchange rate is allowed to operate through aggregate supply channels and not aggregate demand (Thapa, 2002;Tyers et al., 2006).

The most important study findings are, external debt service and inflation decreases GDP growth in the long run where as real exchange rate and oil price increases GDP in the log run. Among them the result showed the impact is significant for only external debt and oil price in the long run. Therefore, it can be stated that, both external debt and oil price should be given upper hand by the policy makers to reduce the burden on the economy and sustain the economy respectively.

6. Conclusion and Recommendations

The long-term relationship between specific macroeconomic variables and economic growth in Bangladesh has been explored by this study for the period of 1987 to 2021. For a particular focus on crisis-prone macroeconomic variables this study identified the effects of EDS, INF, REER and OP on economic growth of Bangladesh. The data related to all the variables has been collected from World Bank database. The study used GDP growth rate as the dependent variable while external debt, inflation rate, real effective exchange rate and oil price have been used as the independent variables. Since the prerequisite for the ARDL bound test of having a mixed stationary with I(0) and I(1) is confirmed by this study, the study applied ARDL model to check the long run elasticity coefficients of the series.

The short run and long run views of the study illustrate that, external debt and oil price showed some significant influences on the economic growth of Bangladesh for the period of 1987-2021, whereas the external debt is positively related to GDP in the short run but it shows a negative impact in the long run. In this vein the oil price is positively affecting the economic growth. However, inflation and real effective exchange rate showed no significant relationship with GDP both in the long run and short run period. In this vein inflation is found to be negatively related to GDP and real effective exchange rate is impacting positively on the economy in the long run.

Though, external debt has become a crucial way out for Bangladesh in case of resource scarcity, it hurts the economic growth in the long run. Accordingly, sufficient planning is required to use not only the efficient amount of external debt but also channel it in the right purpose where investment with high value added can be generated. The study directs the developing countries in such a way that, they should utilize additional long-term external debt, safeguard them, and spend them in potential sectors such as innovation, infrastructure, and technology. Top of that, in place of external debt capital , developing countries should concentrate more on economic integration, international trade , and foreign direct investment.

Since the increase in oil prices has an impact on economic growth through a variety of channels, the study strongly suggests implementing appropriate policies to limit oil price swings while promoting the use of renewable energy sources unique to each individual nation.

Reference

- Abdelsalam, M.A.M. (2020). Oil price fluctuations and economic growth: the case of MENA countries. *Review of Economics and Political Science*,8(5),353-379.
- Aglietta, M. & Khanniche, S. (2022). Central Bank Monetary Policy Strategies amid Turmoil in the World Economy CEPII's insights on international economic policy, CEPII Policy Brief No 39, No ISSN: 2270 258X. https://ideas.repec.org/p/cii/cepipb/2022-39.html.
- Ahmad, T. (2022). A case of Pakistan investigating the relationship between inflation and economic growth: A case of Pakistan. *Acta Pedagogia Asiana*, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.53623/apga. v1i1.64

- Ahmed, S. & Mortaza, M. G. (2005). Inflation and economic growth in Bangladesh: 1981-2005. Working Paper Series: WP 0604, Bangladesh Bank Policy Analysis Unit. https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id3033.html
- Akinbobola D.T, &Oyetayo O.J. (2010). Econometric analysis of real exchange rate and domestic output in Nigeria. *International Journal of Academic Research*, 2(5), 339-344. https://www.online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/6202.
- Akinsola, M.O. & Odhiambo, N.M. (2020). Oil price and economic growth of oil-importing countries: a review of international literature. *Applied Econometrics and International Development*, 20(1), 129 140.https://ideas.repec.org/a/eaa/aeinde/v20y2020i1_9.html.
- Akpan, E.O. (2009). Oil price shocks and Nigeria's macroeconomy. Proceedings of the CSAE Conference, Economic Development in Africa, Oxford, UK, 17-19 March 2019. https://www.scirp.org/%28S%28vtj3fa45qm1ean45vvffcz55%29%29/reference/referencespapers.as px?referenceid=2486850.
- Ani, W., Ugwunta, D., Oliver, I. & Eneje, B. (2014). Oil price volatility and economic development: stylized evidence in Nigeria. *Journal of Economics and International Finance*, 6(6), 125-133. https://doi.org/10.5897/JEIF2014.0572.
- Arouri, M.E.H. & Nguyen, D.K. (2010). Oil prices, stock markets, and portfolio investment: evidence from sector analysis in Europe over the last decade. *Energy Policy*, 38(8), 4528-4539.doi: 10.1016/j.enpol.2010.04.007.
- Atigala, P., Maduwanthi, T., Gunathilake, V., Sathsarani, S.& Jayathilaka, R. (2022). Driving the pulse of the economy or the dilution effect: Inflation impacting economic growth. *PLoS ONE*, *17*(8): e0273379. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273379.
- Ayyoub, M., Chaudhry, I.S. & Farooq, F. (2011). Does Inflation Affect Economic Growth? The case of Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31 (1), 51–64. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.699.9663&rep= rep1&type=pdf.
- Azid, T., Jamil, M., Kousar, A., & Kemal, M. A. (2005). Impact of Exchange Rate Volatility on Growth and Economic Performance: A Case Study of Pakistan, 1973-2003. *The Pakistan Development Review*, 44(4), 749–775. http://www.jstor.org/stable/41261129.
- Beyene, S. D., & B. Kotosz. (2020). Macroeconomic Determinants of External Indebtedness of Ethiopia: ARDL Approach to Cointegration. *Society and Economy* 42 (3), 313–332. https://doi.org/10.1556/204.2020.00013.
- Butts. H.C., Mitchell, I., &Berkoh, A. (2012). Economic growth dynamic and short-term external debt in Thailand. *The journal of developing areas*, 46(1), 91-111.https://doi.org/10.1353/jda.2012.007.
- Mehmet, C., & Thomas, G. && Fritzi, K. (2010). Finding the tipping point -- when sovereign debt turns bad, Policy Research Working Paper Series 5391, The World Bank.

- Changyong, X., Jun, S.&Chen, Y. (2012). Foreign debt, economic growth and economic crisis. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 5 (2),157-167. https://doi.org/10.1108/17544401 211233534.
- Chowdhury, M.M., I, Roy, A., Mily, N., N & Younus, S. (2021). The Impact of COVID-19 Pandemic on the Inflation Dynamics of Bangladesh: Lessons for Future Economic Policy Formulation.

 Bangladesh Bank Policy Note Series:

 PN2105.https://www.bb.org.bd/pub/research/policynote/policynotelist.php.
- Das, D., Kumar, S.B., Tiwari, A.K., Muhammad, S. & Hasim, H.M. (2018). On the relationship of gold, crude oil, stocks with financial stress: a causality-in-quantiles approach. *Finance Research Letters*, 27 (C), 169-174.DOI: 10.1016/j.frl.2018.02.030
- David, M. G. & Guillermo J., O. (2005) Economic Growth and Currency Crisis: a Real Exchange Rate Entropic Approach, Munich Personal REPEC Archive Paper No. 211. https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/211.html.
- Dawood, M., Biqiong, Z., Nilofar, M. & Shah, A. (2020). The impact of short term and long term external debt on economic growth: evidence from Asian developing countries. *International Journal of Management*, 11(10), 1440-1452.http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM &VType=11&IType=10.
- Deyshappriya, N. P. R., Rukshan, I. A. D. D. W., & Padmakanthi, N. P. D. (2023). Impact of Oil Price on Economic Growth of OECD Countries: A Dynamic Panel Data Analysis. *Sustainability*, 15(6), 4888. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su15064888
- Dimitris K, Christopoulos (2004). Currency Devaluation and Output Growth: New Evidence from Panel Data Analysis. *Applied Economics Letters*, 11(13), 809-813. https://doi.org/10.1080/135048504 2000254647
- Dubas, J., M., Lee, B. & Mark, N., C. (2005). Effective Exchange Rate Classifications and Growth. NBER Working Paper No. 11272.DOI 10.3386/w11272.
- Filis, G., Degiannakis, S. & Floros, C. (2011). Dynamic correlation between the stock market and oil prices: the case of oil-importing and oil-exporting countries. *International Review of Financial Analysis*, 20(3), 152-164. doi: 10.1016/j.irfa.2011.02.014.
- Fosu A. K. (1999). The External Debt Burden and Economic Growth in the 1980s: Evidence from Sub-Saharan Africa. *Canadian journal of development studies*, 20 (2), 307–318. https://doi.org/10.1080/02255189.1999.9669833.
- Foudeh, M. (2017). The long run effects of oil prices on economic growth: the case of Saudi Arabia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7 (6), 171-192. https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/5878.
- Gershon, O., Ezenwa, N. & Osabohien, R. (2019). Implications of oil price shocks on net oil-importing African countries. *Heliyon*, 5 (8), p. e02208, available at: https://doi.org/10.1016/j. heliyon.2019.e02208.

- Ghalayini, L. (2011). The interaction between oil price and economic growth. *Review of Middle East Economics and Finance*, 13 (13), 127-141. https://www.researchgate.net/publication/235939209_The_Interaction_between_Oil_Price_and_Economic_Growth.
- Ghatak, S., &Siddiki, J. (2001). The use of the ARDL approach in estimating virtual exchange rates in India. *Journal of Applied Statistics*, 28(5), 573–83.https://doi.org/10.1080/02664760120047906.
- Girdzijauskas, S., Streimikiene, D., Griesiene, I., Mikalauskiene, A., & Kyriakopoulos, G., L. (2022). New Approach to Inflation Phenomena to Ensure Sustainable Economic Growth. *Sustainability*, 14(1), 1-21. https://doi.org/10.3390/su14010518.
- Greene, W., H. (2008). Econometric Analysis. New York University Press.
- Gujarati, D. & Sangeetha (2007). *Basic Econometrics: Cointegration and Error Correction Model*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Hamilton, J. D. (1983). Oil and the Macroeconomy since World War II. *Journal of Political Economy*, 91(2), 228–248. http://www.jstor.org/stable/1832055.
- Hamilton, J.D. (2003). What is an oil shock? Journal of Econometrics, 113(2), 363–398.
- Hausmann, R. &Rigobon, R. (2003). An alternative interpretation of the resource curse: theory and policy implications, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9424 Issued in January 2003, available at: www.nber.org/papers/w9424.
- Hossin, M.S. (2015). The relationship between inflation and economic growth of Bangladesh: an empirical analysis from 1961 to 2013. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 3(5), 426-434. doi: 10.11648/j.ijefm.20150305.13.
- Jahangir, R. & Dural, B. (2018). Crude oil, natural gas, and economic growth: impact and causality analysis in Caspian Sea regio. *International Journal of Management and Economics*, *54*(3),169-184, doi: 10.2478/ijme-2018-0019.
- Jahan, S. (2022). Should Bangladesh worry about debt servicing? *The Daily star*. Retrieved from https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/should-bangladesh-worry-about-debt-servicing-3019341 on 31.1.2023.
- Kibria, U., Arshad, M. U., Kamran, M., Mehmood, Y., Imdad, S.& Sajid, M. (2014). Exploring impact of macro economic variables on GDP of Pakistan. *Research Journal of Management Sciences*, *3*(9), 1–6.https://scholar.google.com/scholar?q=Kibria,+U.,+Arshad,+M.+U.,+Kamran,+M.,+Mehmood, +Y.,+Imdad,+S.,+Sajid,+M.+(2014).&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.
- Kilian, L. & Vigfusson, R.J. (2011). Nonlinearities in the oil price-output relationship. *Macroeconomic Dynamics*, 15(S3),337-363.
- MacDonald R (2000). Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview. Deutsche Bundesbank Discussion Paper No 3. https://ideas.repec.org/p/zbw/bubdp1/4139.html

- Rahman, M, U. & Zoundi, Z. (2018). Macroeconomic Response of Disentangled Oil Price Shocks: Empirical Evidence from Japan. *Economics Bulletin*, 38 (4), 2240-2253.
- Majumder, M., K., Raghavan, M. & Vespignani, J., L. (2019). Oil Curse, Economic Growth and Trade Openness, Globalization Institute Working Papers 370, Federal Reserve Bank of Dallas. DOI: 10.24149/gwp37.
- Majumder, S., C. (2016). Inflation and Its Impacts on Economic Growth of Bangladesh. *American Journal of Marketing Research*, 2 (1), p.17-26. http://www.aiscience.org/journal/ajmr.
- Mallik, G. & Chowdhury, (2001).Inflation and evidence A. economic growth: countries. Asia-Pacific from four South Asian Development Journal, 8(1),123-135. https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2470166.
- Mgbame, C.O., Donwa, P.A. &Onyeokweni, O.V. (2015). Impact of oil price volatility on economic growth: conceptual perspective. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2 (9), 80-85. http://www.allsubjectjournal.com/archives/2015/vol2/issue9/2-7-127
- Nazlioglu, S., Soytas, U., & Gupta, R. (2015). Oil prices and financial stress: A volatility spillover analysis, *Energy Policy*, 82 (C),278-288, ISSN 0301-4215, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.01.003.
- Obansa, S. A. J., Okoroafor, O. K. D., Aluko, O. O., &, Eze, M. (2013). Perceived relationship between exchange rate, interest rate and economic growth in Nigeria: 1970-2010. *American Journal of Humanities and Social Sciences*, *I*(3), 116-124.DOI:10.11634/232907811301374Print ISSN 2329-0781-Online ISSN 2329-079X/World Scholarshttp://www.worldscholars.org.
- Olomola, P.A. & Adejumo, A.V. (2006). Oil price shock and macroeconomic activities in Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*, (3), 28–34.
- Onyekwelu U. L. & Ugwuanyi U. B. (2014). External Debt Accumulations and Management in Developing Economies: A Comparative Study of Selected Sub-Saharan Africa and Latin America Countries. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(8), 43–61. https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-accounting-auditing-and-finance-research-ejaafr/vol-2issue8october-2014/external-debt-accumulations-management-developing-economies-comparative-study-selected-sub-saharan-africa-latin-america-countries/
- Oriakhi, D.E.& Osaze, I.D. (2013). Oil price volatility and its consequences on the growth of the Nigerian economy: An examination (1970–2010). *Asian Economic and Financial Review*, *3*(5),683–702.
- Qamruzzaman, M. & Wei, J. (2018). Financial innovation, stock market development, and economic growth: an application of ARDL Model. *International Journal of Financial Studies*, 6(3),1-30. https://doi.org/10.3390/ijfs6030069
- Rahman, M. (2022). Bangladesh's foreign debt soars to \$94.5 billion- Repayments eat up large portion of country's income. Newage Bangladesh. Retrieved from https://www.newagebd.net/article/181184/foreign-debt-soars-to-945-billion on 31.1.2023.

- Rahman, M.H. & Majumder, S.C. (2020). Nexus between energy consumptions and CO2 emissions in selected industrialized countries. *International Journal of Entrepreneurial Research*, 3(1),13-19. DOI:10.31580/ijer.v3i1.1174
- Rahman, S., Amin, S.B. &, Khan, F. (2018). The Relationship between oil consumption and economic growth in Bangladesh: an empirical analysis. *World Review of Business Research*, 8 (3),24-36. https://dro.dur.ac.uk/24501/
- Rajen M (1997). Export Volume, Exchange Rates and Global Economic Growth: the Indian experience. *Applied Economics Letters*, 4 (7),425-429. https://doi.org/10.1080/135048597355195
- Reinhart, C.M. & Rogoff, K., S. (2010). Growth in a Time of Debt. *American Economic Review*, 100(2), 573-578. DOI: 10.1257/aer.100.2.573.
- Robin, T., A. (2022). Unstable energy market and possible consequences on Bangladesh. *The Financial Express*. Rerieved from https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/unstable-energy-market-and-possible-consequences-on-bangladesh-1672156876 on 1.2.2023
- Saddiqui, S.A., Jawad, M., Naz, M., & Niazi, G.S. (2018). Exchange rate, fiscal policy and international oil price impact on oil prices in Pakistan: a volatile and granger causality analysis. *Review of Innovation and Competitiveness*, 4(1),27-46. DOI:10.32728/RIC.2018.41/2.
- Saifuddin, M.D. (2016). Public debt and economic growth: evidence from Bangladesh. *Global Journal of Management and Business Research*, 16 (5),64-73. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2024/1926.
- Semuel, H. &Nurina, S. (2015). Analysis of the effect of inflation, interest rates, and exchange rates on Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference), Bangkok, Thailand, 20-22 February 2015 Paper ID: T507, 1-13. http://www.sciepub.com/reference/179460.
- Siddique, M. N & Hossain, M.A. (2022). Analysis of Equilibrium Exchange Rate and Exchange Rate Misalignment in Bangladesh. Policy Note: PN 2022-02.https://www.bb.org.bd/pub/research/policynote/policynotelist.php.
- Sill, K. (2007). The macroeconomics of oil shocks. *Business Review*, *I*(1), 21-31. https://econpapers.repec.org/article/fipfedpbr/y_3a2007_3ai_3aq1_3ap_3a21-31.htm
- Sultana, T., Uddin, S., Rahman, M.M. & Faruk, O. (2020). External Debt and Economic Growth in Bangladesh: An Error Correction Approach. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, 4(8),137-143.https://www.researchgate.net/publication/344161628.
- Thapa, N., B. (2002). An Econometric analysis of the impact of real effective exchange rate economic activities in Nepal. Economic Review Occasional Paper No. 14. 23. https://www.nrb.org.np/er-article/aneconometric-analysis-of-the-impact-of-real-effective-exchange-rate-on-economic-activities-in-nepal/
- Tyers R, Golley J, Yongxiang,B .& Bain, I., (2008). China's economic growth and its real exchange rate. *China Economic Journal*, 1(2),123 145.https://doi.org/10.1080/17538960802076455

- Vighneswara, S. (2015). Government Debt and its Macroeconomic Determinants an Empirical Investigation. Munich Personal RePEc Archive, 64106. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/64106/
- Waheed, A. (2017). Determinants of external debt: a panel data analysis for oil and gas exporting and importing countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7 (1), 234–240. https://ideas.repec.org/a/eco/journ1/2017-01-30.html.
- Were, M. (2001). The impact of external debt on economic growth in Kenya: An Empirical Assessment. UNU-WIDER Research Paper (116). https://www.wider.unu.edu/publication/impact-external-debt-economic-growth-keny.

How Do the Rural Bangladeshi Women Experience the Social, Economic and Health System Related Barriers in Receiving Menstrual Regulation Service?

Md. Imran Khan

Lecturer, Department of Social Work, Dr. Malika University College, Dhanmondi, Dhaka & Ph.D. Researcher, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

Md. Abul Hossen

Professor, Department of Social Work Jagannath University, Dhaka, Bangladesh

Abstract: The objective of the study was to know the different barriers that may influence to get service by the research participant when they are in need of Menstrual Regulation (MR) services. The research followed a qualitative approach and employed in-depth interview to twenty rural women reside in the rural areas of Bangladesh. The in-depth interview revealed that a number of factors create barriers in receiving MR and related services. Some of these are social, some economic, some religious/cultural and others are related to health care system itself. The findings of the study revealed that the training of providers in the provision of MR is needed and it is important to provide the service free of cost to the poor women. It is very important and essential to increase awareness and provide counseling service to the rural women regarding MR related complication and necessary services. The findings also underscore that both the Government and Non-government Organization (NGO) sectors should take necessary steps to address those barriers.

Keywords: Barriers, Menstrual regulation, Service recipients, Rural women

1. Introduction

Menstrual regulation (MR), a process to regulate or reestablish the menstrual cycle when menstruation is absent for a short duration, has been part of the national Family Planning (FP) program in Bangladesh. MR is a procedure that uses Manual Vacuum Aspiration (MVA) to safely establish non-pregnancy after a missed period (Guttmacher Institute, 2012). Introduced by the government of Bangladesh, MR services were limitedly available in 1974 in a few isolated urban government FP clinics. In 1978, the Pathfinder Fund took initiative to provide a

Corresponding author: Md. Abul Hossen, E-mail: abulhossen2001@sw.jnu.ac.bd

training and service program for Menstrual Regulation Training and Services Program (MRTSP). Seven medical colleges and two government district hospitals were included in this program. In 1979, the government included MR, as free of charge, in the national FP program. Doctors and paramedics were instructed to provide MR services in all government hospitals and in health and FP complexes. In South Asia, Bangladesh presents noteworthy excellence in making MR services available to women at the community level. In 2015, the United Nations General Assembly (UNGA) passed the 2030 agenda for Sustainable Development Goals (SDGs). The target of the goal was 'universal access to reproductive health' aiming to empower women so that they can exercise their sexual and reproductive rights. However, women should have their control about their reproductive health and life, so that they can decide when to have children. Women failed to realize this right because of structural, cultural conservatism, religious fundamentalism and superstation that serve as obstacles for women to access abortion services when they need it. Access to abortion services becomes essential when women experience unwanted pregnancy very common in the countries like Bangladesh where husbands unwilling to use contraceptives and failure of contraceptives due to the faulty material, misuse or by accident. In such situations, in absence of safe abortion services for terminating the unwanted pregnancies, women compelled to adopt unsafe abortions.

MR services have been passing its four decades of action in Bangladesh. Because of Governments focus, workers hard work and expansion of services in the remote areas of Bangladesh the program achieved its huge success in the rich and middle socio-economic stratum of Bangladeshi population. The program is also able to promote awareness among the existing sexually active couple of Bangladesh. Although the successive regime tried to provide health facilities to the doorstep of every citizen of Bangladesh but still there are plethora of problem that pose threat to the overall performance of the intended program. The present study that has been conducted in a rural area of Bangladesh provides some realistic picture of the problem and also provides policy recommendation to address those problems. Recently Bangladesh made a tremendous success in every aspect of development that has been reflected in every sphere of the society and the country also receive attention of global community in this regard. To sustain the developmental trends, it is important to implement the entire current program. In this regard the recommendation of this research can help the policy makers to get insights and redesign the program.

2. Literature Rivew

In Bangladesh, abortion is legally permitted under certain circumstances, such as to save the life of the woman or to preserve her physical or mental health. However, access to safe and legal abortion is limited, and there is significant social and cultural stigma associated with the procedure. The majority of women in Bangladesh who seek abortion do so for reasons related to personal and family reasons, including poverty, being unmarried or young, and not wanting more children (Rahman, 2023). Unsafe termination of pregnancy is one of the determinants of maternal health complexity (Singh, 2017), maternal mortality, and morbidity (Chowdhury,

2020) and is a significant public health concern in many developing countries (Coast, 2018). In South Asia, Bangladesh presents noteworthy excellence in making MR services available to women at the community level. MR refers to the procedure of regulating the irregular menstruation cycle by using MVA. When a woman misses her menstruation for 6–10 weeks. MR is a must to eradicate this problem. MR is not prohibited rather it is an interim method to avoid unwanted pregnancy. Introduced by the government of Bangladesh, MR services were limitedly available in 1974 in a few isolated urban government FP clinics. It is therefore important to document how MR services are being provided under the Health and Population Sector Program (HPSP), the availability of infrastructure, the quality-of-service delivery, and the implications of unification for MR Service delivery. Different types of facilities record major declines of MR provision. MR provision by NGOs declined by 16% (from 180,200 to 150,700), while the number of MRs provided by private clinics declined by 42% (from 59,800) to 34,600) and the number provided by public hospitals declined by 36% (from 14,100 to 9,100) (Hossain et al., 2017). Union Health and Family Welfare Center (UH&FWCs) had the sharpest decline, approximately 54% (from 301,600 to 138,300). Where the aforementioned facilities show huge decline, other public facilities Maternal and Child Welfare Center (MCWCs) and Upazila Health Complex(UHCs) present an opposite picture by calculating 97,400 cases, the number of MRs provided MCWCs and UHCs stayed fairly constant, both in 2010 and 2014 (Hossain et al., 2017).

Richardet al. (2017) conducted a study on titled "Modern contraceptive options in Bangladesh." Less than half (42%) of all facilities in the public and private sectors are the potential providers of MR services. The overall proportion of public and private facilities providing MR represents a substantial decline from 2010, when almost three-fifths of facilities (57%) reported providing the service. Excessive decline was noticed particularly among UH&FWCs (from 63% to 48%) and private clinics (from 36% to 20%). In contrast, the proportion of UHCs and MCWCs that provided MR hardly showed any decline over the four-year period (86% to 84%). As facilities like UH&FWCs are largely responsible for providing MR in Bangladesh, the decline noticed in UH&FWCs cannot be ignored at all. These facilities are typically located in rural areas where few other options are available for care. Out of the more than half of UH&FWCs that did not provide MR, 84% reported there were no other providers of MR nearby.

Another study was conducted by Ramirez et al. (2023) on a ``Client's expectations and experiences with providers of menstrual regulation: A qualitative study". The findings of the study revealedoverall lacked knowledge about MR care and held fears about the damage to their bodies after receiving care. Despite their fears, roughly half the clients held positive expectations about the care they would receive. Call center clients felt the most prepared by their provider about what to expect during their MR care. During counseling sessions, providers at in-facility locations reinforced the perception of risk of future fertility as a result of MR and commonly questioned clients on their need for MR services. Some even attempted to dissuade nulliparous women from getting the care. Clients received this type of questioning throughout

their time at the facilities, not just from their medical providers. The majority of clients perceived their care as good and rationalized these comments from their providers as coming from a caring place. However, a handful of clients did report bad care and negative feelings about their interactions with providers and other clinical staff.

A study conducted by Hossain et al., (2017) on "Access to and Quality of Menstrual Regulation and Postabortion Care in Bangladesh: Evidence from a Survey of Health Facilities." The study revealed that, approximately 27% of all women faced refusal while seeking MR at public and private facilities, a proportion that remained same from 2010 (26%). The proportion rejected was fairly similar across facility types, ranging from 24% at UH&FWCs to 32% at UHCs and MCWCs. The large majority of these facilities refused to provide MR at least to some women, except the only 11% providing MR did not reject any woman who were seeking MR. Private clinics were the least likely to reject women (17% refused no one), but even so, more than fourfifths turned away some clients. Facilities gave a variety of reasons for refusing to perform MR. Most of the facilities reported that they rejected some women because the Last Menstrual Period (LMP) limits had been exceeded (97%), and 66% cited unspecified medical reasons. There are some other reasons related neither to the published government-authorized guidelines nor to medical concerns, rather they are related to psychological or humanitarian; like matter of having children, husband's consent, marriage etc. Among the respondents, 8% said their clinic refused to perform MRs because of the lack of husband's consent, 6% said that they are rejected for their marital status (not married yet). Although there exists some research on health seeking behavior of women with pregnancy termination in urban areas, we do not have any research at hand about how rural women experiences this problem and how they manage or cope with this problem. In this regard this qualitative study explored the women's perspective on this issue.

3. Methodology

3.1 Research design

The research followed a qualitative approach (in-depth interview) to gain a comprehensive and thorough understanding by unlocking values, beliefs and experiences of women who got MR services. Interviews were focus and reflected on the participant's lives and livelihoods in general and reproductive health in specific. Issues were comprised women's experiences on MR services, their sentiments about the service in terms of information, learning on different MR methods, medical care, safety process, post-MR medical care, supportive care, cost procedure and follow-up care. In those ways, we tried to corroborate the research findings and tried to provide a dense description of the participant's experiences.

3.2 Selection of study area and participants

Wepurposively selected one research site based on two criteria- (i) the connectivity of the study site, e. g., the site would be close to Dhaka and be well connected by bus or train and (ii) the study site would not be so much conservative. Keeping these two criteria in view the

researchhas selected UH&FWC ofKonabari in Gazipur district. In this study participants were selected with the assistance of service providers especially from the UH&FWC working in the study area and then have selected the participants based on the two criteria: i) women who experienced an unwanted pregnancy and undergone MR services in the last one year. Last one year is important for maximum recall and ii) willing to share her experiences with us.

Determining sample size

Since this is a qualitative study, in order todetermining the sample size, the study followed theoretical sampling process as Guest et al. (2006) explained that there are no known guidelines to determine non-probabilistic sample sizes. Point of saturation or point of abundance has been and still is the "intellectual guiding principle" (for) this research (I) reached the saturation point after taking interview of twenty participants.

3.3 Recruitment of female data collectors and my involvement as a researcher

I have recruited two female data collectors to collect the data from the participants. The reason was that the participants were more comfortable with female data collectors. I choose them from the locality so that they understand the cultural meaning of the conversation and the symbolic meaning of the word. The data collectors collected the data and, in the evening, I sat with them and review the transcript. In case of any inconsistency, I advised them to go back to the particular participant and ask more question or elaboration. This way I tried to immerse myself with the data and get sense the meaning of data.

3.4 Training of the interviewers

Two female interviewers had been hired who completed their graduation from National Universities with social science background and proper training was given to them in the training we explained the intricate nature of the problem and how to handle the participant with sensitivity and privacy was explained.

3.5 Techniques of data collection and process

The interviews were administrated in Bangla as it was the native language of the participants and researchers. The intention, procedure and deliberative nature of the study were narrated and the interviews were held with strict confidentiality throughout the whole study process. A semi-structured interview schedule that also include open ended question with the permission of participants was used to provide general direction for the interviews. The interviews were lasted for 30-60 minutes with a total of 420 minutes. It was tape-recorded also.

3.6 Data transcription

The interviews were transcribed in Bangla then translated into English. With a view to ensuring the accuracy and cultural appropriateness of the translated version, I have reviewed the transcript line by line.

3.7 Data analysis

The study adopted the analytical process described by Moustakas to analyze qualitative data (Moustakes, 1994). The first step was to read and re read the transcript from the recorded and hand written interviews and notes to search for significant statements or smallest meaningful units, which is called codes. The researchers went through an interview and identified as many codes as they could find. This resulted in the draft codebook, which was developed in consultation among the investigators. Once all the interviews were coded, researchers looked for clusters of meaning or a group of codes that could be placed under a theme and/or concepts. These clusters of meaning of theme have basically recreated the description of experiences that were analytically organized into the section on findings. The section on discussion is basically a composite description of all these findings from the textual data, which hopefully expresses the underlying structures or the common experience.

3.8 Ethical consideration

This research was guided by the ethical guidelines followed by the social science researchers in general of the Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Participation in this research was voluntary. Before conducting interviews, a written consent form had been provided, whereby the voluntary nature of participation was explained. In order totaking consent, potential risks and benefits of participating were described to the respondents. The interviews were conducted at suitable time and in appropriate locations which were convenient to the participants. Special permissions were taken from the participants to use tape recorder in the sessions. Although it was the initial plan to take written consent from the participant but finally, we had to abandon this idea because of some practical reason. In this instance after the informants were identified as eligible, researchers read out the appropriate consent form, ensuring that the informant understood what was being said and provide verbal approval.

4. Findings of the Study

The study found that some factors worked as a barrier to have MR by the participants. Those complication and barriers were associated with their social, economic and health care. Some specific social complications were related to needs of husbands' permissions, indecision, social stigmas, interference of other family members, fear of embarrassment and restricted mobility. Economic barriers included- poverty and need of giving bribe. Finally, health care system barriers identified were lack of counseling, unavailability of services, qualities of services and rude behavior of Family Welfare Visitor's (FWVs). In the following section we are going to discuss them.

4.1 Social barriers

4.1.1 Need of husbands' permission

Opinion of both the husband and wife is important in taking FP methods and also related complications. In this regard wife passive role. Many participants expressed that they can't take

dominant rote in decision making related to MR. Husbands are the most important person to play role in FP and MR. In this regard one woman mentioned:

In our community, we cannot do anything without the permission of our husband. If we do this there will be fight between the couples. I also went to the health centre only after asking my husband.

Besides, married women can't take decision independently that affect their health, including the use of FP services. This was found to be another major reason explaining the limited use of MR service. Sometimes participants also face difficulty with their husbands. One respondent said:

From the very beginning, my husband didn't use any method. He wasn't interested using condoms. He said to me to take pills. But it's very difficult to take the pills regularly. I felt physical weakness for this. After some days, I become interested to have child but he didn't give permission.

Some participants' (husbands) didn't give their permissions to go the clinics to have FP and MR services with others for the fear of public embarrassments. One respondent said:

When I doubt myself, I start to suffer from indecision. My husband gave me the idea about the center. But he didn't get leave. He gets vacation only Friday. But the center remains off on the day. On the other hand, my husband didn't give me permission to go there with others because of fear of public embarrassments. Even not encouraged going there alone.

4.1.2 Social stigma

MR has a strong attachment with social stigmas. So, the participants were not interested to disclose about that with their families and neighbours. Generally, the senior members of a family and the religious leaders never support to have MR. This is why the participants had to pay extra money to the MR providers. One woman described:

I have two sons and one daughter. My younger child's age is one year 4 months. During that time, I suspect of being pregnant. My husband attached with a private job in another district. He meets with me after one month. I share to my husband, mother-in-law and neighbor. My neighbor doubted about my pregnancy and made gossip with my family members and others.

4.1.3 Interference of other family members

Most of the participants explained that in family the most interfering member was participants' mother-in-law. However, they took this interference positively and sort the issue tactfully. Some mother-in-law's had to be treated in a different and strategic way because they assert themselves if their interference is not received positively. One participant said:

I was struggling with different type of resistance, because I didn't know from where I should receive treatment. On the other hand, my mother-in-law was not positive with abortion. She said it is sin, Allah won't forgive me. My husband and I both are service holder; so how can we take care of a child? I was afraid of my security.

4.1.4 Fear of embarrassment

The participants explained that they were not interested to talk with other. They were tried to keep the matter secret. One woman expressed her situation this way:

When I was pregnant, I could not talk to anyone outside for fear of embarrassment. I consulted with my mother and sister on my husband's advice. I wanted to share with my neighboursister but my husband forbade, because if the neighbour become known other will be known. I tried to keep myself secret. We went to distant hospital so that no one able to understand it.

4.1.5 Restricted mobility

In rural Bangladesh, traditionally and culturally women have restricted mobility and access to the outdoor activities as well as to take any vital decision. They have obeyed some roles as house wives. In this study it was found that the participants could not access to information related to MR. As one mentioned:

My mother-in-law along with my sister-in-law always guard against me. If I go outside home anytime, they become curious and ask me where did I went. They forbid me to go outside without taking their permissions.

4.2 Economic barriers

4.2.1 Poverty

The study found that the majority of the participants are in thelow-income bracket. Most of the participant's family income is very low. Their husband involves a small private job, day labor or garment worker. In this study, some participants mentioned, they are poor. Their income is low. They didn't get enough medicine form the UH&FWC. Half of the medicine had to buy. After completing MR, they had to spend much money and time. One of them said:

We are poor. So, we always found the place where we need less money to get services. In this regard, we decided to go the UH&FWC which is about 3 km. away from my house. I got service in exchange of money. The center gave half of medicines and told me to buy another half from outside. At the first day, I had to return house without taking service, because the FWV was absent. I had to come 3 times before doing MR. I lost much money and times for going there. Besides, I didn't get a good service, because I gave less money.

Another one expressed:

We are poor people. My husband has a small job and our income is low. So, we always prefer government hospitals for treatment. We want free treatment and that's why we had to go UH&FWC. But we did not get full medicine from the UH&FWC. To complete MR I had to come three times and pay money for conveyance.

4.2.2 Pay bribe to the officials

Although taking bribe and other facilities in cash or kind is totally prohibited in government offices. The practices were found everywhere while coming to have MR services. The participants were charged Tk. 100 to 200 as bribe depending on the pregnancy complicacy. One of them expressed:

I was suffering from mental problems after hearing about doing MR. My husband works in private sector, so he doesn't have time. I was very worried with whom I would go to the center. He only gets leave on Fridays but the center is closed that day. I did not want to tell anyone about this so I did not want to bring anyone except my husband. It was too late to do MR. The FWV said, it will cost Tk. 1500 to do MR.

Another participant mentioned:

From the beginning to last I faced some problems. Firstly, I suffered from indecision, with whom to come and how to come, as my husband does a job and he had no time. Then my other relatives didn't know well. On the first day, there was a long line at the center. After a long time later, the FWV came, but she was so fast and she asked me some personal questions in front of others, I was ashamed for this. Then they claimed Tk. 1000 as bribe for completing MR. The service was good, I had to give bribe. After completing MR, I need to buy some medicine from the outside. I got mental support from my husband. In the center, counselor was not appointed, but before MR female counselor is needed. I didn't find any mental support from the center.

4.3 Health care system barriers

4.3.1 Lack of counseling

Counseling is an integral part of performing MR and post counseling is also essential unfortunately in UH&FWC this service does not exist. One participant explained:

To me from beginning to end MR was a very painful experience. I was also afraid about the process. Moreover, I faced some complicacy after the MR process. But nobody was to console me or stand behind me.

Some women afraid about MR. They did not have any idea about it. They expected counselor will suggest before doing MR. One participant expressed her daunting experiences:

The FWV decided to doing MR. She called me to go another restricted room where MR been done. I was afraid to talk to her properly. There was no counselor. I thought before doing MR, counselor will prepare me for the MR procedure. I could not understand what I had to done and in what way MR will be done.

4.3.2 Unavailability of services

The study found the service providers visit the centers in late hour. They generally visit the centers in Wednesday. So, some participants had to return home without treatment. Injectable services also provide in a specific day which make the whole treatment process complicated and lengthy. That's why the rate of pregnancies is increasing. One participant said:

We face a lot of complications here. The service providers provide services on Wednesday only. If it is not possible to go at UHFWC on that specific day, it is also not possible to meet properly with FWV.

Some participants had to wait long time coming at the UH&FWC. They did not get chance to express their concerns freely. On the other hand, privacy wasn't maintained. They had to express their problem in front of others. One of them said:

Before coming to the center, I had no idea that I would have to suffer so many problems. MR patients are asked to come here on Wednesday. So, I went on Wednesday. I saw a long line, but there was no FWV. She (FWV) went to a meeting outside the office. I was standing in line. She came and quickly saw everyone. But she didn't give me a chance to say anything, just said that it will take some money to do MR. You will come to the office tomorrow with money.

4.3.3 Quality of services

The rate of side effects reported from informants is alarming. Half of the participants explained that they did not receive quality services that they expected. One respondent expressed:

My house is not far away from the UH&FWC. So, I went to the UH&FWC for treatment illness and everyone was very sincere. The FWV asked me to take an x-ray report the next day. She said that it was too late to do MR. She said it would cost Tk. 2000 for MR. The next day I went and saw that he had gone out for office work. One of them told me to wait. But having a two years old child in my house, after waiting for 3 hours I left. After that day I saw the long line again and got sick after watching long serials. I hurried to the room after a long time and did MR. There were many patients at the center. As a result, I

was in a dilemma thinking whether privacy would be property protected. I was very disappointed to take this service as there was not provision of counseling and the work was done in a short time.

They also explained that the clients who had references, they got services properly. One woman said:

They talked well with the known persons, or in exchange of money. We are poor. Where will we get so such money?

4.3.4 Rude behavior of FWVs

Rude attitude and behaviour of the FWVs are common which the participants had to face. One woman said:

FWV won't tell us anything. Whenever I went to the center, she won't behave well and she won't speak properly. But if we go to her house, she is very nice to us. If I ask for anything, she says that it is not available at the center and asks me to buy it from her.

Some of the participants were upset with the behaviour of health worker. They were reluctant to seek the treatment from the centers. The staffs` attitudes were rude and they got angry without major reasons. The women had to wait for long time to take services. One participant said:

When I reached there at 2 pm, FWV was not available at UH&FWC. She got angry and told me that they are not providing service that time. She asked me to visit the center next day. When I went there the next day, she was not interested to give enough time and asked to come again the next day to complete MR.

5. Discussion

From intensive in-depth interviews of 20 women, this study attempted to understand the determinants and outcomes of MR in rural Bangladesh. The results are complex, the women concerned are varied, and many different factors influenced their behavior. Nevertheless, certain points stand out. The findings of the study revealed that due to the social stigma attached to MR, women usually try to conceal the fact. A woman may resort to abortion if she has little or no access to FP services or has discontinued use because of health-related reasons, and thereby, have an unwanted pregnancy. The study found barriers based on unavailable logistical support like safety and related day to day expenditure delayed participants' ability to get services. Some participant's faced problem to visit UH&FWC as their husbands in the private sector. They didn't get vacation without Friday, but the centre was closed that day. In a study based on clinic data (Akhter & Rider, 1983) it was shown that women with MR experience had better contraceptive continuation, especially when they were over 25 years and had more than two children. This is an indication that contraception is effective after induced MR. Similarly, in the present study, contraceptive use increased following induced MR. This was more marked during 1989-95 when contraceptive use after abortion rose from 47 to 76 percent. This period

coincides with time when the Government had increased the number of FP field workers from 13,000 to 23,500. These workers supply contraceptives to women in their homes.

In this study, it was found that many participants had to pay some extra cost like transportation costs, giving bribes as consultation fees, purchasing medicines, various charges associated with x-ray out of center, accommodation costs etc. Asfor all those reasons most of the participants were not properly satisfied. The study revealed that there was hardly any post-MR counseling. Though they ask women to return to them if they face problems, women often choose not to return. Tendency to return for post-MR complications to the same providers was higher with the formal healthcare providers, but it was limited to only those facilities or providers who were close by. Besides, it was only when they had problems they returned, otherwise no one thought about seeking the provider. Moderate or lenient MR regulations might be good for people in a conservative environment where abortion is illegal and only MR is legal, but this opens up the avenue for haphazard manipulations of it, where MR starts to become available everywhere. At the end of the day, it can become a boomerang for women's health and empowerment.

6. Policy Recommendations

It is clear from the discussion that many eligible couple are not aware about the MR services that is available free of cost and there is little health complication in the process. So instead of getting afraid and using local untrained quack it is very important to visit UHFWC and get their services. This can be done by using awareness program. The findings of this study mentioned that the participants want to limit their family size but sometimes they failed to choose proper methods that really effective in their particular situation and unintentionally become pregnant. Sometimes it might happen due to non-use of appropriate methods or poor quality of contraception that available in the market. Since lots of women face difficulties particular to health problem so it is important to expand effective monitoring services so that the service provider have had a knowledge about each client of the community and able to guide them in time of physical crisis. At the same time, it is also emerged from the findings that some participants also face psychological crisis due to the turmoil that occurred due to sudden financial cost, stigma attached with MR and the stress associated with MR. So, counselling service is very important and essential in this regard. Participants need to be assured that this is very normal in the sexual and active conjugal life. Many participants are poor so their financial situation needs to take care of. These women deserve financed incentives during crisis. Finally, the training of providers in the provision of MR should increase with a particular focus on UH&FWCs and to reduce complications associated with the use of misoprostol and mifepristone, increase awareness among drug sellers and their clients of the correct use and dosage of these drugs through informational leaflets or posters and clear, accurate drug labeling.

7. Conclusion

Barriers to seeking safe MR services need to be addressed to reduce utilization of potentially unsafe alternative abortion services and to improve women's health and wellbeing in

Bangladesh. Although most Bangladeshi women wish to limit the size of their family, there is a negative feeling about MR as a method of fertility control. Even though women accepted MR as a method of fertility regulation, most women still consider MR as sinful. It is noteworthy to mention that the majority of MR acceptors think MR is offending religion. According to a study report of 2014, in Bangladesh the unintentional pregnancy rate was 6.7 per cent (Richard et. al., 2017) which was 4.8 percent in 2012. Clearly it is growing over the time. Massive and largescale endeavors should be taken by the whole stakeholder like- Governmental, private and NGO providers to enhance the access of comprehensive variety of contraceptive methods. Besides this, counseling is unavoidable and truly essential to helps and improves the mentality of men women to restrain unintentional pregnancies and attain their devotion on the basis of timing and numbers of births. Findings from this study indicate a need to raise awareness about legal MR services; provide information to women on where, how and when they can access these services; train more MR providers; improve the quality and safety of second trimester services; and strengthen campaigns to educate women about contraception and pregnancy risk throughout the reproductive lifespan to prevent unintended pregnancies. The increasing availability of MR services in both the public and private sectors in Bangladesh has undoubtedly reduced the incidence of dangerous illegal abortions and abortion-related mortality and morbidity, yet it could not eliminate the need for traditional abortion practices. Therefore, an expanded MR programme would bring significant new opportunities for women to control safely and effectively the timing and number of children they desire. For women who are determined to terminate a suspected or known pregnancy, high quality MR services could clearly provide an excellent point of entry into the regular use of other fertility regulation methods.

References

- Akhter, H. H., & Rider, R. V. (1983). Menstrual regulation and contraception in Bangladesh: competing or complementary? Gyneco/Obstet, 22:137-43.
- Chowdhury, S. M. Z. I. (2020). Practices and Attitudes of Women Regarding Family Planning and Menstrual Regulation in The Sylhet Division of Bangladesh, Global Journal of Infectious diseases and Clinical research, ISSN:2455-5363, May 21.
- Coast, E., Norris, A., Moore, A. M. et al. (2018). Trajectories of women's abortion-related care: A conceptual framework. Soc Sci Med. 200: 199–210.
- Guest, G., Bunce, A. & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? Experiments in data saturation and variability. Family Health International.
- Guttmacher Institute (2012). Menstrual Regulation and Induced Abortion in Bangladesh, September.
- Hossain, H., Zimet, I. M., Ingerick, M. et al. (2017). Access to and Quality of Menstrual Regulation and Postabortion Care in Bangladesh: Evidence from a Survey of Health Facilities, New York: Guttmacher Institute, https://www.guttmacher.org/report/menstrual-regulation-postabortion-care-bangladesh.
- Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods, Thousand Oaks, CA: Sage.

- Richard, H., Goldstein, S., Parveen S. & Chowdhury, S. (2017). Modern contraceptive options in Bangladesh, February 26).
- Rahman, S. (2023). A critical analysis of Abortion in perspective of Bangladesh. Understanding the Abortion Experiences of Young People to Inform Quality Care in Argentina, Bangladesh, Ethiopia, and Nigeria. Sage Journals. Available at:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0044118X211011015?journalCode=yasa (Accessed: May 4).https://www.researchgate.net/publication/371782 454DOI: 10.1177/0044118X211011015?journalCode=yasa
- Ramirez, A. M., Tabassum, T., &Katz, A. J. (2023). Clients' expectations and experiences with providers of menstrual regulation: A qualitative study in Bangladesh research square, DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3150139/v1, August.
- Singh, S., Hossain, A., Zimet, I. M. et. al. (2017). The incidence of menstrual regulation procedures and abortion in Bangladesh, 2014, International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, Vol. 43, No. 1, March, pp. 1-11 (11 pages). https://doi.org/10.1363/43e2417•https://www.jstor.org/stable/10.1363/43e2417.

172

Factors Associated with Knowledge of Elder Law among Older Adults in Dhaka City

Mohammad Shariful Islam

Assistant Professor, Department of Social Work Jagannath University, Dhaka-1100.

Miftahul Bari

Assistant Professor, Department of Social Work Jagannath University, Dhaka-1100.

Mohammad Sajjad Hossain

Associate Professor, Department of Social Work Jagannath University, Dhaka-1100.

Abstract: Although the government of Bangladesh introduced the Parents' Maintenance Act [PMA]more than a decadeago in 2013, older adultsknowvery little about the law. This paper sought to empirically explore the factorsassociated with knowledge of elder law among older adultsin DhakaCity of Bangladesh. This paper was based on a quantitative approach conducted in 2022 to address the objectives. The present study considered participants' background characteristics (gender, age, education, and income) to examine whether they affect their knowledge of elder law. The findings show a strong positive relationship between the level of education and knowledge of elder law among older adults among all other background characteristics of respondents considered in the study, i.e., illiterate older adults (those with no education) know less about elder law thanliterate older adults. The odd ratio of the study shows that literate older adults (Primary, secondary, and higher level) know 0.582, 0.068, and 0.023 times more about elder law compared to illiterate older adults. The study's findings also have important implications for policymakers, practitioners, and development workers.

Keywords: Parent's Maintenance Act(PMA), Older adults, Older care, Elder abuse.

1. Introduction

Globally,the older population is growing more than double annually compared to the annual population growth rate and is estimated to reach one-third of the world's population by the year 2050(Ranabhat et al.,2022).Likewise,in the rest of the world,Bangladesh's older population is increasing significantly (Islam,2023).Now, the country has more than one anda half (1.53) crore individuals aged 65 or above, signifying almost one-tenth (9.29 percent) of the total population (Population & Housing Census [PHC], 2022). This indicates a noticeable increase compared to 7.47 percent in 2011, showing a rapid aging trend (PHC, 2022). Besides,Bangladesh is currently benefiting from a demographic dividend, which is predicted to cease after 2035 as the number

Corresponding author: Mohammad Shariful Islam, E-mail: shariful@sw.jnu.ac.bd

of older people continues to increase(Saif,2023). With the growing elderly population, elderly abuse is a major concern all over the world (Ranabhat et al.,2022). This problem shakes

Bangladesh also (Islam, 2015; Farid, 2017). Older adults are abused and neglected in various ways by their family and society (Rahman, 2010). In Bangladesh, older adults often live helpless and wretched lives, and abuse due to the decline of jointfamilies considerably and the incredible increase of nuclear families (Barikdar et al., 2016). As older adults become aged, they may experience not only physical frailty, diminished sensory perception, and cognitive issues like dementia but also economic, social, and health vulnerability in Bangladesh(Islam, 2022). Invariably, older adults in almost all societies have been honored and cared for but this has become a concern for older adults due to the transformation of society into industrialization and the weakness of traditional social security systems. As a result, older adults are abused and neglected severely(Karim et al., 2013). To address theissue, the government of Bangladesh adopted the policy to protect the destitute elderly by providing cash help as an old age allowance (OAA), which amounts to BDT 600 (approximately US\$ 5.00)(Karim et al., 2013). Besides, the government has enacted severalacts to safeguard older parents' wellbeing. One such act is the Parent's Maintenance Act (PMA), 2013, in which the government imposes not only older parent's maintenance responsibility on adult children but also provides a legal framework against any injustice towards older adults (The Parents' Maintenance Act, 2013). Despite many praiseworthy initiatives, elderly citizens are still exposed to physical, social, emotional, and financial problems. They also experience verbal abuse and limited access to food and medical care(Jamaluddin et al., 2014; Karim, 2019). However, many studies have been conducted on elderly abuse and neglect in Bangladesh (Islam, 2015; Farid2019). Some focused on social security issues of older adults(Hossain et al., 2021; Karim et al., 2013; Malek,2021; Rafin,2023), while others drew attention to specific population aging (Islam et al, 2012; Kabir et al., 2013; Rahman et al., 2007). Moreover, few authors have investigated older adult abuse and neglect (Islam, 2015; Islam, 2023; Munsur et al., 2010; Rahman, 2010). Mass people generally know less about most prevailing laws (Bala, 2023). This is also true for the parents' maintenance act,2013(PMA). The older adults for whom this law was enacted have less consciousness of it (Karim, 2019), which could be one of the vital reasons for its lack of enforcement. Besides, there seems to be lack of study regarding this issue. Therefore, this present study will seek to investigate the relationship between background characteristics of older adults and knowledge of elder law, quantifies the extent of factors associated with elder law among older adults and draw some implications for the wellbeing of older adults living in Dhaka city of Bangladesh.

2. Literature Review

In most gerontological literature, people 60 years of age and above are considered older adults (Islam, 2015; Karim et al., 2013). There are some differences in opinion among scholars on defining older adults (Rahman, 1998). Older adults in Bangladesh are defined as those who have reached the age of 60 (Ministry of Social Welfare, 2013). The study defines individuals aged 60 years and above as older adults.

The rapid decline in mortality and fertility rates in developing countries (Wong et al., 2011) will soon lead to a significant shift in the global distribution of older individuals, with an increasing proportion residing in these nations (Higo & Khan, 2015; Shrestha, 2000; United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2020). Aging in this region occurs at a notably accelerated pace compared to previously developed nations (Higo & Khan, 2015; Palloni et al., 2002; Wong et al., 2011), carrying distinct social and economic implications (Shrestha, 2000). Despite the faster growth of the older population in many developing countries compared to industrialized nations, these regions have been less inclined to prioritize aging as a significant public policy concern (Higo & Khan, 2015; Shrestha, 2000). Nevertheless, the issue of elder abuse is poised to escalate dramatically in the coming years unless preventive measures are in place (Burnett et al., 2014). Bangladesh has taken and continues to take different steps to address the problems. However, these steps have not been effective so far. ThePMA 2013 is a very liberal and commendable law that addresses the emotional but very rational demands of elderly people (Karim,2019). This act deals with the maintenance of the parents, which envisages that every child shall ensure the maintenance of his or her parents, and if there is more than one child alive to the parents, they must consult each other and take joint initiative to ensure their parents' maintenance. The law also ensures that adult children will ensure their parents reside with them. In doing so, the children shall secure their parents' medical care and attendance. The Act also provides a penalty for not providing parents with maintenance, which says that if any child violates, he shall be liable to pay a fine of up to one lakh taka; failing to pay makes him liable to suffer imprisonment for up to three months. The section further provides that if the spouse of any children or grandchildren or any other relative hampers and induces the children not to provide maintenance to the parents, they shall be liable for the same punishment, which is one of the unique features of the Act. However, this act also includes provisions regarding the arbitration and mediation process and provides the scope for the complaint to be disposed of by compromise between the parties. The Court may send the complaint to the local government representatives, e.g., the concerned Chairman, Member of the Union Council or Mayor, Counselor of City Corporation, or to any competent person to resolve the complaint by compromising and if they can arrive at any decision, it shall be deemed to the competent Court (Karim, 2019; Yasmin, 2019). Yet, the act was enacted a decade ago, it is still not functionaland has not received adequate attention(Yasmin, 2019, June 18). Moreover, a few studies (mostly content analysis) have been done on this issue in Bangladesh. No empirical study has been conducted in Bangladeshas yet to explore factors associated with the knowledge of elderly law among the elderly in Dhaka in particular. This study will make an endeavor to explore the factors associated with older adult's knowledge of this law.

3. Hypotheses of the study

The following hypotheses guided this study:

a. Gender of older adults is associated with older adults' knowledge of elder law;

- b. Age of older adults is positively associated with older adults' knowledge of elder law;
- c. Income of older adults is positively associated with their knowledge of elder law;
- d. Education of older adultsis positively associated with older adults' knowledge of elder law.

4. Data and Methods

The study used across-sectional researchdesign. A quantitative approach was employed to obtain the research objective. For this study, the field work was conducted in DhakaCity, the capital of Bangladesh. Eight thanas (police stations) (Mirpur, Badda, Sutrapur, Wari, Gandaria, Kotwali, Lalbag&Ramna) were selected purposively due to familiarity and convenience. Using a nonprobability sampling procedure, 100(one hundred) older adults were selected for this study. The sampling procedure started with known older adults (relatives and neighbors) and proceeded through the network of the initially selected respondents. After the interviews, respondents were asked if they knew any older adults who would be willing to provide information. Through this network channel, respondents were selected. The numbers of selected male and female respondents were 51 and 49, respectively. Four independent variables and one dependent variable were considered in the present study to meet the research objectives. Gender, age,income,and education of respondentswere considered independent variables or factors, whereas knowledge of the elder law was considered as adependent variable. The respondents were asked whether they knew elder law or not. The answers were scored as 01 (one) if yes to knowledge of elder law and 02 (two) if no to knowledge of elder law. Datawere collected from every selected respondent through face-to-face, in-person interviews. An interview schedule was prepared in Bangla and pre-tested. Respondents were debriefed about the research prior to the interviews, and a consent form detailing the research and confidentiality was signed for every interview. Data collection and editing were done subsequently so that mistakes and ambiguity could be addressed easily. Data were managed and analyzed using IBM SPSS statistics version 20.

5. Findings of the Study

5.1 Background characteristics of the study population

Table 1 provides an overview of the study population's background characteristics. The results showthat more than two thirds (76percent) of the older adults are 60-69 years old, with subsequent age groups showing lower percentages due to mortality. In this age bracket and gender is considered, male respondents (78.4%) outnumber female respondents (73.5%). In the age range of 70-79, the number of elderly women is almost double that of elderly men and their percentages are 20.4 and 11.8. As the age range increases, the number of participants and even in terms of genderdecreases significantly.

Around one-fifth (22%) of the participants haveno education, two-fifths (39%) completed primary school, 17% completed high and school and college, and 22% haveuniversity-level education. Findings also show in respect of gender that female participants are more illiterate than male counterparts. However, more male participants have higher degrees than female

counterparts. Nine in every 10 male participants are income earners, while only one-third of the female participants are income earners.

Regarding marital status, around two-thirds (68%) of the participantslive as couples, while 30% are widows or widowers, and only a little 2.0 percent are single. Considering gender, among participants, 86.3 percent of male participants are couples compared to 49.0 percent of female participants. While approximately one-tenth of the male respondents were widowers at the time of the interview, the number of widows was half of them.

Regarding present living status, around two third (63%) of the respondents would live with their spouses, whereas 22 percent live with sons, 08 percent live with daughters, and 7 percent live alone. Considering gender, more male respondents(76.5% of the total male participants) live with spouse than female respondents (49.0% of the total female participants). While 36.7 percent of the female respondents reside with sons, only 7.8 percent of male respondents live with their sons. On the contrary, the percentage of male and female respondents who live with their daughters are 2.0 and 6.1, respectively. A similar number of male and female respondents live with other relatives and neighbors, while 11.8 percent of male respondents and 2.0 percent of female respondents live alone.

Table 1: Background characteristics of the study population

Background		Ge	nder	Total
characteristics	Categories	Male	Female	
Age	60-69	78.4%	73.5%	76%
	70-79	11.8%	20.4%	16%
	80-89	5.9%	4.1%	5%
	90 and above	3.9%	2.0%	3%
Education	No education	11.8%	32.7%	22%
	Primary education	29.4%	49.0%	39%
	SSC & HSC education	19.6%	14.3%	17%
	Tertiary education	39.2%	4.1%	22%
Income	Have income	90.2%	34.7%	63%
	No income	9.8%	65.3%	37%
Marital status	Single	2.0%	2.0%	2%
	Married	86.3%	49.0%	68%
	Widower	11.8%	0.0%	6%
	Widow	0.0%	49.0%	24%
Present living status	Spouse	76.5%	49.0%	63%
(live with)	Alone	11.8%	2.0%	7%
	Son	7.8%	36.7%	22%
	Daughter	2.0%	6.1%	4%
	Others*	2.0%	6.1%	4.0%
	Total	100.0%	100.0%	100%

*Tertiary: Honors, B.com & Masters *Others: Relatives, neighbors; N:100

Source: Field data

5.2 Factors associated with knowledge of elder law among older adults

Table 02 presents respondents' knowledge of the elder law based on factors such as gender, age, income status, and education level of participants. Around two thirds(71.0 %)of the respondentsdon't know the elder law. More male (58.6%) respondents than female (41.4%) know the elder law. However, no significant relationship is found between gender and knowledge of the elder law. Participants in the 60-69 age groupare more conscious of this lawthan the rest. Findings also show that more economically active respondents than inactive ones know about the elder law. Those with education have better knowledge of the law, with more than two-thirds (78.0%) being knowledgeable compared to those without education (22.0%). The chi-square analysis confirms the significant relationship between education and knowledge of the elder law. Therefore, education level emerges as the most influential factor affecting knowledge of the elder law.

5.3 Extent of factors associated with knowledge of elder lawamong older adults

Table 03 presents the multivariate logistic regression analysis investigating the extent of factors associated with knowledge of elder law. Results suggest that male respondents possess0.308 times more knowledge of the law than male counterparts. Results also indicate that those aged 60-69 have more knowledge of elder law compared to the other two age categories, and these two are 0.824, 0.582 times less compared to the age category 60-69. Older adults with income know more about elder law than those without income, which is 0.983 times more than the reference category. Regarding the education of older adults, knowledge of the elder law is also strongly associated with their level of education. Older adults with primary, secondary, and tertiary education are respectively 0.582, 0.068, and 0.023 times more knowledgeable about the elder law compared to illiterate older adults.

Table 02: Factors associated withknowledge of elder law among older adults

Variables	Categories	Knowledg	e aboutPMA	Total(N)	P value
/		Yes	No	-	
Factors					
	Male	58.6%	47.9%	51% 0.3	30
Gender	Female	41.4%	52.1%	49%	
	Total	29.0%	71.0%	100.0	
Age	60-69	72.4%	77.5%	76%	0.823
	70-79	17.2%	15.5%	16%	-
	80 &above	10.3%	7.0%	8%	-
	Total	29.0%	71.0%	100.0%	
Income status	Have income	62.1%	63.4%	63%	0.902
	No income	37.9%	36.6%	37%	-
	Total	29.0%	71.0%	100.0%	
Education	No education	6.9%	28.2%	22%	0.00***
	Primary education	17.2%	47.9%	39.0%	-
	SSC & HSC education	27.6%	12.7%	17%	-
	Tertiary education	48.3%	11.3%	22%	-
	Total	29.0%	71.0%	100.0%	

*Tertiary: Honors, B.com &Masters, N=100,*P < 0.10; **P< 0.05; ***P< 0.01

Source: Field data

Table 3: Extent of factors associated with the knowledge of elderlawamong older adults

¥7		Knowledge of PMA		
	Variables	ERC	SE.	OR
Gender	Male(Ref.)	-	-	1.00
Gender	Female	-1.178	0.851	0.308
	60-69(Ref.)	-	-	1.00
Age	70-79	-0.194	0.739	0.824
	80 and above	-0.541	0.969	0.582
Incomo	No income(Ref.)	-	-	0.00
Income	Have Income	-0.017	0.710	0.983
	No education(Ref.)	-	-	0.00
Education	Primary education	-0.541	0.928	0.582
Education	SSC &HSCeducation	-2.683	0.988	0.068
	Tertiary education	-3.765	1.082	0.023
	Constant	3.375	1.010	29.215

****Notes:ERC=Estimated Regression Coefficient;SE=Standard Error of ERC, OR=Odds Ratios;*Ref. (Reference category); *Tertiary: Honors, B.com &Masters, *P < 0.10; **P<0.05; ***P< 0.01

Source: Field data

6. Discussions and Policy Implications

Although the PMA was enacted more than a decade back, the use or implementation of this law is very poor. Thepresent study is an endeavor to investigate one aspect (background characteristics of older adults, the potential beneficiary of the law) of implementing the law. Since older adults are the only beneficiaries of this law, the implementation of the law is contingent on the knowledge of the older adults. Therefore, this study investigates the association of background characteristics of older adults and their knowledge about the PMA.

Although findings indicate that male older adults know the elderlawbetter than female older adults, the chi-square test suggests relationship between gender and knowledge of elder law among older adults is not significant, which rejects our first hypothesis. Findings also show that older adults aged 60-69 know the elder law among older adults more than the other age ranges mentioned in this study. The chi-square also suggested no significant relationship between age and knowledge of elder law among older adults, which rejects our second hypothesis. The chi-square also suggests that the relationship between older adults' income and their knowledge of elder law is not significant, rejecting our third hypothesis.

However, the binary logistic regression suggests that educated older adults know elder law more than those without education. The present study demonstrated that education has a strong positive relationship with knowledge of elder law among older adults in Dhaka city, which parallels the study's findings (Khan et al., 2014). One of the main reasons for the lack of effectiveness of this law could be the lack of knowledge of older adults about this law. According to the World Bank, in 2019, 60.67% of female and 52.47% of male older adults

(65+) were illiterate (Trading Economics, n.d.). Therefore, policy should focus on raising awareness among older adults so that they can take the necessary steps to ensure their legal rights. The present study shed light on one aspect of implementing the PMA. More studies are required to dig deep into the issue. Older adults' attitudes towards taking legal steps against their children, issues related to legal procedure, and children's capacity to take responsibility for their older parents are some of the important issues that could be investigated to explore the causes of the poor implementation of the PMA.

6. Limitations

The primary limitation to this study was the nonprobability sampling procedures. These issues pose challenges to external validity, potentially limiting the generalizability of the results. Moreover, the study was conducted solely in Dhaka city, whereas most of the population resides in villages. Therefore, replication of this study with a larger and more diverse sample is wanted. Methodological limitations include dependence on self-selection and self-reported data.

7. Conclusion

Undoubtedly, older adults are invaluable and supreme asset of a country. They have wisdom, skills and more experiences. We can use them all time even in case of emergency. Besides, everyone must undergo such age alike them. We should give them utmost care and protection. Despite being a significant initiative by the government of Bangladesh, the Parents' Maintenance Act (PMA) has struggled with implementation, leaving many older adults without the support it intended to provide. One of the crucial factors in its implementation is the older adult's knowledge of this law. This paper sought to explore how older adults' knowledge of elder law correlates with their demographic backgrounds, such as gender, age, income status, and education. Only education emerged as a significant predictor of older adults' knowledge about elder law among these factors. The odd ratio of the study suggested that educated older adult know more about elder law compared to those without education. While educating older adults may not be immediately feasible in Bangladesh's current context, there's a pressing need to raise awareness about this law among them. Furthermore, more research is required to deepen our understanding of this issue. Regardless of race, caste, creed, or socioeconomic status, every older adult deserves a decent quality of life, and it is an imperative for the government to take action to ensure this.

References

- Ahmed, N. (2023, November 15). Bangladesh needs to do better for its elderly.https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/bangladesh-needs-do-better-its-elderly-3470111
- Bala, J. C. (2023, March 30), The challenges in implementing the Parents' Maintenance Act 2013, *The Business Standard*.https://www.tbsnews.net/thoughts/challenges-implementing-parents-maintenance-act-2013-607826
- Barikdar, A., Ahmed, T., & Lasker, S. P. (2016). The situation of the elderly in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Bioethics*, 7(1), 27-36. https://doi.org/10.3329/bioethics.v7i1.29303

- Burnett, J., Achenbaum, W. A., & Murphy, K. P. (2014). Prevention and early identification of elder abuse. *Clin Geriatr Med*, 30(4), 743-759.https://doi.org/10.1016/j.cger.2014.08.013
- Farid, S. (2017). Elder abuse and neglect in Bangladesh: Understanding issues, associated factors, and consequences. *Family Medicine & Primary Care Review*, 19(2), 123–127. https://doi.org/10.5114/fmpcr.2017.67865
- Higo, M., & Khan, H. T. (2015). Global population aging: Unequal distribution of risks in later life between developed and developing countries. Global Social Policy, 15(2), 146-166.https://doi.org/10.1177/1468018114543157
- Hossain, M. Z., Haque, A. M., & Ullah, S. A. (2021). Right to Social Security of the Older People in Bangladesh: A Focus on Human Rights Violation. *Social Inquiry: Journal of Social Science Research*, 3(1), 58-73.https://doi.org/10.3126/sijssr.v3i1.46026
- Islam, M. N., & Nath, D. C. (2012). Measuring Aging as a Function of Population Momentum: An Application with Bangladesh Population. *International Journal of Statistical Sciences*, *12*, 53-70.https://www.researchgate.net/publication/325528701
- Islam, S. (2015). Abuse and Neglect of the Elderly: Bangladesh Perspectives. *Jagannath University Journal of Social Sciences*, 3(1-2), 20-31. https://jnu.ac.bd/journal/assets/pdf/3_1_23.pdf
- Islam, S. (2023). Socioeconomic Status and Abuse of Elderly in Rural Bangladesh. *Jagannath University Journal of Social Sciences*, 5(1-2),13-24.
- Islam, J. (2022, October,01). Number of elderly people grows 3.41 times faster than population growth, *The Business Standard News*,https://www.tbsnews.net/bangladesh/number-elderly-people-grows-341-times-faster-population-growth-506314
- Jamaluddin, S. Z. B., Chuan, G. C., & Taher, M. A. (2015). Strategies in the prevention or reduction of Elder Abuse in Bangladesh and Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 172, 42-48.https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.333
- Karim, M. R. & Hossain, M. F. (2013). Impact of Old Age Allowance on Social Relations of the Elderly in Rural Bangladesh. *Jagannath University Journal of Social Sciences*, 1(1-2),15-28. https://www.jnu.ac.bd/journal/assets/pdf/1_1_80.pdf
- Karim, R. M. (2021). Protection of Elderly Parents in Bangladesh: An Evaluation of Relevant Guidelines, 29 (S2), 221- 248. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iiumlj29&div=48&id=&page=
- Karim, R. (2019). A Critical Analysis of Parent's Maintenance Act,2013 in Bangladesh, *Rajshahi University Law Review Vol. X*, https://www.researchgate.net/publication/350190925
- Khan, N., Mondal, N. I., Hoque, N., & Islam, M. S. (2014). A Study on Quality of Life of Elderly Population in Bangladesh. *American Journal of Health Research*, 2(4), 152–157. https://doi.org/10.11648/j.ajhr.20140204.18
- Kabir, R., Khan, H. T., Kabir, M., & Rahman, M. T. (2013). Population ageing in Bangladesh and its implication on health care. *European Scientific Journal*, 9(33), 34-47.

- Malek, A. (2021). Elder Rights in Bangladesh: Critical Reflections on the Elder Law, Policy and Programme.https://doi.org/10.31235/osf.io/tuvd4
- Ministry of Social Welfare.(2013). *Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) [Country Statement: Bangladesh]*. People's Republic of Bangladesh. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Bangladesh_cs2.pdf
- Munsur, A. M., Tareque, I., Rahman, K. M. M. (2010). Determinants of Living Arrangements, Health Status and Abuse among Elderly Women: A Study of Rural Naogaon District, *Bangladesh. Journal of International Women's Studies*, 11(4), 162-176.https://vc.bridgew.edu/jiws/vol11/iss4/12
- Palloni, A., Pinto-Aguirre, G., & Peláez, M. (2002). Demographic and health conditions of aging in Latin America and the Caribbean. *International journal of epidemiology*, 31(4), 762-771. https://doi.org/10.1093/ije/31.4.762
- Population and Housing Census. (2022). Preliminary report. *Bangladesh Bureau of Statistics*.https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4 95
- Rafin, S. M. S. (2023). A Critical Analysis of the Social Security of the Aged Citizens of Bangladesh. *Law and Society Students' Journal*, 1(1), 1-16. https://doi.org/10.5281/zenodo. 7654470
- Rahman, K. M., Tareque, M. I., Munsur, A. M., & Rahman, M. M. (2010). Elderly Abuse: causes and determinants in rural Naogan District of Bangladesh. *Journal of Population and Social Studies* [JPSS], 19(1), 25-36.https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/84684
- Rahman, M. I., & Ali, A. M. (2007). Population aging and its implications in Bangladesh. *Jahangirnagar Review Part II Social Science*, 31. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1349447
- Rahaman, M. A., & Haider, M. S. U. (2022). A Study on the Livelihood Status of Elderly People in Slum Area of Bangladesh: Evidence from Chattogram City. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4121218
- Ranabhat, P., Nikitara, M., Latzourakis, E., & Constantinou, C. S. (2022). Effectiveness of Nurses' Training in Identifying, Reporting and Handling Elderly Abuse: A Systematic Literature Review, *Geriatrics*, 7,108. https://doi.org/10.3390/geriatrics7050108
- Saif, S.(2023,April10). Older population rising in Bangladesh. *The Business Standard News*,https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladesh-must-prioritise-policies-support-growing-older-population-analysts-613918
- Shrestha, L. B. (2000). Population Aging in Developing Countries: The elderly populations of developing countries are now growing more rapidly than those in industrialized nations, thanks to health advances and declining fertility rates. *Health Affairs*, 19(3), 204–212. https://doi.org/10.1377/hlthaff.19.3.204
- The Parents' Maintenance Act,2013. (n.d.).Laws of Bangladesh.http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1132.html

- Trading Economics. (n.d.). *Bangladesh | World Bank Development Indicators*.https://tradingeconomics.com/bangladesh/indicators-wb-data.html?g=education
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). *World Population Ageing 2020 Highlights: Living arrangements of older persons* ST/ESA/SER.A/451).
- Wong, R., Gerst, K., Michaels-Obregon, A., &Palloni, A. (2010). Burden of Aging in developing countries: disability transitions in Mexico compared to the United States. *Working Paper (DRAFT)*, University of Texas Medical Branch. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=611cad155d211abd9fd28348a23b250518172dca
- Yasmin, S. (2019). The Rights of Parents to Maintenance in Bangladesh: An Overview of the Parents Maintenance Act, 2013. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, 2(10): 309-313. https://doi.org/10.36348/SIJLCJ.2019.v02i10.003
- Yasmin, T. (2019, June 18). Caring for ageing parents: Is law the only solution? *The Daily Star*,https://www.thedailystar.net/opinion/law/news/caring-ageing-parents-law-the-only-solution-1758343

The State of Women Beggars in Dhaka Cityand the Strategies Adopted by them

Md. Abu Nayeem

Lecturer, Dept. of Social Work, Salimuddin Chowdhury College, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh.

Mostafa Hasan

Professor, Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh.

Abstract: The objectives of the study were to understand socio-economic status of women beggars of Dhaka city and to explore strategies used by them in begging. Imperial data were collected from 195 women beggars, 4 cases and 7 KIIs. Study locations were selected randomly but respondents were selected purposively from Dhaka South and North City Corporation area. The study followed mixed approaches. Finding shows that, most of the women beggars are migrated in Dhaka and their average age is 45.25 year. About 55% of them are divorced. Average income of a women beggar is BDT 268.46Tk daily and 7007.18Tk monthly. It is analyzed that their income is vary based on begging day and place and they used to attract public attention through newly adopted strategies for earning more alms. Although only 19% respondents admit that they have connection with any hidden organization, all KIIs opinioned that more than 80% of them have contact with such organization. However, based on their opinion, some suggestions and policy recommendations made at the end to combat this.

Key words: Dynamics, Strategies, Women begging, Dhaka city, Poverty.

1. Introduction

The begging is a traditional socio-economic phenomenon throughout the world. From America to England, China to India, Malaysia to Bangladesh- beggars are everywhere. Although the begging is a worldwide problem, it is more found in the developing and under developed countries. In city areas, beggars are found to collect alms in public places, such as bus stands, shopping malls, filling stations, community centers, grave yards, financial organizations, mosques, temples, etc. Criminal activities and behavior also found in begging (Adedibu & Jelili, 2011). Bangladesh is situated in south Asia. It secured 8th place among the world population with almost 2.2% of the world's population (Google, 2021). The current population of Bangladesh is 169,828,921 of which 85,653,120 are women (BBS, 2022). As estimated 63

Corresponding author: Mostafa Hasan, E-mail: dmh2scw@yahoo.com

million people live under the poverty line in Bangladesh (Financial Express: 2018). Most of the poor cannot fulfill their health and social needs properly and many of them involve in beggary to lead their life. All beggars of this country fail to fulfill their daily needs. For the reason of poverty, they live in a vulnerable condition. Poverty, illiteracy, corruption, lack of information, natural calamities, climate displacement, by forced underground mafia, drug addiction are the main causes of not meeting institutional services for them. In FY 2021-22 a total TK. 1,07,614 cores has been proposed to allocate against social safety net programs which is 17.83% of total budget and 3.11% of GDP (Hossen, 2021). But beggars do not able to get facility from these services.

The problem of begging did not happen in Bangladesh in one day. It has gradually taken place in the society due to its long absence of facility and lack of involvement in the development process. Not only that, so far, no acceptable survey has been done to determine the number of beggars in the country. According to various studies and articles, the number of beggars has been got at 700,000 while in Mega city Dhaka has 40,000 alone (Sattar & Gazi: 2019). Beggary is the lowest occupation of life leading but they choose this because they have nothing to do. In every religion values dislikes this occupation. In the context of this country, beggary is the one of most dangerous social problem which is stopped our development trends. This cancerous problem also reduces our per capita income, economic growth rate, reserve of national bank, country's dignity in the front of world society. Programs are running to fulfill their needs but those are not effective among them.

Begging is not easy thing to do as many people think. As Bipul K. Debnath (2017) noted that, in Bangladesh, where the minimum monthly wage is Tk 1,500 for all sectors, begging may seem lucrative, but is not an easy task. It is not all 'money for nothing' as some may believe. Sometimes, it can be quite a troublesome job. Women beggars, on the other hand, are in a more vulnerable condition in comparison to male beggars. In our society, women are considered as one of the disadvantaged and vulnerable group considering their physically andmentally weaker status than men where a patriarchal society exists in Bangladesh. Women fail to work as hard as men. In old age this condition becomes more miserable. Moreover, in old age no one wants to work and there is no energy left to work. As a result, begging became their only means of livelihood. Women can spend less time compared to other groups collecting alms due to spending time on husband's service, accountancy, child rearing. As a result, their income is less (Debnath, 2017).

2. Review of Literature

Some study was conducted in the past on beggary in various aspects. Some of the relevant literatures have been reviewed to conduct this study. Using ethnographic research method Jackman (2024) has revealed that there are two types of beggars in the capital city of Dhaka, one group engages in this occupation to fulfill their basic human needs but the other group constantly deceives the city dwellers by posing as false beggars. The study also found false beggars hire helpers to carry out their nefarious purposes. They have their own informal

organizations. All these activities are done behind the scenes, keeping the beggar leaders out of reach of the public and even the law enforcement agencies. In his article, Kabir (2021) claimed that the number of beggars is also increasing with the rapid growth of citizens in mega city Dhaka. Bangladesh government is committed to protecting human rights and basic human needs and despite taking various initiatives, these helpless beggars engaged in begging are deprived of their rights and needs. It is found that poverty, disability, inefficiency and inequality of opportunity have made them unwilling beggars.

Sattar and Gazi (2019) in their study found that most of the aged street beggars of Dhaka city are migrants. The paper revealed that most of the proportion of the aged beggars of the Dhakacity (45.71%) came from Mymensingh division. According to this study, the daily income of Dhaka city aged beggars is 150 tk. to 750 tk. that depends on month and day. In Ramadan and Friday, they earn a lot than other months and days. Aged Women and child beggars are daily collected money from people about 1500 tk. to 3000 tk. Most of the proportion (66%) covered old age allowance. Among them, 43% aged beggars select their place as Mosque and 25.7% chose graveyard. As they have no permanent living place, about 50% sleep on footpath and religious centers. The study recommends such as employ a census on all ages beggars to know their total number, free treatment facilities, allowance number and quality etc.

In another study by Sultana (2014) noted that some beggars had organization and constitution which were strongly maintained by them. They meet with the leader in a specific day and Converse about problems. She also found that, 94% of beggars are migrant and most of them engaged with agriculturally based work. Natural disaster and misery in agriculture, they displaced and to be a beggar. Most of the beggar's age were 50 and above 55% and 35% beggars found in 30-50 years group, under 10 years old child beggars also found which proportion were 3%. Although 75% Dhaka city beggars wanted to involve another job/work, they did not get. In other study, Billah and Alam (2017) have claimed that begging is not only a problem of developing countries but also developed countries. They employed a study while literature review-based data were used. This study mentioned that women beggars of Bangladesh, basically beg for fulfill daily needs. Natural disasters (as like flood, river erosion, displacement), no work found, family head died or in illness, out of touch government allowance etc. were the main causes for their begging. They give some steps to root out street begging in Bangladesh as like:Special struggling members program (SSMP), Islamic microfinance and micro credit, Building Baitul Mal (house of wealth).

Al Helal and Kabir (2013) in their article have tried to identify begging business as an earning process. Beggars of Bangladesh involved in this profession not only earning alms for daily needs but also it is to be employed by underground Godfather as a one of business. They said every year 5000 children are involved in begging by forced by Mafia groups. There are more than 100 Mafia groups and 30,000 beggars in capital city who are active in begging in different places. These sardars (leaders) have personal cars to carry beggars at suitable places. They mentioned that, these underground godfathers not only involved in begging but also in many

crimes such as murdered, drug business, human trafficking, prostitution. Riaz and Baloch (2019) also found that in Karachi city (Pakistan) begging is an organized profession. They earn 500-700 Rs. daily by begging. Among 140 respondents, they found that, 34.5% beg as part time whereas 28.9% in full time. They surprised 47.2% participants have property in city and 28.9% live in rented room.

Those studies, however, were completed on various sectors of begging e. g. child beggars, street begging, urban begging, beggars' health and education status etc. But these did not take the Women beggars as their respondents. It is also remaining that, various strategies are applied in begging sector for getting more alms, but a few studies shown that and discussed about the important subject matter. In the present study we tried to cover up this gap.

3. Objectives and Methodology

- **3.1 Objectives:** The general objective of the study was to review the socio-economic status of women beggars of Dhaka city and to find out their techniques and strategies in begging. The specific objective of the study was the followings:
 - 1. To know the socio-economic status of women beggars in Dhaka city,
 - 2. To explore the strategies used by them in begging, and
 - 3. To gather some policy recommendation to combat the problem.
- **4. Methodology:** The study was exploratory in nature. It followed mixed approaches, where primary and secondary sources of data were incorporated to find out the ground reality. Dhaka North and South City Corporation areas were considered as the study area. Multi-stages sampling techniques were used to collect data. Among 129 wards of Dhaka City Corporations 13 were taken randomly and 15 women beggars from each word were selected purposively. Thus 195 women beggars were taken as sample for conducting survey. A pretested semistructured questionnaire in Bangla was prepared keeping in view the objectives of the study to conduct interview. Four cases and seven key informants were selected from study area to check the information given by beggars. The Key Informants were selected based on their experience on this occupation i.e. an university teacher, high official of the Department of Social Service (DSS) of the MOSW, NGO officers, City corporation officials, ward commissioners, etc. Data was collected in Oct. 2020 to Feb 2021. A small amount of token money gave to every participant (beggars) as compensation for their interview time. The collected data processed after careful editing and using computer software i.e., SPSS, Excel etc. to find out reality. The descriptive statistical tools were applied to process the quantitative data. On the other hand, qualitative data was processed thematically.

5. Findings and Discussion

5.1 Place of origin

The study shows that 29.23 percent of women beggars have their village houses indifferent districts of Dhaka division. 28.20 percent came to Dhaka from Mymensingh division. The rest of the proportion of respondents as like 13.4 percent, 11.28 percent, 7.17 percent, 2.64 percent,

2.56 percent and 2.0 5 percent has come from Barisal, Rangpur, Chattogram, Rajshahi, Sylhet and Khulna divisions respectively. Sultana (2014) has claimed that, 94 percent of Dhaka city beggars are migrated. Sattar and Gazi(2019) have revealed that division wise distribution of aged beggars of Dhaka city. They found 45.71 percent respondents village house in Mymensingh division. This study also shows 5 concentrated districts of Bangladesh astheir village houses are Dhaka (29.23%), Mymensingh, Barisal (13.84), Rangpur (11.28%) and Rajshahi (5.64%) which covered as much as 82.55 percent. Lack of proper rural development, lack of employment, lack of proper implementation of social security programs and easy access to roads, railways and waterways with Dhaka have made it easier for women beggars to come to the capital city. Almost all the women beggars have been migrated, so they are not familiar to each other in this city. Therefore, they became shameless to collect alms.

5.2 Age of women beggars

The average age of the respondents is 45.25 years. In the context of Bangladesh, this age considered as middle age group, which is known as productive age or working age. Despitewomen beggars of Dhaka city have ability to work, they chose inferior occupations such as begging as means of survive. Begging is an easy way toincome for them and it is a business for this where capital is not required. Among these beggars, there is a minimum of 7 years to a maximum of 75 years of age and the standard deviation is 17.07 which are close to the average age (Table-1). Alam, Islam, Hossen, & Rahman (2014) have found that 58.1 percent beggars of Chattogram city age was 20-59 years.

Table 1: Age of women beggars

Mean	45.25 years
Std. Deviation	17.07 years
Minimum	7 years
Maximum	75 years

Source: Field survey, 2020-21

5.3 Family pattern and living condition

As seen in Table-2, 44.6 percent of women beggars in Dhaka live alone. 25.6 percent of them have two family members. 20 percent and 9.75 percent of the beggar's family members are 3 and 4 respectively. Minimum number of members is 1 and maximum is 4. Most of them (79.5%) live in rented houses. Only 2.6 percent live free of cost in religious institutions and others 5.1 percent live on the streets as they have no separate accommodations. Riaz & Baloch (2019) have found 28.9 percent beggar of Karachi city lives in rented house. More than half (52.3 %) of respondents in our study, live in tin-shed homes. They prefer this type of house as the rent of tin shed is less in Dhaka than other types of houses. Of the rest, 15.4 percent are semi-pucca, 12.3 percent are pucca and 11.3 percent live in hut. It is also found that more than half (54.9%) of Women beggars in Dhaka city spend 0-2000 Tk as house rent. The rest of the

proportion spent 2000-4000 Tk. (25.6%), 4000-6000 Tk. (4.6%), and 6000 & more Tk. (1%). As BBS (2015) found, 64.87 percent floating people of Dhaka city, pay money as house rent in slum area.

Table 2: Numbers of family member

Family members	No. of response	Percent	Descriptive Statistics
1	87	44.6	Minimum = 1
2	50	25.6	Maximum = 4
3	39	20.0	Mean = 1.95
4	19	9.7	Std. Dev. = 1.019
Total	195	100.0	

Source: Field survey, 2020-21

5.4 Begging place and positions

As table-3 shows, more than two-thirds (78.50%) of Women beggars choose the place in front of the mosque. About 7 percent women get more alms from the market. Some of them get more alms from footpath (5.1%), over-bridges (4.1%) and traffic signals (2.1%). Sattar & Gazi (2019) also found in their study that, 43 percent beggars choose mosque as place of begging. In our study, we have got 78.50 percent women beggars who choose this place. Choosing a mosque to earn more by smiting religious feelings is one of the main dynamic ways for Women beggars in Dhaka city. Besides, Muslims also pay *zakat* and *sadaqa* on Ramadan and Eid. Another example found from case no. 4, Lakshmi (63). Although she is a Hindu Women beggar, chooses the 'front of mosque' in Friday and Ramadan. It is also said by the key informants that, in Dhaka, more women beggars are seen infront of mosques onFridays. Moreover, women beggars can be seen in graveyards, shopping malls, public transport stands, shrines during *Uros* days, and even in any small or large gatherings on the days of different religious and social events, like Friday, the two Muslim Eid days, *Shab-e-Qadar*, *Shab-e-Barat*, in Ramadan, weddings, birthdays and other occasions.

Table 3: Begging Place and position

Places	Frequency	Percent
Masque	153	78.5
House	8	4.1
Traffic signal	4	2.1
Footpath & over bridge	10	5.1

Source: Field survey, 2020-21

5.5 Causes behind to become a beggar

Women beggars of Dhaka reported that 54.4 percent is begging because they do not fulfill self needs. According to them, the other causes to involve this occupation are can't work due to illness (42.1%), not getting any other job (2.1%), and no capital is required to do this business (1.5%). Many of them know that begging is not a noble profession but still they compelled to

involve in this profession. In his study Debnath (2017) also found the same situation. In our study, most of the respondents informed that they became a beggar for economic hardship and no-way-to do situation in their life.

As the case-1 (Khaleda, 35) stated that "I was not a beggar, nor did I want to be. I came to Dhaka and beg to live a little happily with my son and daughter. Besides, the son and daughter are growing up. They don't need to be educated?". Case No. 3, Majeda (50) also expressed her helplessness to become a beggar to housewife. Her husband is becoming permanently sick person by different diseases and she became a permanent beggar to pay for her husband's treatment, household expenses, and children's education. According to her, "I forgot the shame for my husband's treatment and went out on the street. I used to walk around the bus, market, over bridge, street corner and collect money for treatment". Case No. 4, Lakshmi (63) is the other example. She has a happy family in the village. But, according to her, "Fifteen years ago, my husband's cancer tore my family apart. I sold the crop land, the savings, the father's house property, and the jewelry – everything I had and treated him. Even then, God took him away from me. All lost; now I am a beggar" - She cried when she told the tragic story of her being a beggar.

The KIIs on the other hand, opinioned that some of the Women beggars involved in this profession by force or with fake reasons as it is an easy earning process. As KIIs-2 (an official of the DSS, MoSW) said—"About 80% of women beggars in Dhaka city beg for professional and business purposes on behalf of others. The rest of the Women beggars who are there in this sector, their needs are not met, they are victims of temporary difficulties and natural calamities".

5.6 Working days and working hours in a day

As begging is a lucrative business and a relatively high source of income with little labor, 72.3 percent of Women beggars beg every day. They beg three days a week by 15.4 percent, one day 6.7 percent, five days 3.6 percent and two days 2.1 percent. As found, case 1 Khaleda (35) informed that, she begs every day and starts begging in morning at 7.00 am and work until 1.00 pm and 3.00 pm to 6.30 pm at the evening. The rest 3 cases also beg as like Khaleda.Riaz & Baloch (2019) have argued that 34.5 percent beggar beg as part time whereas 28.9 percent in full time in Karachi city.

5.7 Income of the women beggars

As table-4 shows, the average daily of income of Women beggars of Dhaka city is 268.46Tk. Among them, the minimum daily income is 100 Tk. and the maximum is 600Tk. The standard deviation of daily income is 93.98Tk, which indicates low-income variation. Similarly, their minimum monthly income is 1,000Tk. and maximum is 15,000Tk. On an average, a Women beggar earns 7,007.18Tk. per month through begging. According to Tradingeconomics.com (2020), the monthly income of a worker of Bangladeshleather and foot wear industry is 8100Tk.

Through begging, a beggar earns almost the same as a worker's wages per month. One of the KII (an NGO official) mentioned that, a Women beggar in Dhaka earns between 300 to 2,000 BDT daily. Their income is more or less depending on the place, time and day. As a result, they have chosen begging as their way of earning and are constantly applying new dynamic strategies to increase their income. The case studies show that there is more income during office hours and during the holy month of Ramadan (the month of fasting). Moreover, a much amount of money is available in front of the mosque on Friday- as it is the weekly biggest prayer *Jumma* day. Case number 1 said, she gets double in the month of Ramadan and *Jumma* day. Even income is reduced due to the mandatory use of the over bridge for city dwellers by the authority. Case 2 (Jahura, 26) expressed that their family income was good as her father is a beggar leader. Moreover, her father, before his died, nominated her as a new leader of the beggars. Therefore, her income is good compare to others. It rises as 20,000 to 25,000 taka in each month but the early pandemic situation at the end of 2020 reduced her income.

Table 4: Daily & monthly income of the Dhaka city women beggars

Income (Tk)	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
Daily	100	600	268.46	93.982
Monthly	1000	15000	7007.18	2957.404

Source: Field survey, 2020-21

5.8 Getting more alms in special days

Almost all women beggars (85.6 percent) ensured that, in Friday they get more alms. Due to the weekly holiday on Friday and the *Jummah* prayer (Friday prayer), Muslims gather at the mosque and donate more at the end of the prayers. Taking advantage of this opportunity, beggars and non-beggars gather at homes, cemeteries, especially mosques. After the prayers, Muslims donate money, often distributing cooked food. 8.2% of women earn more during Ramadan. One respondent mentioned that, "a man got out of a car and gave me 10,000 Tk. while I was begging in Gulshan area during Ramadan". Case studies also show the same incidence. According to them, income varies in different days, position and situation.

With her 10 years of experience, Majeda (case 3) expressed that, "begging at one single place, the income becomes less. So, I go around begging in different places". When asked about income in every day, she said- "generally 300-400 Tk., but if I can walk around well it reaches on 600-700Tk. and on Thursday I usually earn the same". She also agreed that, "most of the beggars collected more alms on Fridays and Ramadan".

5.9 Technique and strategies used during begging

In order to get alms, Women beggars have to convince passers-by. The more tactfully they can do this, the more successful they can earn money. Because women are more vulnerable than men, they try to gain more sympathy from passers-by and become successful almost all time. They constantly come up with different strategies of begging. More than half (59%) of women

reported they used to shows their sickness to the alms givers, although many of them did not have any illness. Many have confessed this in private discussions, during datacollection. 17.9 percent of the respondents are begging by said that 'Allah will give you reward' in the hereafter. 'Doesn't get any work' 10.8 percent use this technique and 6.7 percent said they will buy milk for the baby. In addition, 3.6 percent used to sing songs, 1 percent used to recite Qur'an and asking money to buy medicine (Table-5). As expressed by case no. 4 (Lakshmi,63) about Hindu Women beggars' techniques, "Hindu beggars, who have husbands, beg for money wearing in the dressed of Muslims. They go home in the evening and drop off conch and vermilion".

Table 5: Technique uses during begging time

Technique	Frequency	Percent
Illness	115	59.0
Singing	7	3.6
Reward in afterlife	35	17.9
Don't get work	21	10.8
Recitation of the Holy Quran	2	1.0
Buying milk for baby	13	6.7
Buy medicine	2	1.0
Total	195	100.0

Source: Field survey, 2020-21

According to KII-2 (DSS officer), women beggars in Dhaka city are very cunning. They use various heart touching strategies to attract passers-by attention. They are gesticulating, acting, pretending to be sick without being sick, wearing burqa/hijab, reciting Quran, singing Islamic music (alone or in groups), distributing leaflets, carrying own or hired young children in their arms, using modesty, wearing dirty and torn clothes, pretending not to be disabled, talking about parents' treatment expenses, children's education expenses etc. they use while begging. As KIIs-3 (Director of an NGO) said-"On my way to office, I saw a woman begging. One of whose legs is problematic, she walks on crutches and begs. I used to help her sometimes. One day, I saw from a distance that, she was walking like a healthy person without crutches. Then entering a good restaurant and eating. I followed her out of curiosity. I went there and saw her but did not realize that I had followed her. Since then, I don't help her anymore".

As stated, before that, the strategies in begging are one of the main components to get more alms. 57.40 percent Women beggars in Dhaka city have changed their begging strategies. They no longer use the strategies which are they used to seek help with before. 42.60 percent retain the strategies used earlier Using all these new tactics very cleverly, they are fooling the city dwellers and achieving their purpose.

The women beggars of Dhaka city are successful in all the techniques they use. Women were asked about their past strategies and it was found that 59 percent of women get more help with the current or new strategies than strategies they used before, whereas in 41 percent they reported that the success is not coming with new technique so they use the same strategy.

Although those who have used the techniques for a long time can earn more in this case, new and inexperienced beggars are failing to earn more. Therefore, it can be said that the successful beggars have been engaged in this profession for a long time and are skilled in using different techniques. On the question of learned new technique from where, majority (79%) of the Women beggars in Dhaka city have taken help of others in learning techniques. 8.7 percent learned from *Sardar*, 12.3 percent achieved the technique on their own (table-6).

Table 6: Learned technique from where

Learned technique	Frequency	Percent
From another	154	79.0
From master/ Leader	17	8.7
Self-learned	24	12.3
Total	195	100.0

Source: Field survey, 2020-21

After coming to Dhaka, they could not learn the technique in the new condition, but after some days, the beggars learned it from *Sardar* or others of the same caste. This indicates that Women beggars are associated with such formal or informal organizations. Their bond is very strong and they help each other. In this way, they have been carrying out this illegal act for ages.

5.10 Contact with organizations or gangs

Some of the women beggars are found to be engaged with any hidden beggars association or organization. Though 81 percent of the participants said that they have no contact with any organization, other 19 percent admitted that they were involved with the organization. Those who are involved in the organization have to pay 500 Tk. to 3000 Tk. per month depending on the place and income. Otherwise, another is appointed in her place. Al Helal and Kabir (2013) also observed that, every year 5000 children are involved in begging by forced by Mafia groups. There are more than 100 Mafia groups and 30,000 beggars in capital city who are active in begging in different places. Islam (2009) also claimed that, in capital city Dhaka has 5000 organized baggers and they earned 30 million taka in a year. AsKhaleda (case-1) expressed that "Mustak (name of beggar's leader) has been paid 500 Tk. per month. Mustak is making pressure for increasing in the amount of subscription. Otherwise, the present place of begging will give up and another beggar will have replaced here".

In-depth discussion and observation revealed that most of them were involved in the organization but no one opened their mouths for fear of the *Sardar*. If the *Sardar* finds out that, one has given information about it, and then He is beaten, even killed. As Zarina (fake name), one of a women beggars of Azampur in Uttara said, "if I say Sardar's name, a lot of beating will wait for me. Once a woman said the name of Sardar. He was later beaten the woman with a stick. She died a few days later. Sir, please don't tell anyone about me, then my condition will be the same". As KIIs-4 (Professor of a leading public University) said about it—"In front of everyone, these nameless, privately-owned organizations are run by influential people. They go

unreported by the media. Women beggars who come from outside of Dhaka or are hired for work. They are constantly doing criminal work through nameless organizations. They are grabbing crores of taka."

6. Conclusion and Recommendations

Bangladesh is committed to implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) -17 and 169 targets in their respective countries by 2030 (United Nations, 2020). SDG report-2021 states that Bangladesh ranks 109th with 63.5 points. End poverty (SGD-1), end hungry (SGD-2), gender equality and women empowerment (SGD-3) are the three goals associated with the existing study. According to (GED, 2020) report SDG-2 and SDG-5 are progressing well but SDG-1 condition is absent from this list. Although the progress of the measures taken for women beggars can be noticed, it is not possible to keep them away from this shocking profession due to some evil force. Although the women beggars of Dhaka city present to everyone that begging is a despicable act for them, most of them do it for business purposes. Due to the good contact among them, more beggars are seen in Dhaka on special religious days. They are hired from villages during Ramadan. Due to the good communication system with Dhaka, people moved to Dhaka from remote areas of the country easily, with less trouble and at less cost. Despite various facilities and legal hurdles for not begging, they are involved in this work easily.

Women beggars were asked to suggest recommendations in notion to give up beggary at the city and accordingly they expressed their opinion on this issue. Most of them said- what kind of help and facilities are needed to give up begging. The suggestions they sought the need based intervention of the government, non-governmental organizations and dignitaries of the society to take some steps. These are-

- (i) Issuing more Cards like VGD, VGF, TR and personal identity card (to know as a beggar) by the government, non-government, and privately-owned organizations' cooperation.
- (ii) Ensure food security as they have food crisis.
- (iii) Separate residential facilities for their accommodation like other minorities in the country.
- (iv) Provide Business capital as many of them are unable to do business due to lack of capital.
- (v) Opportunity to get easy work like child rearing, office peon, cleaner, etc. which will be easy as begging on the streets.
- (vi)Increase allowances in number and amount as many of them get old age allowance, widow allowance, disability allowance and other allowances from the government..

According to key informants, women who have been begging for a long time, become dependent on begging by habits. As a result, even if any rehabilitative measures are taken for them, it does not work and they get involved in begging again. For this reason, change their mentality need first. KIIs mentioned recommendations in policy level such as:

- (i) Taking awareness program against begging through religious leaders;
- (ii) Categorizes beggars and treatment on them accordingly based on the three categories of able, disabled, and dependent urban poor may create a positive result in this field.
- (iii) Take measures before they becamefully and regular beggar may with the help of community, public and private dignitaries and relatives of them.
- (iv) To control dominants gang leaders by enforcing lawful action to suppress the dominant secret vicious circles which control and use women for their won benefits.
- (v) Listing the number of beggars may help to make policy and to take measures to rehabilitate them.
- (vi) Providing rehabilitation programs with transparent, accountable and efficient monitoring and follow-up measures to make it successful.

Those who beg for family support, habitual or for extra income with another work, they should be removed from begging. On the other hand the ultra-poor women should covered by different support service and thus to achieve SDGs on time and in a proper manner it is necessary to take appropriate action to eradicate this problem.

References

- Adedibu, A. A., & M.O. Jelili (2011). Package for controlling street begging and rehabilitating beggars and the physically challenged in Nigeria: Paper for policy consideration. *Global Journal of Human Social Science*, 11(1): 17–24.
- Al Helala, Md. Abdullah and Kabir, Md. Kazi Shahedat (2013), Exploring cruel business of beggars: the case of Bangladesh, Asian journal of business and economics, volume 3. No. 3.1. quarter 1 2013, ISSN: 2231-3699.
- Alam, M.M., Islam, M.M., Hossen, M.M., and Rahman, M.M. (2014). Street Begging and Measures for its Eradication: A Study in Chittagong Metropolitan Area, Bangladesh. Retrieved from: http://www:researchgate.net/publication/336372413. 03.09.2020.
- Bangladesh among top 3 performances in SDG: report. (2021, June 15), The daily star. Retrieved from https://www.thedailystar.net/bangladesh/news/bangladesh-among-top-3-performers-sustainable-development-report-2111189.
 - BBS. (2015). Census of Slum Areas and Floating Population-2014. Census and Information

Division, Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh.

- BBS. (2022). Population & Housing Census-2022. Preliminary Report. Statistics and Information Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Billah, M. A.,& Alam, M. M. (2017). Development Policies for Eradication of Street Begging in Bangladesh, *Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E Economics*, Volume-17, Issue-6, Version-1.0, Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc. (USA) Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X.
- Debnath, B. (2017). Begging-Profession. Retrieved from- https://www.theindependentbd.com/magazine/details/103831/Begging-Profession
- Debnath, B. K. (2017). Begging Profession. The Independent, Retrieved from- http://m.theindependentbd .com/magazine/details/103831/Begging-Profession-Access on 18.05.2018.
- GED (General Economic Division), (2020). The Sustainable Development Goals Bangladesh Progress Report. Bangladesh planning commission, Ministry of planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Hossen, M. A. (2021, June 7). The budget has increased the allocation for the social security sector. The daily Swadesh pratidin: Dhaka. Retrieved from-https://epaper.Swadeshpratidin.com/2021/06/07/4/details/4r2c2.jpg?fbclid=IwAR 2Gtxq7qj3NM88-ha3xogmH7wU82
- Jackman, D. (2024). Beggars Bosses on the Streets of Dhaka. *Journal of Contemporary Asia*, 54(1), 152-169. https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2135580.
- Kabir, K. S. (2021). Measuring socio-economic conditions of street beggars at Dhaka city in Bangladesh: an empirical study. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/348392696_Measuring_socioeconomic_conditions_of_street_beggars_at_Dhaka_city_in_Bangladesh_an_empir-ical study.
- Khandker, S. & Akhtar, A. (2020). Country Portrait Bangladesh: Social policy, Social work and Social Economy. Retrieved from- https://www.socialnet.de/en/international/bangladesh. html
- Riaz, S., & Baloch, M. A. (2019). The Socio-Cultural Determinants of Begging: A Case
- Study of Karachi City. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.10, No.11, ISSN 2222-1700 (Paper), ISSN 2222-2855 (Online), DOI: 10.7176/JESD.
- Sattar. A., & Gazi, J. M. (2019). Aged Street Beggars in the City of Dhaka, *IOSR Journal of Humanities & Social Science*, (IOSR-JHSS), V-24, ISSUE-1, pp-15-25.
- Sultana, A. (2014). Beggars in Dhaka city: Profusion or Compulsion, *Asia Journal of Business & Economics*, Volume-4, No.4.3, Quarter 111 2014 ISSN: 2231-3699.
- The daily star. (2019, October 07). Eight million came out of poverty in six years. Accessed on 09.11.2019.
- United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2020. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/.
- World Bank. (2018). Poverty and Share Prosperity. https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity-2018

Estimation of Economic, Social, and Environmental Impact on Determining Health Production Function: Empirical Evidence from Bangladesh

Munira Sultana

Associate Professor, Department of Economics Jagannath University, Dhaka-1100.

Abstract. The primary objective of this study is to investigate the economic, social, and environmental factors affecting health production. This study deals with time series data from 1975 to 2021. The World Bank (WB), the World Health Organization (WHO) and Our World in Data are the main sources of secondary data. The estimated multivariate regression model runs into several aspects, like economic, social, and environmental impacts on health production (measured by infant mortality rate). The econometric result ensures that GDP and health expenditure significantly help reduce the infant mortality rate. The number of physicians, control of the population, and education level significantly reduce infant mortality. In the environmental aspect, CO₂ emissions and unplanned urbanisationis positively related to increasing infant mortality. The current study has contributed to this subject and areas based on economic theory and practices.

Keywords: Bangladesh, Economic factors, Environmental factors, Health production, Multivariate regression, Socialfactors.

1. Introduction

The idea of a health production function is essential for comprehending how different factors interact to affect public health outcomes in Bangladesh. Similar to other nations, Bangladesh's health production function captures the intricate relationship between socioeconomic determinants, infrastructure, healthcare spending, and education as inputs and outputs, including disease prevalence, overall population well-being, and health outcomes. The production function tells us the maximum output it can produce with any given input level. In short, it summarises the relationship between inputs and outputs. The productionfunction of health defines the relationship between health and health inputs, like whether a practitioner provides health care that is needed to produce health (Shahen et al., 2020). Fundamentally, Bangladesh's health production function emphasises how critical it is to fund the nation's physical and human healthcare infrastructure in order to increase its ability to provide high-quality healthcare services (Bhuiyan & Ferdous, 2023). This covers the construction and upkeep of clinics, hospitals, and other healthcare facilities, in addition to the education and training of medical

Corresponding author: Munira Sultana, E-mail:luna 1442@yahoo.com

personnel like physicians, nurses, and community health workers. Furthermore, in Bangladesh, the influence of education on health outcomes is significant. In addition to enabling people to

make educated decisions about their health, increased access to education, especially for women and girls, also helps to end the cycle of poverty and enhance general socioeconomic conditions, both of which are strongly associated with better health outcomes. In Bangladesh, socioeconomic factors, including work, money, and living conditions, greatly impact on how healthy people are. Poverty is still a major problem, especially in rural areas where access to basic amenities and healthcare services may be restricted. Therefore, any plan aiming at strengthening the health production function must address income disparity and raise living conditions. Moreover, the health production function in Bangladesh is severely challenged by the prevalence of non-communicable diseases like diabetes and cardiovascular problems, as well as communicable diseases like malaria, tuberculosis, and diarrheal illnesses. A multisectoral strategy combining healthcare services with initiatives in nutrition, sanitation, and hygiene is needed to prevent, control, and treat these diseases. Bangladesh has improved health outcomes dramatically in the last few years. Notable accomplishments include decreasing rates of mother and child mortality, raising immunisation rates, and fighting infectious diseases. Nevertheless, there are still many major obstacles to overcome, such as the differences in healthcare financing between urban and rural areas, the introduction of new health hazards like antibiotic resistance, and the risks associated with climate change. Resolving these issues and maximising the health production function in Bangladesh will necessitate consistent spending on illness prevention initiatives, education, healthcare infrastructure, and poverty alleviation. Additionally, in order tomaximise resources and skills and improve health outcomes for all Bangladeshis, it will be imperative to develop collaboration between the government, commercial sector, civil society, and international partners (Sarkar et al., 2024). Bangladesh can keep moving forward in its quest for sustainable development and universal health care by putting its people's health and wellbeing first.

Bangladesh gained independence in 1971. Since then, a lot of changes have taken place from an economic point of view. After the liberation, Bangladesh was under socialist regimes. The transformation of power has taken place several times. Now, the country follows a market-based economic system (Muhammad, 2006). Bangladesh has moved from being the least developed country to being a developing country. The country has changed in terms of population size, level of income, level of development, and other social and economic characteristics. Bangladesh has made substantial advancements in socio-economic development in recent decades, characterised by strong progress in several metrics. Starting as one of the most impoverished countries globally, Bangladesh has become a symbol of optimism, showcasing its ability to overcome many obstacles with strength, resolve, and originality. A noteworthy accomplishment in Bangladesh's socio-economic growth trajectory has been the significant decrease in poverty rates. Government initiatives, microfinance programmes, and investments in rural development have successfully alleviated poverty for millions of

Bangladeshis. Furthermore, the nation has made significant advancements in enhancing the availability of education and healthcare, establishing the basis for the development of human resources, and inclusive economic expansion (Rahman & Majumder, 2020; Rahman & Majumder, 2021; Voumik et al., 2023). Bangladesh's development plan has prioritised education, with substantial investments made to increase access to elementary and secondary education. Consequently, there has been a consistent rise in literacy rates, which has enabled individuals to acquire the knowledge and abilities required to engage in the contemporary economy. Furthermore, efforts to encourage the education of girls have played a significant role in reducing disparities between genders, promoting increased gender parity, and empowering women. Bangladesh has made significant progress in enhancing mother-and-child health outcomes within the healthcare sector. The allocation of resources towards healthcare infrastructure, the enlargement of vital health services, and the implementation of communitybased health programmes have resulted in substantial declines in maternal and child mortality rates (Rahman et al., 2020). Moreover, there has been a notable rise in immunisation coverage, resulting in enhanced overall health outcomes for the population (Chowdhury et al., 2013). Bangladesh's socio-economic development progress has been significantly propelled by economic expansion. The garment industry in Bangladesh has become a crucial catalyst for economic expansion, offering job prospects for millions of Bangladeshis, particularly women. Furthermore, the implementation of implementing diversification strategies and the allocation of allocating investments in sectors such as agriculture, information technology, and manufacturing have played a significant role in maintaining economic growth and generating employment opportunities. Bangladesh's development programme has prioritised infrastructure development, namely investing in transport, electricity, and telecommunications facilities. These investments have not only fostered economic expansion but also fostered economic expansion and enhanced connectivity and accessibility to services, especially in rural regions. Notwithstanding these accomplishments, Bangladesh still confronts a multitude of obstacles in its pursuit of socio-economic progress. Enduring poverty, disparities in income, susceptibilities to climate change, and challenges in governance continue to be significant areas of apprehension. Furthermore, the COVID-19 pandemic has presented unparalleled difficulties, emphasising the significance of constructing resilience and enhancing social safety nets. In order to maintain and increase the speed of socio-economic progress in the future, it will be necessary to remain dedicated, creative, and cooperative. To overcome the remaining obstacles, it is imperative to implement comprehensive plans that give priority to inclusive economic development, environmental preservation, and social equality. With the foundation of its previous achievements and the utilisation of its skilled workforce and innovative mindset, Bangladesh is well-positioned to attain further advancements in its pursuit of wealth and overall welfare for its entire population. In the last two decades, the health care system has improved a lot, and it is an ongoing process. However, there is a long way to go before this country reaches the standard of a developed country. Although the life expectancy in Bangladesh is increasing, it is still far behind that of developed countries (Moses, 2009). The infant mortality rate is a mirror image of life expectancy.

Considering the importance of health care, this study has investigated the impact of different economic, social, and environmental factors on the health status of Bangladesh. The aim of this research is to analyze the health production function at the macro level. The implications of the study will help determine the most efficient way of allocating resources to improve the overall health status of Bangladesh. This will help with the appropriate health policy, which will have a greater impact. Using time-series data, we will estimate the impact of macroeconomic, social, and environmental factors on health status. The research proposal is organized as follows: A brief review of the literature is provided in Section 2. In Section 3, data and methodologies are provided. Section 4 presents the results and interpretations. Finally, the last section summarises the findings, draws conclusions, and makes some policy recommendations based on the results.

2. Literature Review

The health production function of East European countries was estimated by (Fayissa and Traianm, 2013). Several empirical studies on health production function have to be done in Western European Countries and North America. Grossman's theory was used to estimate the health production function. However, no empirical studies have been performed in Bangladesh on this issue. The study provides vital insights into the intricate relationship between economic, social, and environmental factors and their impact on health outcomes. However, there are significant gaps in the existing literature that require more investigation. Firstly, the research might be enhanced by conducting a more thorough investigation into the precise economic factors that impact the health production function in Bangladesh. Although economic factors such as healthcare spending and income levels are recognised, a more detailed examination of the influence of macroeconomic trends, fiscal policies, and healthcare financing methods on health outcomes could offer a more comprehensive understanding of the connection between economics and health in the context of Bangladesh. Furthermore, although social determinants are acknowledged as key elements that shape health outcomes, the study should further explore the socio-cultural dynamics and structural inequities that impact health production in Bangladesh. An examination of the influence of education, gender, social capital, and community empowerment on health outcomes could improve the thoroughness of the study and provide valuable insights for targeted interventions aimed at reducing disparities in healthcare access and health outcomes. The study could go deeper into the environmental factors that influence the creation of health in Bangladesh. A comprehensive examination of climate change impacts, urbanisation, and access to clean water and sanitation facilities in Bangladesh could offer valuable insights into the relationship between environmental sustainability and public health. Although pollution and sanitation are recognised as important environmental factors, a more detailed analysis is needed to fully understand their effects. In addition, the lack of research in the field could be resolved by taking into account improvements in research methods

and constraints in data while estimating the health production function. Utilising robust statistical approaches, doing longitudinal data analysis, and performing sensitivity analyses can improve the validity and reliability of study findings. It is important to acknowledge and address potential biases or confounding factors to ensure accurate results. This study makes a valuable contribution to our understanding of the health production function in Bangladesh. However, there are still gaps in the existing literature that can be addressed through additional empirical research, refining research methods, and collaborating across different disciplines. By doing so, we can enhance our understanding of the various factors that influence health and use this knowledge to develop evidence-based policies that can improve the health outcomes of the population in Bangladesh. However, the relevant literature has been presented in Table 1.

Table 1: Summary of literature review

Name of Authors	Type of Data, Country & Duration	The framework of the Study	Variables	Results
Akter et al. (2023)	Panel Data; G-7 countries; 1971 - 2021	CS-ARDL	GDP, Education, Urbanization, CO ₂ emissin, child mortality	Expantion of GDP and education reduce child mortality, CO ₂ emission increase the child mortality
Kenkel(199 5)	Panel Data; 21 EMR countries; 1995 - 2007	Panel data model (fixed effect)	Food, GDP, Education, Urbanization, Life expectancy	Food, GDP, Education accelerate life expectancy
Narayan et	Panel Data; 5 Asian	OLS	Economic growth	Economic growth accelerate
al., (2010)	countries; 1974–2007	Regression	and health	health production
Assadzadeh et al. (2014)	Panel Data; 8 Petroleum Exporting Countries; 2000-2010	OLS Regression	GDP, Life Expectancy, Health costs, CO ₂	CO ₂ increases health vulnerability and GDP support to reduce health vulnerability.
Fattahi (2015)	Panel Data; Developing Countries; 1995-2011	GMM estimation	Health Expenditure, CO ₂ , Urbanization, Government exp., Unemployment rate, Education,	Urbanization and CO ₂ create health vulnerability where education and govt. expenditure positive impact on the health production function.
Qadri and Waheed, (2011).	Time series; Pakistan; 1978 - 2007	Cobb-Douglas PF	Education, Health, Economic Growth	Education and growth increase health productivity
Yazdi et al. (2017)	Panel Data; MENA Countries; 1995-2014	ARDL	GDP,Health expenses, CO ₂ , PM ₁₀	Long run relation among those variables and CO ₂ , PM ₁₀ increase the health expenditure.
Amiria and Gerdtham(2013)	Panel Data; 180 Countries; 1990-2010	DEA analysis	Infant, maternal mortality rate, GDP	GDP support to reduce infant and maternal mortality.
Majumder and Rahman (2023)	Primary Data, Bangladesh	SEM analysis	Health, Migration, Environment	Environmental degredation increase health vulnerability in Bangladesh.

Source: Authors Selection

3. Data and Methodology

The health outcome measure (infant mortality rate) is specified as a function of the economic (GDP per capita, health care expenditures, food production index), social (education, population size, physicians), and environmental (urbanization, carbon dioxide emissions)factors. Thus, a log-linear Cob-Douglas production function of the study can be written as:

In HO =
$$in\Omega + \sum xilnYF + \sum yilnSF + \sum zilnEF + Ei$$
 (1)

Where Ω is the initial health stock.

YFare the economic factors, SF are the social factors, EF are the environmental factors and ei is the disturbance term.

In the study, we conduct secondary data, and data has been collected from country-level data from the World Bank (WB), World Health Organization (WHO) and our world in data. Time series data from 1975 to 2021 has been used in this study.

The current study structured as the economic factors present in model-1, social factors represent in model-2, and environmental factors have been presented in model-3.

Model-1:

$$Inmf = f(GDP, T\hbar \exp, Fp) \tag{2}$$

Now, the constructed econometric model is that:

$$Inm f_t = \beta_0 + \beta_1 GDP_t + \beta_2 T \hbar \exp_t + \beta_3 F p_t + \varepsilon_t$$
 (3)

The log transformation has been taken in equation 3.

$$LnInmf_t = \beta_0 + \beta_1 LnGDP_t + \beta_2 LnT\hbar \exp_t + \beta_3 LnFp_t + \varepsilon_t$$
 (4)

Model-2:

$$Inmf = f(Edu, Ph v, Pop) \tag{5}$$

Now, the constructed econometric model is that:

$$Inm f_t = \beta_0 + \beta_1 E du_t + \beta_2 P \hbar y_t + \beta_3 P o p_t + \varepsilon_t \tag{6}$$

The log transformation has been taken in equation 6.

$$LnInmf_t = \beta_0 + \beta_1 LnEdu_t + \beta_2 LnP \hbar y_t + \beta_3 LnPop_t + \varepsilon_t$$
 (7)

Model-3:

$$Inmf = f(Urbp, CO2) \tag{8}$$

Now, the constructed econometric model is that:

$$Inm f_t = \beta_0 + \beta_1 Urb p_t + \beta_2 CO 2_t + \varepsilon_t \tag{9}$$

The log transformation has been taken in equation 9.

$$LnInmf_t = \beta_0 + \beta_1 LnUrbp_t + \beta_2 LnCO2_t + \varepsilon_t$$
 (10)

Where,

 β_0 is the einterrupt term

 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4,$ and β_5 are th eslope coefficient. the estime and th exists

presentt h eresidual.

Table 2: Variables present in details

Variables	Details
Inmf	Mortality rate, infant (per 1,000 live births)
GDP	GDP per capita (current US\$)
Edu	Educational attainment, at least completed upper secondary, population 25+, total (%) (cumulative)
Fp	Food production index (2004-2006 = 100)
Phy	Physicians (per 1,000 people)
CO2	CO ₂ emissions (metric tons per capita)
Urbp	Urban population (% of total population)
Pop	Population, total
Thexp	Current health expenditure (% of GDP)

Source: World Bank, 2023; World Health Organization, 2023; Our World in Data, 2023

1. Econometric Results and Discussion

The current study conducted the health production function in economic, social, and environmental aspects. There are three models developed to measuring the factors influenced by the health production function. Constructed model-1 has been presented as the health outcome (infant mortality rate) depends on total health expenditure, GDP per capita, and food production. The correlation between health outcomes and other socio-economic determinants is complex, with total health expenditure, GDP per capita, and food production having crucial roles in influencing population health. As nations endeavour to enhance health outcomes and foster well-being, it becomes crucial to comprehend the complex interrelationship between these aspects. Total health spending is a significant measure of a country's dedication to providing healthcare services and developing infrastructure. Countries can improve access to high-quality healthcare and decrease the impact of diseases by investing money in healthcare services, encompassing preventative measures, treatment, and public health activities. Increased levels of health expenditure are frequently linked to enhanced health outcomes due to the provision of well-equipped healthcare facilities, highly skilled medical personnel, and state-ofthe-art medical technologies. Hence, nations that allocate a greater amount of resources per person towards healthcare generally observe reduced death rates, extended life expectancy, and improved overall health indicators among their citizens. Gross Domestic Product (GDP) per capita, which measures the economic productivity and distribution of wealth within a country, has a substantial impact on health outcomes. Higher levels of GDP per capita typically correspond to improved access to healthcare services, elevated living standards, and enhanced socio-economic situations. As individuals' financial means and resource availability increase, they are able to afford higher quality nourishment, housing, education, and healthcare, all of which lead to better health outcomes. In addition, higher levels of GDP per capita allow governments to allocate funds towards social welfare programmes, infrastructure development, and public health efforts, so strengthening the people's overall health. Food production, including agricultural methods, food security, and nutritional adequacy, is another important factor influencing health outcomes. Efficient food production and distribution networks guarantee the availability of nourishing and varied meals, which are crucial for sustaining excellent health and averting diseases associated with malnutrition. Inadequate food production, conversely, can result in food insecurity, malnutrition, and deficiencies in micronutrients, worsening health inequalities and hurting general well-being. Furthermore, food production practices can have significant environmental consequences, including the impact on air and water quality, soil health, and climate change. These factors, in turn, have an effect on public health outcomes. Ultimately, the connection between health outcomes and total health spending, GDP per capita, and food production highlights the intricate interaction between economic, social, and environmental elements in influencing population health. Countries can strive to enhance the well-being of their citizens by giving priority to investments in healthcare facilities, stimulating economic growth and equitable development, and promoting sustainable food production techniques. This requires comprehensive, multi-sectoral strategies that tackle the underlying factors contributing to health disparities and advocate for health equity for everyone. Table 3 shows the results of descriptive statistics of the selected factors and assures that there is no inconsistency among the variables. Table 4 shows the results of sums of squares and crossproduct (SSCP) for measuring the correlation among the variables. In addition, Figure one shows the visualization of the selected variables.

The estimated multivariate regression results shows in Table 5. The total health expenditure has been supported to reduce infant mortality. Increases of one percent health expenditure reduce infant mortality by 0.56%. The estimated result is significant at a 1% level and the sign of the coefficient is expected. The acceleration of GDP per capital helps to reduce infant mortality (Baird et al., 2011). As expected, infant mortality reduces 0.53% whenever a one percent increase of GDP per capita. The result determined with a 1% significant level. The food production index also furnishes an expected sign but the estimated result is not significant. Efficient and sustainable food production can support to reduce infant mortality(Shonkoff et al., 2014).

Table 3: Descriptive statistics of selected factors	Table 3: I	Descriptive	statistics o	of selected	factors
---	------------	-------------	--------------	-------------	---------

	LNINMF	LNGDP	LNPOP	LNPHY	LNURBP	LNCO2	LNEDU	LNFP	LNTHEXP
Mean	3.71	6.57	18.79	-1.03	3.39	-1.00	3.18	4.77	0.86
Median	3.71	6.55	18.80	-1.04	3.39	-0.99	3.19	4.80	0.87
Maximum	4.11	7.25	18.88	-0.70	3.56	-0.63	3.37	4.98	0.95
Minimum	3.33	6.03	18.68	-1.39	3.18	-1.38	2.84	4.48	0.69
Std. Dev.	0.24	0.39	0.06	0.22	0.12	0.26	0.12	0.17	0.07
Skewness	0.01	0.23	-0.31	0.08	-0.16	-0.05	-1.30	-0.48	-0.94
Kurtosis	1.86	1.79	2.16	2.02	1.92	1.61	6.46	1.86	3.58
Jarque-Bera	0.82	1.05	0.68	0.62	0.79	1.21	11.68	1.38	2.43
Probability	0.66	0.59	0.71	0.73	0.67	0.55	0.00	0.50	0.30
Sum	55.66	98.56	281.92	-15.39	50.80	-15.04	47.68	71.53	12.90
Sum Sq. Dev.	0.80	2.16	0.05	0.65	0.19	0.92	0.19	0.40	0.07

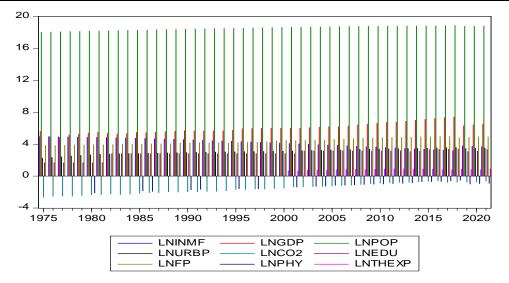


Figure 1: Diagram of variables visualization

Table 4: Correlation measure by SSCP method

	LNINMF	LNGDP	LNPOP	LNPHY	LNURBP	LNCO2	LNEDU	LNFP	LNTHEXP
LNINMF	0.80	-1.31	-0.19	-0.72	-0.39	-0.85	-0.23	-0.56	-0.18
LNGDP	-1.31	2.16	0.31	1.17	0.62	1.39	0.36	0.89	0.26
LNPOP	-0.19	0.31	0.05	0.17	0.09	0.20	0.06	0.13	0.04
LNPHY	-0.72	1.17	0.17	0.65	0.34	0.76	0.21	0.50	0.15
LNURBP	-0.39	0.62	0.09	0.34	0.19	0.41	0.11	0.27	0.09
LNCO2	-0.85	1.39	0.20	0.76	0.41	0.92	0.23	0.59	0.19
LNEDU	-0.23	0.36	0.06	0.21	0.11	0.23	0.19	0.15	0.06
LNFP	-0.56	0.89	0.13	0.50	0.27	0.59	0.15	0.40	0.14
LNTHEXP	-0.18	0.26	0.04	0.15	0.09	0.19	0.06	0.14	0.07

Table 5: Multivariate regression results for model-1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
		Std. Error	t-Statistic	1100.
LNINMF (Dependent Vari	iable)			
LNTHEXP	-0.563***	0.199	-2.824	0.014
LNGDP	-0.531***	0.073	-7.327	0.000
LNFP	-0.044	0.212	-0.207	0.840
C	7.898***	0.441	17.910	0.000
R-square	0.980		F-statistic	532.769
Adjusted R-square	0.980		D-W	1.940

Note: ***, ** and * present 1%, 5% and 10% significance level respectively

The estimated output for model-2 hasshownin Table 6. As the health outcome (infant mortality rate) depends on education which is substitute by gross enrolment ration, physicians, and population size. This model has been constructed in social aspects where education works as a pioneer of social development, population size, and patterns are also a significant factor in determining the infant mortality. Health vulnerability can be reduced by an effective deal with physicians (Small, 2011). The estimated multivariate regressionupshot shows the level of education support to reduce infant mortality. Increases of 1% education level reduce infant mortality by 0.12%. The expected result is significant at a 1% level and shows an expected sign. Extending the numbers of physicians assistsin reducing infant mortality. Anticipated that, infant mortality probably reduce 0.36% by a one percent increase in the numbers of physicians. The result constructed with 1% significant level. Population size also equips that aprojected sign with measuring the relation with infant mortality and the result is significant at a 1% level. Control of population should be expected and reduction of overpopulation can ensure health safety (Ebi et al., 2006).

Table 6: Multivariate regression results for model-2

Variable	Coefficient Std. Error		t-Statistic	Prob.			
LNINMF (Dependent Variable)							
LNPOP	-2.375***	0.432	-5.494	0.003			
LNPHY	-0.361**	0.107	-3.362	0.020			
LNEDU	-0.120	0.071	-1.686	0.153			
C	48.327***	8.162	5.921	0.002			
R-square	0.908		F-statistic	886.567			
Adjusted R-square	0.915		D-W	2.263			

Note: ***, ** and * present 1%, 5% and 10% significance level respectively

The relationship between health production and the environment is presented in model-3. The estimated result has shown in Table 7. In this case, assume that health outcome (infant mortality

rate) depends on carbon dioxide emission and urban population. The urban population is representing the term of urbanization. More urbanization can create more pollution.

Table 7: Multivariate regression results for Model-3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNINMF (Dependent Variable)				
LNCO2	1.011***	0.081	-12.511	0.000
LNURBP	0.251*	0.149	1.686	0.099
C	1.816***	0.589	3.081	0.004
R-square	0.981		F-statistic	1034.663
Adjusted R-square	0.980		D-W	1.587

Note: ***, ** and * present 1%, 5% and 10% significance level respectively

Whatever the anticipated multivariate regression shows the CO_2 emission support to increase the health vulnerability in nature. The health production function should be damaged by the accelerations of CO_2 emission. Increases of 1% CO_2 emission increase the infant mortality rate 1. 01%. The result is significant at 1% level and shows a sign of consequence. Conservatory urbanizations reduce the quality of life. Undesirable urbanizations and urban population size also <u>have</u> a positive sign on infant mortality and the result is significant at 10% level. Ambient quality has largely determined by the CO_2 emission and urbanization in Bangladesh (Alom et al., 2017; Islam & Mungai, 2016; Suha & Haque, 2013).

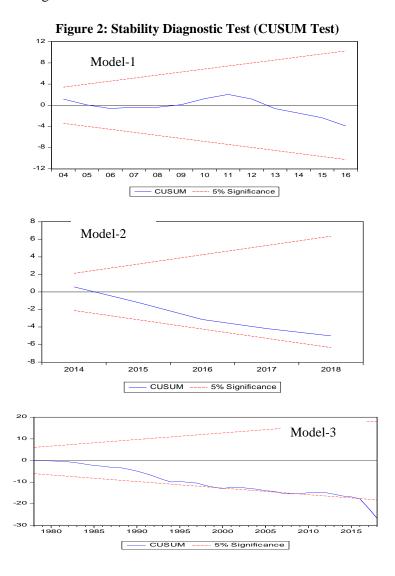
Table 8: Residual digonostic, heteroskedasticity and normality test

Model	J-B	Prob.	Obs*R-squ.	Prob.	Decision
M-1	2.26	0.36	1.91	0.59	No Heteroskedasticity and residual normally distributed
M-2	0.660	0.710	6.880	0.070	No Heteroskedasticity and residual normally distributed
M-3	2.130	0.340	3.270	0.190	No Heteroskedasticity and residual normally distributed

Residual diagnostics for these models have been presented in Table 8. The tests for model 1 declare that the residual series is normally distributed. Model 2 and 3 have a similar kind of statements. Whatever there is no inconsistency among those models. The stability diagnostics results present in Figure 2. The estimated result determined that there is no instability of each model. The models are free of serial autocorrelation in the case of working variables and the multivariate regression estimation does not have any spurious effect.

However, within the field of public health research, it is crucial to comprehend the complex interaction among economic, social, and environmental elements in influencing health outcomes. The paper examines the various factors that contribute to health production in

Bangladesh. The research provides a comprehensive understanding of the intricate factors that affect the health of the population in a highly populated and socio-economically varied country, using empirical analysis. This study highlights the importance of economic factors in influencing the process of producing good health. The research emphasises the crucial impact of economic development on enhancing health outcomes, taking into account variables such as healthcare expenditure, income levels, and access to healthcare services. Additionally, the study highlights the significance of social determinants, such as education, gender equality, and social capital, in impacting health outcomes. These findings emphasise the necessity of comprehensive, cross-sectoral strategies to tackle socio-economic inequalities and advance health fairness in Bangladesh.



208

Moreover, the study explores the ecological aspects of health generation, highlighting the influence of environmental elements such as pollution, sanitation, and climate change on the overall health of the population. The study emphasises the interdependence between environmental sustainability and public health, underlining the need to urgently address environmental concerns in order to reduce health risks and enhance well-being in Bangladesh. Within the wider scope of global health, the results of this study have significant ramifications for policy and implementation. Policymakers can promote population well-being by identifying the main factors that determine health production and understanding their specific effects. This knowledge allows them to create focused policies aimed at improving health outcomes. Furthermore, the study highlights the significance of interdisciplinary teamwork and making decisions based on solid data when dealing with intricate health issues. Although the research offers vital insights on the health production function in Bangladesh, it is important to acknowledge its limits and identify opportunities for future research. Improvements in research methods, addressing data constraints, and conducting long-term studies could strengthen the reliability and applicability of the results. Furthermore, additional study is required to investigate the efficacy of targeted interventions designed to tackle socio-economic and environmental factors that influence health in Bangladesh. The study enhances our comprehension of the intricate relationship among economic, social, and environmental elements in influencing health results. Through an analysis of these factors within the specific context of Bangladesh, this research provides significant knowledge for policymakers, researchers, and practitioners who aim to enhance population health and well-being in both Bangladesh and other regions.

1. Conclusion and Recommendations

The current study is conducted with time series data over the period from 1975 to 2021. This study estimates the economic, social, and environmental effects on health production functions in Bangladesh. The multivariate regression measured the impact of GDP per capita, total health expenditure, food production index, education level, the total number of physicians, control of population, urbanisation, and CO₂ emissions on health production. The results show that GDP and health expenditure support reducing the infant mortality rate. The result is significant at the 1% level. The food production index determines an insignificant result where the sign is expected. In the social aspect, this study measured the control of the population; increasing the number of physicians and level of education significantly helps to reduce the infant mortality rate. There is a significant impact on reducing infant mortality and ensuring sustainable health production functions. Environmental aspects demonstrate that CO₂ emissions and unexpected urbanisation created health vulnerabilities in nature. CO₂ emissions positively influence infant mortality; an increase in CO₂ emissions increases infant mortality by reducing environmental quality. Unproductive urbanisation also increases the health vulnerability of slum and floating people, who lose their humanity and health rights.

Based on what we learned from this study, we can make a number of suggestions for policy changes and changes in practice that will help improve health results in Bangladesh. As a result of the big effect that total health spending has on health outcomes, policymakers should put more money into healthcare infrastructure like hospitals, clinics, and basic healthcare centres. Bangladesh can improve healthcare delivery and everyone's health by making it easier for more people to get access to high-quality services, especially in rural and neglected areas. In order to improve health results, changes should also be made to how healthcare is paid for. Using tactics like community-based health financing models, social health insurance programmes, and new public-private partnerships can help get resources together and make sure that everyone, regardless of their income, has equal access to health care services. Because education is a social factor that affects health, lawmakers should put education and health literacy programmes at the top of their list of priorities. Bangladesh can give people the information and skills they need to make healthy decisions, adopt healthy behaviours, and avoid getting sick by putting money into school buildings, teacher training programmes, and health education curricula.

To reduce differences in health outcomes based on socioeconomic status, we need to target programmes that deal with poverty, unemployment, and income inequality. Creating programmes to fight poverty, create jobs, and provide social safety can improve people's lives financially and make it easier for them to get medical care, which promoting health equity and social inclusion. Because environmental factors have an effect on health, policymakers should make it a priority to improve environmental health rules and policies. Bangladesh can protect its people's health and stop diseases linked to the environment by taking steps to clean up the air and water, improve sanitation and garbage management, and lessen the effects of climate change. To fight malnutrition and make health results better, food production and nutrition policies must be improved. Agricultural reforms, sustainable farming methods, and making sure everyone has access to a variety of healthy foods can help fight food insecurity, malnutrition, and diseases linked to poor diets, which will ultimately improve health and well-being as a whole. It is important to keep putting money into studies and data collection so that we can keep an eye on health outcomes, spot new health threats, and see how well policy changes work. It is possible to making suggestions based on facts is possible by improving health information systems, doing epidemiological studies, and encouraging people from academia, the government, and civil society to work together. Bangladesh can make big steps towards better health outcomes, lowering health disparities, and making its people happier and healthier by following these suggestions. To turn these suggestions into real action and really improve public health, though, we will need long-term political support, collaboration across sectors, and active participation from the community. This study also recommended that it is necessary to increase health expenditure at the national and local levels, besides proper monitoring and successful evaluation. Control of the population should play an important role in reducing infant mortality. Ambient quality needs to be ensured to reduce health vulnerability. An increase in education level has a momentous impact on reducing infant mortality, which is why an effective policy should be applicable to ensuring hundred percent literacy rates. The current study ensures that it is the first attempt to measure the health production function in terms of economic, social, and environmental aspects in Bangladesh with consideration of economic theory and practices.

References

- Akter, S., Voumik, L. C., Rahman, M. H., Raihan, A., &Zimon, G. (2023). GDP, health expenditure, industrialization, education and environmental sustainability impact on child mortality: Evidence from G-7 countries. *Sustainable Environment*, 9(1), 2269746.
- Alom, K., Uddin, A. N. M., & Islam, N. (2017). Energy consumption, CO 2 emissions, urbanization and financial development in Bangladesh: Vector error correction model. *Journal of Global Economics, Management and Business Research*, 9(4), 178-189.
- Amiri, A., &Gerdtham, U. G. (2013). Impact of maternal and child health on economic growth: New evidence-based Granger causality and DEA analysis. *Lund University*.
- Muhammad, A. (2006). Globalization and economic transformation in a peripheral economy: The Bangladesh experience. *Economic and Political Weekly*, 1459-1464.
- Ebi, K. L., Kovats, R. S., &Menne, B. (2006). An approach for assessing human health vulnerability and public health interventions to adapt to climate change. *Environmental health perspectives*, 114(12), 1930-1934.
- Bhuiyan, H. M. K. H., & Ferdous, J. (2023). Innovating and Transforming the Healthcare Sector in Bangladesh: Challenges and Opportunities. *Journal of Health and Medical Sciences*, 6(4), 119-127.
- Baird, S., Friedman, J., &Schady, N. (2011). Aggregate income shocks and infant mortality in the developing world. *Review of Economics and Statistics*, 93(3), 847-856.
- Bayati, M., Akbarian, R., &Kavosi, Z. (2013). Determinants of life expectancy in eastern mediterranean region: a health production function. *International journal of health policy and management*, 1(1), 57.
- Chowdhury, A. M. R., Bhuiya, A., Chowdhury, M. E., Rasheed, S., Hussain, Z., & Chen, L. C. (2013). The Bangladesh paradox: exceptional health achievement despite economic poverty. *The Lancet*, *382*(9906), 1734-1745.
- Islam, M. R., & was Mungai, N. (2016). Forced eviction in Bangladesh: A human rights issue. *International Social Work*, 59(4), 494-507.
- Faisal Sultan Qadri, F., & Abdul Waheed, W. (2011). Human capital and economic growth: Time series evidence from Pakistan. *Pakistan Business Review*, 1 (1), 815-833.
- Fayissa, B., & Traian, A. (2013). Estimation of a health production function: evidence from East-European countries. *The American Economist*, 58(2), 134-148.
- Kenkel, D. S. (1995). Should you eat breakfast? Estimates from health production functions. *Health Economics*, 4(1), 15-29.
- Muhammad, A. (2006). Globalization and economic transformation in a peripheral economy: The Bangladesh experience. *Economic and Political Weekly*, 1459-1464.

- Majumder, S. C., & Rahman, M. H. (2023). Rural–urban migration and its impact on environment and health: evidence from Cumilla City Corporation, Bangladesh. *GeoJournal*, 88(3), 3419-3437.
- Moses, J. W. (2009). Leaving poverty behind: A radical proposal for developing Bangladesh through emigration. *Development Policy Review*, 27(4), 457-479.
- Narayan, S., Narayan, P. K., & Mishra, S. (2010). Investigating the relationship between health and economic growth: Empirical evidence from a panel of 5 Asian countries. *Journal of Asian Economics*, 21(4), 404-411.
- Rahman, M. H., & Majumder, S. C. (2020). Nexus between energy consumptions and CO₂emissions in selected industrialized countries. *International Journal of Entrepreneurial Research*, 3(1), 13-19.
- Rahman, M. H., & Majumder, S. C. (2021). The impact of electricity production sources and GDP on CO_2 emission in Bangladesh: A short-run dynamic. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(2), 198-208.
- Rahman, M. H., Chandra, S., & Rana, M. Z. (2020). The reasons behind the shift of patients from public to private hospitals: Evidence from public hospitals in Cumilla City Corporation.
- Sarkar, S., Wangmo, S., Flora, M. S., Uddin, S. M. J., Sultan, M., & Grundy, J. (2024). Assessing public health sector performance in Bangladesh: Implications for health systems strengthening and universal health coverage—A secondary data analysis. *The International Journal of Health Planning* and Management, 39(2), 164-174.
- Voumik, L. C., Ridwan, M., Rahman, M. H., & Raihan, A. (2023). An investigation into the primary causes of carbon dioxide releases in Kenya: Does renewable energy matter to reduce carbon emission?. *Renewable Energy Focus*, 47, 100491.
- Shonkoff, S. B., Hays, J., & Finkel, M. L. (2014). Environmental public health dimensions of shale and tight gas development. *Environmental Health Perspectives*, 122(8), 787-795.
- Small, L. F. F. (2011). Determinants of physician utilization, emergency room use, and hospitalizations among populations with multiple health vulnerabilities. *Health:* 15(5), 491-516.
- Suha, S. M., & Haque, M. R. (2013). Adolescent girls in an urban slum: environmental health perspective. *The International Journal of Social Sciences*, 9(1).
- Shahen, M. A., Islam, M. R., & Ahmed, R. (2020). Challenges for health care services in Bangladesh: an overview. *IOSR Journal of Nursing and Health Science*, 9, 13-24.

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিশ্লেষণ

নিবেদিতা রায়

সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সার সংক্ষেপ: রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বহি:প্রকাশ ঘটে এর একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দ্বারা। পন্য, সেবা. প্রঁজির বিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্ক জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে। বিভিন্ন মতাদর্শ এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। বিশ্বায়নের ইতিহাসে তেমনি একটি মতাদর্শ উদারতাবাদ বর্তমানে নয়া উদারতাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। নয়া উদারতাবাদের আলোকে রাষ্ট্রের কল্যানমূলক কার্যক্রমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বাজারমুখী কেন্দ্রীকরণে বিশ্বায়নের প্রতিনিধিত্ব করে। তথ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জাতিরাষ্ট্রগুলোকে একই কাঠামোতে একত্রিত করার জন্য নয়া উদারতাবাদ রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতিমালা কে প্রভাবিত করে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, দারিদ্য-দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এই মতাদর্শ নীতি নির্ধারন করে। সামাজিক সহযোগিতার নামে বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারী বিনিয়োগ, পুঁজির সম্প্রসারনে মুনাফার বৃদ্ধিকে একমাত্র লক্ষ্যে রূপান্তরিত করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি কী পন্যায়নকে উৎসাহ দেয় ? এই গবেষণায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত কীভাবে নয়া উদারতাবাদী বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশ্বায়ন কেন্দ্রিক তিন ধরনের বিতর্কের আলোকে সেটি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রভৃতির সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্বায়নের তাত্তিকরা মনে করেন সুশাসনের ব্যতয় ঘটেছে এই অভিযোগে বহুপাক্ষিক দাতারা নিজেদের শাসন সংক্রান্ত নির্দেশনা ও সাহায্য নিয়ে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। রূপান্তরবাদীদের মতে রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী অবস্থান, স্বনির্ভরতা ও দক্ষতার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয়সাধন নিজেদের সক্ষমতার পরিবর্তন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখাতে পারে। তাই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন দূর্বলতা মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন আবশ্যক।

চাবিশব: বিশ্বায়ন, সার্বভৌমত, উদারতাবাদ, বাংলাদেশ

১. ভূমিকা

বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সমষ্টি যা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের বিস্তার বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব ফেলেছে। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা সার্বভৌমতৃ। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন মুক্ত। আবার, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বা প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে জাতি রাষ্ট্র যখন তার নিজের স্বার্থ বড় করে দেখে তখন তা জাতীয় স্বার্থ। এ পর্যায়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থ রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম শক্তির উপর

Corresponding author: Nibedita Roy, E-mail: juiful83@gmail.com

নির্ভর করে। তাই বর্তমানে একটি রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় আরেকটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ত্বের মধ্যে দিয়ে। যোসেফ স্টিগলিৎস (২০০৬) মনে করেন, বিশ্বায়নের আলোকে রাষ্ট্র এখন আধা ধনবান শক্তিশালী রাষ্ট্র ও বিরাট কর্পোরেশনের প্রজেক্ট।

বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোকে 'একক কাঠামো' আকারে হাজির করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বায়ন। বৈশ্বিক পুঁজির ফলে রাষ্ট্র দিন দিন তার স্বায়ন্ত্রশাসন, ক্ষমতা কিংবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার নিজের শক্তি আর মর্যাদা ধরে রাখতে সক্ষম। অন্য পক্ষটি রিচার্ড ডব্লিউ ফিশারের মতো মনে করেন রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তা আকারে বৈশ্বিক পুঁজিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাতরোধ করতে সক্ষম (ডব্লিউ মিশেল বক্র, ২০০৮)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য ব্রেটনউডস্ কনফারেন্সে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা যথা: বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ জাতিরাষ্ট্রগুলোর আন্তরাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে সুশাসন সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরামর্শ জাতীয় জীবনে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসনে রূপান্তরের জন্য অন্যতম লক্ষ্য ছিল মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা প্রদান। এর ফলেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার দ্রুত মনোন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই সম্ভব। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ইতিবাচক ভাবে সংরক্ষন করতে পারে আবার সক্ষমতাকে দূর্বলও করতে পারে। জাতিরাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব তাই বৈশ্বিক আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে দেখা যায়। বিশ্বায়নের বিবর্তনে আদর্শিক একটি ধারনা উদারতাবাদ থেকে নব্যউদারতাবাদে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষত্রেই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জাতিরাষ্ট্রগুলোকে একই কাঠামোতে একত্রিত করার জন্য তৈরী হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তুরান্বিত করতে পুঁজির সহজলভ্যতার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়া উদারতাবাদী এসব প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর্রশীল হয়ে পড়ে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ জাতি রাষ্ট্রে হিসাবে বাংলাদেশের উপর বিশ্বায়নের বল্লা করা। মৃতরাং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ কীভাবে নয়া উদারতাবাদী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশ্বায়ন কেন্দ্রিক উপরোক্ত তিন ধরনের বিতর্কের আলোকে সেটি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

২. সমস্যার বিবরণ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে নিয়ন্ত্রনমূলক অর্থনীতি গ্রহণ করলেও '৮০ দশকের শুরুতেই নিজের বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। বাজার উদারীকরণের পথে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় আমদানি ও আন্তর্জাতিক সাহায্য বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘ সময়ে এর তেমন কোন সুফল দেখা যায় নাই। বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি মূলনীতির একটি ছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা যেন ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি না করে, সেটাই ছিল এর অন্যতম কারণ। কিন্তু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের আন্তর্জাতিক শক্তির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত বেসরকারিকরণের মাধ্যমে সংবিধানের চারটি মূলনীতির একটি 'সমাজতন্ত্রে'র ধারণা থেকে রাষ্ট্র সরে এসেছে। একটি উচ্চ ঋণগ্রস্থ দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণসুবিধা পাবার জন্য বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি-১) প্রণয়নের কাজ শুরু করে ২০০০ সালে এবং প্রথম খসড়া তৈরি করে ২০০২ সালের এপ্রিলে। পরবর্তীতে উভয় ঋণদাতার পরামর্শ অনুসারে দ্বিতীয় খসড়া তৈরি করে একই বছরের ডিসেম্বরে। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে মানব দারিদ্র্যের তিনটি সম্প্রসারিত মাত্রাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি ক্ষেত্রে বঞ্চনা। জাতিসংঘ সহস্রান্দ সম্মেলন ২০০০-এ বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যের উন্নয়নে অভিষ্ট পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

বিশ্বায়নের দীর্ঘ ইতিহাসে আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে এই ধরনের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর প্রভাব পরিবর্তন এনেছে। গবেষকরা এই পরিবর্তনগুলোর ফলাফলে ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। অতি বিশ্বায়নপন্থীরা একে ইতিবাচক মনে করেন। তারা মনে করেন, এতে সাধারন স্বার্থ সমন্বিত সচেতন গোষ্ঠী প্রতিয়মান হয়। এর বিপরীত মতামত প্রদান করেন সংশয়বাদী তাত্ত্বিকরা। তাদের মতে, জাতিরাষ্ট্রগুলো সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় বাধ্য হয়ে সুশাসন সংএগন্ত ইস্যুগুলো গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বরূপেই পরিচিত পায়। দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। সার্বভৌমত্ব ছমকির সম্মুখীন হয়। তাই সংশয়বাদীরা বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্রকে কতগুলি জটিল ও পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এই মতবাদের তাত্ত্বিকরা বলেন, বিশ্বায়ন যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচলন চায় সেটি পাশ্চাত্যের অনুকরণীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তারা মনে করেন উত্তর-দক্ষিণ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝে ধর্ম, ঐতিহ্যর বিভিন্নতা আছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুসরণে সংস্কৃতির মিশ্রণ শুদ্ধ নয় বরং তা সভ্যতার সংঘর্ষকে বৃদ্ধি করে। এ দু'টি মতের বাইরে অপর একটি ধারণা যা রূপান্তরবাদী তত্ত্ব নামে পরিচিতি পেয়েছে। তাদের মতে বিশ্বায়নের প্রকৃতির উপর জাতিরাস্ত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নয় তবে, অসম বিশ্বায়নের বিপক্ষে। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মতাদর্শগত পরিবর্তণ আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে যে প্রভাব ফেলে তা বিশ্বেষণের জন্য গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সমসাময়িক বিশ্বায়নের মতাদর্শ প্রভাবিত করছে। এই প্রভাবের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে যা উন্মোচন করা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শক্তি পর্যালোচনার জন্য জরুরী এবং এই পর্যালোচনা থেকে যেনো এ দেশের নীতি-নির্ধারকরা শিক্ষা নিতে পারে। সর্বোপরি, এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর নয়া উদারতাবাদের মতাদর্শগুলোর প্রভাব বিষয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষাপটে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সংশোধনের ধারণা পেতে গবেষণাটি যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে।

৪. গবেষণার লক্ষ্য

- ১. এই গবেষণার চুড়ান্ত লক্ষ্য জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখা করা।
- ২. বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে কিভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখা করা।

৫. গবেষণার পদ্ধতি

গুনণগত গবেষণাটি মূলত বর্ণনামূলক। বর্ণনামূলক পদ্ধতির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের আলোকে বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতায় নয়া উদারতাবাদের বিভিন্ন প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে নয়া উদারতাবাদকে পর্যালোচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য প্রশ্লমালা ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে দুটি পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

- ক) প্রাথমিক উৎস ঃ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি।
- খ) মাধ্যমিক উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রভৃতির সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহ থেকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬. বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্র ঃ আন্ত:সম্পর্কের তাত্ত্রিক বিশ্লেষণ

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মানে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত তিন ধরনের বির্তক যথা, অতি বিশ্বায়নপন্থী মতবাদ, সংশয়বাদী মতবাদ এবং রূপান্তরবাদী মতবাদকে ব্যাখা করা হয়েছে। তিন ধরনের দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন বিশ্লোষত হয়েছে। বিশ্বায়ন তাই বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্নভাবে সমালোচিত আবার প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন বিতর্কের এই ত্রিধারা গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ব্যাখা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাত্ত্বিকদের সমসাময়িক বিশ্বায়ন সংক্রান্ত তিন ধরনের বির্তকের বিষয়ে Held, McGrew, Goldblatt ও Perraton (১৯৯৯) আলোচনা করেছেন। নিচে তা বর্ণনা করা হলোঃ

৬.১ অতি বিশ্বায়নপন্থী তত্ত্ব

এই মতবাদীদের আদর্শিক ভিত্তি নয়া-উদারনৈতিকতাবাদ। বহুজাতিক পুঁজির সাথে জাতিরাষ্ট্রের জটিল ও সক্রিয় সম্পর্কই বিশ্বায়নের আকার ও পরিধি নির্ধারণ করে থাকে। বিশ্ব একটি ছাতার নিচে একই প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হবে। রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার করবে। যেমন: রাজস্ব ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাগুলো এক ধরনের বৈশ্বিক শাসনকাঠামো গড়ে তুলেছে। এরই ফলাফল স্বরূপ সাধারণ স্বার্থ সমন্বিত সচেতন গোষ্ঠীও প্রতীয়মান হয়, যাদের 'global civil society' বলা যেতে পারে।

৬.২ সংশয়বাদী তত্ত্ব

বিশ্বায়নের ফলে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন একই প্রভাব ফেলে না। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা-আলোচনার পরে চুক্তিসমূহে যে সকল নীতি গৃহীত হয় তাতে আর্থিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো প্রভাব বিস্তার করে। অধিক অর্থের বিনিময়ে অধিক ভোটাধিকার পাওয়া ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের অনুকূলে নীতিমালা তৈরি করে। সুশাসন সংক্রান্ত ইস্যুগুলো সাহায্যপ্রাপ্তির শর্তরূপে পরিগণিত হয়। শর্তের বাধ্যবাধকতায় উন্নত রাষ্ট্রের পণ্য জাতীয় অর্থনীতিতে স্থান পায়। ফলাফল স্বরূপ দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ধবংস হয়ে যায়। সার্বভৌমতৃ হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই সংশয়বাদীরা বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্রকে কতগুলি জটিল ও পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এই মতবাদের তাত্ত্বিকরা বলেন, রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন সাধনে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী মতাদর্শের স্থায়ীকরনে শাসনের নির্দিষ্ট ধারনা ব্যবস্থাপত্র রূপে হাজির করা হয়। এ ধরনের ব্যবস্থাপত্র বাংলাদেশ ৭০'এর দশকের শেষ থেকে এ পর্যন্ত বহু নামে গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল অনুনত দেশগুলোতে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী অথবা অন্য কোন নামে অংশ নেয়। তাই রাষ্ট্র কাঠামোতে এভাবে "নীতি নির্ধারনে মালিকানা" প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সংশয়ের দাবী রাখে।

৬.৩ রূপান্তরবাদী তত্ত্ব

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সরকার ও সমাজ এমন এক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অবস্থান করছে, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শব্দগুলোর মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য সূচীত হয়। এর মধ্যে অর্থনীতি, সেনাবাহিনী, প্রযুক্তি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই রয়েছে। এদের মতে, কার্যত বিশ্বের কোন সমাজই আজ নিজ গন্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। নিজ দেশের বাইরে বৃহৎ সমাজের সাথে সংযুক্ত। এই সমাজ সমকেন্দ্রীক নয়। তাই কিছু শৃংখলার জন্ম দেয়। প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে কিছু ছাড় দেয় আবার লাভবানও হয়। জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব শেষ হয়ে যায় না। সনাতন সার্বভৌমত্বের স্থলে সমঝোতার আলোকে শাসন ও কর্তৃত্ব বন্টন হয়। তাই জাতিরাষ্ট্র এককভাবে শাসন ও কর্তৃত্বর কেন্দ্র নয়। ইউরোপে সার্বভৌমত্ব স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভক্ত। এক্ষেত্রে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থকে সমন্বিয় করে।

Manfred B. steger ও Ravi K. Roy (২০১০) বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে একুশ শতকের পৃথিবীতে নব্য উদারতাবাদের আলোকে মৌলিক ভাবে পরিবর্তিত সম্পর্কগুলোর বিস্তৃত ব্যাখা করেছেন। তাঁদের মতে, ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ধারায় উদারনীতি সম্বনিত কল্যানমুখী চিন্তা ভাবনা ও মধ্যপন্থী সামাজিক নীতির একটি নতুনত মিশ্রনের প্রতিনিধিত্ব করে নব্য উদারতাবাদ। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন নব্য উদারতাবাদ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ মূলত বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্বায়নের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য "প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার" পদ্ধতির সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি দুটি উদার মতবাদ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। এগুলো হলো ঃ ১) উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ ২) অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ। উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ আন্তর্জাতিক নীতির বিভিন্ন উপাদান যেমন, মানবিক সাহায্য, কুটনীতি এবং শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আত্মরক্ষা ও মানবাধিকারের মতো উদার মূল্যবোধের বিস্তারের সাথে সংযুক্ত। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উদারনীতি বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যর মাধ্যমে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নীতিমালার হাত ধরে নব্য উদারতাবাদ ধারাবাহিক ভাবে বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁরা রোনাল্ড রিগ্যান, মার্গারেট থ্যাচার, বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার, জন হাওয়ার্ড এবং জর্জ ডব্লিও বুশ এর শাসনামলের বিভিন্ন নীতিমালার কথা উল্লেখ করে দেখান যে, প্রত্যেকের মধ্যে নীতিগত মিল রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্মুক্ত ও উদার করা এবং একটি একক বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করা। এই মতাদর্শের আগ্রহীরা মনে করেন যে. সামাজিক কল্যানের চুক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রন করবে কর্পোরেট দায়িত্ববোধ থেকে এবং সর্বোচ্চ পুঁজিবাদের সম্বনয়ে। এই গবেষণায় রাষ্ট্রের সেবাখাতে ও নীতিমালা নির্ধারনে আলোচ্য নব্য উদারতাবাদের আদর্শ যে প্রভাবশালী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মৌলিক বিষয়গুলোতে পরিবর্তণ আনে তা বিশ্লেষণের মাধ্যেমে নব্য উদারতাবাদের প্রভাবকে চিহ্নিত করতে সক্ষম। নব্য উদারতাবাদীরা একত্রিত বাজার ব্যবস্থা অপরিহার্য মনে করেন । এজন্য পণ্য, সেবা ও মূলধনের বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বড় বাঁধা মনে করেন। অর্থ্যাৎ বিশ্বব্যাপী প্রয়োগযোগ্য ও বৈশ্বিক চাহিদা সম্পন্ন পণ্যর বাজার বৃদ্ধিতে সকলের মনোযোগ আকর্ষন করেন এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। তাই আলোচ্য গবেষণার নব্য উদারতাবাদের নির্ধারকগুলো রাজনৈতিক অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এনেছে তা খুঁজে বেড় করতে সাহায্য করবে।

নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, বেরসকারিকরণ এবং অধিকতর মুক্ত বিশ্ববাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংহতিকরণের অর্থ হচ্ছে বিশ্বায়ন (সিং,২০০৫)। বিশ্বায়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা যায় যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করছে। ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। এই বৈশ্বিক কাঠামোটি প্রথমে উদারতাবাদ পরবর্তীতে নব্য উদারতাবাদের

আলোকে রাষ্ট্রের কল্যানমূলক যাত্রাকে ব্যক্তি ও শিল্পের বাজারমুখী কেন্দ্রীকরণে ধাবিত করে। সামাজিক সহযোগিতার নামে বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারী বিনিয়োগ, পুঁজির সম্প্রসারনে মুনাফার বৃদ্ধিকে একমাত্র লক্ষ্যে রূপান্তর করে (সার্নি,২০১৪)। রাষ্ট্র কাঠামোর পরবর্তন অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের সম্প্রসারনে পণ্যায়নকে উৎসাহ দেয়। সুতরাং সামাজিক সম্পর্ক ব্যাপক ভাবে বাজারজাত প্রতিযোগি মনোভাব নিয়ে স্বতন্ত্র সন্তার জন্য মুনাফার বৃদ্ধিতে প্রতিযোগী হয়ে উঠে। প্রতিযোগিতার এই তত্ত্বকে তিনটি প্রধান দিক থেকে ব্যাখা করা যায়। ১) সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণবাদ ঃ এর মূল কথা হলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করে গতিশীল পুঁজি ও মুনাফা বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতা করতে। ২) এককেন্দ্রাভিমুকতা ঃ নব্য উদারতাবাদের কৌশল দ্বারা রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্দেশীয় প্রতিযোগিতায় সারা দেয়। সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে রাজনৈতিক অর্থনীতিও সেই সূত্রে পরিবর্তীত হয়। ৩) কল্যাণকর রাষ্ট্রের পতন ঃ বাণিজ্যিকীকরণ অতি মাত্রায় প্রাধান্য পেলে সরকারী সেবা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীও পণ্য পরিনত হয়। মুনাফার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বন্টন ব্যবস্থা রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনে। বেসরকারী বিনিয়োগ সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করে। অতি ভোগ অতি উৎপাদনমুখী অর্থনীতির সৃষ্টি করে। যোগানের বৃদ্ধি সরকারের মিতব্যয়িতার জন্য চাপ দেয়। রাষ্ট্র করের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং কল্যামূলক রাষ্ট্রের মূল বিষয়গুলো ক্রমশ প্রতিযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ফিলিপ সার্নি (২০১৪) কল্যানমূলক রাষ্ট্র থেকে প্রতিযোগী রাষ্ট্রে রূপান্তরের ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে একই রকম স্বার্থ ও সম্প্রদায়গত বিষয়াবলী যা রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা পেয়ে এসেছিল তার বিলুপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয়ত, উদার গনতন্ত্রের সংকট তৈরি। এর কারন বৈশ্বিক শক্তিশালী নতুন শাসন কাঠামো বহুজাতিক কোম্পানি, বেসরকারী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। সুতরাং জাতিরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে গড়ে ওঠা বৈশ্বিক শাসন কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে। একক ভাবে কোন রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা অথবা প্রতিযোগিতার বাইরে অবস্থান করতে পারবে না।

৭. রাষ্ট্রের ও সার্বভৌমত্বের সম্পর্ক

একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ওপরে নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ আইন প্রণয়নকারী চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষকে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের আদেশই চূড়ান্ত। আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অস্তিতৃ যতদিন বিদ্যমান থাকে ততদিন সার্বভৌম স্থায়ী হয়। রাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু সার্বভৌমতু বিনষ্ট হয় না।

বিশ্বায়নের অন্যতম একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে- বিস্তৃত আন্তঃসরকারীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তার (Actor) প্রাধান্য বৃদ্ধি যেগুলো একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিচালনার প্রেক্ষিতে আবির্ভূত হয়েছে; যা সাধারণভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সংগঠিত করা সম্পূর্ণভাবে সামর্থের বাইরে। কেননা জাতীয় সীমানার বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সরবরাহ করা ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহোক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এ অগ্রগতির স্পষ্টভাবেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপর্ণ প্রভাব রয়েছে।

এজন্যই বলা হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকদের নিকট থেকে আনুগত্য লাভ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা অসীম। ব্যক্তি, সংঘ প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবাধ, চরম ও চূড়ান্ত। কিন্তু বহিস্থ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমের প্রয়োগ অবাধ ও অসীম নয়।

বিশ্বায়ন যেহেতু রাষ্ট্রের সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তাই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ ছাড়া জাতিরাষ্ট্রের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখা করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক নীতিমালার ছত্রছায়ার রাষ্ট্রীয় বাধা-নিষেধ সংকৃচিত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বায়ন কিভাবে রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে সেই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব এবং প্রক্রিয়া নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। একদিকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, 'জাতি রাষ্ট্রের' ধারণা এখন একটি ভবিষ্যতহীন এবং সেকেলে বিষয়। 'বর্তমান অবস্থা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিদ্যমান ধরনকেই চ্যালেঞ্জ করছে না বরং রাষ্ট্রীয় সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখার সম্ভাবনা, সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে (Rosow, 1999)। অন্যদিকে বাকিরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কর্তৃত্বের অবিরাম এবং অনিয়মিত প্রভাব সত্ত্বেও রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে তার সক্রিয় অবস্থানেই আছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাছে, যা জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তি দুর্বল করে দিছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে জাতীয় নীতিনির্ধারকদের স্বাধীনভাবে এবং কার্যক্রিভাবে ভূমিকা পালনের সামর্থ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিশ্বায়নের অন্যতম একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে-বিস্তৃত আন্তঃসরকারীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তার প্রাধান্য বৃদ্ধি, যেগুলো একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিচালনার প্রেক্ষিতে আবির্ভৃত হয়েছে; যা সাধারণভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সংগঠিত করা সম্পূর্ণভাবে সামর্থের বাইরে।

কেনিচি ওহমেন (২০০০) এর ভাষায় 'রাষ্ট্রের অধীনে অর্থনৈতিক কর্মকান্তপরিচালনার দিন শেষ হয়ে গেছে। জাতি-রাষ্ট্র এখন অতি দ্রুততার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত সন্তা হারাচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি যুক্তি দেখান, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থেই এক বিশ্ব অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানী ও পুঁজিবাজার এ বৈশ্বিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজনৈতিক সীমা-পরিসীমার ধারণা ও অস্তিত্ব আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এমনকি এটাও দাবি করা হচ্ছে-জাতীয় পর্যায়ে নীতি গ্রহণের বিষয়টি এখন সেকেলে ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে; কেননা জাতীয় অর্থনীতি এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে (ভূঁইয়া ও রহমান, ২০১০)। তিনি এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিশ্বায়ন যদিও বহিস্থ সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আপস করেছে, কিন্তু দেশীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগত পুন:বিন্যাস এবং কর্পোরেট সংস্থা এবং আর্থিক ক্ষমতার নতুন নেটওয়ার্ক অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করছে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় পরিবর্তিত অবস্থা এবং ক্ষমতার নতুন কাঠামোগত বিন্যাস একটি বিস্তীর্ণ প্রক্রিয়ার অংশ, যেখানে কর্তৃত্ব শুধুমাত্র রাষ্ট্রের এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টি সম্পত্তি না হয়ে বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে পুন:বণ্টিত হচ্ছে। কিন্তু সার্বভৌমত্ব এমন একটি অবিভাজ্য প্রত্যয়, যে এটা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ইস্যু এবং ক্ষেত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কর্তৃত্ব অর্জন করার সামর্থ্যকে বোঝায়। বিশ্বায়নের বিস্তারে বিভিন্ন ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের চর্চার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বিভিন্নতা দেখা যায়। যেহেতু বিশ্বায়ন বিশ্বের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশসহ বহু ক্ষেত্রে নীতিনর্ধারণের একিভূত ব্যবস্থার সমর্থক। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ এ সকল বিষয়ে আপোসকামী সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রায়শই নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। জাতিরাষ্ট্রগুলোর সামর্থ্যের ভিন্নতা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলের অধিকারী। সুতরাং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতিরাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীন সামর্থ্যভেদে সার্বভৌমত্বের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

৮. নয়া উদারতাবাদ

নয়া উদারনীতি প্রথম গঠিত হয়েছিল মন্ট পেরেলিন সমাজে বিংশ শতান্দীর প্রথম দিকে। ১৯৪৭ সালে ফ্রেডরিক আগস্ট ভন হায়েকের মাধ্যেমে এটি সর্ব প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল যার বৃহৎ অংশ আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্যাইডম্যান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফ্রেডরিক আগস্ট ভন হায়েক মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কখনো সংকীর্ণ বস্তুগত উপাদানের উপর সীমাবদ্ধ হবে না। বরং এটি রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি যা মুক্ত ও স্বাধীন সমাজকে রূপায়িত করে।

অন্যদের দৃষ্টিতে উদারতাবাদের আধুনিকন্তোর ভাষা হলো নয়া উদারতাবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'Laissez faire-talk' যা গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তি স্বার্থ, অর্থনীতির দক্ষতা এবং লাগামহীন প্রতিযোগীতা (Steger & Roy, 2010)। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গেও যেমন, রোনাল্ড রিগ্যান, মার্গারেট থ্যাচার, বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার, জন হাওয়ার্ড এবং জর্জ ডব্লিও বুশ নীতিমালার হাত ধরে নব্য উদারতাবাদ বিকশিত হয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যে নীতিগত মিল রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্মুক্ত ও উদার করা এবং একটি একক বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করা।

নয়া উদারতাবাদ নতুন ধরনের নীতি যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধত্যের জার্মানিতে সর্ব প্রথম একদল অর্থনীতিবিদ ও পভিতদের দ্বারা উৎপত্তি লাভ করে। ১৯৭০ সালে ল্যাটিন আমেরিকার একদল অর্থনীতিবিদদের দ্বারা 'নব্য উদারতা' শব্দটি উপ-বাজার মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে, নয়া উদারতাবাদ শব্দটি ওয়াশিংটন ঐক্যমতের সাথে জড়িত যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ওয়াশিংটন ভিত্তিক তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউ এস ট্রেজারি বিভাগের একটি সংস্কার প্যাকেজ। এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালার একগুচ্ছ নির্দেশনা ও শর্তের একটি প্যাকেজ, যাতে তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

নয়া উদারতাবাদের নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৮১ সালে রিগ্যান "যোগান সংশ্লিষ্ট দিক" কর্মসূচি ঘোষনা করেন। অধিক রাজস্ব বৃদ্ধিতে এই নীতি জনগনের উপর করের বোঝা চাপায়। ডেভিড স্টকম্যান এই অর্থনৈতিক কৌশলকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি মনে করেন, নয়া উদারতাবাদের অর্থনীতি প্রতিরক্ষার মতো বিষয়াবলীতে তথা সেনাবাহিনীর খরচ বৃদ্ধি করে যা অনিবার্যভাবে ঘাটতি বা অপচয়। সামাজিক কর্মসূচি, চিকিৎসা সেবা, এবং মৌলিক চাহিদাগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে উপদেশ দেয়। স্টকম্যানের এই নীতি নয়া উদারতাবাদের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সামাজিক নীতি ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে রাজস্ব ঘাটতির ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রশাসন শক্তি প্রয়োগ করে। ১৯৯৬ সালে বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং আমেরিকার জনগনের কাছে ঘোষনা করেন যে 'Big Government' এর দিন শেষ হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন নয়া উদারতাবাদের যে ধারাগুলো রয়েছে তা সরকারের কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। সামাজিক কল্যাণের চুক্তিগুলো নিয়ন্ত্রন করেবে কর্পোরেট দায়িত্ববাধ থেকে এবং সর্বোচ্চ পুঁজিবাদের সমন্বয়ে (Steger & Roy, 2010)।

১৯৯০ সালে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরবর্তি সময়ে স্থানীয় রাজনীতিতে আধুনিকতাবাদ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিশ্বায়নকে নয়া উদারতাবাদের আদর্শে এবং অর্থ ব্যবহার করেছেন। তারা দাবী করেন যে, এটি একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া এবং এটি বিশ্বে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বস্তুগত উন্নয়ন সাধন করবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রি টনি ব্লেয়ার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সমাজে নতুন যে শ্রম সৃষ্টি হচ্ছে তা নির্ভর করে সামাজিক সুবিধার উপর এবং এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্জন। এই স্লোগানের মাধ্যেমে জানানো হয় যে প্রাইভেট সেক্টরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সরকারের প্রবৃদ্ধির সমন্বয় করা হয়েছে। এটি সরকারের দায়িত্ব। এই স্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সেবা সম্পর্কে নাগরিকদের বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। তাই দৃঢ় ভাবে বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী নয়া উদারতাবাদ আকর্ষন সৃষ্টি করেছে কারন এটি জনগনকে বোঝাতে পেরেছে যে, এটি বিশ্বকে দারিদ্র্য মুক্ত করবে। ফলে বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ অনুত্রত দেশগুলোতে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যেমে নীতি নির্ধারনে অংশগ্রহণ করছে। অন্য একটি দাবী বিশ্বব্যাপি বিস্তার লাভ করে যে, আত্মনিয়ন্ত্রিত বাজার হলো গনতন্ত্রের ধারনা এবং ব্যক্তি পছন্দের বিষয়। এটি পরামর্শ দেয় যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর স্বাধীনতা নয়া -উদারতাবাদের সাথে জডিত।

নয়া উদারতাবাদকে তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, যথাঃ ১) একটি মতাদর্শ যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রভাবশালী পুঁজিবাদী জনমত গঠন, চির প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কসবাদকে উপেক্ষা, বৈশ্বিক বাণিজ্য পুঁজির সচলতা, বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ,

রাজস্ব ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ও উদারীকরণকে সমর্থন করে। দক্ষ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যেমে মুনাফার জন্য পণ্যায়নকে সমর্থন করে। ২) শাসনের এমন একটি ধারনা যা বিশেষ যুক্তি এবং শক্তি সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রতিযোগিতামূলক, আত্ম স্বার্থ, বিকেন্দ্রীকরণে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপণার জন্য নকশা প্রণয়ন করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার দখলের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং ৩) ১০টি উদ্দেশ্য সমন্বিত একটি পলিসি প্যাকেজ যথা: নতুন জনব্যবস্থাপনায় সরকারের প্রতিযোগিতাশীল সেবার অনুপ্রেরণা, ভোক্তাদের প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ, মিতব্যয়িতা, রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচণ, বাজারের দ্বারা দর ওঠা-নামা ও বিকেন্দ্রীকিত সরকার ইত্যাদি (Steger & Roy, 2010)।

পৌনে এক শতান্দী ধরে এশিয়ার দেশগুলোতে নয়া উদারতাবাদের প্রভাব লক্ষনীয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তিগুলো নব্য উদারতাবাদকে গতিময় করেছে। বেসরকারিভাবে যত বেশি বিনিয়োগ হয়েছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ততো কমেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যর মতো মৌলিক চাহিদায় বেসরকারি বিনিয়োগ উচ্চহারে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। উন্নয়ন কর্মসূচী এবং বৃহদাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা সরকারের কল্যামূলক কাজে উদারনৈতিকতার প্রতিযোগিতা তৈরি করে। নয়া উদারতাবাদের নামে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সেবাখাতগুলো থেকে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেয়ার অর্থ হলো দরিদ্র জনগনকে সেবা থেকে বঞ্চিত করা।

বাংলাদেশে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাব

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভবে রাষ্ট্র প্রদন্ত সেবা ও অধিকার গণপণ্য রূপান্তরিত হচ্ছে। শিক্ষার মতো মৌলিক খাতেও এটি লক্ষ্যনীয়। দেশে শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেলেও গুনগত মানের অবনয়ন এবং সনদধারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা গ্রহণে ব্যয় বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাচেছ। ভালো ফলাফলের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। সৃজণশীল প্রশ্নমালা ও গ্রেডিং পদ্ধতির নতুন ব্যবস্থাপনায় দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে অতি ভালো ফলাফল দেখা গিয়েছে। ধম শ্রেণি, ৮ম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা সংযোজন শিক্ষার্থীকে ফলাফল কেন্দ্রীক প্রতিযোগিতামুখী করে তোলে। নয়া উদারতাবাদী বিশ্বায়নের বাজারে শুধুমাত্র ভালো ফলাফল একটি উচ্চ বেতনের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার মনোভাব গুনগত মানের বৃদ্ধি করে না বরং সহজে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য বাজারের গাইড বই ও প্রাইভেট নির্ভরতাকে উৎসাহ যোগায়। এভাবে বিদ্যালয়, টিউশন ফি ও গাইড বই এর জন্য শিক্ষা গ্রহণে অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি পাচেছ।

বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীরা শিক্ষকদের উন্নত জীবন-যাপনে সহায়ক সম্মানী প্রদান, দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অক্ষমতা দূর করার জন্য শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করে না অথচ নব্য উদারতার আলোকে বৈশ্বিক একক বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টিতে বিনিয়োগ করে। এই বাজার ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য মুনাফা। মুনাফার জন্য শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে বেসরকারী বিনিয়োগ দেখা যায়। উচ্চ শিক্ষার জন্য যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক অনুমোদন শিক্ষর মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বাজার চাহিদা অনুযায়ী কিছু বিষয়াবলীতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সনদ বাণিজ্য নিয়ে প্রায়শই প্রতিবেদন দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ বছর মেয়াদি চার ধাপের একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। যার আলোকে দেশের উচ্চ শিক্ষা ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে (তুহিন, ২০১২)। লেখক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইউজিসির দেয়া কৌশলপত্র মূলত বিশ্বব্যাংকের করা কৌশলপত্রের কপি পেস্ট। এই প্রকল্পে ইউজিসি শুধু বিশ্বব্যাংকের ঋণই নেয়নি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি ভর্তুকি তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন। ভর্তুকি তুলে

নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এ খাতগুলো কৌশলপত্রে নির্ধারন করা হয়। প্রথমত: বেতন ফি বৃদ্ধির পরামর্শ। ২০০৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট তিন ধাপে পর্যায়ক্রমে বেতন ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বেতন ফি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে কৌশলপত্রে। শিক্ষার্থীদের ঋণ নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় সমাপ্ত করার উপর জোর দিয়েছেন কৌশলপত্রের নির্মাতারা। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের ঋণ গ্রহণ করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেছেন, একজন শিক্ষার্থীকে ব্যাংক ঋণের ভার তার শিক্ষাজীবন শেষেও বয়ে বেডাতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি কমিয়ে নেয়ার যে কথা ইউজিসি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা অধিকার পরিপন্থী। লেখক ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার শাসন সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা তুলে ধরেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত সমস্ত ছাত্রসমাজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। শাসন সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তগুলো নব্য উদারতাবাদের প্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষাখাতে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। নব্য উদারতাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সরকারি খাতের সংকোচন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশকে উৎসাহ দেয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত 'হেকেপ' নামক একটি কৌশলপত্র পরিচালনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিটি বিভাগে তাদের মানের মূল্যায়নের জন্য তথ্য সরবরাহ করবে এবং এজন্য বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলাফল মূল্যায়নে যে বিভাগগুলো প্রথম সারির সেসকল বিভাগ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থ সাহায্য পাবে। লক্ষ্য করা গেছে চাকুরির বাজারে এগিয়ে থাকা বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বেশি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগগুলোতে অর্থের বিনিময়ে সহজেই ভর্তির সুযোগ মেলে। ফলে, বিগত দেড় যুগে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় আশি'র কাছাকাছি। দেশের উচ্চ শিক্ষা ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি ভর্তুকি তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছে এই উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানগুলো। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গ্রেষণায় দেখা গেছে মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অনেক বিষয় যেমন দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কমেছে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। ২০০২ সালে এই হিসাব অনুযায়ী, বছবিধ 'সংস্কার' ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশের এই পর্যায়ের মানুষের সংখ্যা ৭ কোটিরও বেশি। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জিডিপি বৃদ্ধি করা উচিত এবং দারিদ্র্য বিমোচন খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো উচিত, এই দুই ধরনের বক্তব্যই বেশি শোনা যায়। ১৯৮৪-৮৫ থেকে ২০০০-০১ সময়কালে, স্থির মূল্যে, বাংলাদেশে জিডিপি বেড়েছে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। এই একই সময়কালে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে বরাদ্দ বেড়েছে শতকরা প্রায় ৭০০ ভাগ। কিন্তু এই সময়ে দারিদ্র্য অনুপাতের চিত্র আরো খারাপ। ১৯৮৩-৮৪ সালে ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য অনুপাত ছিল শতকরা ৬২.৬ ভাগ, ২০০২ সালে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০। প্রায় ১৮ বছর পর দারিদ্র্য বিমোচনের অনুপাত দাড়াচ্ছে শতকরা ০.৭২ ভাগ। মাঝখানে একটু কমলেও ২০১০ সালে আবারো তা দাড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৫০। ১৯৯১-৯২ তে আমরা দারিদ্র্য সীমার নিচে জনসংখ্যা পাই শতকরা ৪৭.৫। '৯০-এর দশকে জিডিপি বেড়েছে প্রায় ৫০ ভাগ, দারিদ্র্য বিমোচন নামে বরাদ্দ এই দশকে বেড়েছে সবচাইতে বেশি। এই দশকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এনজিও তৎপরতা প্রভাব নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে, বাজার উন্মুক্ত হয়েছে, উদার হয়েছে, বিশ্ব বাণিজ্য অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং ক্ষুদ্রশ্বণের ব্যাপক বিস্তারও ঘটেছিল। কিন্তু সরকারি তথ্য বলে এই দশকে দারিদ্র্য বিমোচন সাফল্য। যার ওপর দারিদ্র্য বাণিজ্য আডালে দারিদ্র্যকে টেকসই করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়েছে (মুহাম্দ্দ, ২০১১)।

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জি-৭ দেশগুলির মুদ্রা-সংকোচন নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় বাংলাদেশ ও সেসকল ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অন্যতম। জি-৭ এর মুদ্রা সংকোচন নীতির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড খর্ব করা। এই নীতি উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্যমূল্যের অধ:গতি ঘটিয়ে এবং শিল্পজাত পণ্যসহ সকল পণ্য রফতানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস করে। এই সুদের হার বৃদ্ধি দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের ঋণের বোঝা বাড়ায় এবং উন্নত বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্বে সরকারি ও বাণিজ্যিক উভয় খাতে সম্পদ স্থানান্তর হ্রাস করে। গুরুতর লেন-দেন ভারসাম্যহীনতা এবং বাজেট সংকটের সম্মুখীন হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে ও ঋণগ্রস্ত দেশে পরিণত হয় (সোবহান, ১৯৯৩)। ১৯৮৬-৯১-তে সরকারি খাতে ঋণ গ্রহণের প্রবৃদ্ধি ছিল বৎসরে গড়ে ৫.৫%। একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ গ্রহণের প্রবৃদ্ধি ছিল বৎসরে গড়ে ১৬.৫%। যদিও দেখানো হয় বিনিময় হারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু টাকার মূল্য ১৯৮০-এর জুলাইতে যেখানে ছিল এক মার্কিন ডলারের সমান ১৫.০৪ টাকা সেখানে ১৯৯১-এর জুনে তা হয় এক মার্কিন ডলারের সমান ৩৫.৭৯ টাকা। আর বর্তমানে ১২০ টাকার বিপরীতে এক মার্কিন ডলার।

পণ্য ও প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ ঘটলেও শ্রমিকের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। সামাজিক খাতে যেটুকু ব্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাও টার্গেটি গ্রুপের কাছে পৌছে না। আর্থিক আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ গ্রহণ ও বন্টনের মাঝে মধ্যস্বতৃভোগীদের হাতেও একটা অংশ চলে যায়। ঋণের ফলে ক্রমাগত সুদের হার বাড়তে থাকে, ঋণ পরিশোধের জন্য রাষ্ট্রকে আবারো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে চলেছে। পোষাক শিল্পের মতো খাতে কর্মসংস্থান বাড়লেও তা সম্পূর্ণ অনুৎপাদন শিল্প। দক্ষ শ্রমিক স্বল্পতা বিদেশে কর্মসংস্থান হারাচ্ছে। অন্যদিকে সস্তা শ্রমের কারণে পোষাক শিল্পের মতো শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ দেশীয় কিছু মানুষকে উচ্চাভিলাসী করে তোলে। শ্রমঘন এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুলিই উন্নয়নশীল দেশে হস্তান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ক্রমাগত অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের জন্ম দেয়, যেখানে আন্তর্জাতিক শ্রমমান কার্যকর করা কঠিন কাজ (মোকান্দেম, ২০০২)। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে আর্ন্তজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাহায্য করে সুদে–আসলে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলো ক্রমেই তাদের স্বশাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাছেছ।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশে দাতাগোষ্ঠীর সংস্কার কর্মসূচীর কয়েকটি চিত্র তুলে ধরেন। যেমন, ১৯৯৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার 'জুট সেক্টর আডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট' নামক একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক থেকে খণে দেয়া হয়েছে তৎকালীন বাজারদর অনুয়ায়ী প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। এই ঋণ নেয়া হয়েছিল সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের জন্য। সেগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলোঃ ২৯টি রাষ্ট্রায়্যন্ত পাটকলের মধ্যে ৯টি বন্ধ করে দেয়া। অবশিষ্ট ২০টির মধ্যে ১৮টি বেসরকারিকরণ করা। ২০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা। ফলাফল স্বরূপ আদমজী পাটকল বন্ধ ঘোষণা হয় ৩০ জুন, ২০০২। পাটখাতে কর্মরত ৩০ বছর শ্রমিক কর্মহীন, উদ্বাস্ত্র ও ঋণগ্রস্ত হয়। তার মানে হলো বাংলাদেশের মানুষ সুদ দিয়ে ঋণ নিয়েছে মিল প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়, মিল বন্ধ করার জন্য (মুহাম্মদ, ২০০১)। ১৯৯৬ সালে আগস্ট মাসে বিশ্বব্যাংক বরাবর একটি চিঠিতে পাটশিল্পের বিনিয়োগকারী মালিকেরা জানান যে, 'সংস্কার কর্মসূচির জন্য আগের চাইতে তাদের কারখানাগুলোর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে।' তাঁরা বলেছেন, এই কর্মসূচির ফলে (১) বেসরকারি মিলগুলোর কার্যক্ষমতা কমেছে; (২) প্রকৃত উৎপাদন ও রপ্তানি কমেছে; (৩) বেসরকারি কারখানার বাজার মূল্যেও পতন ঘটেছে; (৪) ১১টি বেসরকারি কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা কমেছে বা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে (মুহাম্মদ, ২০০১)। সাহায্যর নামে দারিদ্র্য সৃষ্টির এরকম বহু প্রকল্প সার্বভৌমত্বের দুর্বলতাকেই চিহ্নিত করে। এসকল সাহায্যকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। স্থানীয় জনগণের হতাশা, কর্মহীন শ্রমিক, প্রশাসনের অভিভাবকত্বের গাফিলতি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতাকে দাতাগোষ্ঠীসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। বৈশ্বিক বাজারে কাজের সুযোগ তৈরী হলেও আমাদের দেশের অদক্ষ শ্রমিক তার সুফল পায় না।

বিশ্বায়নের লক্ষ্যের সাথে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রমকে একত্রিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কিছু সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর তথা (SAP) এর লক্ষ্য ছিল সামাজিক খাতের বৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন, ভর্তুকি হ্রাস, বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস প্রভৃতি। এ সকল কিছুর মাধ্যমে রাষ্ট্র মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করে, উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ SAP গ্রহণ করলেও সফলতা আসে নাই। যদি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব নীতির ওপর এসমস্ত নীতিমালা প্রাধান্য বিস্তার করে। সে পর্যায়ে রাষ্ট্র আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কোনটি ধারণ করে?

বাংলাদেশে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর পরে ৯০'এর প্রথম দশকে ওয়াশিংটন ঐক্যমত সুশাসনের ধারনা নিয়ে হাজির হয়। শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসনে রূপান্তরিত করার বিভিন্ন শর্ত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, পিআরএসপি এর বিভিন্ন কর্মসূচি একের পর এক গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিগুলো নয়া উদারতাবাদের আলোকে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ দিয়ে থাকে। যেমন, বলা হয়েছিল পিআরএসপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অর্থায়নের জন্য দেশের মোট বিনিয়োগ ২০০৯ অর্থবছরে জিডিপি-র ২৬ শতাংশে উন্নীত করতে হয় যার অনেকটাই আসে বৈদেশিক ঋণ থেকে। তবে, বৈদেশিক সাহায্যের একটা বড় অংশ কনসাল্টিং ফি ও সার্ভিস ট্যাক্স হিসেবে ফেরত দিতে হয়েছে। তাই বৈদেশিক সাহায্যের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অথচ দেশীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থানে জায়গা করে নিচ্ছে বিশ্বব্যাংক অথবা আইএমএফ নির্ধারিত উন্নয়ন ভাবনা।

বিশ্বায়নপন্থীদের মতে, বিশ্বায়ন হলো বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত যাবতীয় তত্ত্ব । GATT, NAFTA, ASEAN প্রভৃতি জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নয়া উদারতাবাদের তত্ত্বগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠে । বাম মতাদর্শিকরা বলেন, এনজিও, সুশীলসমাজের হাত ধরে তৃতীয় ধারার অর্থনীতি সঞ্চালিত হচ্ছে । পুঁজি, পণ্যের প্রবাহে বাণিজ্যের গতিশীলতায় রাষ্ট্রগুলো এসকল মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় । বাস্তবতার নিরিখে রাষ্ট্রের স্বকীয় সত্ত্বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা, স্বাস্থ্য, সামরিক হুমকি, নিরাপত্তার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে না । যেহেতু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট এলিটদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, সেজন্য তারা প্রথম থেকেই জাতিরাষ্ট্রগুলোকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্যতা এবং প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের কথা প্রচার করে এসেছে ।

বিশ্বায়নের মূল কথা হলো অবাধ বাণিজ্য নীতি বা কৌশল অবলম্বন। বিশ্বায়নের প্রবক্তাগণ মনে করেন, বিনিয়োগের অপর এক চালিকাশক্তি হিসেবে বিশ্বায়ন কাজ করে। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রকৃতি অসম হলে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ও অগণতান্ত্রিকতা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যারা সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্য নীতি, দারিদ্রা, সুশাসন, ঋনের হার প্রভৃতি নির্ধারণ করে, সেসব প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো অগণতান্ত্রিক (সাক্ষাৎকার- মাহবুবুল মোকান্দেম আকাশ, ১৯ জুন ২০২২)। ফলে সমগ্র বিশ্বে উন্নত ও অনুনত দেশের দুটো পক্ষ তৈরি হয়েছে। বিশ্বায়নের বাইরে থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাকে কেন্দ্র করে বিশ্বায়ন বিরোধী বিতর্ক দেখা যায়। এই গবেষণায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বিতর্কগুলো বিশ্বোষনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১০. উপসংহার

বিশ্বায়ন শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি রাজনৈতিক প্রপঞ্চও। যার অন্তর্নিহিত বক্তব্য হচ্ছে- রাষ্ট্রের সীমানাকে মুছে না ফেললেও নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন সাম্প্রতিক বিশ্বের একটি বাস্তবতা। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে বাজারমুখী করা। নয়াউদারীকরণের পথে চলতে গিয়ে জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির গভিতে মিথঞ্জিয়া তৈরী করেছে। এই গবেষণায় সত্তর দশক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাঠামোগত সমন্বয় নীতি, ওয়াশিংটন ঐক্যমত, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, দারিদ্য বিমোচন কৌশলপত্রসহ বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতিমালা এবং ফলাফল বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচী বাংলাদেশের অগ্রগতি সাধনে বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়ানে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলনকে সামনে রেখে গৃহীত আগাম একটি পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (Compulsory Primary Education) আইন পাস হয় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে । এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। আবার হেকেপ প্রদত্ত বিশ্ব ব্যাংকের পলিসি প্যাকেজে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষা খাতে ভর্তৃকি বন্ধের সুপারিশসমূহ সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। শাসন বিষয়ক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের মতাদর্শ লক্ষনীয়। সংশয়বাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন এই প্রভাব রাষ্ট্রের সক্ষমতার প্রশ্নে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে। রূপান্তরবাদীরা বলেন, প্রতিযোগিতায় জাতি রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সফলতা পেতে পারে। কিন্তু সংশয়বাদীরা মনে করেন, প্রতিযোগিতার কারনে রাষ্ট্র বিভিন্ন সেবাকে পণ্য পরিনত করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে দুটি বক্তব্যের প্রতিফলন বিদ্যমান। বিশ্বায়নের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নয়া উদারবাদের সম্প্রসারন করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসনে রূপান্তরের বিভিন্ন আয়োজন দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় এসব নীতিমালাও তৈরি হয় বৈশ্বিক মতাদর্শ কে অনুসরন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সার্বভৌমত্ব তাই বিশ্বায়নের নয়া উদারবাদের প্রভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাবকে ইতিবাচক করতে হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা উন্নয়ন সহযোগিদের অংশগ্রহণকে দেশীয় শিক্ষাবিদ, পরামর্শকদের সাথে সমন্বিত করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে, দেশপ্রেম বৃদ্ধি, সচেতনতা, দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তথ্যসূত্রসমূহ

মোকান্দেম (২০০২), *বিশ্বায়নে বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা, বিজ্ঞান চেতনা-বিশেষ সংখ্যা।

তুহিন, আরিফুজ্জামান (২০১২) , 'বিশ্বব্যাংকের আগ্রাসন : উচ্চশিক্ষা চলে যাচ্ছে বিদেশী ব্যাংকের হাতে', *চিত্রকল্প* বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা।

ভট্রাচার্য, দেবপ্রিয়, আহমেদ, সাঈদ (২০০৬), বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (পি আর এস পি) মূল প্রতিবাদ্য ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, ঢাকা, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ।

মুহাম্মদ, আনু (২০০১), *ক্রান্তিকালের বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য*, ঢাকা, মীরা প্রকাশন।

মুহাম্মদ, আনু (২০১১), *বিশ্ববায়নের বৈপরীত্য*, ঢাকা, শ্রাবনী প্রকাশনী।

মোস্তফা, কল্লোল, রুবাইয়াৎ, মাহাবুব, শান্তি, অনুপম সৈকত (২০১২), *জাতীয় সম্পদ, বহুজাতিক পুঁজিমালিকানার তর্ক*, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন।

সিং কাভালজিৎ (২০০৫), বিশ্বায়ন কিছু অমিমাণসিত প্রশ্ন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,ঢাক,া দি ইউনিভাসিটি প্রেস লিমিটেড।

সোবহান, রেহমান (১৯৯৩), বাংলাদেশ উনুয়ন সমীক্ষা, ঢাকা,বিআইডিএস।

হক, ম. ইনামুল (২০১২), বাংলাদেশের জল ও জ্বালানি, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন।

হোসেন, ফেরদৌস (২০০৬), গ্যাট থেকে ডব্লিউটিও, পলল প্রকাশনী, ঢাকা।

- Cerny, P. G. (1997). Paradoxes of the competition state: The dynamics of political globalization. *Government and Opposition*, 32(2), 251–274.
- Collier, P., & Dollar, D. (2002). *Globalization, growth, and poverty: Building an inclusive world economy*. World Bank Publications.
- Genschel, P., & Seelkopf, L. (2015). The competition state. *The Oxford Handbook of Transformations of the State*, 1–23.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). Global transformations: Politics, economics and culture. In *Politics at the Edge: The PSA Yearbook 1999* (pp. 14–28). Springer.
- McGiffen, S. P. (2002). The Pocket Essential Globalisation. Pocket Essentials.
- Opello, W. C., & Rosow, S. J. (1999). *The nation-state and global order: A historical introduction to contemporary politics*. Lynne Rienner Boulder.
- Petras, J., & Veltmeyer, H. (2001). Globalization unmasked: Imperialism in the 21st century. Zed Books.
- Sen, A. (1973). Behaviour and the Concept of Preference. *Economica*, 40(159), 241–259.
- Sobhan, R. (1982). The crisis of external dependence; the political economy of foreign aid to Bangladesh.

Stiglitz, J. E. (2006). Making globalisation work. Esri.

রিপোর্ট ঃ

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০২১।

অর্থ মন্ত্রনালয় (২০২২), বাংলাদেশ।

বক্স. মিশেল (অক্টোবর. ২০০৮). দৈনিক প্রথম আলো. ঢাকা।

বিশ্বব্যাংক (২০১০), বাংলাদেশ সহায়তা কৌশলপত্র ২০১১-২১০১৪ সার সংক্ষেপ।

প্রবীণ ব্যক্তির 'এজেন্সি' বিশ্লেষণঃ পরিপ্রেক্ষিত 'প্রবীণনিবাস'

তাসলিমা আতিক

সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

Abstract: Everybody wants to live longer but nobody wants to be old because elderly persons are seen as a burden for the society. In recent times, the presence of old age homes along with family is being observed to take care of the elderly persons. A stereotypical construction in our society is that living in old age home leads to a helpless and isolated life. But in practical terms, there is considerable need to consider whether the elderly are helpless or inactive. The agency lies within the individual, but the application of this agency varies from person to person. For this study qualitative data was collected through in-depth interview and case study with an open ended questionnaire. Observation method also plays an important role for collecting data. Old age homes and respondents were selected by using purposive sampling technique. According to data given by the respondents it is seen that elderly persons living at old age homes express their activeness through various activities in their own sphere and thereby sustain their existence. This article critically examines the notion that the elderly persons are always helpless and passive through an analysis of agency of the elderly persons living at old age home.

Keywords: Elderly person, Stereotype, Agency, Old Age Home.

১. ভূমিকা

প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে, প্রবীণ ব্যক্তির করার কিছুই নেই এবং তারা হলো সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। কিন্তু বাস্তবে প্রবীণ ব্যক্তিরা পরিবারে, কমিউনিটিতে এবং সমাজে অসংখ্য অবদান রেখে চলেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রবীণ ব্যক্তিরা অবৈতনিক শ্রমশক্তি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অনেক কাজ করেন যার মূল্যায়ন হয় না। আমেরিকায় ৬৫ বছরের প্রবীণ ব্যক্তিরা যাঁরা সংখ্যায় প্রায় ৩ মিলিয়ন, তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক সংগঠনে, স্কুলে এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে। এছাড়াও মিলিয়ন মিলিয়ন প্রবীণ ব্যক্তি কমিউনিটিতে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক' সেবা প্রদান করে থাকেন (WHO,1999)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবীণ ব্যক্তিদের এই অবদানগুলো স্বীকৃত হয় না এবং জাতীয় ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক সূচকে জায়গা পায় না। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, গ্রাম হোক কিংবা শহর সকল ক্ষেত্রেই প্রবীণ ব্যক্তিরা পরিবারে বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। যেমন:নাতি-নাতনিদের স্কুলে আনা-নেওয়া করা, তাদের দেখভাল, বাজার করা কিংবা ঘরের সেবা প্রদানকরা। কিন্তু যেহেতু এ কাজগুলোর কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তাই এর গুরুত্বও কম।

Corresponding author: Taslima Atique , E-mail:taslimaatique@yahoo.com

বয়সসংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের (The Anthropology of Age) ধারায় নৃবিজ্ঞানীরা বার্ধক্যকে সামাজিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন এবং বার্ধক্যকে শুধু জীবনের একটি শেষ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা না করে বয়ন্ধদের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে শেষজীবনে তাদের অভিজ্ঞতা ও তাঁরা তাঁদের জীবনের অর্থবহতাকে যেভাবে বোঝেন তা তুলে ধরবার ওপর গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ, এ ধারার মধ্য দিয়ে প্রবীণ ব্যক্তির সক্রিয়তাকে দেখতে চাওয়া হয় (Rubinstein 1990)।

বাংলাদেশের প্রচলিত সংস্কৃতি অনুযায়ী, প্রবীণ ব্যক্তিদের দেখাশোনার দায়িত্ব মূলত পরিবারের হাতে ন্যস্ত থাকাটাকে আদর্শ বলে বিবেচনা করা হয়। তথাপি অধুনা সময়কালে আমাদের সমাজে 'প্রবীণ' মানুষজনকে দেখাশোনার জন্য পরিবারের পাশাপাশি 'প্রবীণনিবাস'-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে বৃদ্ধনিবাস, প্রবীণনিবাস, বৃদ্ধাশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের সমাজের একটি বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে প্রবীণনিবাসে বসবাস করা মাত্রই ব্যক্তি একটি অসহায় ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন। অবশ্য এর পেছনে প্রচারমাধ্যমের (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক উভয়ের) উপস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী, প্রচারমাধ্যমে বিভিন্ন উৎসব বিশেষ করে ইদের সময় যেভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়,তাতে প্রবীণনিবাসে বসবাসকারী ব্যক্তির অশ্রুসিক্ত চোখ আর একাকিত্বের কাহিনিই বেশি প্রাধান্য পায় আর আলোচনার বাইরে থেকে যায় প্রবীণ ব্যক্তির বহুবিধ অভিজ্ঞতা, যা প্রতিনিয়ত ঐ ব্যক্তির সক্রিয় উপস্থিতির কথা জানান দেয়।

আর এই বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা সম্ভব প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সিকে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার আলোকে যে বাস্তব উদাহরণ সামনে এসেছে তা হলো: প্রবীণনিবাসে বসবাসরত ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব পরিসরে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁদের সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন এবং এর মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন।এই প্রবন্ধে প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা নিজেকে কীভাবে অন্যদের ন্যায় 'সক্রিয়' হিসেবে উপস্থাপন করেন তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের এই সক্রিয়তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনেরসিদ্ধান্ত গ্রহণ,দরকষাক্ষি, পাতানো ও বিবিধ সম্পর্ক কীরূপ ভূমিকা রাখে সেটিও এ প্রবন্ধবিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

২. তাত্ত্ৰিক কাঠামো ও সাহিত্য পৰ্যালোচনা

নৃবিজ্ঞানে বার্ধক্যসংক্রান্ত গবেষণা খুবই সাম্প্রতিক; তবে, নৃবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। কেননা, তাঁরা বার্ধক্যকে শুধু আন্তর্জাতিকভাবে এবং আন্তঃসাংস্কৃতিকভাবেই অধ্যয়ন করেন না বরং মানবজীবনে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতার যে গুরুত্ব সে বিষয়টিও তুলে ধরেন (Rubinstein, 1990)। প্রবীণ ব্যক্তির জীবনযাপন এবং মর্যাদা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে এমনকি একই সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন হয়। ফলে, এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে কীভাবে জীবনের অর্থকে খুঁজে পান তা নৃবিজ্ঞানীদের জন্য তাৎপর্যমূলক অনুসন্ধানের বিষয়।

বার্ধক্য ও প্রবীণ ব্যক্তিসংক্রান্ত আলোচনায় ফুকোর কাজের প্রাসঙ্গিকতা হলো যে, ক্ষমতা ও জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে মানুষ কীভাবে সাবজেক্টে পরিণত হয় এবং সমাজে প্রচলিত ডিসকোর্স-গুলো কীভাবে মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে, পরিচালিত করে তা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন (Foucault, 1977)। তাছাড়া তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন– সাবজেক্ট তার তরফ থেকে প্রতিরোধের (resistance) মাধ্যমে প্রবল ডিসকোর্সকে উলটিয়ে (revesible) ফেলবার ক্ষমতাও রাখে। অর্থাৎ, ব্যক্তিমানুষ ক্ষমতা দ্বারা সাবজেক্টে পরিণত হলেও

228

তারা একই সাথে আবার সক্রিয় এজেন্টও যারা কাঠামোগত ডিসকোর্সকে পরিবর্তন করতে সক্ষম (Foucault,1978; Biggs & Powell, 2001)।

John Powell তাঁর "Rethinking Gerontology: Foucault, Surveillance and the positioning of Old Age" (2004) নামক প্রবন্ধে ফুকোর চিন্তাভাবনাকে বার্ধক্য ধারণায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি বার্ধক্য বিজ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ডিসকোর্স কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা দেখান। এক্ষেত্রে প্রবন্ধকার বলেন যে, ফুকোর কাজ বার্ধক্য ধারণায়নের ক্ষেত্রে দুই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, ফুকো দেখান কীভাবে ডিসপ্লিনারি টেকনিকের মাধ্যমে 'বয়স্ক' (Elderly), 'অপরাধী' (Criminals) এবং মানসিকভাবে অসুস্থ (Mentaly ill) ইত্যাদি ধারণাগুলোর স্টেরিওটিপিক্যাল নির্মাণ হয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজের মধ্যে প্রবীণদের পরিচালনাকরী এবং প্রবীণব্যক্তি সম্পর্কে এদের মধ্যে যে ধরনের ডিসকোর্স প্রচলিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ফুকোর কাজ গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান গবেষণাকাজে প্রবীণ ব্যক্তিদের সামগ্রিক পরিচিতি বিশ্লেষণে সাবজেন্ট-সম্পর্কিত ফুকোর এই দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। বার্ধক্যায়নের সাথে সাথে সক্রিয় বার্ধক্যায়ন এর ধারণা বোঝা খুব জরুরি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে "ব্যক্তির বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জীবনের মান বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণের সুযোগ অনুকূল করার যে প্রক্রিয়া তা হলো সক্রিয় বার্ধক্যায়ন" অর্থাৎ, সক্রিয় বার্ধক্যায়নের মূলস্তম্ভ তিনটি হলো: স্বাস্থ্য, অংশগ্রহণ এবং নিরাপত্তা (WHO, 2002)। প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার, চাহিদা এবং সক্ষমতা এ বিষয়গুলোকে সক্রিয় বার্ধক্যায়ন গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে। সক্রিয় বার্ধক্যায়ন ধারণার পেছনের যুক্তি হলো ব্যক্তির পুরো জীবন প্রক্রিয়ায় তাঁর কার্যকর ক্ষমতাকে (Functional Capacity) বজায় রাখা। সক্রিয় বার্ধক্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্ধারকের প্রভাব রয়েছে। যে প্রভাবকের কারণে ব্যক্তির জীবনের ভালো থাকা নিশ্চিত হয় বলে মনে করেন অনেক তাত্ত্বিক (Kalache, Barreto & Keller 2005)। এই সক্রিয় বার্ধক্যায়নের ক্ষেত্রেব্যক্তির ব্যক্তিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আচরণগত নির্ধারকের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবার নিশ্চয়তাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেকেই দাবি করেন যে, যদি একটি দেশ তার প্রবীণজনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করতে না পারে এবং তাদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সামাজিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাঁরা দেশের জন্য বোঝা হয়ে যান (Ogawa et al., 2021)। এই প্রবণতা প্রকারান্তরে ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দেয়। সকল সংস্কৃতি এবং জেভারভেদে এই নির্ধারক দারা ব্যক্তির সক্রিয় বার্ধক্যায়ন প্রভাবিত হয় বলে মনে করা হয় (Kalache et al., 2005)।

সক্রিয় বার্ধক্যায়নের এই ধারণাটিকে বর্তমান গবেষণার আলোকে সমস্যায়িত করতে চাওয়া হয়েছে । বার্ধক্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কোনো বিষয়কেই অবধারিত কিংবা সর্বজনীন ভাববার অবকাশ নাই। এটি ব্যক্তিভেদে, সময়ভেদে এবং সংস্কৃতিভেদে স্বতন্ত্র (Victor 2005)। প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে বসবাস করে,সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত না থেকে এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিচ্যুত থেকেও প্রবীণ ব্যক্তি কীভাবে তাঁর সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তা এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন সন্তা হিসেবে না দেখে একজন ব্যক্তি তাঁর জীবন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় কীভাবে কাজ করেন তা ব্যাখ্যা করা জরুরি।

বার্ধ্যকায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যে এজেন্সি বা সক্রিয়তা সেটি বিশ্লেষণ করা জরুরি। কিন্তুপ্রবীণ ব্যক্তি মাত্রই অসহায়, নির্ভরশীল একটি গোষ্ঠী হিসেবে দেখবার প্রবণতা যেহেতু সমাজে বিদ্যমান তাই প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সি বিশ্লেষণও নজরের বাইরে থেকে যায়। এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণায় প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সি বিশ্লেষণ করতে চাওয়া হয়েছে। এজেন্সিহলো এমন একটি প্রত্যয় যা ব্যক্তির স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করার সামর্থ্য এবং তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের যোগ্যতাকে নির্দেশ করে। Anthony Giddens তাঁর ÔCentral Problems in Social Theory' (1979) এছে সর্বপ্রথম এজেন্সির ধারণা দেন।পরবর্তীতে 'Practice Theory'- তে এজেন্সির ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। Giddens এজেন্সিকে 'কাঠামোকরণ প্রক্রিয়া'র (Structuration Process) অংশ হিসেবে দেখেন। অপরদিকে Ortner (2006) এজেন্সিকে 'স্প্রণোদিত উদ্দেশ্য' (Intentionality) প্রত্যয় দ্বারা ব্যাখ্যা করেন যেখানে 'স্প্রণোদিত উদ্দেশ্য' (Intentionality) বলতে তিনি সেই পন্থাকে বুঝিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছাকে পূরণ করে। এক্ষেত্রে এজেন্সি বলতে বোঝায় 'a sense that the self is an authorized social being'। তিনি এজেন্সিকে শুধু ব্যক্তির ক্রিয়া করার সামর্থ্য হিসেবে না দেখে এজেন্সির সাথে সামাজিক ক্ষমতার যে সম্পর্ক তা তুলে ধরেন।

Giddens ও তাঁর কাজে এজেন্সিকে বোঝার ক্ষেত্রে 'স্বপ্রণোদিত উদ্দেশ্য' (Intentionality) ওপর জোর দেন এবং তিনি 'স্বপ্রণোদিত উদ্দেশ্য' (Intentionality)-কে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন যা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। একইসাথে এই বিয়য়টিও সত্য যে, এজেন্সি সবসময় সাংস্কৃতিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হয়। এছাড়া Ahearn (2001) এজেন্সি বলতে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবার সামর্থ্য যা কিনা আবার সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ('The socioculturally mediated capacity of act') তাকে বুঝিয়েছেন।

এক্ষেত্রে Ahearn (2001) বলেন: 'Oppositional agency is only one of many forms of agency' তিনি এজেন্সির ধারণাকে ক্ষমতার সাথে এবং অসমতার সাথে যুক্ত করে দেখেন এবং এর সাথে তিনি ব্যক্তির আবেগকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসর থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো যে, এজেন্সিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সমস্যাজনক। কেননা, একে যেমন Giddens এর Structuration Process দ্বারা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, তেমনি আবার Ortner যেভাবে ব্যক্তির Intention এর মধ্য দিয়ে এজেন্সিকে ব্যাখ্যা করেন তাও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে, প্রবীণ ব্যক্তির প্রবীণনিবাসে আসা থেকে গুরু করে প্রবীণনিবাসে বসবাসকালেতার বিভিন্ন কার্যকলাপ কীভাবে তাঁর সক্রিয়তাকে প্রদর্শন করে তা তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

Sharon Ghuman এবং Mary Beth Ofstedal তাদের "Gender and Family Support for Older Adults in Bangladesh" (2004) নামক গবেষণা প্রতিবেদনে ৫০ ও ৫০ উর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের সন্তান এবং আত্মীয়স্বজন থেকে কী ধরনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহায়তা পান তা দেখান। গবেষকদ্বয় বাংলাদেশের মতলবে গবেষণাকার্যটি সম্পাদন করেন। গবেষণায় তাঁরা সাহায্য বলতে একসাথে থাকা, অর্থ ও সম্পদের বিনিময়, সামাজিক যোগাযোগ, দেখাশোনা ইত্যাদি বিষয়কে বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ কিংবা প্রদানের ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় পরিচিতি কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে কিনা, অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন আনে কিনা সেটি তাঁদের গবেষণায় কেন্দ্রীয় বিবেচ্য ছিল।

এক্ষেত্রে তাঁরা দেখান যে, বয়ক্ষ ব্যক্তিরা তাদের মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তানের সঙ্গে থাকাকে বেশি সমর্থন করেন; যদিও মেয়েদের সঙ্গে পিতামাতার যোগাযোগ অব্যাহত থাকে, বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে তাদের মায়ের একধরনের গন্ডীর যোগাযোগ দেখা যায়। যোগাযোগের কিংবা সাহায্যের এই ধরন বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার প্রাবল্যকেই নির্দেশ করে, যেখানে প্রবীণবয়সে মা-বাবার দেখাশোনার দায়িত্ব ছেলে-ই পালন করবে এমন ভাবনাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং জোরারোপ করা হয়। তাঁরা বলেন যে, যারা নিঃসন্তান তাঁরা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য পেলেও তা তুলনামূলকভাবে কমই দেখা যায়। এই গবেষণার একটি কেন্দ্রীয় জায়গা ছিল সাহায্যের ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় ভিন্নতার প্রভাবকে খতিয়ে দেখা। এক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা অনুযায়ী, বয়স্ক মহিলারা বয়স্ক পুরুষদের তুলনায় কম

সাহায্য পান এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে বয়স্ক মহিলাদের বৃহত্তর সমাজের সাথে যোগাযোগ কম থাকে বলে তাঁরা মনে করেন। এছাড়াও গবেষকদ্বয় বাংলাদেশে পরিচালিত এই গবেষণার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করে দেখান যে, সেখানেও প্রায় একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। গবেষণায় বয়স্ক মহিলাদের সামাজিক যোগাযোগ কম থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যা একভাবে বয়স্কদের ক্রিয়াশীলতাকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে বেঁধে ফেলে/স্টেরিওটাইপড করে ফেলে যাকে বর্তমান গবেষণায় সমস্যায়িত করা হয়েছে।

Katy Gradner (2008) তাঁর "Migration and the life Course: Some case from Bangladesh" প্রবন্ধে অভিবাসনের সাথে জীবনপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে জীবনপ্রক্রিয়ার (life course) সংজ্ঞায়নে বলেন যে, এটি প্রাথমিকভাবে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, শারীরিক প্রক্রিয়া নয় যদিও মানুষ একে শারীরিকভাবে ব্যাখ্যা করে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হলো যে, জীবনপ্রক্রিয়াকে অবশ্যই বৃহৎ প্রেক্ষাপটে গৃহস্থালি এবং পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা উচিত। কেননা, একজন ব্যক্তির বয়স্ক হওয়ার প্রক্রিয়া শুধু তিনি কোন স্থানে রয়েছেন তার উপর নির্ভর করে না বরং তাঁর আশেপাশে যারা আছেন তাঁদের সাথে তাঁর সামাজিক সম্পর্ক ও পরিচিতির ওপরও নির্ভর করে। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ব্রিটেনে বসবাসরত একজন বাঙালিকিংবা সিলেটে বসবাসরত একজন বাঙালির জন্য "মুরব্বি" বা "বয়স্ক" হওয়া কোনো নির্দিষ্ট বয়সে পৌছার ওপর নির্ভর করে না। আবার, বাংলাদেশের অনেক গ্রামীণ মানুষের তাদের বয়স সম্পর্কে সঠিক ধারণা নাই বরং বয়স্ক হবার ধারণাটি পরিবারে তাঁর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে, যেমন: দাদা, দাদি হওয়া। প্রবন্ধকার আরও বলেন যে, ব্যক্তির জীবন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁর জীবন যাপিত হয় তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কীভাবে তাঁর জীবনযাপনকে আশা করা হয়, অর্থাৎ এর সাথে মতাদর্শ, স্বপ্ন, প্রত্যাশাযুক্ত।

"Age Demands Action in Bangladesh" গবেষণায়- MIPAA এর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, বাংলাদেশে ২০০৬ সালে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬ শতাংশ, অর্থাৎ ৮.৩ মিলিয়ন মানুষ বয়স্ক এবং ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে এটি ১৭ শতাংশে গিয়ে পৌঁছাবে।এই গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রবীণেরা তাদের বৃদ্ধ বয়সে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রত্যাশা করেন। এছাড়া এ সময়টাতে পারিবারিক এবং সামাজিক সহায়তার পাশাপাশি তাঁরা এমন একটি পরিবেশ চান যেখানে তাঁরা একে অপরের সাথে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারবেন। গবেষণাটিতে আরো দেখা যায় যে, প্রবীণ নারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগের অভাব একটি অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে পাবলিক পরিসরে নারীদের চলাচলের ক্ষেত্রে যে বাঁধা রয়েছে তা দূর করার দাবি জানান প্রবীণ নারীরা।

Md. Hasan Reza তাঁর "Losses Experienced by some Canadian Elderly Living in a long-term Residential Care" (2004) শীর্ষক গবেষণা কাজে কানাডার "St Patricks old home" এ মাঠকর্মের ভিত্তিতে প্রবীণনিবাসে বসবাসের ফলে প্রবীণেরা কী ধরনের ক্ষতির (Losses) শিকার হন তা চিহ্নিত করেন। মাঠকর্মের ভিত্তিতে গবেষক সাতধরনের ক্ষেত্রকে শনাক্ত করেন আর এগুলো হলো স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, পরিবার, ক্রিয়াশীলতা, গৃহ, ভূমিকা এবং মানসিক অবস্থা যেগুলোর ক্ষেত্রে প্রবীণেরা সবথেকে বেশি ক্ষতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

গবেষক দেখান, যখন ব্যক্তি প্রবীণনিবাসে আসেন তিনি তখন তাঁর স্বাধীনতা হারান, অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, নিজের মতো করে জীবনযাপন করার স্বাধীনতা হারায়। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন ব্যক্তিকে তাঁর পরিবার থেকে প্রবীণনিবাসে এনে রাখা হয় তখনতাঁর মধ্যে এক ধরনের ট্রমা সৃষ্টি হয়। গবেষক বলেন, অনেক প্রবীণরাই মনে করেন যে, প্রবীণনিবাসে থাকা তাদের মর্যাদাকে নষ্ট করেছে। প্রবীণনিবাসে থাকার ফলে পরিবার থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। এছাড়া নিবাসে আসার ফলে ব্যক্তির প্রবীণ ব্যক্তির জীবনের ক্রিয়াশীলতাও কমে যায় বলে St. Patricks Home এর প্রবীণেরা জানান। তাঁদের মতে, নিবাসে আসার ফলে তাঁদেরনিত্যদিনের অনেক কাজ যেমনঃ

শপিং, ঘুরতে যাওয়া, ড্রাইভিং ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় কমে যায়। এখানে থাকার ফলে ব্যক্তির নিজের জীবনের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ তা এখানকার কর্মচারী ও নিয়মনীতির ওপর বর্তায়। তাছাড়া, নিবাসে আসার ফলে যে প্রবীণব্যক্তি এক সময় সেবা প্রদানকারী (Caregiver) ছিলেন তিনি সেবাগ্রহীতা (Carereciever) হিসেবে বিবেচিত হন। এছাড়া নিবাসের কর্মচারীদের পক্ষে সকল প্রবীণকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হয় না বিধায় প্রবীণব্যক্তিরা একধরনের হতাশা ও একাকিত্বে ভোগেন।

গবেষক মূলত তাঁর এই গবেষণার মাধ্যমে নিবাসে বসবাসের ফলে প্রবীণ ব্যক্তিরা যে ধরনের সমস্যায় ভোগেন তার একটি চিত্র উপস্থাপন করেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় Reza (2004) এর গবেষণা থেকে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, প্রবীণনিবাসে অবস্থানরত অনেক প্রবীণের কাছে পারিবারিক বন্দিজীবন থেকে কিংবা অবহেলার থেকে প্রবীণনিবাসের জীবন অনেক স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ। তাছাড়া এই গবেষণায় প্রবীণনিবাসে বসবাসকারী প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রবীণনিবাসের প্রবীণদের নিবাসজীবনের অভিজ্ঞতায় যে বহুবিধতা বিদ্যমান তা দেখার প্রয়াস পেয়েছি।

৩. মাঠ পরিচিতি এবং গবেষণা পদ্ধতি

ন্বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকাকে 'মাঠ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নৃবিজ্ঞানে 'মাঠ' শুধু একটি স্থান নয় বরং এটি নির্দিষ্ট সময় এবং ঘটনার সংগ্রহ যেটি গবেষককে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায় (আখতার ও নাসরীন: ২০০১)। এই গবেষণায় প্রবীণনিবাসকে মাঠ হিসেবে নেওয়া হয়েছে, আভিধানিকভাবে বৃদ্ধ ও আশ্রম শব্দ দুটি মিলে হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম। শব্দগতভাবে অর্থ দাঁড়ায় বৃদ্ধের আশ্রয়স্থল বা প্রবীণনিবাস। অন্য অর্থে জীবনের বয়স্ক সময়ের আবাসস্থল, বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে বৃদ্ধাবস্থায় পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের আশ্রয় ব্যতীত সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লালিতপালিত হওয়ার স্থানকে প্রবীণনিবাস বলে।কিছু প্রবীণনিবাসে বয়স্কদের জন্য আবাসিক এবং নার্সিং সুবিধাসম্পন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁরা তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য খাবার, গৃহস্থালি, চিকিৎসাসেবা এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপসহ প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা এবং যত্ন বৃদ্ধাশ্রম বা প্রবীণনিবাস থেকে পান।

মূলতপ্রবীণনিবাসের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা যাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এবং যাদের দেখাশোনা করার জন্য কেউ নেই। যদিও কিছু বয়স্ক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রবীণনিবাসে চলে যান, অন্যদের আর্থিক, সামাজিক বা স্বাস্থ্যসম্পর্কিত পরিস্থিতির কারণে আর কোনো বিকল্পও থাকেনা। প্রবীণনিবাসগুলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা সরকারি বা অলাভজনক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় (Senocare Services, 2023)। সহজ কথায় প্রবীণনিবাসহলো এমন একটি বাড়ি যা ব্যক্তিগত বা নার্সিং কেয়ার প্রদানে সক্ষম। সমাজে/পরিবারে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে অক্ষম এমন বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আবাসিকভাবে যত্ন, খাবার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কার্যক্রমে নির্দিষ্ট কিছু সহায়তা প্রদান করে (Gupta, 2016)। তবে, সুযোগ সুবিধার মাত্রা প্রবীণনিবাসভেদে ভিন্ন হয়।

বাংলাদেশে প্রবীণনিবাসকে বৃদ্ধাশ্রম, প্রবীণনিবাস, হোম ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়। প্রবীণনিবাস' এর ধারণা বাংলাদেশের জন্য খুবই সামসময়িক এবং বর্তমানে বাংলাদেশে প্রবীণনিবাসের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। যদিও এখন পর্যন্ত এ নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ তেমন একটা হয়নি/নেই বললেই চলে। সে যাই হোক, বাংলাদেশে মূলত দুই ধরনের প্রবীণনিবাস দেখা যায়। যেমন: প্রথমত, অর্থের (Rental) বিনিময়ে প্রবীণনিবাসে থাকা এবং সেবা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, বিনামূল্যে প্রবীণনিবাসে থাকা এবং সেবা গ্রহণ। বর্তমান গবেষণায় বিনামূল্যে সেবাপ্রদানকারী এবং অর্থের বিনিময়ে সেবাপ্রদানকারী দুই ধরনের প্রবীণনিবাসকেই মাঠ হিসেবে রাখা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানীদের ব্যবহার করা স্বতন্ত্র গবেষণা পদ্ধতির কারণে অন্যান্য যে-কোনো জ্ঞানকাণ্ড(ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) থেকে নৃবিজ্ঞান অনেক বেশি অনন্য (Gupta & Ferguson, 1997)। এই গবেষণায় প্রবীণনিবাসের প্রবীণ নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে কথা বলা হয়েছে, আবার বিভিন্ন বয়সের প্রবীণ ব্যক্তির সাথেও কথা বলা হয়েছে। প্রবীণনিবাসে সকল প্রবীণ ব্যক্তি একই সময়কাল ধরে বসবাস করছেন না, ফলে যিনি দীর্ঘ সময় (৫-৮ বছর) ধরে বসবাস করছেন আর যিনি স্বল্প সময় (৬ মাস থেকে ১ বছর) ধরে বসবাস করছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এক নয়। তাই, তথ্যদাতা নির্বাচনের সময় এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত সকল প্রবীণনিবাসের সকল নিবাসীর সঙ্গে কথা বলা যেহেতু সম্ভব নয়, তাইপ্রবীণনিবাস এবং তথ্যদাতা হিসেবেপ্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরেবসবাসরত প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে (নারী ও পুরুষ) 'উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নে'র মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাদের 'নিবিড় সাক্ষাৎকার'গ্রহণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে কিছু 'কেইস স্টাডি'ও গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করার সময় উত্তরাদাতাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সাক্ষাৎকারগ্রহণ করবার সুবিধার্থে প্রথমে একটি চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে খোলা প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান উভয় ধারাতেই তথ্যসংগ্রহের জন্য 'পর্যবেক্ষণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তাই'নিবিড় সাক্ষাৎকার' এবং 'কেইস স্টাডি'র পাশাপাশি 'পর্যবেক্ষণ' এই গবেষণার একটি অন্যতম গবেষণা কৌশল হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁদের আচরণ, ব্যবহার; বাচনভঙ্গি ইত্যাদিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাঁদের অভিজ্ঞতা-বর্ণনাকালীন মুহূর্তের নানা অভিব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরদাতারা কোনো বিষয় সম্পর্কে কথা বলার সময় কী অর্থ প্রকাশ করছেন তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবীণনিবাসে বরবাসরত প্রবীণদের ক্ষেত্রে তাদের জীবনাভিজ্ঞতা, নিবাসে আসার পর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে তাঁদের বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি বিষয়কে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর সেই অনুধাবনের ক্ষেত্রে নিবিড় পর্যবেক্ষণ গবেষণাকে সহায়তা করেছে।

প্রবীণনিবাসে বসবাসের বাস্তবতাটি এখনো যেহেতু আমাদের সমাজের জন্য তুলনামূলকভাবে নতুন একটি বিষয় এবং সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নয়, ফলে অনেক তথ্যদাতাই তথ্য দেবার সময় তাদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় গবেষণায় ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ তাদের সন্তানদের সামাজিক অবস্থান, তাঁদের কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সেখানেও ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তির প্রবীণনিবাসে থাকার বিষয়টি এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় মাঠকর্ম করার সময় তথ্যদাতাদের প্রতি সংবেদনশীল থাকতে হয়েছে। গবেষণার ভিত্তিতে যে বহুবিধ সত্য রয়েছে তা উপস্থাপন করার সর্বাত্মকচেষ্টা করা হয়েছে।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে নানাবিধ কর্মকাণ্ড

প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রই তাঁর মধ্যে সিক্রিয়তা বিরাজমান তবে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটভেদে তার প্রকাশভঙ্গি হয়তো ভিন্ন হয়। প্রবীণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তির এজেন্সিকে তাঁর নিজের জীবন পরিচালনা করার ক্ষমতার সাপেক্ষে দেখা যেতে পারে যেখানে এই ক্ষমতা অন্য ব্যক্তি বা ঘটনাকে প্রভাবিত করে (Ortner 2006)। পারিবারিক পরিসরের বাইরে বৃদ্ধনিবাসে বসবাসরত প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাঁদের নিজস্ব পরিসরের মধ্যে থেকেই তাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঞ্জাকে পূরণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁদের

গতিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়ায় নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখেন। এক্ষেত্রে প্রবীণ ব্যক্তির প্রবীণনিবাসে আসা থেকে শুরু করে নিবাসে তাদের যাপিত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের সক্রিয়তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের কেসগুলো প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করা হলো-

কেস- ১

আজিজ মণ্ডল, বয়স- ৬২, বিপত্নীক। তিনি নিবাসের একজন বাসিন্দা। স্ত্রীর মৃত্যুর দুই বছরের মাথায় তাঁর একমাত্র ছেলে তাকে এই নিবাসে পাঠিয়ে দেয়। নিবাসে আসার পর প্রথম প্রথম তাঁর মন খুব খারাপ লাগত কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ জীবনকে মেনে নেন। এক্ষেত্রে আজিজ সাহেব জানান যে, নিবাসের জীবনকে শুধু মেনে নেওয়া নয় বরং একে সাদরে গ্রহণ করেন তিনি। কারণ নিবাসে আসার পর তাঁর জীবনের অনেক শখ যেমন: গান গাওয়া, গল্পের বই পড়া, যা ছেলের বাসায় যাওয়ার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা তিনি নতুন করে শুরু করতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে আজিজ সাহেব বলেন–

ছেলের বাসায় রাতে লাইট জ্বালিয়ে গল্পের বই পড়লে ছেলে বিরক্ত হতো, বলত এতে নাকি তাঁর ঘুমের ডিস্টার্ব হয় কিন্তু এখন নিবাসে নিজের রুমে সারারাত লাইট জ্বালিয়ে বই পড়লেও কোনো সমস্যা নেই।

তবে আজিজ সাহেব জানান যে. এখানে আসার পর ছেলে তাঁর সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু তিনি বলেন–

আমি যখন ছেলেকে খুব মিস করি এবং দেখতে চাই তখন যদি ছেলে আমাকে দেখতে না আসে, আমি অসুস্থতার ভান করি তখন ঠিকই অসুস্থতার খবর পেয়ে আমার ছেলে আমাকে দেখতে আসে।

তাছাড়াও তিনি আরও জানান যে, নিবাসে শুধু ইদের সময়ই কর্তৃপক্ষ ভালো খাবারদাবার আয়োজন করে কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় আচার এখানে পালন হয় না। এক্ষেত্রে নিবাসে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

আমি শবে-বরাতের সময় নিবাসের সবার সাথে কথা বলে শবেবরাত পালনের উদ্যোগ নেই। এক্ষেত্রে সবার থেকে চাঁদা নিয়ে বাজার করে আমরা নিজেরাই হালুয়া-রুটি তৈরি করে খেয়েছি। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে সবসময় নিবাসের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু কাজ করা সম্ভব তা করা উচিত।

আজিজ সাহেবের কেস থেকে কয়েকটি বিষয় দেখা যায়, প্রথমত, আজিজ সাহেবকে যখন নিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন প্রথমে তিনি ভেঙে পড়লেও পরবর্তীতে নিজের জীবনের সক্রিয়তা বজায় রাখার প্রেক্ষিতে তিনি একে সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আবার প্রবীণনিবাসের নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকেও তিনি শবেবরাত পালনের উদ্যোগ নেন যা তাঁর সক্রিয়তাকেই নির্দেশ করে থাকে। যা গিডেন্স এর 'কাঠামোকরণ প্রক্রিয়া' (Structuration Process) এর মধ্য দিয়ে দেখা যেতে পারে। গিডেন্সের মতে এজেন্সি সর্বজনবিদিত একটি প্রপঞ্চ, ব্যক্তিমাত্রই এজেন্সির ধারক ও বাহক কিন্তু পরিসরগত ভিন্নতা ব্যক্তির সামর্থ্যকে এবং কর্মক্ষমতাকে সীমায়িত করে। তাই কাঠামোগত ভিন্নতা সাপেক্ষে ব্যক্তির এজেন্সির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। গিডেন্সের মতে, এজেন্সি মূলত কাঠামোবদ্ধ সমাজব্যবস্থার কাঠামোকরণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ যা ব্যক্তির সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিকে তাঁর লক্ষ্য পূরণে স্বউদ্যোগী করে তোলে অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্যক্তি কীভাবে তাঁর সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে তা দেখা যায়। আজিজ সাহেবের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই নিজের সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতাকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। তাই আজিজ সাহেবের এরূপ এজেন্সিকে গিডেন্স-এর 'কাঠামোকরণ প্রক্রিয়া' (Structuration Process) এর অংশ হিসেবে

234

বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্য দিকে নিজের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে ছেলেকে দেখার জন্য অসুস্থতার ভান করবার যে কৌশল তিনি অবলম্বন করেন তার সাথে অবশ্যই এজেন্সির বিষয়টি যুক্ত। ফলে প্রবীণ ব্যক্তি মানেই নিষ্ক্রিয় এ ধরনের ধারণা পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই।

কেস- ২

রহিমা খাতুন, বয়স ৭৩ বছর, ঢাকায় প্রায় ৫৫ বছর ধরে আছেন।স্বামী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন, স্বামীর সাথে তিনি বেশ কিছুদিন দেশের বাইরেও ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবার দেখেছেন, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করেছেন। বাচ্চাকাচ্চা বড়ো করতে গিয়ে তাঁরজীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, সন্তানরা যেসকল বই পড়েছে তিনিও তা পড়েছেন; পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, মনোবিজ্ঞানও তিনিপড়েছেন। কোরআনের ৩০ পারা অনুবাদ তরজমা সহ শিখেছেন। স্বামীরমৃত্যুর পরবর্তী সময়ে বাচ্চাদের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাচ্চারা যখন বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী হয়ে গেল তখন তিনি একা হয়ে পড়লেন। তাই একাকিত্ব কমানোর জন্যই তিনি প্রবীণনিবাসে এসেছেন।তিনি বলেন –

বাসায় আসলে একেবারে আবদ্ধ জায়গায় থাকতে হয় বুড়ো বয়সে। কিন্তু এখানে এসে আলো বাতাসের মধ্যে থাকতে পারছি বড়ো আঙিনা আছে, বারান্দা আছে, গাছগাছালি আছে। আসলে বাসায় দম বন্ধ হয়ে যায়। একা জীবন চলে না। এখানে অনেক মানুষ আছে একাকিত্ব নাই,মানুষজনের সাথে গল্প করা যায়। এখানে আসলে গ্যাসের বিল দিতে হচ্ছে না পানির বিল দিতে হচ্ছে না বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে না। আমার স্বাভাবিক জীবনে যে ব্যস্ততা চাপ এগুলো কিছুই নেই। মাসে মাসে বিল দাও, বিল নাও, ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া তোলো, কোনো চাপ নাই একদম বিন্দাস, নির্ভার হয়ে জীবনযাপন করছি।

প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে তাঁর প্রাত্যহিক বিবিধ কাজকর্মের কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন–

আমি সেলাইয়ের কাজ জানি, তাই নিজে থেকেই এখানে কারো ব্লাউজ ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দেই। কারো পেটিকোট সেলাই করে দেই। কারো হয়তো মেক্সি বড়োসেটা ছোটো করে দিলাম কেটে। দেখা যাচ্ছে কারো জামার বোতাম খোলা বা বোতাম নষ্ট হয়েছে সেটা ঠিক করে দিলাম। যেহেতু আমি সেলাইয়ের কাজ সব পারি তাই এখানে সবকিছু করি।আমি এখানে সব হাদিসের বই পড়ি কোরআন শরিফ পড়ি। পড়ার সময় পাই।শুধু পরি না আমি, আমার কাছ থেকে যদি কেউ শুনতে চায় আমি তাকে শুনাইও। এখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে হয়তো ঘরে আবদ্ধ ছিল, অবহেলিত ছিল, কষ্টে ছিল, অনেক কিছু দেখে নাই, পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি কোরআন হাদিসের বিষয়ে জানার সুযোগ হয়নি। আমি তাদের শেখাই,আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি আমার সন্তানের বাইরেও কাউকে কোরআন পড়া শিখাব, এখানে আমাদের দেখাশোনা করার একটা মেয়ে আছে. তাকে আমি অনেক কিছু শিথিয়েছি বিশেষ করে শেখালাম কোরআন শরিফ পড়া।

রহিমা খাতুন আরও জানানএই যে মানুষের ভাবনাটা যে, বৃদ্ধাশ্রম মানে হচ্ছে নেতিবাচক কিছু, এরকম ধারণা প্রচলিত যে ছেলের বউরা শাশুড়িকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে, কিংবা ঝামেলা হয়েছে তাই শ্বশুর চলে আসছে, ছেলেরা দেখছেনা এরকম একটা চিত্রআমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। আসলে সবসময় বিষয়টা যে শুধুএরকমই তা নয় কারণ তিনি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে প্রবীণনিবাস সম্পর্কে জেনে এসেছেন।তিনি আরও বলেন–

বাংলাদেশে এমন বৃদ্ধাশ্রম আরও হোক সেটা প্রত্যাশা রাখি। আমার মতো যারা আছে তাঁরা একাকিত্বকে কমাতে পারবে। জীবনের শেষ সময়টায় ইবাদত বন্দেগিতে কাটাতে পারবে। কারো বোঝা হয়ে থাকবে না।

রহিমা খাতুনেরকেসে কিছু বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসে আর তার মধ্যে অন্যতম হলোপ্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে তাঁরদৈনন্দিন নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজের সক্রিয় উপস্থিতির জানান দেওয়া। যেখানে সেলাইয়ের কাজ করা কিংবা কোনো ব্যক্তিকে কোরআন পড়া শেখানোর বিষয়টি তাঁর অনেক দিনের লালিত একটি স্বপ্লপূরণ হওয়াকে নির্দেশ করে যাকে Ortner (2006) এর 'স্বপ্রণাদিত উদ্দেশ্য' (Intentionality) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।পাশাপাশি এই কেসটিতে রহিমা খাতুনের স্বেচ্ছায় নিজের সিদ্ধান্তে ভালো থাকার জন্য প্রবীণনিবাসে আসা কিংবা পরিবারপরিজন ছাড়া প্রবীণনিবাসে অসহায়ভাবে নয় বরং ভালো থাকা এ সবই প্রবীণনিবাসকে ঘিরে সমাজে প্রচলিত যে ডিসকোর্স-সমূহ রয়েছে তাকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে কেননা ফুকোর জরাবিজ্ঞান আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র জ্ঞানকে প্রশ্ন করতে শেখায় তথা সমাজের স্টেরিওটিপিক্যাল নির্মাণকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শেখায় (Powell & Bigs 2001)।

৫. দরকষাকষির ক্ষমতা ও প্রবীণ ব্যক্তির অবস্থান

এজেন্সি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দরকষাকষির ক্ষমতাকে বোঝা দরকার, কেননা দরকষাকষি ক্ষমতার সাথে ব্যক্তির লক্ষ্য, স্বপ্ন ও শখ পূরণের একটি যোগাযোগ রয়েছে। দরকষাকষির ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তন হতে দেখা যায়। কেননা দরকষাকষির ক্ষমতা বেশি থাকলে, যেমন একজন ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট হতে পারে তেমনিভাবে আবার, দরকষাকষির ক্ষমতা কম থাকার দরুন ব্যক্তির ওপর অন্যের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবার সম্ভাবনা জোরালো হয়। গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে, প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রবীণনিবাসে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের দরকষাকষির ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন তথ্যদাতা জেসমিন বলেন—

আমার ছেলেমেয়েরা বিদেশ চলে যাবার পর তারা চেয়েছিল আমি যেন আমার কোনো আত্মীয়ের বাসায় থাকি কিন্তু আমি কোনো আত্মীয়ের বাসায় থাকতে রাজি ছিলাম না। ছেলেমেয়েদের মতের বিরুদ্ধে আমি প্রবীণনিবাসে থাকার সিদ্ধান্ত নেই। প্রবীণনিবাসে আসার কারণেই আজ আমি সম্মান নিয়ে থাকতে পারছি, তা না হলে সবসময় আত্মীয়দের কাছে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো।

জেসমিনের এই বক্তব্য থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, দরকষাকষির ক্ষমতা তাঁর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে। কেননা এই দরকষাকষির ক্ষমতা থাকার কারণেই তাঁর ভাষ্য মতে তিনি আজ কোনো আত্মীয়ের কাছে 'পরনির্ভরশীল' হিসেবে না থেকে প্রবীণনিবাসে সম্মানের সাথে থাকতে পারছেন। অপরদিকে, দরকষাকষির ক্ষমতা কম থাকার দরুন অনেকে তাদের জীবনের অসহায়ত্বকে মেনে নেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের কেসটি প্রাসঙ্গিক–

কেস- ৩

আমেনা বেগম, বয়স-৬৫, বিধবা গৃহিণী। আমেনা বেগমের এক ছেলে, তিন মেয়ে যাদের সবাই বিবাহিত। এক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র ছেলে তাঁর পরিবার সহ অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, বড়ো মেয়ে ঢাকার উত্তরায়, মেজো মেয়ে গুলশানে এবং ছোটো মেয়ে রংপুরে থাকেন। আমেনা বেগম নিজেও রংপরে থাকতেন। তাঁর সারা জীবন কেটেছে রংপুরে কিন্তু গত এক বছর যাবং তিনি ঢাকার একটি নিবাসে থাকছেন। আমেনা জানান তাঁর স্বামী পুলিশ অফিসার ছিলেন। রংপুরে তাঁর নিজের বাড়ী ছিল। সেখানেই তিনি থাকতেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি একা হয়ে গেলে ছোটো মেয়ে যে কিনা রংপুরেই তাঁর স্বামীর সাথে থাকত সে এসে মায়ের সাথে থাকা শুরু করে। কিন্তু যেহেতু তাঁর (আমেনা) স্বামী মারা গিয়েছিল তাই

ছেলেমেয়েরা সবাই সম্পত্তির ভাগ চাচ্ছিল। আমেনা বলেন, ছেলেমেয়েরা আমাকে বলত, 'আর কতদিন সম্পত্তি আটকায় রাখবা, এবার আমাদের জিনিস আমাদের বুঝায় দাও'আমেনা জানান যে, তিনিও চাইছিলেন দায়দায়িত্ব সব ভাগ করে দিতে। তাই রংপুরের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে ছেলেমেয়েদের তাদের অংশ বুঝিয়ে দেন এবং তখনই তাঁর থাকার জায়গা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কেননা বাড়ি বিক্রির পর তিনি কোথায় থাকবেন সেটি ছিল মূল বিবেচ্য। এ প্রসঙ্গে আমেনা বলেন –

আমি আশা করেছিলাম আমার মেয়েরা আমাকে তাদের কাছে রাখবে। কারণ আমি সব সময় তাদের পাশে ছিলাম। কিন্তুতারা আমার মতামত ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমি এখন থেকে প্রবীণনিবাসে থাকব

আমেনা জানান প্রবীণনিবাসে আসার এক মাস আগে তাকে জানানো হয় যে, তিনি প্রবীণনিবাসে থাকবেন, তাঁর বড়ো মেয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্যান্য মেয়েদের সাথে পরামর্শ করে তাকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। তবে তিনি বলেন যে, বাড়ি বিক্রির পর প্রায় তিনমাস তিনি তাঁর মেয়েদের কাছে ছিলেন। প্রথমে ছোটো মেয়ের কাছে রংপুরে একমাস ছিলেন, সেখান থেকে ছোটো মেয়ে তাকে মেজো মেয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেয় সেখানে ২০/২৫দিন থাকার পর মেজো মেয়ে বড়ো মেয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেয়। আমেনা বলেন–

"মেয়েদের বাসায় এভাবে ভাগ ভাগ করে থাকতে গিয়ে মনে হচ্ছিল সম্পত্তির মতো আমিও যেন ভাগ হয়ে গেছি"

তারপরও আমেনা তাঁর মনে শান্তি পেতেন এই ভেবে যে, তিনি তাঁর পরিবারের মধ্যে আছেন। কিন্তু বড়ো মেয়ে যখন তাকে প্রবীণনিবাসে থাকার কথা বলে তখন তাঁর জীবনটা ওলটপালট হয়ে যায়। চেনা জগণ্টা অনেক বেশি অচেনা হয়ে যায়। তিনি তখন অনেক কান্নাকাটি করেন। কিন্তু তাঁর কান্নাকাটি কিংবা ব্যক্তিগত অনিচ্ছাতাঁর মেয়েকর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। আমেনা বলেন–

সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার আগে এই মেয়েগুলোর সাথে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল তারা আমাকে ভালোবাসত সব সময় আমার খোঁজখবর নিত। অথচ সম্পত্তি ভাগের কিছুদিনের মাথায় তাদের ব্যবহারে পরিবর্তন আসল। ভালোবাসা রূপান্তরিত হলো অবহেলায় আমার মেয়েরা যখন সিদ্ধান্ত নেয়, আমাকে প্রবীণনিবাসে থাকতে হবে, তখন আমি একা একা অনেক কেঁদেছি কিন্তু মুখ ফুটে মেয়েদের কিছু বলতে পারি নাই। এখন মনে হয় যদি ওদের সাথে তর্ক করতাম, প্রবীণনিবাস আসতে অস্বীকৃতি জানাতাম, তাহলে হয়তো আমার জীবনটা প্রবীণনিবাসে একাকী না কেটে অনভোবে কাটত।

এক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা থাকা/ না থাকার বিষয়টি ব্যক্তির এই দরকষাকষির ক্ষমতার সাথে যুক্ত কেননা অনেক তাত্ত্বিক দরকষাকষির ক্ষমতার নির্ধারক হিসেবে নারীদের কাছে সম্পত্তি থাকার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় (Desai and Andrist 2010 এবং Yount 2005)। সম্পদে নারীর অধিকার থাকা প্রকারান্তরে নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে (Yount 2005)। তাছাড়া ওপরের কেস থেকে দেখা যায় সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সম্পর্কগুলোর বদল কীভাবে ঘটে। সম্পত্তি কীভাবে পরিবারে ব্যক্তির অবস্থান, ব্যক্তির প্রতি পরিবারের সদস্যদের আচরণে ভিন্নতা নিয়ে আসে আর এই ভিন্নতা প্রকারান্তরে পারিবারিক পরিসরে ক্রিয়াশীল রাজনীতিকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে, প্রবীণ ব্যক্তির এই দরকষাকষির ক্ষমতার বিষয়টি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভাবে কাজ করেছে। কখনো এটি ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে কখনো-বা এই ক্ষমতা না থাকার দরুন ব্যক্তি তাঁর ওপর আরোপিত পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

৬. প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে পাতানো এবং বহুবিধ সম্পর্ক

জৈবিক পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক একভাবে নির্ধারিত হলেও জ্ঞাতি সম্পর্কের সামাজিক পুনরুৎপাদনও সংঘটিত হয়। ফলে সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা স্থির থাকে না বরং একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। এটাকে রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক বা পাতানো সম্পর্কের যে-কোনো একটির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায় না। জ্ঞাতিসম্পর্কের নৈতিকতা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে পাতানো আত্মীয়রাও রক্ত ও বৈবাহিকসূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয়দের মতো দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকেন। গৃহস্থালির কাজ, সন্তান লালন-পালন, অভিগমনে সহায়তা, কাজ ও সম্পদ অর্জনে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দূরের আত্মীয় বা পাতানো আত্মীয়রাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন (Standing, 1991)।

গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়–প্রবীণনিবাসে বসবাসরত প্রবীণ ব্যক্তিদেরতৈরিকৃত পাতানো সম্পর্ক তাদের জীবনকে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে এক্ষেত্রে একজন প্রবীণ নারী বলেন–

এই নিবাসে আসার পর এখানাকার একজন আমাকে 'বোন' বানিয়েছেন এবং সেই নিবাসী আমাকে ছোটো বোন হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেন, ভালো কিছু রান্না করলে আমরা একে অপরের সাথে খাবার বিনিময় করি, একসাথে বসে গল্প করি, আমার কাছে এই নিবাসী বোনই এখন আমার পরিবারের নতুন সদস্য।

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো যে, প্রবীণনিবাসে আসার পর নতুন পাতানো সম্পর্কের ভিত্তিতে যে বোনকে এই প্রবীণ নারী পেয়েছেন তাঁর সাথে একটা পারিবারিক বন্ধন তিনি অনুভব করেন যার ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রাত্যহিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাহায্যের জন্য তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় ।

মানুষ সামাজিক জীব তাই সে একা থাকতে পারে না। সে যেখানেই থাকুক না কেন সেই জায়গায় তার একটা সত্ব থাকতে হয়। প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরেও দেখা যায় প্রবীণ ব্যক্তিদের একটা নিজস্ব পরিচিতি থাকে এবং বিভিন্ন সম্পর্ক তৈরি করার মধ্য দিয়ে সে তাঁর সক্রিয় জীবন যাপন করে থাকেন। Donne (1988) তাঁর "No man is an Island" প্রছে বলেন কোনো মানুষের পক্ষে একা টিকে থাকা সম্ভব না। যে কারণে মানুষ দীর্ঘস্থায়ী, ইতিবাচক এবং তাৎপর্যপূর্ণ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরি করতে এবং বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত হয় (Baumeister & Leary 1995)। একজন ব্যক্তির সুস্থতার জন্য বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য নিরাপদ, যত্নশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে একজন ব্যক্তি জানেন বয়সের কারণে কিংবা অন্য কোনো আর্থসামাজিক কারণে একমাত্র তিনিই নন যিনি এখানে বসবাস করছেন। ফলে তিনি তাঁর এই অবস্থানকে মেনে নিয়েই একধরনের অভিযোজন করেন। প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে প্রবীণ ব্যক্তি একা নন এবং তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য কেউ আছে এই অনুভূতি তাঁকে নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে সক্রিয় করে তোলে।

সম্পর্ক তৈরির এই বিষয়গুলো বিভিন্ন স্তরে দেখা যায়, যেমন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মা, চাচি, খালা (নারীদের) এবং বাবা, চাচা, মামা (পুরুষদের) ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। এই সম্বোধনই দেখা যায় নতুন সম্পর্কের সূচনা করে যা আবার প্রবীণ ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন কাজে লাগে । নিবাসীরাও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু সম্পর্ক তৈরি করে যা তাদের যাপিত জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করে। যেমন একজন নিবাসী বলেন—

238

আমার বয়স ৫৪ এবং আমি শারীরিকভাবে ফিট, আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমি আমার মাকে হারিয়েছিলাম। এই প্রবীণনিবাসে ৭৬ বছর বয়সিএকজনকে আমি মা বলে ডাকি। আমি তাকে খুব কাছের বোধ করি। আমার মার মতো আমিও তার সমস্ত প্রয়োজনে তার যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করি। তাকে সেবা করতে পেরে আমি খুব খুশি এবং আমার মনে হয় আমি আমার মাকে সেবা করছি।

পরিবারের সদস্যদের সাথে মানসিক বন্ধন থাকতে পারে কিন্তু নিয়মিত যোগাযোগের অভাব হলে বা মিথব্রুিয়ার মাত্রা কম হলে, এটি বয়য় ব্যক্তির জন্য একটি শূন্যতা তৈরি করে । সম্পর্কগত সংযোগের অনুপস্থিতিতে বয়য় ব্যক্তিরা তখন তাদের সেবাপ্রদানকারী এবং প্রবীণনিবাসের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে থাকে (Baumeister & Leary 1995)। গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে প্রবীণনিবাসে থাকা বয়য় ব্যক্তিরা বেশির ভাগই বলেন যে পরিবার এবং আত্মীয়দের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হলেও তাদের প্রবীণনিবাসে থাকা যে দীর্ঘমেয়াদি হবে এটা তাঁরা জানেন, বেশির ভাগ বয়য় মানুষ তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়মিত না নেওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করেন না। তাঁরা প্রবীণনিবাসে স্বাচ্ছন্দ্যে বসতি স্থাপন করেছেন এবং প্রবীণনিবাসকে তাদের নিজেদের ঘর হিসেবে বিবেচনা করেন। অনেক নিবাসী জানান তাঁরা প্রতিদিন নিবাসের এমন অনেক কাজ করেন যা তাঁরা ঘরেও করতেন যেমন নিজেদের ঘর নিজেরা পরিষ্কাররাখা, বাথক্রম পরিষ্কার করা, নিজেদের ঘরের সামনের খোলা জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছেন্ন রাখা ইত্যাদি। এমনকি কেউ কোনো কাজ করতে না পারলে তাকে সহযোগিতা করেন এবং এভাবে তাঁরা একজন আরেকজনের পরিপূরক হয়ে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে একজন নিবাসী বলেন—

আমরা রুমে একসাথে ৮ জন থাকি এবং নিজেদের কাজ নিজেরাই করে থাকি, নিজেদের বাথরুমও পর্যায়ক্রমে নিজেরাই পরিষ্কার করি কিন্তু আমাদের রুমে ২জন আছেন, যাঁরা খুবই অসুস্থ তাঁরা রুমে নিজেদের অন্যান্য কাজ করতে পারলেও তাঁদের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয় বিধায় আমারাই তাঁদের হয়ে কাজটি করে থাকি, একসাথে থাকতে গেলে একজন আরেকজনের একটু সাহায্য তো করতেই হয়।

প্রবীণনিবাসের মধ্যেও বিভিন্ন কাজ দলগতভাবে করতে দেখা যায় হোক সেটা নিবাসে কারও মৃত্যুতে একসাথে জানাজায় অংশগ্রহণবা দাফন কার্যে সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে কিংবা প্রবীণনিবাসে সবিজ বা ফলের বাগানে একত্রে কাজ করা, পুকুরে মাছ চাষে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে, এমন অনেক কাজই প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে প্রবীণেরা করে থাকেন তাঁদের প্রাত্তিক কাজের অংশ হিসেবে। আর এই সকল কাজ একত্রে করার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অনেক প্রবীণনিবাসী মন্তব্য করেন।এই কাজগুলোকরার পেছনে নিবাসকর্তৃক কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা কাজ করে কিনা কিংবা কেন তাঁরা এই কাজগুলো করেন, এই বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা জানান, এগুলো তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায়ই করে থাকেন। এক্ষেত্রে একজন নিবাসী বলেন—

জীবনে সুস্থভাবে বাঁইচতে চাইলে যতদিন হাতে পায়ে বল আছে কইরে খাওন ভালা এতে শরীর ও মন দুইডাই ভালা থাকে, অসুখবিসুখও হয় না।

উপরিউক্ত উক্তিটি মূলত প্রবীণ ব্যক্তির সক্রিয় বার্ধক্যায়নের বিষয়টিকেই নির্দেশ করে যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব সামাজিক পরিধির মধ্যে গতিশীলতা ওমানসিক সুস্থতাতাঁর সক্রিয় অবস্থানকে নিশ্চিত করে।

৭. উপসংহার

সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রবীণনিবাসের প্রবীণদের যেভাবে এজেন্সিবিহীন হিসেবে নির্মাণ করা হয় এই প্রবন্ধ সেই নির্মাণকে খণ্ডন করতে/প্রশ্ন করতে নির্দেশনা দিতে সক্ষম।পত্রপত্রিকাসহ অন্যান্য গণমাধ্যমণ্ডলোতে 'প্রবীণনিবাস'নিয়ে যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত হয় তাতে অধিকাংশক্ষেত্রে নৈতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ এই উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে একভাবে 'প্রবীণনিবাস' সম্পর্কে এক ধরনের সাদামাটা পাঠ দাঁড় করানো হয় এবং প্রবীণ/বয়স্ক মানুষজনকে নিদ্রিয় সন্তা হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের সক্রিয়তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় যা মূলত সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তথা বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতাকে আড়াল করে (আতিক, ২০১৪)। এই প্রবন্ধে প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সিকে চৈতন্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং তাঁর ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়ে দেখা হয়েছে, অর্থাৎ ব্যক্তির 'অভিপ্রায়' (Intention) এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তবে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্যক্তি কীভাবে তাঁর সক্রিয়তাকে প্রদর্শন করে তা-ও দেখা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রবীণনিবাস নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও মাঠকর্মভিত্তিক গুণগত গবেষণা খুব একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে বার্ধক্যসংক্রান্ত বেশিরভাগ গবেষণা কাজে প্রবীণদের অসহায়, সমস্যাজনক দল হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে বেশিরভাগ কাজেই প্রবীণদের বার্ধক্যের অবধারিত অংশ হিসেবে চিত্তহ্রংশ, স্বাস্থ্যগত অবনতি, একাকিত্ব —এই বিষয়গুলোর প্রতি যতটা গুরুত্বের সাথে নজর দেওয়া হয়েছে ততটাই উপেক্ষিত হয়েছে প্রবীণ মানুষের এজেন্সি থাকবার বিষয়টি। সাধারণত সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে প্রবীণ ব্যক্তি মানেই 'অসহায়', 'নিদ্রিয়' — এভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পরিসরে প্রবীণ ব্যক্তিমাত্রই 'অসহায়' কিংবা 'নিষ্ক্রিয়' কিনা তা ভেবে দেখবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।ব্যক্তিমাত্রই তার মধ্যে সক্রিয়তা নিহিত থাকে তবে ব্যক্তিভেদে এজেন্সির প্রায়োগিকতা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই প্রবন্ধে প্রবীণ ব্যক্তির এজেন্সি বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে প্রবীণমাত্রই 'অসহায়', 'নিষ্ক্রিয়' এই স্টেরিওটিপিক্যাল ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং গবেষণা তথ্যের আলোকে প্রবীণনিবাসের অভ্যন্তরে প্রবীণ ব্যক্তিরা কীভাবে তাদের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখেন যা কিনা প্রকারভাবে তাদের এজেন্সর (সক্রিয়তার) প্রতিফলন ঘটায় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

- আখতার, রাশেদা ও নাসরিন, জোবাইদা (২০০১)। সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের মাঠ: একটি পর্যালোচনা। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
- আতিক, তাসলিমা (২০১০)। বার্ধক্যের ধারণায়ন ও বৃদ্ধনিবাসে বসবাসরত 'প্রবীণ' ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা'র স্বরূপ বিশ্লেষণ। স্নাতকোত্তর পর্বের অপ্রকাশিত অভিসন্ধর্ভ। নৃবিজ্ঞান বিভাগ,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
- আতিক, তাসলিমা (২০১৪)। বৃদ্ধনিবাস ও বৃদ্ধনিবাসে বসবাসরত 'প্রবীণ': পরিবেশন ও বাস্তবতা। সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ১৩১, পৃ ১-২৬।
- Ahearn, L. (2001). Language and Agency. Annul review of Anthropology. Vol. 30
- Baumeister, R.F;& Leary,M.R (1995) *The need to belong : Desire for interpersonal attachments as a Fundamental human motivation*.Psychological Bulletin.Vol 117.No 3, pp 497-529.
- Biggs, S. & Powell, J. L. (2001). *A Foucauldian analysis of old age and the power of social welfare*. Journal of Ageing and Social Policy, vol. 12, no. 2, pp. 93–112.
- Desai, S., & Andrist, L. (2010). Gender scripts and age at marriage in India. Demography, 47(3), 667-687.
- Donne, J. (1988). No Man Is an Island. Souvenir Press Limited
- Foucault, M. (1980).Power/Knowledge: *Selected Interviews and Other Writings*.1972-79, (Ed. Colin Gordon). New York: Pantheon.

- Foucault, M. (1977). Discipline & Punish The Birth of the Prison. Published by New York: Pantheon.
- Gardner, K (2008). *Migration and the life course: Some cases from Bangladesh*. Nrvijnana Patrika, Journal of Anthropology. Vol. 13, P- 183-208.
- Giddens, A. ((1979). Central Problems in Social Theory. University of California Press
- Gupta, N. (2016). Evolution of the concept of old age homes and the rights of senior citizens in India. Young Arena Litigators.http://youngarenalitigators.blogspot.com
- Ghuman, S. & Ofstedal, M. B. (2004). *Gender and Family Support for Older Adults in Bangladesh*. http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf.
- Gupta, A. and Ferguson, J. (1997). *Anthropological Locations, Boundaries and Grounds of a Field Science*. University of California Press, USA.
- Jason, P & Biggs, S (2003). Foucauldian Gerontology: A methodology for Understanding Aging. Electronic Journal of Sociology, Vol. 17.
- Powell, J. (2004). Rethinking Gerontology: Foucault, Surveillance and the positioning of Old Age"
- Ortner, S. B (2006). *Anthropology and Social Theory: Culture, Power and the Acting Subject.* Duke University Press.
- Reza, H. (2004).Losses Experienced by some Canadian Elderly Living in a long-term Residential Care. Canada.
- Rubinstein, R.L. (ed) (1990). Anthropology and Aging. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
- Senocare (2023). *Importance of old age homes*. Available from: https://www.linkedin.com/pulse/impo rtance-old-age-homes-senocare services%3FtrackingId=BusfuhhqhFPKMBexnhkxEw%253 D%253 D/?trackingId=BusfuhhqhFPKMBexnhkxEw%3D%3D, [Accessed on January 12, 2024]
- Standing, H. (1991). Dependence and Autonomy Women's employment and the family in Calcutta. Routledge, London and New York.
- Yount, K. M. (2005). Women's family power and gender preference in Minya, Egypt. Journal of Marriage and Family, 67(2),410-428.

মালবেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা ঃ মুন্সিগঞ্জের গোপালপুর গ্রামের প্রেক্ষিতে একটি নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

কাজী মিজানুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

Abstract: This paper analyzes the political and religious system of the Malbedey community in Gopalpur village of Munshigonj. The customary political system of Malbedey was based on the chieftaincy since the past decades. In this traditional system, the son of aSarder becomes the Sarder by inheritance. Sarder resolved all the issues including the trial of Malbedey. But, at present there is a relaxation can be seen in the traditional chieftaincy system due to lack of trust and globalization. That's why Malbedey people often complain to the police station without remembering the Sarder. The study shows that Malbedey people had no political rights in the past. For example, there was no name in the voter list, national identity card and birth certificate. However, now a days the Malbedey people is enjoying political rights. Now they can vote directly in national and local election and having a national identity card, they can go abroad by making a passport. Besides, widow allowance, old age allowance, house gift to the landless etc are enjoying all the rights of state paid by the government. It is noted that religious awareness has increased along with political awareness among the Malbedey. Through observation its known that Malbedey people all of are muslims. They observe religious rituals like Namaz, Fasting, Eidul- Fitr, Eidul-Azha, Shab-E-Barat, Shab-E-Oadr etc. Although Malbedey's are Muslim, but due to economic activities there is laxity in the observance of religious rituals. A kind of indifference of women in performing religious rituals as compared to men can be observed especially for economic activities. However, compared to the past there is an increase in religious awareness among the people of Malbedey. Mentionable that research paper has been written by collecting data through intensive fieldwork in anthropological method. Key words: Elderly person, Stereotype, Agency, Old Age Home.

Keywords: Malbedey, Religious System, Village

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে বিচিত্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে তন্মধ্যে পার্বত্য চট্ট্রগ্রামের চাকমা, বম, খুমি, র্মামা, ত্রিপুরা, খিয়াং, সমতল ভূমির গারো, ওরাঁও, সাঁওতাল, দলিত শ্রেণির হরিজন, কুমার, ঋষি, ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক চর ও হাওর জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, শহরের গরীব ও ভাসমান জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী, বেদে, বিহারী, হিজড়া,

Corresponding author: Kazi Mizanur Rahman, E-mail:kazimizanurr@yahoo.com

প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মী, চা বাগানের শ্রমিক ও জেলে (Barkat et al. , 2023) । উল্লেখিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেদেরাঅতীতকাল থেকে গ্রামবাংলায় লোক চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ওচিত্ত-বিনোদনকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে বেদেরা সারা দেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কৃষিজীবি জনগোষ্ঠীর সাথে এদের আদান-প্রদান ওমেলামেশা অপেক্ষাকৃত কম (লাইজু, ২০১১)।সমাজবিজ্ঞানী হাবিবুর রহমান বেদেদের মোট ১৩টি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন। যেমন-সানদার, সাপুড়িয়া, বাজিকর, মাল, গাইন, রাসিয়া, বা-বাজিয়া, মীর-শিকারী, লুয়া, টেলো, মেলাশিয়া মাংতা, চানপালি ও যোগ সন্ন্যাসী এবং বৈদ্য-বাজ-বারশিয়া-কান ও একদুয়ারী ইত্যাদি (Rahman, 1990)। এদের মধ্যে মালবেদে জনগোষ্ঠী যারা অতীতে নৌকায় ঘুরে ঘুরে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত এবং এই জনগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশা হলো সাপ ধরা ও বিক্রি করা, কবিরাজি, তাবিজ বিক্রি,দাঁতের পোকা ফেলা, রসবাতের তেল বেচা,সাপের বিষ ঝাড়া ও সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে তারা সকলে ডাঙ্গায় বসবাস করছে এবং প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে অধিকাংশই গ্রামগঞ্জে মুদি দোকানদার, কাঠমিস্ত্রি, দর্জি কাজ, বই বিক্রি, প্রসাধনী বিক্রি, রান্নার লাকড়ি বিক্রি ও দিনমজুরিসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন (রহমান, ২০১৪)। উল্লেখ্য যে,মানব সমাজ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় প্রত্যেকটি সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। তবে সংস্কৃতিভেদে এদের ধরন, উপাদান, গঠন ও অনুশীলনে ভিন্নতা ছিল। যেমন- শিকার-সংগ্রহকারী সমাজ থেকে শুরু করে উদ্যান সমাজ ও কৃষক সমাজে নেতা, নেতৃত্ব, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ ও ধর্মীয় বিশ্বাস বিরাজমান ছিল। তবে সময়ের পরিক্রমায় প্রথাগত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একইভাবে গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও ধর্মীয় আচার-প্রথা পালনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা। এই প্রেক্ষিতে গবেষণা প্রবন্ধটি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সরেজমিনে মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

২.১ নমুনা নির্বাচন

বর্তমান প্রবন্ধটি গুনগত পদ্ধতি অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণাটি বস্তুনিষ্ঠ করার প্রয়োজনে পরিমানগত তথ্যও সির্নিবশিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য গবেষণায় প্রত্যক্ষ মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার গুরুতে গোপালপুর গ্রামে একটি খানা জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপ অনুযায়ী গোপালপুর গ্রামে মালবেদে খানা সংখ্যা ২৫৫টি এবং মোট বেদে সংখ্যা ১৪১৫ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ৭৩০ জন এবং নারী ৬৮৫ জন। তারপর ২৫৫টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫৫ জন তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়। তন্মধ্যে ৩০ জন প্রথাগত পেশায় (১৮ জন নারী , ১২জন পুরুষ) এবং ২৫জন পরিবর্তিত পেশা অর্থাৎ আনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত (১৭ জন পুরুষ, ৮ জন নারী)। আধা-কাঠামোগত প্রশ্নমালা অনুসারে নির্বাচিত ৫৫জন তথ্যদাতার নিরিড় সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও নির্বিড় পর্যবেক্ষণ ও মূল তথ্যদাতাদের সাথে দীর্ঘ সময় ব্যাপী কথোপকথনের মাধ্যমে মালবেদে সম্প্রদায়ের ইতিহাস, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, আচার রীতি নীতি, মূল্যবোধ উপলদ্ধি বা বোঝার চেষ্টা করা হয়। মাঠকর্মের পাশাপাশি বেদে জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষনাকর্ম, (পূর্বেকার) বই, প্রবন্ধ ও ফিচারসমূহ গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই ও ক্রসচেক করার জন্য দলগত আলোচনা পরিচালিত হয়। গবেষক মালবেদে জনগোষ্ঠীর ওপর ৪টি দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটি

দলগত আলোচনায় ১০-১২ জন নানা বয়সের মালবেদে নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন।গবেষণাটি করোনার কারণে বিরতি দিয়ে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারী থেকে ২০২২ ডিসেম্বরে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

২.১ গবেষণাধীন এলাকার বর্ননা

গবেষিত গোপালপুর গ্রামটি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। গোপালপুর গ্রামে গৃহস্থ (বাঙালি মুসলমান), হিন্দু, ঋষি ও মালবেদে জনগোষ্ঠী বসবাস করে। গোপালপুর গ্রামে মোট মালবেদে জনসংখ্যা ১৪১৫ জন। কিন্তু যখন অস্থায়ী বেদেরা এ গ্রামে আসে তখন বেদে সংখ্যা ১০০০০-১৫০০০ জন হয়ে যায় (সর্দার নজরুল ইসলামের মতে)। মাঠকর্মে দেখা যায়, গোপালপুর গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৪টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ১টি বাজার, ১টি ক্লাব, ১টি পোস্ট অফিস ও ১টি পুকুর আছে। এখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার হাট বসে। গোপালপুর গ্রামের পাশের গ্রামে একটি হাইস্কুল আছে যা কাজীর পাগলা স্কুল নামে পরিচিত। এছাড়া লৌহজং থানায় ২টি সরকারী কলেজ রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী শ্রীনগর থানায়ও একটি সরকারী কলেজ রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মালবেদেরা বাড়িতে হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে। এছাড়া বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ করে থাকে। গোপালপুর গ্রামের মালবেদেদের প্রায় সকলের বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ আছে। এমনকি তাদের অনেকের ঘরে ফ্রিজ, টিভি ও টেপ রেকর্ডার রয়েছে। তবে কয়েকটি পরিবারের ঘরে এখনও বিদ্যুত সংযোগ নেই। গোপালপুর গ্রামের চারদিকের বিলে বাঙালি গৃহস্তরা আমন ধান চাষ করে। এছাড়া গ্রামে আম, কাঠাল, কামরাঙ্গা, নারকেল গাছ ও বিভিন্ন কাঠ গাছ রয়েছে। কিন্তু মালবেদেরা মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণি বলে তাদের কেউ কৃষিকাজ করে না। তবে মজুরি শ্রমিক হিসেবে অনেকে কৃষি জমিতে কাজ করে। মালবেদেদের ঐতিহ্যবাহী পেশা হল সাপ খেলা দেখানো, সিঙ্গা লাগানো, কড়ি মালা বিক্রি, তাবিজ বিক্রি ও কবিরাজি। বর্তমানে গোপালপুর গ্রামের অনেক মালবেদে তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। যেমনঃ মুদি দোকানদারী, ফলের ব্যবসা, বইয়ের দোকান, কাঠ মিস্ত্রী, ফেরি করা, হোটেল ব্যবসা ও টেইলারী। মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে নৌকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করতো। কিন্তু বর্তমানে কোন মালবেদে পরিবার নৌকায় বসবাস করে না। এখন তারা ডাঙ্গায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। উল্লেখ্য যে, মালবেদেরা বর্ষাকালে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ (শুকনো মৌসুমে) মাসে গোপালপুর গ্রামে চলে আসে। বর্তমানে মালবেদেরা ঈদুল আযহার (কোরাবানির ঈদের সময়) সময় গোপালপুর গ্রামে চলে আসে এবং সকলে একসাথে একত্রিত হয়ে ঈদুল আযহা উদযাপন করে ও পশু কোরবানি দেয়। মজার বিষয় হল, এই সময় মালবেদে নারী-পুরুষের বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন বিষয় ও নানা অপরাধের সালিশ বা বিচার নিস্পত্তি হয়।

৩. রাজনৈতিক ব্যবস্থা

সাধারণত রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান বলতে বোঝানো হয় সংসদ, নির্বাচন, গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। তবে নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রচলিত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নৃবিজ্ঞানীরা ইউরোপের বাইরে সংস্কৃতিভেদে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখতে পান তা ইউরোপ থেকে ভিন্ন ধরনের। নৃবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ থেকে বলেন, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়া নিজস্ব সংস্কৃতির বাইরে ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য আলাদা ব্যবস্থাও বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে এসব সংস্কৃতি বা গোষ্ঠীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যে, এসব সমাজেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে। নৃবিজ্ঞান অতীতকাল থেকেই সমাজভেদে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে ভিন্নতা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। এখানে উল্লেখ্য, যে সকল জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র নেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সে সকল সমাজ বা জনগোষ্ঠী নিয়েআগ্রহ দেখাননি। তবে

নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ ছিল সেই সকল রাষ্ট্রবিহীন সমাজ বা জনগোষ্ঠী নিয়ে। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী Fried (1967) বলেন, রাজনৈতিক সংগঠন হলো সমাজ সংগঠনের একটি অঙ্গ যা সমাজে সর্বজনীন নীতি নির্ধারক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত যা তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। Hoebel (1949) রাজনৈতিক সংগঠন প্রসঙ্গে বলেন, সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই হলো রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ১। রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ২। রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ২০১৩)।

নৃবিজ্ঞানী Haviland (2018)-এর মতে, রাজনৈতিক সংগঠনকে একটি সমাজ তার সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা হ্রাস করতে ব্যবহার করেন। এটি সম্পর্কে বিশ্বের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে, কিন্তু পণ্ডিতরা চারটি মৌলিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে এই জটিল বিষয়কে সরলীকরণ করেছেন; ব্যান্ড, ট্রাইব, চিফডম এবং রাষ্ট্র। প্রথম দুটি অকেন্দ্রীভূত; পরের দুটি কেন্দ্রীভূত।রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো কোনো একটি সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও অন্যান্য সমাজের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এবং দক্ষ-সংঘাত নিরসনের জন্য কর্মকাণ্ড এবং নীতিমালা। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল দুই ধরনের— ১। কেন্দ্রীভূত: ক। রাষ্ট্র খ। চিফডম, ২। অকেন্দ্রীভূত: ক। ট্রাইব খ। ব্যান্ড (রহমান ও অন্যান্য, ২০০৭)। রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা আর ক্ষমতাহীনদের সম্পর্ক (Asad, 1973)। প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিহীন সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন, যেমন—ব্যান্ড, ট্রাইব বা উপজাতি, চিফডম। তাঁদের যুক্তি ছিল সকল সমাজেই রাজনীতির প্রসঙ্গ জড়িত। সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানীরা রাজনীতি বলতে ক্ষমতা প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে রাষ্ট্র থাকা না থাকা আর মুখ্য বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে উধসবং ইৎরী বলেন, রাজনীতি হল ক্ষমতা সম্পর্কের ক্ষেত্র যা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে মানুষ এবং দল অর্জন করে। সরকার হলো একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন যা প্রতিষ্ঠিত সীমানার বাইরে থেকে একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে এবং একটি সমাজ ও অন্যান্য বিদেশি সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকে। রাজনৈতিক সংগঠন প্রখাগত এবং আধুনিক উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীরা সবচেয়ে সাধারণ যে রাজনৈতিক সংগঠন চিহ্নিত করেছেন তা হলো: ব্যান্ড, ট্রাইব, চিফডম এবং রাষ্ট্র (James Birx, 2010)।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যান্ড সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সবচেয়ে সরল ধরনের। উপলব্ধি করা হয় শিকারি-সংগ্রহকারী সমাজেই এ ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল। তাঁরা বলেন, ব্যান্ড হচ্ছে কিছু মানুষের একটা দল বা গোত্র^১ যাঁরা সম্পর্কের

-

^{&#}x27;সরকার গঠন কাঠামো বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে গোষ্ঠী সংগঠন, যা ছিল আত্মীয় সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। গোষ্ঠী সংগঠন ছিল প্রাচীন সমাজের ভিত্তি, তবে এর পূর্বে আরো এক ভিত্তি ছিল, তা হলো লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ক অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক সমাজ সংগঠন। যেমন-ক। পুরুষভিত্তিক সমাজ সংগঠন খ। স্ত্রীভিত্তিক সমাজ সংগঠন। আদি অস্ট্রেলিয়াবাসীদের মধ্যে এই ভিত্তি এখনো বিদ্যমান। মানব জাতির আদি গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যা ছিল প্রায় সর্বজনীন। পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে মানবজাতি দুই ধরনের সরকার গঠন করে-ক। আদিম সমাজের সরকার: এ আদিম সংগঠনের ভিত্তি ছিল গণ বা গোত্র সংগঠন, গোষ্ঠী ও দ্রাতৃত্ব, খ। আধুনিক সমাজের সরকার: এ রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি ছিল অঞ্চল ও সম্পত্তি। গণ অর্থ এক জ্ঞাতি জনসমষ্টি। এক পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট জ্ঞাতি জনসমষ্টি হলো গণ। গণের প্রতিশব্দ হলো ক্ল্যান, যার অর্থ গোত্র। গোত্রের সদস্যরা পরস্পর রক্ত-সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এখানে স্ত্রী-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হয়, যা আদিম সমাজে ছিল সর্বজনীন। আর যেখানে পুরুষ ধারা চলে বোঝতে হবে এটা পূর্বের সংগঠনের পরিবর্তনের ফল। আমেরিকান আদিবাসীদের সরকার সৃষ্টি হয় গণ সংগঠনে এবং শেষ হয় মিত্রসজ্যের মধ্যে। মিত্রসজ্যই তাদের সর্বোচ্চ সরকার। এই মিত্রসজ্যের যাবার পথে প্রথমে পড়ে গণ: সগোত্র ও জ্ঞাতিজন এবং তাদের এক গণ-নাম, দ্বিতীয়ত, দ্রাতৃত্ব, কয়েকটা আত্মীয়-সম্পর্কিত গণের সমষ্টি, তারা কোনো যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্র হয়। তৃতীয়ত, গোষ্ঠী, যা কয়েকটি দ্রাতৃত্বের সংগঠন। যারা একই ভাষায় কথা বলে। চতুর্থত, গোষ্ঠীদের মিত্রসজ্ঞ, যার সদস্যরা একই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে (Morgan, 1871)।

বিবেচনায় খুবই নিকটে, যারা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করেন এবং রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম। ব্যান্ড সমাজে গোষ্ঠীই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক একক। এর বাইরে বৃহত্তর অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আধুনিক সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে ব্যান্ড সমাজের নেতৃত্বকে বোঝা যাবে না। কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব এ ধরনের ব্যবস্থায় নেই। নেতা বলতে যাঁরা শিকারে দক্ষ, বিচক্ষণ এবং বয়সে বড় তাঁরাই। এক্ষিমোদের প্রত্যেক দলের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। প্রধানের নানাবিধ পরামর্শ দলের সদস্যরা মেনে চলতেন। এস্কিমোদের মধ্যে এই নেতা বা প্রধানেরা সকলে পুরুষই ছিলেন। তবে তাঁরা নারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন বিভিন্ন বিষয়ে (Boas. 1888)। ব্যান্ড হলো একটি রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ যা শিকার-সংগ্রহকারী দলের সঙ্গে সম্পর্কিত, ব্যান্ডের সদস্যপদ পাওয়া সহজ এবং আনুষ্ঠানিক নেতা এখানে অনুপস্থিত। শিকার-সংগ্রহকারী হলো প্রায় সকল মানব সমাজের প্রধান উৎপাদনকারী দল, আর ব্যান্ড রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রূপ। একটি ব্যান্ডের মধ্যে বিশ থেকে কয়েক শত লোক থাকে এবং সবাই আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ। দলের সকল সদস্য সামাজিকভাবে সমান এবং একজন ব্যাভ নেতার কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই (Miller, 2007)। ব্যান্ড সমাজের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাউকে শাস্তি দেবার জন্য শিথিল কতগুলো নীতিমালা থাকে। যেমন-একত্রে নিন্দা করা, তিরস্কার করা কিংবা এড়িয়ে চলা। Richard B Lee (1979) বলেন, আফ্রিকার কালাহারি এলাকার ব্যান্ড সমাজ কুং!-দের সদস্য সংখ্যা ২০ থেকে ৫০। ব্যান্ড সমাজে যেমন ব্যান্ডই হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একক, অন্যদিকে ট্রাইব বা উপজাতি সমাজে সদস্যদের নানাবিধ সার্বভৌম সংঘ থাকে, আর সেই সংঘগুলোর নানাবিধ রাজনৈতিক দায়িত্ব বা ভূমিকা থাকে। ট্রাইব ব্যান্ডের চেয়ে আরও বেশি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সংগঠন। ট্রাইব সংগঠন শুধু উৎপাদন পদ্ধতি আবির্ভাবের সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছে যারা সাধারণত উদ্যানচাষ এবং পশুপালনের সাথে যুক্ত থাকে। ট্রাইব হলো একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী যা বেশ কয়েকটি ব্যান্ড এবং বংশ বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, যাদের প্রত্যেকের ভাষা এবং জীবনধারা একই রকম এবং একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল দখল করে বসবাস করেন। এই গোষ্ঠীগুলো একটি গোত্র কাঠামোর মাধ্যমে সংযুক্ত হতে পারে যাদের বেশিরভাগ সদস্য দাবি করে তারা একটি সাধারণ পূর্বপুরষ থেকে এসেছে, যদিও তারা তাদের সঠিক পূর্বপুরুষ চিহ্নিত করতে অক্ষম। সদস্য হওয়ার প্রধান ভিত্তি হলো আত্মীয়তা। ট্রাইবে এক শ থেকে কয়েক হাজার মানুষ থাকে। তাদের মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার প্রথম জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ট্রাইবপ্রধান পুরুষ বা নারী (বেশির ভাগ পুরুষ) যিনি ব্যাভপ্রধান থেকে বেশি আনুষ্ঠানিক (Miller,2007)। ট্রাইবের সদস্য সংখ্যা ব্যান্ডের তুলনায় বেশি। আফ্রিকার টিভদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। আবার নুয়েরদের সংখ্যা ইভান্স প্রিচার্ডের গবেষণার সময়কালে প্রায় ২ লক্ষাধিক ছিল। উপজাতি সমাজে একজন হেডম্যান বা সর্দার থাকে। সমাজের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেন। বিশেষ করে ঝগড়া-বিবাদ হলে সালিশের মাধ্যমে সর্দার যে রায় দেয় সকলে তা মেনে নেয় (Evans Pritchard, 1940)। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক অঞ্চলে, বিশেষ করে মেলানেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং পাপুয়া নিউগিনির স্থানীয় সংস্কৃতিতে এক ধরনের রাজনৈতিক নেতা ছিল যাকে বিগ ম্যান (নরম সধহ) বলা হয়। বিগ ম্যান (প্রায় সব সময় একজন পুরুষ) হলো গ্রামপ্রধানের বিস্তৃত সংস্করণ। রাজনৈতিক সংগঠন সামাজিক সংগঠনের এই অংশগুলোকে নিয়ে গঠিত, যা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত যা জনসাধারণের নীতির বিষয়গুলো পরিচালনা করে এবং ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিয়োগ বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে চায় (Kottack, 2020)।

চিফডম হলো কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। চিফডমকে ট্রাইব থেকে উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রথম আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব দেখা যায়। প্রধানের ক্ষমতা নির্দিষ্ট আইন দ্বারা স্বীকৃত। এটা ছিল স্তরভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। গরষষবৎ বলেন, চিফডম হলো একটি রাজনৈতিক দল যারা একজন স্বীকৃত নেতার অধীনে স্থায়ী মিত্র উপজাতি। বেশিরভাগ ট্রাইবের তুলনায় চিফডমের জনসংখ্যা বেশি, প্রায়ই সংখ্যায় হাজার এবং অধিক কেন্দ্রীভূত এবং সামাজিকভাবে জটিল। চীফডমের বংশগত ব্যবস্থায় সামাজিক পদমর্যাদা এবং অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় (Miller, 2007)। আর রাষ্ট্র হল আইনের উপর ভিত্তি করে সরকার পরিচালিত স্বাধীন রাজনৈতিক একক। রাষ্ট্র ব্যান্ড, ট্রাইব ও চিফডমের তুলনায় বৃহৎ ও জনবহুল।

মুঙ্গিগঞ্জের মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায় নৌকায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত। তবে বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। উল্লেখ্য, তাদের রয়েছে প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান হচ্ছে সর্দার। মালবেদে জনগোষ্ঠী মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, চুরি, নারী নির্যাতন হলে সাধারণত থানা বা পুলিশের কাছে যান না। সর্দার সকল সমস্যা সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেন। বর্তমানে প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বৃহৎ সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথেও মালবেদেরা যুক্ত আছেন।

৪. মালবেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা

মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে নৌকায় বসবাস করতেন এবং তাদের কোনো স্থায়ী আবাসভূমি ছিল না। ফলে তারা পেশার প্রয়োজনে নৌকায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। পরবর্তীকালে মালবেদে জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে নৌকা ত্যাগ করে ডাঙায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। বৃহৎ সমাজ থেকে বেদেরা ছিল বিচ্ছিন্ন, আর তাই বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা থেকে তাদের নেতৃত্ব ও বিচার ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। বেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ছিল সর্দার প্রথা, আর এই সর্দারকে কেন্দ্র করে বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। উত্তরাধিকারসূত্রে সর্দারের ছেলে সর্দার হন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর বিয়ে, তালাক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিচার-সালিশসহ সকল বিষয়ে সর্দারের অনুমতি বা সহযোগিতা ছাড়া সমাধান করা সম্ভব না। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বে বৃহৎ সমাজের প্রভাবে বেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত সর্দার প্রথায় শিথিলতা লক্ষ করা যায়। একটা সময় বেদে জনগোষ্ঠীর সকল সমস্যা সমাধানের বাতিঘর ছিলেন সর্দার। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সর্দার অতীতের মতো সৎ ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছেন না। ফলে বর্তমানে সর্দারের ওপর বেদে জনগোষ্ঠীর আস্থার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আর এই কারণে মালবেদে জনগোষ্ঠী অনেক সময় সর্দারকে উপেক্ষা করে থানায় গিয়ে নালিশ দেন। অনুসন্ধানে জানা যায় অতীতে মালবেদে জনগোষ্ঠীর কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। যেমন- ভোটার তালিকায় নাম ছিল না, স্থায়ী কোনো আবাসভূমি ছিল না, জাতীয় পরিচয়পত্র ছিল না, জন্ম নিবন্ধন ছিল না. পাসপোর্ট করতে পারতেন না। তবে বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এখন বেদেরা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র থাকায় পাসপোর্ট তৈরি করে বিদেশ যেতে পারেন। বর্তমানে বেদে জনগোষ্ঠী স্থানীয় প্রতিনিধি পরিষদে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করছেন। গোপালপুর গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত বেদে মেম্বার মোঃ ইসলামের মতে, স্থায়ী ও অস্থায়ী মালবেদে মিলে ভোটার তালিকায় ২৭০০টি বেদে ভোটার রয়েছে। মালবেদে জনগোষ্ঠী বর্তমানে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে খুব সচেতন থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। নির্বাচন এলে বেদেরা স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃবন্দের কাছে তাদের রাজনৈতিক অধিকার তুলে ধরে সমাধানের চেষ্টা করেন। নাগরিক পরিচয় না থাকায় বেদেরা এক সময় জমি ক্রয় করতে পারতেন না, বর্তমানে জাতীয় পরিচয়পত্র থাকায় এখন জমি ক্রয় করতে পারেন, অনেক মালবেদে জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সরকার কর্তৃক প্রদেয় বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, ভূমিহীনদের ঘর উপহার, করোনাকালীন অনুদানে মালবেদে জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সরকার কর্তৃক ৫০ বছরের অধিক বয়স্কদের প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ১০০টি কার্ড বেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থার মান উন্নয়নে বার্ষিক সরকারি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকে। মালবেদে জনগোষ্ঠী বর্তমানে বাংলাদেশের দুটি বড় রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটে জয়লাভ করে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর মোঃ আদিল বলেন, 'স্থানীয় নির্বাচনে বেদে জনগোষ্ঠীর প্রার্থীকে কারচুপি করে অনেক সময় পরাজিত করা হয়।'

কেস স্টাডি-১

মোঃ আদিল (৫০) গোপালপুর গ্রামে স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তার দুই ছেলে এবং এক মেয়ে বিবাহিত। আদিল অতীতে কবিরাজি পেশায় জড়িত ছিল। বর্তমানে প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে মুদি দোকান ও মুরগির ব্যবসা করছেন স্থানীয় বাজারে। মালবেদে জনগোষ্ঠী থেকে স্থানীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে বিগত সময় দুজন নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে একজন সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করেছেন এবং অন্যজন সংরক্ষিত মহিলা আসনে জয়লাভ করেন। ফলে নেতৃত্বের এই ধারাবাহিকতায় গত স্থানীয় নির্বাচনে মোঃ আদিল হলদিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে মেম্বার পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বিকালে ভোট গণনা শুরু হয় এবং ভোট গণনার একটা পর্যায়ে ঘোষণা করা হয় আদিল ২০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু আদিলের জয় যখন সুনিশ্চিত তখন হঠাৎ করে বৃহত্তর সমাজের প্রার্থীর প্ররোচনায় ভোট গণনা স্থগিত করা হয়। তারপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভোটের বাক্স উপজেলা পরিষদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মধ্যরাতে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোটের ফলাফল মোঃ আদিলকে ৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজয় দেখানো হয়। এই ভোটের ফলাফল আদিল প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ মিছিল করেন। একটা পর্যায়ে বাস্তব অবস্থা চিন্তা করে নীরবে পরাজয় মেনে নেন।

কেস স্টাডি-২:

মোঃ ইকরাম আলী (৩৮) স্ত্রী ও ৩ সন্তান নিয়ে গোপালপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি এইচএসসি পাশ করে সরকারি চাকরি না পেয়ে বিদেশ (কাতার) চলে যান। দেশে ফিরে বর্তমানে তিনি কাঁচামালের ব্যবসা করছেন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ইকরাম আলী জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। গোপালপুর গ্রামে তিনি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে তিনি অতীতের মতো সক্রিয় নেই। একটা সময় তিনি নিজ দলে (বিএনপি) নেতৃত্বের প্রশ্নে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েন। দলাদলির কারণে বাঙালি সমাজের এক স্থানীয় নেতার সাথে গোপালপুর বাজারে সংঘর্ষ হয়। প্রথম পর্যায়ে ইকরাম আক্রান্ত হন, কারণ তিনি মারামারির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে ইকরাম বেদে নিজ গোষ্ঠীর লোকজন নিয়ে খাঁন বাড়িতে আক্রমণ করে সুমন খাঁনকে মারধর করেন। আক্রান্ত সুমন বাদী হয়ে ইকরামকে প্রধান আসামি করে থানায় মামলা করেন। একটা পর্যায়ে স্থানীয় নিজ দলের নেতৃবৃন্দ সালিশের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীর বক্তব্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিক বিচারের মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করেন। ২০০৯ সালে আওয়াম লীগ ক্ষমতায় আসার পর মামলা ও পুলিশের হয়রানির ভয়ে তিনি রাজনীতিতে নিদ্ধিয় হয়ে পড়েন। এছাড়া লেখাপড়া করে চাকুরি না পাওয়ায় ইকরাম বেকারত্বের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য বিদেশ চলে যান। প্রবাসি জীবন শেষ করে ইকরাম বর্তমানে গোপালপুর গ্রামে কাঁচামালের ব্যবসা করছেন এবং বাঙালি সমাজের মেয়েকে বিয়ে করে সুথে-শান্তিতে জীবন যাপন করছেন।

৫. সালিশ ব্যবস্থা

মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত বিচার বা সালিশ ব্যবস্থা রয়েছে। সালিশ বোর্ড ৭ জন সর্দার নিয়ে গঠিত, এখানে সকলের মর্যাদা সমান। মালবেদে জনগোষ্ঠী বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। তাই তাদের বসবাসরত এলাকাকে

৭টি ভিটায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভিটার দায়িত্বে একজন সর্দার রয়েছেন। প্রত্যেকটি ভিটার স্থায়ী এবং অস্থায়ী সদস্যরা ঐ ভিটার দায়িত্বে যে সর্দার থাকে তারা তার তত্তাবধানে থাকেন। উল্লেখ্য, ভিটার দায়িত্বে যে সর্দার থাকেন তাকে ঐ ভিটার সকল সমস্যা অবহিত করতে হয়। অবহিত হওয়ার পর তিনি অন্য সর্দারদের ডেকে সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেন। গবেষণায় দেখা যায়, ছোটখাটো সমস্যা ভিটার দায়িতে নিয়োজিত সর্দার সমাধান করেন। তবে জটিল সমস্যাগুলো অন্যান্য সর্দারকে জানানো হয় এবং সকলে একত্র হয়ে সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেন। তবে যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য গাওয়াল বা প্রবাসে যায় তাদের একজন সর্দারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গাওয়াল বা প্রবাসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ছয় মাস বা নয় মাস পর্যন্ত গ্রামের বাইরে অবস্থান করেন। এই বহর বা দলে ১০ ঘর বা ২০ ঘর থাকে অথবা ৫০-১০০ জন থাকে। এই বহরে যে সর্দার থাকেন তিনি অস্থায়ী সর্দার। গাওয়াল বা প্রবাস করে গ্রামে ফিরে এলে তার সর্দারের দায়িত শেষ। তবে দীর্ঘ এই প্রবাস সময়ে বহর বা দলের সকল সমস্যা দায়িত্রত সর্দারকে সমাধান করতে হয়। কিন্তু জটিল সমস্যাগুলো গ্রামে ফিরে এলে স্থায়ী ৭ জন সর্দার একত্রে বসে সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর বিয়ে, ঝগড়া-বিবাদ, তালাক, জমি সংক্রান্ত বিবাদ, প্রথা অমান্য করা, যৌন হয়রানি, পেশার প্রয়োজনে কোন বহর কোন দিবে যাবে বা কয়দিন থাকবে এ বিষয়গুলো সর্দার সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর মতামত বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সর্দার নির্বাচন হয় না, সর্দার উত্তরাধিকারসত্রে হন অর্থাৎ সর্দারের ছেলে সর্দার হন। তবে দল বা বহরের অস্থায়ী সর্দার উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত হন না। এটা সকলের সাথে আলোচনা করে নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে শিক্ষিত বা সচেতন বেদে জনগোষ্ঠী সর্দার নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি পছন্দ করেন না। কারণ এই প্রক্রিয়ায় অযোগ্য বা নেতিবাচক চরিত্রের মানুষ সর্দার হন। অতীতে মালবেদে জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যার সমাধানের বাতিঘর ছিলেন সর্দার, তবে সময়ের পরিক্রমায় সর্দার প্রথার ওপর বেদে জনগোষ্ঠীর আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবক নাজমুলের মতে, 'সর্দাররা দুর্নীতিবাজ, টাকা খেয়ে বিচারের রায় দেয়, নিরপেক্ষ বিচার করে না, তাদের সহযোগিতায় বেদেরা অবৈধ ব্যবসা করে।' তারপরও গবেষণায় দেখা যায়, মালবেদে জনগোষ্ঠীর সামাজিক সমস্যা সমাধানের অবলম্বন এই প্রথাগত সালিশ বা সর্দার প্রথা। মালবেদে জনগোষ্ঠীর বিয়ে. তালাক, ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ, চুরি, এই ধরনের নানা সমস্যার সমাধান করেন সর্দার। তবে জটিল সমস্যা যেমন–জমি সংক্রান্ত বিবাদ, খুন, নারী নির্যাতন ইত্যাদির সমাধান দিতে সর্দার ব্যর্থ হলে বেদে জনগোষ্ঠী থানা, পুলিশ ও আদালতের শরণাপন্ন হন। আবার অনেক সময় দেখা গেছে ঝগড়া-বিবাদ বা মারামারি হলে বেদেরা সর্দারের কাছে নালিশ না দিয়ে থানায় গিয়ে মামলা করলে পুলিশ অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি সর্দারের নজরে এলে থানায় গিয়ে মুচলেকা দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে আসেন এবং প্রথাগত সালিশের মাধ্যমে সমাধান করেন। আর যদি সমাধান করতে ব্যর্থ হন তাহলে আদালতের মাধ্যমে সমাধান হয়। উল্লেখ্য মালবেদে জনগোষ্ঠীর এই প্রথাগত সালিশ ব্যবস্থার কাছাকাছি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সালিশ-বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় জেহাদুল করিমের গবেষণা-কর্ম থেকে (Karim, 1984, 1990)।

৬. ধর্মীয় ব্যবস্থা

ধর্ম হলো একটি সর্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান। এমন কোনো সংস্কৃতি নেই যেখানে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। নৃবিজ্ঞানী Taylor (1871) ধর্ম সম্পর্কে বলেন, "Religion is the belief in spiritual beings", অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসই হলো ধর্ম। মানবজাতির বিকাশ এবং তাদের ইতিহাস অনুসন্ধানে ধর্মীয় বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত এবং ঐতিহাসিক শিকড় হচ্ছে প্রাচীন রোমান বিশ্বে। ধর্ম কাঠামো দেয় এবং বিশ্বাস এই কাঠামোকে ব্যক্তিগত ধর্মীয় কার্যকলাপ দিয়ে পূরণ করে থাকে। বিশ্বাস বলতে বোঝায় একই ধর্মের অনুসারীদের সার্বজনীন ধর্মীয় কার্যকলাপ। Marcuss T. Cicero (106-49 BCE) বলেন, ল্যাটিন বিশেষ্য religio উদ্বত হয়েছে re-legere

ক্রিয়াপদ থেকে, যার অর্থ " নিবিভ্ভাবে কিছু করা, আবার কিছু করা, কিছু পড়া।" তাই প্রাচীন রোমান সংস্কৃতিতে, ল্যাটিন বিশেষ্য religio, ধর্মের সঠিক আচার বা অর্চনা পালন প্রকাশ করে এবং যার ফলস্বরূপ দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় (Cited in James Birx, 2010)। এ প্রেক্ষিতেনৃবিজ্ঞানী Murdock (1949) বলেন, মানুষ সংস্কৃতিভেদে বিভিন্ন উপায়ে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তোষামোদ করার জন্য নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। সকল সংস্কৃতিভে জন্ম, আত্মা, মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য আচার-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা। এসব বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্ম নামে বিবেচনা করা হয়। তবে ধর্মকে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রেক্ষিতে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কোনো ধর্ম একেশ্বরবাদী, কোনোটি বহু ঈশ্বরবাদী, কোনটিতে আবার ঈশ্বরের বিশ্বাস অনুপস্থিত। Barton (1946) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ইফুগাওদের (Ifugao) থেকে হাজার পাঁচেকের অধিক দেবদেবীর নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, অনেক ধর্ম আবার ভূত-প্রতে বিশ্বাস অবলম্বনে টিকে আছে। সমাজবিজ্ঞানী Durkheim (1912) তাঁর The Elementary Forms of Religious Life গ্রন্থে বলেন, "Religion is a unified system of beliefs and practices related to sacred things". অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে পবিত্র জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের একটি সমন্বিত পদ্ধতি। Frazer (1890) তাঁর The Golden Bough গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কে বলেন, "Conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and of human life."(p.50).

ধর্ম সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এটি শুধু প্রত্যেকটি পরিচিত মানব সমাজে পাওয়া যায়নি, পাশাপাশি অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মিথক্সিয়া করে। এটি বস্তুগত সংস্কৃতিতে, মানুষের আচরণে এবং মূল্যবোধ ব্যবস্থায়, নীতি এবং নৈতিকতার অভিব্যক্তি খুঁজে। এটি পারিবারিক সংগঠন, বিবাহ, অর্থনীতি, আইন এবং রাজনীতি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এটি ওষুধ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, বিদ্রোহ এবং যুদ্ধের পাশাপাশি শিল্পের মহৎ কাজকে অনুপ্রাণিত করছে। ধর্ম, সংস্কৃতির মতোই, সুশৃঙ্খল ধারায় বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আচরণ নিয়ে গঠিত যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে। অতীতে অন্যের সচেতন নির্দেশনা এবং অনুকরণের মাধ্যমে সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ধর্ম অর্জন করে। এই শিক্ষার বেশিরভাগই শৈশবে ঘটে। শিশুরা তাদের নির্দিষ্ট সংস্কৃতি দ্বারা বিশ্বকে দেখে এবং পরবর্তী জীবনে যদি তারা পরস্পরবিরোধী প্রমাণের মুখোমুখি না হয়, তবে তারা সাধারণত তাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মের নীতিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে না, কিন্তু নিজেকে বোঝার জন্য সেগুলোকে গ্রহণ করবে (Malefijt, 1989)। একইভাবে Yinger (1957) বলেন, "Religion is a system of beliefs, emotions, attitudes and practices by means of which a group of people attempt to cope with ultimate problems of human life." অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে আবেগ, বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এবং অভ্যাসের এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একদল মানুষ মানব জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকে ৷Herskovits (1974) ধর্মকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন; তার মতে, "Religion may best be defined as belief in, and identification with a greater force or power." Geertz (1973) বলেন, ধর্ম হলো প্রতীক, যা মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী মনোভাব এবং প্রণোদনার সৃষ্টি করে যার ফলে সাধারণভাবে আমাদের অন্তিত্বের স্বরূপটি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে উঠে, আর সেই ধারণাটি একপ্রকার অলৌকিক বিশাস দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, যা সাধারণ বিষয়-আশয়, মনোভাব ও প্রণোদনাকে অদ্ভুতভাবে বাস্তব বলে মনে করতে বাধ্য করে। ধর্মের মূলত দুটি বিষয় আছে। যথা–১। বিশ্বাস (belief), ২। আচরণ (action or ritual)। নূবিজ্ঞানী Wallace (1966)ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, "religion as a set of rituals, rationalized by myth, which mobilizes supernatural powers for the purpose of achieving or preventing transformations of state in man and nature".

প্রত্যেকটি মানব সমাজে অনিবার্যভাবে দুটি ভিন্ন এবং একটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রকৃতির পরস্পরবিরোধী ধারণা বিদ্যমান। তাদের মধ্যে একটি, প্রকৃতিবাদী যা প্রযুক্তির সর্বত্র নিহিত যা বিশ শতকের ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে এবং আমাদের চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে। অন্যটি, যাকে পৌরাণিক বা আধ্যাত্মিক ধারণা বলা যেতে পারে, যা পৌরাণিক কাহিনি এবং ধর্মের মধ্যে নিহিত এবং প্রায়শই দর্শনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে (Radcliffe-Brown, 1964)।হেগেল সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার প্রধান পথপ্রদর্শক। যদিও, হেগেলের চিন্তা আধ্যাত্মিক পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়, তথাপি মানুষের বিষয়গত চেতনা এবং মানবিক কার্যকলাপকে তার অধিবিদ্যায় একটি কেন্দ্রীয় স্থান প্রদান করে। হেগেল প্রত্যক্ষবাদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্বৈতবাদকে একীভূত করার চেষ্টা করেছেন : আত্মা এবং প্রকৃতি, স্বাধীনতা এবং প্রয়োজনীয়তা, আত্মনিষ্ঠা এবং বস্তুনিষ্ঠতা। সমসাময়িক নাস্তিকতার বিভিন্ন রূপ যেমন মার্কসবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং অস্তিত্বাদ হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিক্রিয়া নয় বরং এই দর্শনে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত না হলেও নাস্তিকতা আরও গভীরভাবে পরিমার্জন করা হয়েছে (Cited in Morris, 1987)। পল-রদিন ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করেন, প্রকৃতির বিরূপ ও বিরুদ্ধ পরিবেশের প্রতি আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। সিমেলের মতে, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ। তিনি বলেন, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বৃহত্তম প্রতিফলন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস। আর ডুরখেইম মনে করেন, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের নানা আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মতে, সমাজই ধর্মের উৎপত্তিস্থল এবং সমাজই ঈশ্বর। কেননা মানুষ ঈশ্বরকে যেমন ভয় পায় সমাজকেও তেমনি ভয় পায়। ধর্মই সামাজিক সংহতির মূল (উদ্ধৃত, রহমান, ১৯৮৮)। Freud (1967) বলেন, ধর্ম হলো একটি সর্বজনীন সংস্কৃতি। কিন্তু ধর্ম নির্দিষ্ট সংস্কৃতির অংশ, এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতাগুলো সুন্দরভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চায় প্রদর্শিত হয়। Wallace (1966) বিভিন্ন সংস্কৃতি বিবেচনা করে চার ধরনের ধর্ম চিহ্নিত করেছেন ম: শামানিক, সাম্প্রদায়িক, অলিম্পিয়ান এবং একেশ্বরবাদী (Cited in Kottack, 2020)। মালবেদে জনগোষ্ঠীরও রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস যা একেশ্বরবাদী, তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বা অনুসারী। অর্থাৎ মালবেদে জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম পালন করেন।

মালবেদে জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও তার প্রায়োগিক দিক:

গবেষিত এলাকার মালবেদে জনগোষ্ঠীর সবাই মুসলমান। তারা নিজেদের হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধর বলে দাবি করেন। তারা বিশ্বাস করেন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। মালবেদেরা নামাজ, রোজা, ঈদুল ফেতর, ঈদুল আজহা, শবেকদর, শবে-বরাত ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। গবেষণা এলাকায় দেখা যায়, মালবেদে নারী-পুরুষ মুসলমান হলেও তাদের ব্যবসায়িক ব্যস্ততার কারণে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে শিথিলতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু অবস্থাসম্পন্ন মালবেদের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। অবস্থাসম্পন্ন মালবেদে পুরুষরা নিয়মিত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন এবং তাদের স্ত্রীদের ঘরের বাইরে কাজ করতে দেন না। উল্লেখ্য যে, অতীতকাল থেকেই নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, ফলে পুরুষের তুলনায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নারীদের মধ্যে এক ধরনের উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ বেদে নারীরা নামাজ, রোজা পালন করেন না, এমনকি ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে তারা একবারেই অজ্ঞ। যেমন–তারা নামায পড়ার নিয়ম ও সূরা জানেন না, কোরআন পড়তে পারেন না। বর্তমানে বেদে পুরুষদের মধ্যে নামাজ পড়া ও রোজা রাখার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব একটি মসজিদ রয়েছে, যেখানে তারা নামাজ পরেচালনার জন্য একজন ইমাম ও আজান দেওয়ার জন্য একজন মুয়াজ্জিন রয়েছে। মজার বিষয় হলো ইমাম ও মোয়াজ্জিন উভয়ই বেদে জনগোষ্ঠীর। গোপালপুর গ্রামে একটি মাদাসা রয়েছে, যেখানে বেদে জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা পড়তে যান। অতীতের

তুলনায় বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গোপালপুর গ্রামের বেদেরা ঈদ উৎসব পালনের জন্য দেখা যায় আয় অনুযায়ী সন্তান, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের জন্য জামাকাপড়, জুতা, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, শ্লো, পাউডার, চিরুনি, আয়না, লিপস্টিক ইত্যাদি কেনাকাটা করেন। এছাড়া ঈদের দিন সেমাই, মুরগির মাংস, গরুর মাংস, খিচুরি, পোলাও রান্না করেন। যেসব বেদে পরিবার ভালো-মন্দ রান্না করেন না বা সাধ্য নেই, তাদেরকে অবস্থাপন্ন বেদেরা দাওয়াত করে ঈদের দিন আপ্যায়ন করে থাকেন। ঈদের দিন ছোট ছোট বাচ্চারা, যুবক ও বয়স্করা নতুন জামা, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, পায়জামা পরে নিজেদের মসজিদে নামাজ পড়ে পরস্পর আলিঙ্গন করে থাকেন। তারপর ঘরে গিয়ে সকালে সেমাই, দুপুরে পোলাও, মাংস খান। ঈদের দিন বেদে জনগোষ্ঠীর বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীরা নানা রঙের কাপড় পরিধান করেন, তবে কিছু অবিবাহিত নারীরা সালোয়ার-কামিজ পরিধান করে থাকেন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল পরিবারের আর্থিক উন্নতি হয়েছে ঈদুল আযহায় তারা কোরবানি দিয়ে থাকেন এবং মাংস ইসলামের বিধি মোতাবেক বন্টন করে থাকেন। ঈদের দিন গ্রামে ও বাজারে ফুচকা, চটপটি ও নানা ধরনের খেলনা, বাঁশি, বেলুন বিক্রি করা হয়। ছোট ছোট বাচ্চারা ও বালক-বালিকারা ঈদের দিন যে সেলামির টাকা পায় তা দিয়ে বাঁশি, বেলুন ক্রয় করে ও ফুচকা, চটপটি খেয়ে ঈদ উৎসবে মেতে থাকে। উল্লেখ্য বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর পুরুষদের (অল্প সংখ্যক) ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি নারীরাও ধীরে ধীরে ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতির ব্যাপারে সচেতন হচ্ছেন।



চিত্র ১ : গোপালপুর গ্রামে মালবেদে জনগোষ্ঠীর মসজিদ

(উৎস: মাঠকর্ম, ২০২০-২২)

কেস স্টাডি-৩:

মোঃ নুরুল আমিন (৪৫) চার সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে গোপালপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। নুরুল আমিনের বাবা-মা অতীতে প্রথাগত পেশায় জড়িত ছিলেন এবং পরিবারের সবাই নৌকায় বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে নৌকার ভাসমান যাযাবর জীবন ত্যাগ করে ডাঙায় জমি ক্রয় করে গোপালপুর গ্রামে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। নুরুল আমিনের বাবা মোঃ ইয়াকুব দেখলেন প্রথাগত পেশায় উপার্জন কম হয় এবং পেশার প্রয়োজনে গ্রাম ও বিদেশে (গ্রামের বাইরে) পায়ে হেঁটে বা নৌকায় ঘুরে বেড়ানো খুব কষ্টদায়ক। আবার অনেক সময় বৃহৎ সমাজের কাছে হয়রানির শিকার হতে হয়। সব কথা বিবেচনা করে তিনি তার সন্তানদের প্রথাগত পেশায় জড়িত না করে লেখাপড়া করার জন্য স্কুলে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে ভালো চাকরি করবে এবং কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে উন্নত জীবন-যাপন করবে। আর ইয়াকুবের এই বাসনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তার সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে কেউ চাকরি

করছেন, কেউবা চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন। ইয়াকুবের বড় পুত্র নুরুল আমিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স করে এবং পরবর্তীকালে কামিল (এমএ) পাশ করেন এবং ছোট পুত্র সালমান এমএ পাশ করে সরকারি চাকুরির জন্য চেষ্টা করছেন। নুরুল আমিন কামিল পড়াশোনার কারণ হচ্ছে, তিনি দেখলেন বেদেরা মুসলমান হওয়া সত্তেও পেশার প্রয়োজনে যাযাবরের মতো ঘুরে বেডানোর কারণে ধর্মীয় শিক্ষায় বেদেরা একেবারেই অজ্ঞ এবং ধর্মকর্ম পালনের ব্যাপারে উদাসীন। ফলে কামিল পাশ করার পর নুরুল আমিন ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে বেদে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে লাগলেন। বেদে জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে বললেন, প্রচলিত লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং শুদ্ধ করে নামাজ, রোজা পালন করতে হবে; শুধু ইহজগৎ নিয়ে ভাবলে হবে না; আমাদেরকে পরজগৎ নিয়েও ভাবতে হবে, যেখানে মৃত্যুর পর অনন্ত কাল বসবাস করতে হবে। তিনি আরও বললেন, আমরা যদি শুদ্ধ করে নামাজ, রোজা ও ধর্মীয় অন্যান্য সকল আচার-আচরণ, রীতিনীতি মেনে চলি, তাহলেই আমরা বেহেশতে যেতে পারব। আর আমরা যদি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন না করি. তাহলে আমাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে. যেখানে কষ্টের কোনো সীমা নেই। মালবেদে জনগোষ্ঠীকে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানলাভ করার জন্য গোপালপুর গ্রামে নুরুল আমিন উদ্যোগে একটা মাদুসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বেদে ছেলেমেয়েরা যায় এবং কোরআন শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মোঃ নুরুল আমিন গোপালপুর গ্রামের বেদে জনগোষ্ঠীর জন্য নির্মিত মসজিদের ইমাম। তিনি নামাজ পড়ানোর পাশাপাশি ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলো মসজিদে প্রচার করেন। এছাড়া বেদে নারীদেরকেও তিনি নামাজ, রোজা ও কোরআন শিক্ষার বিষয়ে তাগিদ দেন। নুরুল আমিন ইমামতির পাশাপাশি সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকরি করেন। নুরুল আমিন বর্তমানে গোপালপুর গ্রামে স্ত্রী, সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করছেন।

উপসংহার :

বেদে জনগোষ্ঠীর একটি উপশাখা হলো মালবেদে। আর মালবেদে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করাই হলো এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। মালবেদেরা অতীতে নৌকায় বসবাস করতো এবং ঘুরে ঘুরে প্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাদের প্রথাগত পেশা হলো সাপ ধরা ও বিক্রি, কবিরাজি, তাবিজ বিক্রি ও সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। তবে বর্তমানে টিকে থাকার জন্য তাদের অনেকেই প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। উল্লেখ্য অতীতে মালবেদেদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না এবং ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল উদাসিন। প্রথাগত সর্দার ব্যবস্থা ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র বাতিঘর ছিল সর্দার প্রথা। যারা ছিল বৃহত্তর সমাজ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বর্তমানে তারা ডাঙ্গায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে বৃহত্তর সমাজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। এবং রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার চেষ্টা করছে। যেমন- ভোট দেওয়ার অধিকার, জম্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি অধিকার ভোগ করছে। এছাড়া গবেষণায় দেখা যায় মালবেদেরা সকলে মুসলমান। তবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে অতীতকাল থেকে পুরুষের তুলনায় নারীরা ধর্মীয় আচার-আচরণের বিষয়ে ছিল অজ্ঞ। বর্তমানে তাদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।তারা নামাজ, রোজা, ঈদুল ফেতর, ঈদুল আজহা, শবে-কদর, শবে-বরাত ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। নামাজ পড়ার জন্য তাদের নিজস্ব মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা আছে। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মালবেদে ছেলে-মেয়েরা স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসায় যায় এবংতাদের মধ্যে একাধিক হাফেজও আছে। পরিশেষে বলা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠী প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের রাজনীতির বিষয়ে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং অতীতের তুলনায় বর্তমানে ধর্মীয় রীতি-নীতির বিষয়ে খুব সচেতন।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

- Asad, T.(ed) (1973). Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press.
- Barkat, Abul; Islam, M. R.; Osman, A.; Ahamed, F.M.; Rabby, M. F.; Ara, R.; Begum, L. (2023). Marginalised Communities in Bangladesh: State and Marginalization Index (2021). Human Development Research Centre (HDRC). Publisher: MuktoBuddhi, Dhaka, Bangladesh.
- Barton R.F.(1946). *The Religion of the Ifugaos*. (American Anthropologist. Vol.48, No.4, p.2) 219 pp in 8. Menasha (wisc). American Anthropological Association.
- Boas, F. (1888). *The Central Eskimo*. Sith Anual Report, Bureau of American Ethnology, pp. 399-669. Washington D.C.
- Durkheim, E. (1912). The Elementary Forms of Religious Life. London, Allen and Unwin.
- Evans-Pritchard, E.E (1940). *The Nuer*: a description of the model of livelihood and political institutes of a Nilotic people. Oxford: At the clarendon press.
- Frazer, J.G. (1890). The Golden Bough: A Study in Magic and Religion; Macmillan; London.
- Fried, M. H. (1967). The Evolution of Political Society. New York: Random House.
- Geertz, C. (1973). The interpretation of Culture; Basic Books; New York.
- Haviland, W.A. (2018). *Cultural Anthropology* (Nineteenth edition). Harcourt Brace College publishers, New York.
- Herskovits M.J. (1974). Cultural Anthropology; Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
- Hoebel, E.A. (1949). Man in the Primitive World; MaGraw Hill; New York.
- James Birx, H. (2010). 21st Century Anthropology. A Reference Handbook. Publisher
- SAGE Publications, Inc.
- Karim, A.H.M. Z. (1984). 'Rural Elites and Their Role in Conflict Resolution: Three Arenas and Some Cases.' Bangladesh Journal of Sociology, vol.2. No.2.
- Karim, A.H.M. Z. (1990). The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society. New Delhi: Northern Book Centre.
- Kottak, C.P. (2020). *Cultural Anthropology* (Tenth edition). The McGraw-Hill companies, Inc. New York.
- Lee, R.B. (1979). The! Kung San: men, women, and work in a foraging society. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malefijt, A.D.W. (1989). *Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion*. The Macmillan Company, New York.

- Miller, Barbara D.(2007). *Cultural Anthropology*.(4th edition).Pearson/Allyn and Bacon, New Jersey,U.S.A.
- Morgan, L.H. (1985)(1871). *Ancient Society*: Researches in the line of human progress from savagery, through barbarism to civilization. Foreword by Elizabeth Tooker. Tucson University of Arizona Press.
- Morris, B. (1987). *Anthropological Studies of Religion*: An Introductory Text. Cambridge University Press.
- Murdock, G. P. (1949). Social Structure, New York: Mccmillan.
- Radcliffe Brown, A.R. (1964). Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen and West.
- Rahman, H. (1990). *The Shandar Beday Community of Bangladesh*: A Study of a Quasi Nomadic People, unpublished PhD thesis, department of Sociology, University of Dhaka.
- Taylor, E.B. (1871). Primitive Culture; Harper; New York.
- Wallace, A.F.C. (1966). Religion: An anthropological view (P.107). New York: Random House.
- Yinger, M.J. (1957). Religion, Society, and the Individual: an Introduction to the Sociology of Religion. New York: Macmillan.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১৩)। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা।
- রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৮৮)। সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি। হাসান বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
- রহমান, কাজী মিজানুর (২০১৪)। মুঙ্গিগঞ্জের মালবেদে জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ধারা : একটি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা. সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র. ৫৮-৬৭।
- রহমান, আখন্দ মো ঃ মোখলেসুর; আবু শামীম, শেখ মোহাম্মদ; কবীর, মোঃ হুমায়ন (২০০৭)। নৃবিজ্ঞান পরিচিতি। লেখাপড়া, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- লাইজু, নাজমুননাহার (২০১১)। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়। শোভা প্রকাশ, ঢাকা।